এজ অফ ডার্ক ফিতনাহ
Age of Dark
FITNAH
Rooh Maahmood

এজ অফ ডার্ক ফিতনাহ

Age of dark fitnah

অন্ধকার ফিতনার যুগ

অসংখ্য ফেতনার বেড়াজালে মুসলিম উম্মাহ

writter

রূহ মাহমুদ

Rooh Maahmood

Dhaka, Bangladesh.

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং আরও কিছু কথা:

বর্তমান সময়ের অন্য সব সাধারণ মুসলমানদের মতোই একটি পরিবারে আমার জন্ম। জন্মের পর থেকেই ঢাকায় আছি। কেজি থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত পুরো শিক্ষা জীবন ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শেষ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। অনার্সের শুরুতেই আল্লাহ তায়ালা জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলেন। সালটা ছিল ২০১০ / ২০১১।

ছাত্র ছিলাম। হাতে অনেক সময়। ইসলাম নিয়ে খুব পড়াশুনা শুরু করলাম। কিছু না বুঝলে ওলামায়ে কেরামের কাছে দৌড়ে যেতাম। এভাবেই পথ চলা শুরু। হুজায়ফা (রা:) এর মতো ফিতনা সম্পর্কে জানার ব্যাপক আগ্রহ তৈরী হলো। যাতে ফেতনা থেকে আগে বাঁচতে পারি। এই ফেতনা সম্পর্কে জানার চেষ্টার কারণেই আল্লাহ তায়ালা আজ আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন।

অনালাইনে লিখালিখি করার ইচ্ছা কখনোই ছিলোনা। একা একাই গবেষণা করতাম। হঠাৎ চিন্তা আসলো (অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে) এসব বিষয়তো উম্মাহকে জানানো দরকার। সেই থেকেই টুক টাক করে ফেসবুকে লিখা শুরু। ২০১৫ / ২০১৬ থেকে বিভিন্ন গ্রুপে লিখতাম। সেসব লিখার মধ্যে যা সংগ্রহে আছে সেগুলো নিয়েই এই কিতাব। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন লিখাগুলোকে এখানে একসাথে করে আপনাদের খেদমতে পেশ করলাম।

যেহেতু আমি কোনো পেশাদার লেখক নোই। সেহেতু আমার লিখাতে সাহিত্যিক মান থাকার প্রশ্নই আসেনা। খুব সাধারণ ভাষায় লিখা হয়েছে। বানানেও ভুল থাকতে পারে। কারণ লিখাগুলো অনেক আগের। এবং, কেউ সম্পাদনা বা প্রুফ রিডও করে দেয়নি। আবার কিছু লিখাতে দাড়ির বদলে ফুল স্টপ দেখতে পাবেন। আসলে সেগুলো পুরোনো একটি ব্রাউজার দিয়ে লিখায় এমনটা হয়েছে। মোট কথা, অনেক অসঙ্গতি হয়তো চোখে পড়বে। তারপরেও আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি মানসম্মত করার জন্য।

সকল ভুল ত্রুটির জন্য অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আল্লাহর ইচ্ছা, দয়া এবং অনুগ্রহ ছাড়া এই কিতাবকে সন্নিবেশিত করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। সুতরাং সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আল্লাহর। আর সকল ভুল ত্রুটি আমার।

আল্লাহর বান্দা: রূহ মাহমুদা

ভূমিকা:

শয়তান আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল, সে মানবজাতিকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই শয়তান তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শেষ জমানায় মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের চূড়ান্ত হাতিয়ার হবে দাজ্জাল। আর এই দাজ্জাল এবং দাজ্জালের বাহিনী (সিক্রেট সোসাইটি) শয়তানের জন্য কাজ করে দিচ্ছে। পুরো পৃথিবীতে, পুরো মানব সভ্যতাকে (বিশেষ করে মুসলিমদেরকে) জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য অসংখ্য ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে রেখেছে। এসব ফাঁদ সম্পর্কে না জানার কারণে অধিকাংশ মানুষ পথভ্রষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে বড় আর কোনো ফেতনা নেই। প্রত্যেক নবী রাসূল, তাদের নিজ নিজ উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন।

আদম সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য দাজ্জালের চেয়ে বড় ফিতনা আর নেই। সে এমন অলৌকিক বিষয় দেখাবে যা দেখে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়বে। দাজ্জাল নিজেকে প্রভু ও আল্লাহ হিসেবে দাবী করবে। তার দাবীর পক্ষে এমন কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করবে যে সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগেই সতর্ক করেছেন। মুমিন বান্দাগণ এগুলো দেখে মিথ্যুক দাজ্জালকে সহজেই চিনতে পারবে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দুর্বল ঈমানদার লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নামাযের ভিতরে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি ।তিনি নামাযের শেষ তাশাহুদে বলতেনঃ

اللّٰهُمّ إنّي أعُوذُ بكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدّجّال

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব, জীবন-মরণের ফিতনা এবং মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই ।

সূত্র : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) উল্লিখিত দোয়া পাঠ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৭৭)

সুতরাং বুঝা উচিত দাজ্জালের ফেৎনাটা কতটা ভয়ংকর। সেসব ফেতনার কিছু অংশই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখিন হলে মুমিনদেরকে সূরা কাহাফ মুখস্থ করতে এবং তা পাঠ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা হতে হেফাযতে থাকবে । মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

সূচিপত্র

(অধ্যায় -১) দাজ্জাল, জীন, শয়তান ও সিক্রেট সোসাইটি।

দাজ্জাল কতটা ভয়ংকর?

ভবিষ্যতে কি দাজ্জাল আমাদেরকে বিনা মূল্যে অক্সিজেনও দিবেনা?

দাজ্জালের রুটির পাহাড় ও পানির ঝর্ণা: কেমন হতে পারে?

দাজ্জাল/ মেসিয়াহ/ এন্টি খ্রিস্ট/ ফলস গড/ ফলস মেসিয়াহ/ কল্কি অবতার/ ওয়ান আইড গড:

বাংলাদেশে যেভাবে দাজ্জালকে প্রমোট করা হচ্ছে:

মুভি, গান, কার্টুন, নাটক ও গেমসের দ্বারা দাজ্জালের জান্নাতকে প্রমোট:

দাজ্জালের জান্নাত ও জাহান্নাম: ভালো করে বুঝে নিন।

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের সম্ভাব্য সময়:

সাম্বালা, আগার্থা, এলিয়েন, মাজুজ, কল্কি অবতার, তিব্বত, হলো আর্থ, মুসলিম হত্যা ইত্যাদির আলোচনা:

দাজ্জালের আর্থিক ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচুন।

পিরামিড, দাজ্জাল ও ফেরাউন: কী সম্পর্ক?

মিডিয়ার মিথ্যাচার, দাজ্জালের হাতিয়ার:

দাজ্জালের জন্ম, শারীরিক বৈশিষ্ট এবং একটি প্রশ্নঃ

আমরা অনেকেই বলে থাকি, দাজ্জাল নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কিছু নেই।

মাখলুকাত এর উপর দাজ্জালের নজরদারি।

দাজ্জালের রোবোটিক সেনা সংস্থা ডারপা (DARPA):

met gala (মেট গালা) দাজ্জালী ফ্যাশন:

এটা হচ্ছে ফলিং লাইট।

দুবাই অনেক আগে থেকেই ম্যাসনিক কালচার অনুসরণ করে।

পৃথিবী শাসন কারী কয়েকটি পরিবার এবং একটি পর্যালোচনা:

আজকের (winter) আবহাওয়া & দাজ্জালের ১ম দিন:

কালো জাদু চর্চায় ডাইনীরা যা ব্যবহার করতো তার বর্তমান নাম মেকআপ (প্রসাধনী):

ক্রুশ বনাম ষ্টার:

ষ্টার ব্যবহার করে শয়তানকে আপনার সাথে রাখছেন আর ফেরেস্তাকে সরিয়ে দিচ্ছেন:

এলিয়েন সমাচার: ভিনগ্রহ বাসি, নাকি জিন??

ইলুমিনাতির মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ:

টি শার্ট সমাচার (শয়তানের বার্তা প্রচার)।

কার্টুন ও মুভিতে যেভাবে জিন কে উপস্থাপন করা হচ্ছেঃ

শাড়ী?????

কার্টুন ও কমিক্সে জাহান্নামের ৭ শয়তান (7 prince of hell):

7 UP এর স্যাটানিক রহস্য উন্মোচন:

জীন কোড (88/M/VV, 7175/VIVO, 7730) & এলিয়েন কয়েন :

কুথুলু (The Call of Cthulhu) নাকি ইফরীত জীন:

ইলুমিনাতি ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে করে? আরো কিছু তথ্য:

লুসিফারিজম (শয়তানি তত্ত্ব) & একটি আলোচনা:

জীন, শয়তান, সিক্রেট সোসাইটি, কাব্বালাহ ও কালোজাদু নিয়ে গবেষণা করার সময় কিছু করণীয়:

ডেড মেটাল ব্যান্ড গুলো অনেক আগে থেকেই কট্টর স্যাটানিস্ট।

ভৌতিক (হরোর) মুভিগুলোতে, জিনদের আসল কর্মকান্ডকেই তুলে ধরা হয়:

পানির ঝর্ণা, মাদার মিল্ক, ব্লাড ব্যাঙ্ক ও অক্সিজেন বার:

করোনা (zombie), কালোজাদুর চর্চা, রোগ জীবাণু বাহি জীন, ডি-পপুলেশন & দুর্ভিক্ষ :

করোনার সেকেন্ড ওয়েভ-লকডাউন (ভ্যাকসিনের নামে RFID):

করোনা ভ্যাকসিন: (সমস্যা ও সমাধান)

করোনা ভাইরাস, যুবকদের জন্য দাজ্জালের জান্নাত ও এলিটদের আরো কিছু প্রতারণা:

এখন চলছে KN95 মাস্ক, সামনে আসছে গ্যাস মাস্ক:

ডার্ক ওয়েব এবং ডিপ ওয়েব এর বীভৎসতা:)

ব্ল্যাক ওয়াটার:

ফেমা:

সি ডি সি এবং বায়ো ওয়েপন:

ভ্যাকসিন, চিপস, চকোলেট, আইসক্রিম, ড্রিঙ্কস ইত্যাদি:

এম কে আলট্রা & ব্ল্যাক মিরর: (ব্রেন ওয়াশিং প্রজেক্ট)

ফ্রিমেসন লোগো এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য:

এজেন্ডা ২০২১ থেকে এজেন্ডা ২০৩০: (NWO)

রেড হফার / লাল বাছুর / রেড কাউ:

বিশ্ব উন্নত হচ্ছে। পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোম ড্রামাঃ

আমেরিকান ডিফেন্সের লোগোতে প্রযুক্তি ধ্বংসের ইঙ্গিত:

(অধ্যায় - ২) সামাজিক অবক্ষয়।

টম & জেরি দিয়ে বাচ্চাদেরকে মদ, প্রেম, আত্মহত্যায় উৎসাহ প্রদান:

দ্বীনদারদের সেলফি রোগ এবং নেয়ামতের অপপ্রচার:

মাদ্রাসার বাচ্চাদেরকে স্যাটানিক সাইন সিম্বলের ব্যাপারে সতর্ক করুন:

দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কিছু শুনলে যাচাই করে নিন: (কারণ এটা নব্য ক্রুসেড)

ধর্মঘট, অনশন, হরতাল, অবরোধ এবং একটি পর্যালোচনা :

চারদিকে জারজ সন্তান!!!(জিনের বাচ্চা):

কালোজাদু সম্বলিত, সিম্বলের কারণে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে এতো অশান্তি:

দ্বীনের পথের নতুন পথিকদের পুরোনো প্রেমাসক্তি থেকে বাঁচার উপায়:

দ্বীনদার বিবাহিতদের পরকীয়া: (কারণ ও প্রতিকার)

মাস্ক এন্ড মডার্ন মুসলিম ওমেন:

দাজ্জাল ও ইলুমিনাতির হাত থেকে নিজের বোন কে বাঁচান :

কারা দাজ্জালের অনুসারী হবে?

উগ্র খ্রিস্টানরা ইসলামকে শয়তানের ধর্ম বলে কেন?

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি: দোষ কার, প্রশাসনের নাকি আমার??

আমাদের ঘরে রহমত (শান্তি) নাই কেন?

দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচাবেন??

প্যারাডক্সিক্যাল জায়েজ / নাজায়েজ:

দূরদর্শিতার অভাব:

নেয়ামতের অপপ্রচার:

সংযুক্ত টয়লেটের ফিতনাঃ

ক্যালিগ্রাফীর ফিতনাঃ

বয়লার মুরগির ফেতনা।।

কত ভয়াবহ এক যুগে আমরা বসবাস করছি।

গুজব, গুজব, গুজব।

আমরা খুবই আশ্চর্য এক জাতি।

মুত্তাকি না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিজয় পাবো না।

দুঃসংবাদ আমাদের জন্য:

অনলাইন গুজব ইউনিট:

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, কতটা নিরাপদ??

ওরাই 🐍সাপ, ওরাই ওঝা❗❗

Subliminal massage (সাবলিমিনাল ম্যাসেজ):

ইসলাম / মুসলমান দের প্রতীক চাঁদ-তারা হতে পারে না।

একটি পুরানো গল্প ও বর্তমান বাস্তবতা।

বিজাতীয় সংস্কৃতির ব্যপারে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম গণই সঠিক পথে ছিলেন:

(অধ্যায় -৩) বিজ্ঞান (অপ) ও প্রযুক্তি (অপ)।

আত্মা স্থানান্তর নাকি দাজ্জালের নির্দেশে শয়তানের অনুপ্রবেশ??

মোবাইল এপ্স গুলো মূর্তির কাছে সাহায্য চাওয়া শিখাচ্ছে:

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুলো, মানুষকে সুবহানআল্লাহ বলতে বাধা দিচ্ছে:

মানব ক্লোনিং ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পিছনে শয়তানের হাত রয়েছে।

অপবিজ্ঞানের থিওরির অপেক্ষায় না থেকে, নিজে কুরআন গবেষণা করুন:

এলমে (আসমানী) লাদুন্নী বনাম বৈজ্ঞানিক (গাণিতিক) জ্ঞান:

নাসা ও অপবিজ্ঞানের প্রতি এই অন্ধ ভক্তি কবে দূর হবে?

নাসা প্রেমী ভাইয়েরা কাফেরদের কাছে সম্মানিত হতে চায়:

নাস্তিকদের কাছে নিজেও অপমানিত হচ্ছেন, ইসলামকেও অপমানিত করছেন:

নিউটন, বিড়াল ও তার বর্তমান উত্তরসুরীরা:

HAARP vs GMO food & INDIA vs BANGLADESH:

মুমিনদের সত্য ও সুন্নাহ নির্ভর গবেষণায় এতো আপত্তি কেন?

রাজা ও শিশুর গল্প এবং বর্তমান মডারেট মুসলিমদের অবস্থা:

স্যাটেলাইট হোয়াক্স ও টাইপ ১, ২, ৩ সিভিলাইজেশন:

কুরআন নাকি বিজ্ঞান?? (মুমিনরাই আসল গবেষক)

ধর্মান্ধ বনাম বিজ্ঞানান্ধ:

বিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান:

বিজ্ঞানের কারণে মানুষ কুরআনের উপর প্রশ্ন করার দুঃসাহস পেয়েছে:

বিজ্ঞান প্রেমী নেক্সট প্রজন্মের কলমে সূরা নাসের তাফসীর:

বিজ্ঞানান্ধদের দ্বারা প্রচারিত, কিছু প্রচলিত কুসংস্কার:

দাজ্জালের প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে, প্রাকৃতিক হন:

টেকনোলজি (প্রযুক্তি) কি? ভালো করে বুঝে নিন:

কুফফারদের প্রযুক্তি বনাম আল্লাহর প্রযুক্তি (নুসরাত/ সাহায্য):

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যদি কাব্বালা হয়, তাহলে আমরা কেন ব্যবহার করি?

কুরআন হাদীসই যথেষ্ট, নাকি বিজ্ঞানও লাগবে??
অপবিজ্ঞান কে জানার পর স্টুডেন্ট দের জন্য করনীয়:

(অধ্যায় -৪) সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে দাজ্জালি ষড়যন্ত্র।

গ্রিক ও মুতাজিলাদের ছদ্মবৈজ্ঞানিক যুগ থেকে বেড়িয়ে সাহাবীদের (রা) স্বর্ণযুগে প্রবেশ করুন:
উম্মাহর এই ক্রান্তি কালে সৃস্টিতত্ব নিয়ে আলোচনা কতটা যৌক্তিক?
গোলাকার পৃথিবীর ধারণাটি কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক?
বলাকার পৃথিবী তত্ত্বটি অবৈজ্ঞানিক ও বিবেক বহির্ভুত:
বলাকার পৃথিবীতে বিশ্বাসী অত্যাধুনিক মুসলিমেরাই বলছে, পৃথিবী সমতল:
আমরা প্রচলিত ফ্লাট আর্থ মতবাদের অনুসারী নই:
সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে কোরআন ও ইঞ্জিলের মিল থাকাটাই স্বাভাবিক:
চাদ, সূর্য ও মাটি বনাম ফেরেশতা, জীন ও মানুষ (সূর্যকেন্দ্রিক VS ভূমিকেন্দ্রিক সৃস্টিতত্ব)
প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্য ও সমতলে বিছানো পৃথিবী:
সমতলে বিছানো পৃথিবীতে এস্টরয়েড (গ্রহানু বা উল্কা):
সূর্য কি চক্রাকারে ঘুরছে, নাকি দিন শেষে ডুবে যাচ্ছে?
রকেটগুলো কোথায় যায়?
রকেটগুলো এন্টার্কটিকা, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল ও এরিয়া ৫১ তে নেমে যায়:
চাদ ও কথিত মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার প্রশ্নই আসেনা:
ডাইনোসর নিয়ে যত জল্পনা কল্পনা:

(অধ্যায় - ৫) ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ:)।

মেসিয়াহ কমপ্লেক্স: ইমাম মাহদী বা ঈসা (আ:) কে পাগল হিসেবে দেখানোর পায়তারা।
ইমাম মাহদীকে মেনে নিতে পারবেন তো??
একটি কাপুরুষতাপূর্ণ বক্তব্যঃ (ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া জিহাদ নাই)
অনেকের মনে একটা প্রশ্ন আছেঃ (দাজ্জালের ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে কিছু বলেননি কেন?)
সালাহউদ্দিন আইউবি রহঃ।
ইমাম মাহদীর নাম কিন্তু মাহদী হবে না।
ইমাম মাহদীর (দা: বা:) অপেক্ষা ও আমাদের করণীয়:
ওরা কেন ফিলিস্তিনের শিশুদেরকে হত্যা করছে?
সূরা কাহাফের আরেকটা নির্দেশ / শিক্ষাঃ

(অধ্যায় - ৬) ইয়াজুজ মাজুজ ও আহলে ইয়াজুজ মাজুজ।

ইয়াজুজ মাজুজ কোথায়? আমাদের চেনা ম্যাপের ভিতরে নাকি বাহিরে?

ইয়াজুজ- মাজুজ বলবে, আমরা আল্লাহ কে হত্যা করেছি।

মায়া সভ্যতা ও হজরত যুলকারনাইনের শাস্তি প্রদান:

হজরত যুলকারনাইনের পৃথিবী ভ্রমণ: সম্ভাব্য উদয় ও অস্তাচল।

ইয়াজুজ মাজুজ কি মানুষ নাকি অন্য কোনো প্রাণী??

বৌদ্ধ জাতির দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করুন:

জলে স্থলে আসমানে সব জায়গাতেই তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

(অধ্যায় -৭) ইসলাম ও মুসলিম VS কাফের ও মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র।

অতীতের সালাহউদ্দিন ও মুর্জিয়া বনাম বর্তমানের সালাহউদ্দিন ও মুর্জিয়া:

আপনি কার দাস? আল্লাহর নাকি দাজ্জালের?

ইহিবৌখ্রিমান (মডারেট / মুর্জিয়া / মিক্সড ন্যাশন):

কাফেরদের মিথ্যা থিওরীগুলোকে কুরআন দিয়ে সত্যায়ন?

কাফেররা, একদলকে দিয়ে ইসলামকে বিকৃত করে আবার আরেকদলকে দিয়ে সমালোচনা করায়:

কার্ভেচার সমাচার: (মুত্তাকী বনাম মডারেট)

মডারেট ও মুর্জিয়াদের প্যারাডক্সিক্যাল চিন্তাধারা:

মডারেট ভাইদের মেকাপি ইসলাম বনাম মুত্তাকীদের প্রকৃত ইসলাম:

মুত্তাকীদের অন্তর্দৃষ্টি ও সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি:

শত্রু বা কাফেরদের দৃষ্টিতে আমি কে??

সমাজের উপর অতীতে গ্রিক দর্শনের আর বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রভাব:

অনলাইন প্লাটফর্ম থেকে হক্বপন্থীরা একেবারে চলে যাওয়াটা ঠিক নয়:

আপনার শরীরের চারপাশে নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করুন:

নিজেকে মুসলিম গবেষক হিসেবে গড়ে তুলুন:

একটি কমন অভিযোগ: (কেউ আমার কথা শুনতে চায় না)

কুরআন বুঝতে কতদিন লাগবে??

ইয়াহুদীদের সেই পুরোনো ষড়যন্ত্র:

সাবলিমিনাল ম্যাসেজ এবং সাবকনশাস মাইন্ড:

কাফের সেলিব্রেটি/ WHO বনাম সুন্নাহ:

সফলতা কি? ভালো করে জেনে নিন:
আরো একটি কমন অভিযোগ: সত্য মিথ্যা (হক ও বাতিল) পার্থক্য করতে পারছি না.
গবেষকদের জন্য কিছু পরামর্শ:
ভয়ংকর ষড়যন্ত্র।। শত্রুর শত্রু, আমার বন্ধু।
মাদ্রাসার ওস্তাদদের ব্যাপারে কিছু শুনলে, ভালো করে খবর নিন:
আসবাবের সাথে আল্লাহ তায়ালার কোন ওয়াদা নাই।
তাতারিদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন:
জ্ঞানী মাথা ও কাফিরদের পরিকল্পনা:
আপনার কাছে কি স্বর্ন আছে?
ওয়ার মুভি ও আল্লাহ তায়ালার সৈনিক:
জম্বি মুভি ও জম্বি গেমস: কী বুঝাতে চায় ওরা?
বিভিন্ন মুভির বিশাল বিশাল ভয়ংকর প্রাণী ও সাবলিমিনাল ম্যাসেজ:

(অধ্যায় -৮) অন্যান্য।

নাস্তিকদের খোদা, নবী ও ধর্ম:
ডগ হেডেড ম্যান, বাল দেবতা, Dog God ও ডারউইনের বিবর্তনবাদ:
অবিবাহিত এবং ছাত্রদের জন্য কিছু বাস্তবমুখী নসীহা:
টিকা নিলেও সমস্যা, না নিলেও সমস্যা। করণীয় কি?
বর্তমান পৃথিবীতে ৩টি সভ্যতা বিদ্যমান: (প্রাচীন, আধুনিক ও অত্যাধুনিক)
ডারউইন সত্য বলেছিলো (তার পূর্ব পুরুষেরা বানর ছিল):
আমাদের দেশের খাবারের উপর নিয়ন্ত্রণ:
হিটলার ও হলোকাস্ট: আসল রহস্য।
ফিলিস্তিনের লড়াই আল্লাহ তায়ালার জন্য ছিল না:
পুরো পৃথিবীর ভারসম্য নষ্ট করেছে কারা?
এই পৃথিবী কার?
RFID (মাখলুকের উপর দাজ্জালের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম):
Thor hammer নাকি আজাবের ফেরেস্তার বিশাল হাতুড়ি?
মেসিহা সিরিজের ১০ টি পর্ব থেকে কিছু তথ্য:
জীন ও প্রযুক্তি:
Facebook or godbook????

(অধ্যায় -১) দাজ্জাল, জীন, শয়তান ও সিক্রেট সোসাইটি।

দাজ্জাল কতটা ভয়ংকর?

দাজ্জালের ফিতনা কি জিনিস তা আমরা এখনো বুঝি নাই। যদি বুঝতাম তাহলে মিম্বর থেকে এই আলোচনা বন্ধ করে দিতাম না। প্রত্যেক নবী রাসূল তার উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে কঠোর ভাবে সতর্ক করে গেছেন। অথচ আজ আমাদের দ্বীনের ধারক বাহকদের এই ব্যাপারে কোনো চিন্তাই নাই। তারা আছে কাদা ছুড়া ছুড়ি নিয়ে (অল্প সংখ্যক বাদে)। আমাদের খুব ভালো করে বুঝা উচিত যে দাজ্জাল এবং তার ফেতনা অনেক অনেক ভয়ংকর। দাজ্জাল কোনো সাধারণ জিনিস নয়। ঈমাম মাহদীও তাকে হত্যা করতে পারবেন না। দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ তাআলা একজন নবীকে পাঠাবেন, নবী, নবী। একমাত্র ঈসা (আ:) ই দাজ্জালকে হত্যা করবে। যেই জিনিসকে ধ্বংস করার জন্য একজন নবীকে পাঠানো হবে, সেই জিনিস যে কতটা ভয়ংকর তা আমরা এখনো উপলব্ধি করতে পারি নি। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন।

ভবিষ্যতে কি দাজ্জাল আমাদেরকে বিনা মূল্যে অক্সিজেনও দিবেনা?

বাংলাদেশে ২০১৮ সালে যখন প্রথম KN95 মাস্কটি দেখি, তখনই কিছুটা সন্দেহ হয়। তখন ওটার দাম ছিল ৫০/১০০ টাকা। কিন্তু অতটা গুরুত্ব দেইনি। তবে মনে মনে ভাবতাম, সম্ভবত ভবিষ্যতে গ্যাস মাস্ক চলে আসবে এবং আমাদেরকে সেটাই পড়তে হবে। এখন মনে হচ্ছে সেই সময়টা খুব বেশি দূরে নয়। পুরো পৃথিবীকে দূষিত করে ফেলা হবে। ফলে মানুষকে বাধ্য হয়েই গ্যাস মাস্ক পড়তে হবে। আবার এমন হওয়াটাও খুব অসম্ভব কিছু নয়যে, WHO বললো সবাইকে অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে। ব্যাস, সবাই বিনা বাক্যে এটাই মেনে নিলো। আর এসব ধারণা গুলোকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। কারণ

অনেক কিছুতেই তারা এসবের ইঙ্গিত অনেক আগেই দিয়েছে। আর এখন তো ইকোনোমিস্ট ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ আপনারাই দেখতে পাচ্ছেন।

চাইলে এই লিংকে গিয়ে বিস্তারিত দেখতে পারেন।

The “Sinister Prediction” Of The Economist: The Next Catastrophe

https://www.monkeyandelf.com/the-sinister-prediction-of-the-economist-the-next-catastrophe/?fbclid=IwAR066BByrhAcEp5DChy6e2kKmhyWtFdO0DTp24gFbdnICNiWuvLE2zXg4xA

ইহুদিদের একটি পুরোনো চক্রান্ত হলো ওরা পৃথিবীর সব কিছু নিয়েই ব্যবসা করতে চায়। আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক সম্পদ গুলো মানুষ বিনা মূল্যে পেয়ে যাবে, এটা ওরা মানতেই পারেনা। তাই সব কিছুর উপর হস্তক্ষেপ করে।

N:B: এই ধরণের ম্যাগাজিন বা অন্য কিছুতে **(**মুভি**,** কার্টুন**,** ইত্যাদি**)** যা বলা হয়**,** সেটাকে চূড়ান্ত হিসেবে নেয়াটা মুমিনের কাজ নয়। আর এটা ঈমানের সাথেও সাংঘর্ষিক। তবে কাফেরদের কর্মকান্ডের দিকে কঠোর নজর রাখাটাও মুমিনের কর্তব্য।

দাজ্জালের রুটির পাহাড় ও পানির ঝর্ণা: কেমন হতে পারে?

দাজ্জাল দুই হাজার বছর আগে বা তারও আগে থেকে পৃথিবীতে আছে। তখন থেকেই সে তার অনুসারীদেরকে দিয়ে পুরো পৃথিবীকে তার জন্য তৈরী করে নিচ্ছে। নিজেকে খোদা হিসেবে হাজির করার জন্য পুরো পৃথিবীকে সেভাবেই প্রস্তুত করছে। আমরা জানি দাজ্জালের কাছে রুটির পাহাড় ও পানির ঝর্ণা থাকবে।

এ বিষয়টা আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এসব ব্যপারে তো তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ও দাজ্জাল কিতাবটিতে বিস্তারিত আলোচনা আছেই। আমি আরেকটু যোগ করতে চাই। দাজ্জাল অলরেডি পানিকে বোতল, ট্যাংক, পাইপ লাইন ও বিভিন্ন ভল্টে বন্ধি করে ফেলেছে। নদী গুলোকে বাঁধ দিয়ে শুখিয়ে ফেলা হচ্ছে। খাবার কে প্যাকেট জাত করে ফেলেছে। এমন কি কোনো দেশ এখন দাজ্জালের বাহিনীর অনুমতি ছাড়া উৎপাদনও করতে পারবে না। জি এম ও খাদ্য শস্য ও বীজের কারণে।

দাজ্জালের একটা কমন নীতি হচ্ছে, বিভিন্ন দেশে কৃত্তিম দুর্যোগ সৃষ্টি করে সেখানে ত্রান সহায়তা পাঠানো। ঋণের পোটলা পাঠানো, সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদি ইত্যাদি পাঠানো ।

এবার আমাদের দেশের দিকে তাকান। এই করোনা পরিস্থিতিতে দেখলাম অসংখ্য লোককে স্থানীয় মেয়র বা কাউন্সিলরের অফিস থেকে এন আইডি কার্ড প্রদর্শনের বিনিময়ে ত্রান দিচ্ছে (যদিও ত্রান দেয়ার মতো পরিস্থিতি হয় নি , কৃত্তিম ভাবে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে)। যাইহোক, এখান থেকে আমরা স্পষ্ট একটা মেসেজ পেয়ে গেলাম। দাজ্জাল খাবারের পাহাড় বা পানির ঝর্ণা নিয়ে নিজে সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াবে না। প্রত্যেক দেশের স্থানীয় প্রশাসন এবং এন জি ও গুলো দাজ্জালের জন্য কাজ করে দিবে।

কিভাবে?

এইতো এভাবেই।

এন জি ও এবং প্রশাসনের কাছে খাবার জমা থাকবে। তাদের দেয়া নিয়ম নীতি কে মেনে নিলে আপনি খাবার পাবেন, নয়তো পাবেন না। আর দাজ্জাল যখন আত্ম প্রকাশ করবে, তখন খাবার পেতে হলে অনেক কঠিন নিয়ম ও শর্ত মেনে খাবারের লাইনে দাঁড়াতে হবে। আর

সেখানে এমন অনেক শর্ত থাকবে যা হবে ঈমানের সাথে চরম সাংঘর্ষিক। এবার আপনি হয়তো ভাবছেন , আপনার কাছে তো টাকা থাকবে, আপনি লাইনে না দাঁড়িয়ে নিজে গিয়ে দোকান থেকে খাবার কিনে নিবেন। তাহলে শুনুন, তখন আপনার কাছে কোনো টাকা থাকবে না। আর খাবারের দোকানের উপরেও থাকবে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। আবার এমনও হতে পারে খাবারের কোনো দোকানই থাকবে না। শুধুমাত্র সরকারি ভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গুলোর কাছেই খাবার বিতরণের অনুমতি থাকবে।

সেই ভয়ংকর সময়টা খুব বেশি দূরে নয়। অনেক কাছে। আমাদের ঈমান কে আরো মজবুত করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমলকে বাড়িয়ে দিতে হবে। আর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

বি: দ্রঃ এটা বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে একটা বিষশ্লেষণ মাত্র। এমন নাও হতে পারে। আল্লাহু আলম।

দাজ্জাল/ মেসিয়াহ/ এন্টি খ্রিস্ট/ ফলস গড/ ফলস মেসিয়াহ/ কল্কি অবতার/ ওয়ান আইড গড:

ইহুদিরা কিন্ত খুব ভালো করেই জানতো একজন শেষ নবী (আমাদের নবী স:) আসবে. তারাও অপেক্ষায় ছিল. নবী (স:) এর সমস্ত বৈশিষ্ট তারা জানতো. কিন্তু বাস্তব কি হলো? তাদের মধ্যে (বনি ইজরাইলি বা ইহুদি) থেকে না হওয়ায় তারা নবী (স:) কে মেনে নিলো না. অসংখ্য নিদর্শন ও মুজেজা দেখার পরও.

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মের পূর্বে আরবের ইহুদীরা অন্য লোকদের এই বলে হুমকি দিত যে, শেষ নবী তাদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণ করবেন, তারপর ইহুদীরা সেই নবীকে সাথে নিয়ে সবাই কে কচুকাটা করবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পাঠালেন কুরাইশ বংশে, যার

কারণে আরবের অধিকাংশ ইহুদী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে মেনে নেয়নি। ঠিক বর্তমানে ইরান ইরাক, লেবানন, আফগানিস্তানের শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন সব সময় ইমাম মাহদীর আগমন নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করছে, অথচ ইমাম মাহদীকে হত্যা করতে তারাই ৭০ হাজার সৈন্য পাঠাবে।

তাদের দৃঢ় বিশ্বাস শেষ নবী তাদের মধ্যে থেকেই হবে. তারা এখনো সেই অপেক্ষায় আছে. তাই আল্লাহ তায়ালা ওদের মনের আশা পূরণের জন্য তাদের মধ্যে থেকেই এক রাজা কে পাঠাবেন. (একই সাথে আল্লাহ এই অবাধ্য জাতিকে চূড়ান্ত শাস্তিও দিবেন). যাকে ওরা মেসিয়াহ নামে জানে. এসব ক্ষেত্রে ইহুদি রাবাইরা (ধর্মীয় পন্ডিত) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে. বিভিন্ন রকম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সব জাতিকে ভুল বুঝিয়ে রেখেছে. খ্রিস্টানরাও মাসীহ হিসেবেই জানবে. আমরা তাকে দাজ্জাল বলি. আর হিন্দু ও বৌদ্ধরা কল্কি অবতার বলে. সব কাফেররাই ওর অপেক্ষায় আছে (আল কুফরু মিল্লাতু ওয়াহিদা). দাজ্জাল হবে ইহুদিদের জন্য ধ্বংসের কারণ আর মুমিনদের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা. এইজন্য আল্লাহই এখন ইহুদীদেরকে ইজরায়েলে একত্র করেছেন, যাতে মুমিনরা খুব সহজে ওদেরকে ধ্বংস করতে পারে.

হিন্দু এবং বৌদ্ধরা যে কল্কি অবতারের অপেক্ষায় আছে, সেটা হলো দাজ্জাল. কল্কি অবতারের যত গুলো বৈশিষ্ট আছে সবকিছু হুবহু দাজ্জালের সাথে মিলে যায়. সেটা কখনোই আল্লাহর রাসূল (স:) নন. বরং সেরকম টা মিলানোর অপচেষ্টা করাও ঠিক নয়. কল্কির সাথে যে ৪ জন ঘোড়সওয়ার থাকবে তারা হলো 4 হর্সম্যান. হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধারণা কল্কি সাম্বালা (আগরথা) শহরে আছে. কলি কালে (শেষ যুগে) সে বের হয়ে আসবে. অধর্ম (ইসলাম) কে দূর করবে. পাপী (মুসলিম) দেরকে হত্যা করবে. এবং সে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে এনে নতুন এক বিশ্ব (tomorrow-land) মানুষকে সে উপহার দিবে. বর্তমানে কল্কির আগমনের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ইসলাম. তাই ইসলাম ও মুসলিমদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন করে দেয়ার জন্য সমস্ত কাফেররা নিজেদের মতভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে. (আল কুফরু মিল্লাতু

ওয়াহিদা). তারা আমাদেরকে হত্যা করবেই, আমরা যতই ভদ্রতা দেখাই না কেন. এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একটাই পথ.....

(বুঝে নিতে হবে)

আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন.

<u>বাংলাদেশে যেভাবে দাজ্জালকে প্রমোট করা হচ্ছে:</u>

হলিউড, বলিউড অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন মুভি, কার্টুন, গান, উপন্যাস, সিরিয়াল ইত্যাদিতে দাজ্জালকে হাইলি প্রমোট করে আসছে। আমরা না জানায়, বিষয় গুলো বুঝতে পারি নি। দাজ্জাল যেহেতু সারা বিশ্বে ভ্রমণ করবে (মক্কা, মদিনা ব্যতীত) তাই সে তার আগমনের জন্য সারা বিশ্বকে আগে থেকেই প্রস্তুত করবে এটাই স্বাভাবিক। আর সেই তালিকা থেকে বাংলাদেশ নিশ্চই বাদ যাওয়ার কথা নয়।

আর তাছাড়া ভূরাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। সুতরাং এদিকে দাজ্জালের তীক্ষ্ণ নজর আছে। তাই এই এলাকার মানুষ গুলোকে ওই একই পদ্ধতিতে মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। আপনারা তো মাশাআল্লাহ এখন যথেষ্ট সচেতন। বাংলাদেশের নাটক, গান, মুভি, উপন্যাস, পত্রিকা, টিভি চ্যানেল ইত্যাদিতে দাজ্জালিক সাইন সিম্বল অলরেডি দেখেছেন। এ ব্যাপারে আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন। এমন কি জাদুঘরেও পর্যন্ত ফেরাউন আর দাজ্জালের সাইন সিম্বল দিয়ে ভরা। স্যাটানিক শব্দ বা বাক্য গুলো ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ও শো রুমে। যেমন: infinity, occult, illuminati snacks, up side down restaurant ইত্যাদি।

এগুলো আজ আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যদিও জিনিস গুলো স্বাভাবিক নয়। মানুষ দলে দলে দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাচ্ছে, নাউযুবিল্লাহ। তবে আজকের লিখাটা একটা

বিশেষ মুভিকে কেন্দ্র করে। হলিউড অনেক আগে থেকেই তাদের মুভিগুলোতে মানুষকে খোদা দাবি করার ভূমিকায় দেখিয়ে আসছে। এরকম অসংখ্য মুভি আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এমন মুভি আছে বলে আমার জানা নেই। তবে কিছুদিন আগে আমি জানতে পারলাম বিজলি নামের একটা মুভি বের হয়েছে, সেখানে ভিলেন রুপি সাইন্টিস্ট নিজেকে খোদা দাবি করেছে। এবং সে এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়। আসলে সেটা জাদু বিদ্যাকে প্রমোট করেছে। হিন্দুদের পুনর্জন্মকেও নাকি প্রমোট করা হয়েছে।

আপনারা কি বুঝতে পারছেন, দাজ্জালের আগমন কতটা কাছে?? এগুলো মোটেও কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়। শুধু সিনেমা বলে উড়িয়ে দেয়ার জিনিস নয়। আমি আপনি নাহয় বুঝি বলে এগুলো দেখি না। বা দেখলেও ফেৎনাটা বুঝতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমার আপনার পরিচিত অসংখ্য মানুষ এগুলো দেখে হিপ্টোনাইজড হয়ে যাচ্ছে। দাজ্জাল যখন আসবে তারা দাজ্জালকে খোদা মেনে নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিবে। হাহ, আপনারই পরিচিত মানুষটা আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে। কত ভয়ংকর হবে সেই সময়টা। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে হেফাজত করুন।

বি: দ্রষ্টব্যঃ এগুলো আলোচনার দ্বারা কাউকে মুভি দেখায় উৎসাহিত করা হচ্ছে না। বরং কঠোর ভাবে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে। আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে আপনারা এগুলো দেখা একেবারে ছেড়ে দেন।

মুভি, গান, কার্টুন, নাটক ও গেমসের দ্বারা দাজ্জালের জান্নাতকে প্রমোট:

মুভি ও কার্টুনে কিভাবে দাজ্জালকে প্রমোট করছে সেটা নিয়ে আমি অনেক আলোচনা করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আর এ ব্যাপারে এখন আপনারাও খুব ভালো করেই জানেন। তবে আজ

একটা গেমস নিয়ে আলোচনা করবো। সব গেমস, মুভি, গান, কার্টুন, নাটকেই কম বেশি দাজ্জাল ও সিক্রেট সোসাইটির সাইন সিম্বল আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। এটাই তো ওদের মগজ ধোলাইয়ের হাতিয়ার। তবে মুত্তাকীদেরকে আল্লাহ এসব ফেতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। যে সঠিক ভাবে দ্বীনের উপর চলবে সে তো এসব দেখবে না আর এই ফেতনায় পরবে না ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ মানুষ এসবে আসক্ত এবং গবেষণা করতে গিয়ে অনেক কিছু নজরে পরে যায়, তাই আপনাদের জন্য লিখি। তবে আপনাদের প্রতি খুব অনুরোধ থাকবে আপনারা কঠোর ভাবে এসব দেখা, শুনা ও খেলা থেকে বিরত থাকবেন।

এধরণের গেমসগুলো মানুষকে দাজ্জালের জান্নাতে প্রবেশের স্বপ্ন দেখিয়ে হিপ্টোনাইজড করে রেখেছে। নিচে এক গেমার ভাইয়ের
বক্তব্য হুবহু দিয়ে দিলাম। সাথে আপনাদের বুঝার সুবিধার্থে ব্র্যাকেটে আমার (RM) বক্তব্য গুলো উল্লেখ করে দিয়েছি।

##আমি প্রচুর গেম খেলি। গেমের মাঝে ইলুমিনাতি স্যাটানিক ফ্রি মিশনারি ও বিভিন্ন রিচুয়ালের সাইন সিম্বল দেখতে দেখতে নরমাল লাগে সব এখন। পৃথিবীর বিখ্যাত গেম ইন্ড্রাস্ট্রি ইউবিসফট তার এসাসিন্স ক্রিড অডিসি সিরিজে গ্রিক জগত সম্পর্কে দেখাইসে। এর আগে গ্রিককে এত ডিটেইলস আকারে কেউ দেখায় নাই। বিশাল বড় এক ম্যাপ। আর বিশাল বড় গেম। আমি গেমটা অনেক খেলেছি। গেমে পিথাগোরাস নামে এক বৃদ্ধ আছে যে অনেক জ্ঞানী। সে অনেক সমস্যার সমাধান করেছে। তবে,, সে রহস্যময় অনেক কিছুই জানতো। ফিউচার টেকনোলজি সম্পর্কে জানতো। (জানাটা খুব স্বাভাবিক, কারণ সে একজন উচ্চ মাত্রার কালো জাদুকর / কাব্বালিস্ট ছিল) সে আমাকে (gamer) লস্ট সিটি সম্পর্কে বলেছে। এই লস্ট সিটিকে, হেভেন বলে পিথাগোরাস। অনেক ঝামেলা আর সময় ব্যায় করে শেষ পর্যন্ত আমি পিথাগোরাস এর হেভেনে প্রবেশ করি। বিশাল এক দুনিয়া।

অনেক সুন্দর। ফিউচার টেকনোলজি দিয়ে মোড়ানো। এতদূর পর্যন্ত খেলেছি আমি। পিথাগোরাস স্ট্রংলি বিলিভ করতো এই পৃথিবী সম্পর্কে।

গ্রিকের কিছু বিজ্ঞানি বিলিভ করে এক মেসিব ল্যান্ড (atlantis) সম্পর্কে যা আজো আবিস্কৃত হয় নাই। (এটা হলো প্লেটোর অ্যাটলান্টিস, আর বর্তমানের আসগার্ডিয়া / 5d earth, 5g world। এই জান্নাতের স্বপ্ন শয়তান সব অপবিজ্ঞানীকেই দেখিয়েছে। কাফেররা এই রাজ্য অর্থাৎ শয়তানের / দাজ্জালের জান্নাতকে খুঁজতে কখনো মাটির নিচে যায়, পানির নিচে যায়, কখনো এন্টার্কটিকায় যায়, কখনো চাঁদে বা মিথ্যা মঙ্গোল গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করে, আর মানুষকে একটা ফ্যান্টাসির ভিতরে রেখে দেয়।)

পিথাগোরাস এর ভাষ্যমতে মিস্টিরিয়াস সিটির (এটা সাম্বালা / আগারথাও হতে পারে) বাসিন্দারা হলো গড (জীন, শয়তান/ এলিয়েন, দাজ্জাল/ কল্কি)। সহজেই ওদের দুনিয়ায় প্রবেশ করতে পারবে না কেউ। আমি (gamer) একটা পোর্টালের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম। আর এমন পোর্টাল (jinn world portal) অনেক আছে সারা দুনিয়ায় তবে আগের যুগে মন্দির বানিয়ে রেখেছিলো এইসব পোর্টালের উপর। কিন্তু এখন হাই সিকিউরিটি দেওয়া।

এয়াসিন্স ক্রিড অডিসি বানাইসে গ্রিক নিয়ে। আর এর আগের গেম অরিজিন বানাইসে মিশর নিয়ে। মিশর নিয়ে ত আরো অনেক কিছু দেখাইসে কাট সিনে + বলসে। মিশরের পর গ্রিক। এখন ওরা বানাচ্ছে ৫ বছর ধরে ভাকিংস নিয়ে মানে নর্স মিথলজি নিয়ে। এর পর নাকি বানাবে বেধ (Hinduism) নিয়ে। ওরা মাস্টার প্লান করে এগুচ্ছে। প্রাচীন দুনিয়ার সব প্রাচীন ধর্মকে (pagan / পৌত্তলিকতা) সুন্দর ভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে।

আর এক গেম, বিখ্যাত uncharted ৩ game এ উবার/ইরাম সিটি নিয়ে বলা হয়েছে + দেখানো হয়েছে। অনেক ডিটেইলস দেখাইসে।। ইরাম হলো সেই আদ সামুদ জাতী,

সাদ্দাতের রাজ্য। এর পর uncharted 4 এ দেখানো হইসে বিখ্যাত সাম্বালা রাজ্যকে। গেমে অনেক কিছু বলা হচ্ছে।

এসাসিন্স ক্রিড সিরিজের মাঝে। One eye, পিরামিড, ট্রায়াংগেল সহ অনেক সাইন যেখানে সেখানে ইউস করসে। হোরাসের চোখ বেশি দেখায় গেমে।

এই ৩ টা গেম মারাত্মক জনপ্রিয়। সবাই খেলসে যাদের বাসায় কম্পিউটার আছে। সবাই এইসব সাইন দেখতাসে আর পিথাগোরাস এর বানী শুনতাসে আর বিলিভ করতাসে এক হেভেন সম্পর্কে যা ফিউচারে দেখা যাবে যদি পিথাগোরাস এর নিয়মে দুনিয়া চলে। **###**

Rooh Maahmood: শয়তান সেই প্রথম থেকেই অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সবাইকে অমরত্বের লোভ দেখিয়ে ধোঁকা দিয়েছে। এটাকে বলা হয় সাজারাতুল খুলদ / tree of life / fruit of life। আদম আলাইহিস সালাম তো নিজের ভুল বুঝে তওবা করে আবার আল্লাহর কাছে ফিরে গেছেন। কিন্তু অন্যরা শয়তানের এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে এখনো গ্রহণ করে পথভ্রষ্ট হয়ে জাহান্নামে যাচ্ছে। সকল দার্শনিক আর অপবিজ্ঞানীদের একই অবস্থা।

তিনি (this gamer) তো ধোঁকাগুলো বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু কোটি কোটি মানুষ তো আর এই খবর রাখে না। তারা তো নিজের অজান্তেই দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাচ্ছে, তাদের কি হবে**??**

অপবিজ্ঞান, কাব্বালাহ, দাজ্জাল, আসগার্ডিয়া, কল্কি, সাম্বালা, ইয়াজুজ মাজুজ, এরিয়া ৫১, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল, ইত্যাদি সব নিয়ে ট্রুথ হান্টার (Brain cleaner) গ্রুপে অসংখ্য আর্টিকেল আছে। আপনারা দেখে নিতে পারেন। টলকিন একটি বই লিখেছেন, নাম লর্ড অফ দ্যা রিংস। এইখানে গগ মাগগ সম্পর্কে বলা হয়েছিলো আর ম্যাসিব ল্যান্ড

দেখানো হইসে। বই থেকে ৬ টা মুভি হইসে। মুভিগুলোতে ক্লিয়ার ইয়াজুজ-মাজুজ মত জাতী দেখানো হইসে আর ইসলামে যেভাবে যা হবে তাই ঘটসে। lord of the rings 1/2/3 hobbit 1/2/3

টলকিন বিলিভ করলো আমাদের চোখের অন্তরালে বিশাল এক অনাবিস্কৃত দুনিয়া আছে। বাকিটা সে তার মুভিতেই বলেছে।

দাজ্জালের জান্নাত ও জাহান্নাম: ভালো করে বুঝে নিন.

আমরা মনে করেছি, দাজ্জাল সত্যিই এক বিশাল জান্নাত আর জাহান্নাম নিয়ে হাজির হবে. বেপারটা কি আসলেই তাই?? আসুন একটু বিশ্লেষণ করি. প্রত্যেকে তার অন্তর চক্ষু দিয়ে পুরো পৃথিবীটাকে একটু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন তো.. যাদের বয়স ৩০ এর উপর, তারা ব্যাপারটা আরো ভালো বুঝবেন. ২০ বছর আগের কথা কল্পনা করুন তো. পৃথিবীর অবস্থা কি এমন ছিল?? গত ১০০ বছরেও যতটা না উন্নতি হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত হয়েছে গত ২০ বছরে. এতো দ্রুত পৃথিবীর উন্নয়নের রহস্যটা কি বুঝতে পারছেন না? সামনের ২০ বছরে পৃথিবীর পরিবর্তন তো এখন ভাবতেও পারবেন না. আশ্চর্য পরিবর্তন আপনারা দেখবেন. দাজ্জাল পৃথিবীর এক অংশকে ঠিক জান্নাতের মতো বানিয়ে ফেলবে (বিশেষ করে সৌদির নিয়ম প্রজেক্ট). প্রযুক্তির অকল্পনীয় আর আকাশছোয়া উন্নয়ন দেখবেন.

এখন দাজ্জালের বর্তমানের জান্নাতকে চিনে নিন. যেটাতে অধিকাংশ মানুষ ঢুকে পড়েছে...

দাজ্জাল পুরো পৃথিবীটাকে প্রযুক্তির জাদু দিয়ে আমার আপনার জন্য একদম সহজ করে দিয়েছে. ঠিক জান্নাতের মতো. দাজ্জাল তার বান্দাদের জন্য পৃথিবীটাকে জান্নাতের একটা ডেমো বানিয়ে দিচ্ছে. জান্নাতে আপনি যা যা পাবেন, দাজ্জাল আপনাকে পৃথিবীতে তাই তাই দেয়ার চেষ্টা করছে. আমরা যখন যা চাচ্ছি, তাই পেয়ে যাচ্ছি. পুরো পৃথিবীটা এখন হাতের মুঠোয়. আপনার যা ইচ্ছা তাই দেখতে পারছেন (ইউটিউব). যা ইচ্ছা তাই জানতে পারছেন (গুগল). আপনার কিছু খেতে ইচ্ছা করছে, ফুড পান্ডায় অর্ডার দিলেই চলে আসছে. কিছু কিনতে ইচ্ছা করছে, দারাজে অর্ডার দিলেই চলে আসছে. কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে, উবারে অর্ডার

করলেই গাড়ি হাজির. মন খারাপ?? ফেসবুকে ঢুকছেন আর দুখের কথা সবার সাথে শেয়ার করছেন (হোয়াটস অন ইওর মাইন্ড). ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড দিয়ে শপিং করছেন.

আপনার কাছে টাকা নাই?? তাতেও সমস্যা নাই!! ওরা আপনাকে ধার দিবে (ই এম আই). আপনি পরে তা শোধ করে দিবেন. আপনার হুর দরকার?? রাস্তায় বের হলেই দেখবেন হুর আর হুর. মেকাপ (আটা ময়দা) দিয়ে সব হুর হয়ে গেছে. বিয়ে করা লাগবে না. গার্ল ফ্রেন্ড বানান, কিছুদিন আনন্দ করুন, আবার নতুন একটা ধরুন. জান্নাতে তো স্বামী স্ত্রী একসাথে হবে, কিন্তু বাচ্চা হবে না.

দাজ্জাল আপনাকে দুনিয়াতে সেই মজাটাও দিবে. বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা ভালো করেই জানেন, মানুষকে বাচ্চা নিতে কত ভাবে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে. জান্নাতে আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন. দাজ্জালের জান্নাতেও তাই. ওরা বলে " ডু হোয়াট, হোয়াট ইউ ওয়ান্ট" অর্থাৎ তোমার মন যা চায়, তাই করো. আশা করি দাজ্জালের জান্নাতের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন. এই জান্নাতে ঢুকতে হলে দাজ্জালের নিয়ম (ধর্ম) মেনে ঢুকতে হবে. হোক তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক.(নাউযুবিল্লাহ)

এবার আসুন দাজ্জালের জাহান্নাম কে চিনে নেই.

উপরোক্ত সুবিধা গুলো আপনি আল্লাহর ভয়ে নিতে পারছেন না. সমাজে চলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে. বিভিন্ন জায়গায় অপমানিত হচ্ছেন, এমনকি পরিবার থেকেও. অনেক প্রতিকূলতার শিকার হচ্ছেন. এটাই দাজ্জালের জাহান্নাম. আপনি ছবর করুন. আল্লাহর রাসূল (স:) বলেছেন: " চোখ বন্ধ করে দাজ্জালের জাহান্নামে ঢুকে যেতে, এর বিনিময়ে আছে আল্লাহর জান্নাত".

প্রিয় পাঠক, একটু শাম ও ইয়েমেনের দিকে তাকান. দাজ্জাল তো তাদেরকে পুরোপুরি জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে. কিচ্ছু নাই তাদের. খাবার, পোশাক, পানি, চিকিৎসা কিচ্ছু না. তারা এতদিন ঘাস খেয়েছে. এখন পোকামাকড় খাচ্ছে. ইনশাআল্লাহ তারা আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে.

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের সম্ভাব্য সময়:

এটি শুধুমাত্র আমার নিজস্ব একটা বিশ্লেষণ। একটু ক্যালকুলেশন করছি। আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এবং আপনাদের মতামত আশা করছি।

ঘটনা-১:

১৯২৪ সাল। উসমানীয় খিলাফত ধংসের সাথে সাথে মুসলিম খিলাফত ধংস হয়ে গেল। ১০০ বছর পর অর্থাৎ ২০২৪ সালের পর উম্মাহ আবার আলোর মুখ দেখবে।

ঘটনা-২:

১৯৭৯ সাল। মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করে নিহত হলো। এর এক বুরহা (৪০ বছর) পর অর্থাৎ ২০১৯ এর পর সত্য / আসল ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন।

ঘটনা-৩:

২০০৪ সাল। ফিলিস্তিনে এক শিশু জন্ম হলো, যাকে যুবক (৩০/৩২ বছর বয়স) অবস্থায় দাজ্জাল দ্বিখণ্ডিত করবে। অর্থাৎ ২০৩৪ এর পর।

ঘটনা-৪:

রেড হফার / লাল বাছুরের জন্ম।

ঘটনা-৫:

থার্ড টেম্পল তৈরি করা প্রায় শেষ।

ঘটনা-৬:

কিছুদিন আগে ইজরায়েল এর পশ্চিম দেয়ালে সাপ ও কবুতরকে একসাথে দেখা গেছে।

এবার আসুন একটু যোগ বিয়োগ করি। ভুল হলে বলবেন।

ঘটনা ১ ও ২ থেকে বুঝা যায়, ইমাম মাহদী ২০২৪ সালের পর আসবেন। ২০২৬ হতে পারে। কারন নাসার রিপোর্ট অনুযায়ী একটা গবেষণায় দেখা গেছে ২০২৬ সালের রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ দুটোই হবে। এবং ১৫ ই রমজান হবে জুমার দিন। হযরতের সময়কাল হবে ৭ বা ৯ বা ১১ বছর। ৯ বছর ধরলাম। তাহলে, ২০২৬+৭/৯/১১= ২০৩৩/২০৩৫/২০৩৭।

ঘটনা-৩ অনুযায়ী যুবককে দ্বিখণ্ডিত করা হবে ২০৩৪/ ২০৩৬ এ।

আর ঘটনা ৪,৫,৬ আমাদের কে স্পষ্ট করে দিয়েছে, দাজ্জালের আগমন খুব কাছাকাছি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটুকু অনুমান করা যায়: দাজ্জাল ২০৩৩-২০৪০ এর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। বাকি আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

সাম্বালা, আগার্থা, এলিয়েন, মাজুজ, কল্কি অবতার, তিব্বত, হলো আর্থ, মুসলিম হত্যা ইত্যাদির আলোচনা:

১) সাম্বালা: এটি একটি গুপ্ত অঞ্চল. যা হিন্দুস্তানের (বিশেষ করে তিব্বত) নিচে (মাটির) অবস্থিত বলে ধারণা করা হয়. এটি অত্যন্ত উন্নত একটি শহর. ঠিক যেন স্বর্গের মতো. উল্লেখ্য: হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্ম একই. বৌদ্ধরা আগে সনাতন ধর্ম পালন করতো এবং হিন্দুস্তানেই ছিল.

২) আগার্থা: এটা সাম্বালার রাজধানী. আরো অত্যাধুনিক. সাইন্স ফিকশন মুভি গুলোতে যে অত্যাধুনিক শহর গুলো দেখানো হয়, এগুলো আসলে এখানের কাল্পনিক ছবি. ওদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী yoga বা মেডিটেশনের মাধ্যমে এই ৫জি/ ৬জি/ ৭জি ওয়ার্ল্ডে (সর্গ) প্রবেশ করে অনন্ত জীবন লাভ করা সম্ভব.

৩) এলিয়েন: এরা আসলে জীন. এবং এরা এখানে (সাম্বালা, আগার্থা) বসবাস করে. এলিয়েন নিয়ে যেসব মুভি বা থিওরি প্রচলিত আছে, তাও এই সাম্বালা এবং আগার্থা কেন্দ্রিক. উল্লেখ্য: জিনেরা মাটির নিচেও বসবাস করে.

৪) ইয়াজুজ মাজুজের এক দল (ওদের আত্মীয়) জমিনের উপরে (পৃথিবীর উত্তর পূর্ব অংশে) বসবাস করে. আরেকদল (বর্বর, হিংস্র, জংলী ও বন্য) এখানে (সাম্বালায়) আছে. চূড়ান্ত সময়ে (ঈসা আ: এর পর) এখান থেকেই এরা ঢেউয়ের মতো বের হয়ে আসবে.

৫) কল্কি অবতার: হিন্দুদের বইগুলোতে (বেদ, গীতা ইত্যাদি) কল্কি অবতারের কথা উল্লেখ আছে. সে দীর্ঘদিন ধরে মানব সভ্যতার উত্থান পতন কে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে, এবং কলি কালে অর্থাৎ শেষ সময়ে সে বের (আত্মপ্রকাশ) হয়ে আসবে. পৃথিবী থেকে অধর্ম (ইসলাম) দূর করবে. শয়তান (মুসলিম) কে হত্যা করবে. পৃথিবীকে স্বর্গে (ফিউচার/ tomorrow ল্যান্ড) রূপান্তর করবে. সবাই সেটাকে মহানবী বলে মনে করে আসছে. (নাউযুবিল্লাহ). কিন্তু এটা আসলে দাজ্জাল. আপনারা ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন.

৬) তিব্বত: পাহাড়, বরফ আর মরুভূমিতে ঘেরা অত্যন্ত রহস্যময় একটি অঞ্চল. না কেউ সহজে সেখানে প্রবেশ করতে পারে, না কেউ সেখান থেকে সহজে বের হতে পারে. মানুষের

আচরণ গুলোও অদ্ভুত. আরো অনেক অনেক রহস্য ঘেরা উচ্চ ভূমি এটি. অধ্যাত্বিকতা আর কালো জাদু চর্চার অন্যতম স্বর্গীয় ভূমি. চীন সরকার এই অঞ্চলকে খুব গুরুত্ব দেয় এবং উচ্চ সামরিক নিরাপত্তা দিয়ে বেষ্টিত রেখেছে.

৭) হলো আর্থ: এটা একটা কন্সপিরেসি থিওরি. এখানে ধারণা করা হয়, গোলাকার পৃথিবীর নর্থ পোলে একটা বিশাল গর্ত আছে. সেখান দিয়ে ইনার আর্থে প্রবেশ করা যায়. এই তত্ত্বের একটা বিষয় ঠিকআছে, সেটা হলো পৃথিবীর নিচে প্রবেশ করা. কিন্তু গোলাকার পৃথিবীর তত্ত্ব টা ঠিক নেই. যাই হোক এই তত্ত্ব অনুযায়ী, এখান দিয়ে সাম্বালা এবং আগার্থায় প্রবেশ করা যায়. ধারণা করা হয়, হিটলার তার বাহিনী সহ এখানে পালিয়ে গেছে.

৮) মুসলিম হত্যা: উপরোক্ত ৭ টি বিষয়ের সাথে মুসলিম হত্যার ব্যপারটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত. কারণ সমস্ত কাফেররা মনে করে, আগামী দাজ্জালি পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় মুসলিমরাই একমাত্র বাধা। তাই তারা মুসলিম শূন্য পৃথিবী গড়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

দাজ্জালের আর্থিক ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচুন।

Credit card, debit card, rocket, Bkash,
EMI (equated monthly installment).

ইত্যাদি আমাদের সবাইকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখালেও, আসলে তারা এগুলোর মাধ্যমে আমাদের কে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। এগুলো ব্যবহারের জন্য মানুষকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে, লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে মানুষ কে ডাকছে। EMI ব্যবহার করে মানুষ দারুন মজা পেয়ে গেছে। তার কাছে ক্যাশ টাকা এবং তার একাউন্টে টাকা না থাকলেও সে ইচ্ছে মত কেনা কাটা করতে পারছে। আর এ টাকা তাকে পরে পরিশোধ করলেও হচ্ছে। এটা আসলে এক প্রকার ধার। ব্যাংক মানুষ কে ধার দিচ্ছে।
এতে অনেক গুলো ক্ষতি।

১) মানুষ দাজ্জালের আর্থিক ফাঁদে আটকে যাচ্ছে।

২) সুদের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে।

৩) অভাবের সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে ব্যাংকের দ্বারস্থ হচ্ছে।

৪) ঋন করে হলেও বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। আরো কতো কি।

যারা এগুলোতে ফেসে গেছেন এখনো সময় আছে বেরিয়ে আসুন। আর যারা এখনো এই ফাঁদে পা দেন নাই, আলহামদুলিল্লাহ।
নিজে বাঁচুন, অন্যকেও বাচান।

পিরামিড, দাজ্জাল ও ফেরাউন: কী সম্পর্ক?

আমেরিকার এক ডলারে পিরামিডের ছবি, তার উপর আবার এক চোখ। কোথায় আমেরিকা আর কোথায় মিশরের পিরামিড?? আসলে, এগুলো একটা আরেকটার সাথে যুক্ত।

আর এখানে আরেকটি রহস্য আছে। সেটা হলো ফেরাউন এর ব্লাড লাইন ধরে রাখা। অর্থাৎ ব্লাড কানেকশন অটুট রাখা। বর্তমানে আমরা যে পরিবার গুলোকে অত্যন্ত শক্তিশালী হিসেবে দেখছি, অর্থাৎ রথচাইল্ড, বুশ ও ব্রিটিশ রাজপরিবার সহ আরো যারা আছে তারা সবাই ফেরাউন এর বংশধারাকে অটুট রাখতে নিজেদের বাইরে কোথাও বিয়ে করে না। আর এরা আগে ছিল নাইট টেম্পলারস, আর এখন হয়েছে ফ্রিমেসন।

আশা করি সব কিছু বুঝতে পেরেছেন।

some video link:
The bloodline curse of Freemasonry
https://www.youtube.com/watch?v=iv1pUJMfwZU...
British Royalty Bloodline To Egyptian Pharaoh
https://www.youtube.com/watch?v=xNYglXR_bgY...
Egyptian Roots of British Royalty and Roman Catholic Church
https://www.youtube.com/watch?v=2oeQRPcdd48...
Queen Elizabeth is a descendant of Hebrew Egyptian lineage
https://www.youtube.com/watch?v=6RWFhv2Wzag...

মিডিয়ার মিথ্যাচার, দাজ্জালের হাতিয়ার:

মিথ্যাকে সত্য বানানোর জন্য মিডিয়া হচ্ছে অতুলনীয় একটি মাধ্যম। যে কোন মিথ্যা কে খুব সহজেই সত্য সংবাদে পরিনত করা যায় শুধু মাত্র একটি বাক্যের দ্বারা।

(ধারণা করা হচ্ছে) / (সন্দেহ করা হচ্ছে)।

সুতরাং

সংবাদ গ্রহনের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকুন। খুব যাচাই-বাছাই করে নিন।

মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও। [সুরা হুজুরাত ৪৯:৬]

দাজ্জালের জন্ম, শারীরিক বৈশিষ্ট এবং একটি প্রশ্নঃ

দাজ্জাল ১৫০০ বছর আগে থেকেই পৃথিবীতে আছে, এটা যেমন আমরা জানি। তেমনি জানি ওর শারীরিক বৈশিষ্ট সম্পর্কে। আর আমরা যে এগুলো জানি, সেটা দাজ্জাল নিজে এবং তার বান্দারাও জানে।

দাজ্জাল শব্দের অর্থই হচ্ছে ধোকা/ প্রতারণা। ওর পুরোটাই হলো ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত। ও মানব সভ্যতাকে সব দিক থেকে ধোকা দিবে। ও হচ্ছে শয়তানের সর্বশেষ সম্বল। শয়তান দাজ্জালকে দিয়ে মানব সভ্যতার উপর চুড়ান্ত আঘাত হানবে।

তো এই মহা ধোকাবাজ দাজ্জাল কে কী এত সহজেই চিনা যাবে????

আসুন দেখি ওকে চিনার ক্ষেত্রে আমরা কী কী ধোকা খেতে পারি?

প্রথমেই আমরা ওরর নামের ধোকায় পড়বো। আমরা তো ভেবে বসে আছি ওর নাম দাজ্জাল হবে। কিন্তু এটা তো ওর উপাধি, নাম নয়।

দ্বিতীয়তে পড়বো চোখের ধোকায়। আমরা তো ওর এক চোখ কানা খুজতে থাকবো।

তৃতীয়তে কপালের কাফের লিখা খুজতে থাকবো। চতুর্থতে খুজবো কোকরা চুল।

এবার আপনাদের কাছে আমার প্রশ্নঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে একটা নষ্ট চোখকে ঠিক করে ফেলা কী কোন ব্যাপার?

প্লাস্টিক / কসমেটিক সার্জারির এই যুগে কপালের কাফের লিখাটা মুছে ফেলা কী কোন ব্যাপার?

ফ্যাশন আর স্টাইলের এই যুগে কোকরা চুলকে সোজা করে ফেলা কী কোন ব্যাপার?
আমরা দাজ্জালকে যেমন জেনে আসছি, সে তেমন নাও থাকতে পারে। এটাও দাজ্জালের ধোকা/ প্রতারণার অংশ।
এমনটা নাও হতে পারে। হয়তোবা সে আল্লাহর ইচ্ছায় ওরকম ই থাকবে, যেমনটা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। । কিছুই পরিবর্তন করতে পারবেনা।
আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

<u>আমরা অনেকেই বলে থাকি, দাজ্জাল নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কিছু নেই।</u>
যখন আসবে তখন দেখা যাবে।
আফসোস।
আমরা এখনো বুঝতে পারছি না, যে দাজ্জালের ফেতনা কতটা ভয়ংকর। আমরা তো আমরাই। বড় বড় ওলামা মাশায়েখগনো ধোকা খেয়ে যাবে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের খবরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত হযরত ইমাম মাহদী এবং তার সেনাবাহিনীও একবার ধোকা খাবে।তাদের কাছে সংবাদ আসবে, দাজ্জাল বের হয়েছে। এটা শুনে তারা বিচলিত হয়ে খবর সংগ্রহ করে জানতে পারবে ওই তথ্যটা মিথ্যা ছিল। তাহলে বুঝতেই পারছেন অবস্থা???
আমরা তো অনলাইনে বসে বসে ইমাম মাহদী, ইমাম মাহদী জিকির করছি।
কিন্তু উনি ডাক দিলে উনার জামায়াতে শরীক হতে পারবো তো? এই আরাম-আয়েশ আর বিলাসবহুল জীবনযাপন রেখে পাহাড়ে ও জঙ্গলে থাকতে পারবো তো? খালি পায়ে, খালি পেটে চলতে পারবো তো?
দাজ্জাল তো এখনো বের হয় নাই, তবুও আমরা প্রত্যেকেই ওর ফেতনায় নিমজ্জিত। চতুর্দিক থেকে দাজ্জালের ফেতনা ফ্যাসাদ আমাদের কে গ্রাস করে ফেলেছে। শত চেষ্টা করেও আমরা এই সমাজে বাস করে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবো না। কোনভাবেই এ সমাজে থেকে দ্বীন ও ইমান বাঁচানো সম্ভব নয়। কাল্লা। কখনোই না।
তাহলে আমাদের ইমান বাঁচানোর কী কোনো উপায় নেই???
আছে।
কিন্তু অসীম সাহসী এবং দুঃসাহসী হতে হবে।
সেই ৭ যুবকের মত খোরাসানের দিকে রওয়ানা দিতে হবে।

কারণ,

বর্তমানে, একমাত্র খোরাসানের পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়া বীর বাহাদুরেরাই দাজ্জালের ফেতনা থেকে পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত আছে, আলহামদুলিল্লাহ।

আর ইনারা হচ্ছেন অপ্রতিরোধ্য।

তৈরি আছেন তো?????

মাখলুকাত এর উপর দাজ্জালের নজরদারি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। এটা তো আমরা জানিই।

তো দাজ্জাল যখন নিজেকে খোদা দাবী করবে তখন তাকেও সমস্ত সৃষ্টির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। এই প্রকল্প সে অনেক আগেই হাতে নিয়েছে। এখন সে অনেকটা সফলতার পথে।

কিভাবে??????????

মানুষ প্রকল্পঃ জন্ম থেকে শুরু করা যাক। আপনি জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই সেই খবর আপনার বাবা মা সরকারকে দিয়ে জন্ম সনদ নিয়েছে। এরপর আপনাকে জোড় করে টীকা খাওয়ানো হয়েছে। যখন আপনার বয়স ১৮ হলো সব তথ্য (এমনকি আপনার চোখ এবং আঙ্গুলের ছাপ) দিয়ে একটা কার্ড নিলেন। শিক্ষা জীবন শেষ করলেন? সেই তথ্যও নিয়ে নিল। এবার আসছেন কর্মজীবনে। আপনার লেনদেন, আয় ব্যয় সহ সব তথ্য নিয়ে নিচ্ছে ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড এর মাধ্যমে। কোথায় আছেন? দেশে নাকি বিদেশে? সেই খবর নিচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট আর ভিসার মাধ্যমে। অবশ্য অদুর ভবিষ্যতে আপনাকে এত কষ্ট করতে হবে না। সব তথ্য ওরা একটা ডিভাইস এর মাধ্যমে নিয়ে নিবে।

হ্যা, ঠিক ধরেছেন। সেটা হলো আর এফ আইডি (RFID)। আপনার হাতে বসিয়ে দেয়া হবে। আর দেখুন আমরাও কত বোকা।

কেন বোকা?

এবার শুনুন আমাদের বোকামির কথা।

আমাদের সবার কাছে একটি করে স্মার্টফোন আছে। তাই নাহ? এটা পেয়ে আমরা নিজেদেরকে অনেক স্মার্ট ভাবছি। অনেক উপকার করছে আমাদের। অথচ এটা দিয়ে আমি নিজেই আমার সমস্ত তথ্য ওদের কে দিয়ে দিচ্ছি।

কী ভাবছেন? আপনি দেন নাহ? খুব সতর্ক আপনি?

কোনো লাভ নেই। আপনি যখন কোনো এপস ডাউনলোড করেন, তখনি আপনার ফোনে থাকা সমস্ত তথ্য তারা পেয়ে যাচ্ছে। গ্যালারী, ফোনবুক, ডকুমেন্ট সব কিছুই। আর যদি আপনার ফোনে গুগল ম্যাপ থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। আপনি কখন কোথায় আছেন সেই খবরও তারা পেয়ে যাবে।

আর এই সমস্ত তথ্য কারা পায়, জানেন? পেন্টাগন। কারন ইন্টারনেট এর প্রধান সার্ভার হচ্ছে পেন্টাগন।

সব শেষে আমার আপনার মৃত্যুর খবরটিও ওদেরকে দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট নিতে হবে।

তারমানে আমার আপনার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত তথ্য ওদের কাছে থাকবে।

আচ্ছা এবার আসি প্রাণী জগতে।

গাছ, পশু পাখি, মাছ ও অন্যান্য যা কিছু আছে, এগুলোর উপর নজরদারি করার জন্য আছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফী, এনিম্যাল প্লানেট এবং ডিসকভারি চ্যানেল। এছাড়াও আরো অনেক প্রকল্প আছে। যাদের কাজ হলো প্রাণী জগতের উপর গবেষণা করা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

দেখেন নাহ? ওরা গহীন অরণ্যে আর সাগরের নিচেও ক্যামেরা বসিয়েছে। ওখানে গিয়ে মাছ, পশু পাখি কে টীকা দেয়। আমরা তো ভাবছি, আহ ওরা কত মানবিক?????

আর আকাশ থেকে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করার জন্য drone & balloon স্যাটেলাইট তো আছেই। এটা দিয়ে কিন্তু তারা ফেরেশতাদের কেও দেখতে চায়।

অবাক হচ্ছেন?

কিন্তু এটাই সত্য.....

দাজ্জালের রোবোটিক সেনা সংস্থা ডারপা (DARPA):

এটি সি আই এর (CIA) একটি গোপন মিলিটারি প্রজেক্ট। এরিয়া ৫১ এ, এরা এদের গোপন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এখানে এলিয়েন (জিন) এর সহযোগিতায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে অত্যন্ত উন্নত মানের সামরিক সরঞ্জামাদি (বিমান, অস্ত্র, ট্যাংক, কামান, রোবট ইত্যাদি) তৈরি করা হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে: এগুলো তারা মালহামার সময় মু জা হিদ ও ফেরেশতাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।

কিন্তু তবুও বিজয় আমাদেরই, ইনশাআল্লাহ।

met gala (মেট গালা) দাজ্জালী ফ্যাশন:

এটি এমন একটি ফ্যাশন শো, যেখানে পৃথিবীর সব বড় বড় সেলিব্রিটিরা হাজির হয়।

২০১৮ এর শোতে এই অদ্ভুত পারফরম্যান্স করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো: এটা কেন আলোচনা করা হলো। কাফির দের জন্য তো এটা কোন ব্যাপারই না।

সমস্যা তো আমাদের কে নিয়ে। আমরা তো ওদের অনুসরণ করতে করতে গুইসাপ এর গর্তে ঢুকতেও দ্বিধা করি না।

আমেরিকার থেকে পায়খানা প্যাকেট করে পাঠিয়ে দিলেও একদল মানুষ ওটা খুব গর্বের সাথে গ্রহন করে নিবে।

দেখবেন কয়েক বছর পর বাংলাদেশেও এই জিনিস চালু করে দিবে।

এটা হচ্ছে ফলিং লাইট।

যাকে আমরা বিদ্যুৎ চমকানোর প্রতিক হিসেবে জানি।

কিন্তু এটার আসল অর্থ হচ্ছে: শয়তান কে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করা। অর্থাৎ, শয়তান জান্নাত বা আসমান থেকে পড়ে যাচ্ছে, সেটাই এই প্রতিকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

বি:দ্র: যারা এই বিষয় গুলো (বিভিন্ন প্রতিকের আসল রহস্য) মানতে চান না, তারা অবশ্যই জিন ও শয়তানের ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্য ও তাদের পূজারী দের (কাব্বালিস্ট বা ব্লাক

ম্যাজিশিয়ান) নিয়ে একটু ঘাটা ঘাটি করবেন। তারা কোন কোন লোগো এবং সাইন - সিম্বল ব্যবহার করে, সেটাও জানার চেষ্টা করবেন।
আশা করি সত্যকে বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

দুবাই অনেক আগে থেকেই ম্যাসনিক কালচার অনুসরণ করে।

বুরয খলীফা পুরোটাই প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতি কে হাইলাইট করে।
সেই সময়ে তারা হোরাস / র / সূর্য দেবতা / সান গড / এক চক্ষু বিশিষ্ট দেবতা, যাই বলুন না কেন, এর পূজা করতো।
আর বুরয খলীফা পুরোটাই ঐ ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে।
সুতরাং ঐসব দেশ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ভালো কিছু আশা করা বোকামি।

পৃথিবী শাসন কারী কয়েকটি পরিবার এবং একটি পর্যালোচনা:

1. THE BUSH FAMILY
2. THE DUPONT FAMILY
3. THE MORGAN FAMILY
4. THE ROCKEFELLER FAMILY
5. THE ROTHSCHILD FAMILY

ভালো করে এই ৫ টি পরিবারের সবাইকে দেখুন. (সাথে আমি আরো একটি যোগ করে দিলাম, ব্রিটিশ রয়েল ফ্যামিলি). সবার সাথে সবার এতো সুসম্পর্ক কেন? সবার চেহারার এতো মিল কেন?? বেশিরভাগের চেহারা প্রশস্ত (অনেকটা ঢালের মতো), আবার চোখ গুলোও ছোট ছোট!!!!! বিষয়টা কিন্তু রহস্যজনক. আরো রহস্যময় ব্যাপার হলো লন্ডনে গগ ম্যাগগের মূর্তি থাকা এবং তা নিয়ে শোভাযাত্রা বের করা. ভালো করে বিষয়গুলো ভেবে

দেখুন তো!! কিছু মিলাতে পারেন কিনা.?? আপনারা নিশ্চই আরো অনেকগুলো পরিচিত মুখ দেখতে পাবেন. এখানেও রয়েছে বিশাল রহস্য.

এদের মধ্যে যেমন আছে রক্তের সম্পর্ক, তেমন আছে আরো কিছু.....

সেটা নাহয় আপনারাই খুঁজে বের করুন.....

আরেকটা বিষয়, এরা কিন্তু কোনো ধর্মের অনুসারী না. যদিও বিভিন্ন ধর্মের ট্যাগ লাগিয়ে রেখেছে.

ওহ না না. ওরা তো একটা ধর্মের অনুসরণ করে. শয়তানি বা দাজ্জালিক ধর্ম. শয়তানকে ওরা ন্যায়বিচারক মনে করে. আর আল্লাহকে (??).....

আমার পক্ষে বলা সম্ভব না.

এরা যে কিভাবে পৃথিবীকে শাসন করছে তা জানতে নিচের ওয়েবসাইট টি তে ঘুরে আসতে পারেন.

https://www.beyondsciencetv.com/2017/07/13/5-families-that-control-the-world/

আজকের (winter) আবহাওয়া & দাজ্জালের ১ম দিন

গতকাল এবং আজকের আবহাওয়া থেকে দাজ্জালের ১ম দিন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়. আজকে (১৯-১২-২০১৯) কুয়াশার জন্য একদমই সূর্য দেখা যাচ্ছে না. অথচ আকাশ পরিষ্কার. আজকে যদি আমাদের কাছে ঘড়ি না থাকতো, তাহলে অনুমান করে নামাজ পড়তে হতো. ভালো করে দেখুন সময়টা একই রকম মনে হচ্ছে. সকাল, দুপুর আর বিকাল কে একই মনে হচ্ছে.

এবার দাজ্জালের কথা চিন্তা করুন. দাজ্জাল হয়তো নাসার মাধ্যমে হার্প প্রযুক্তির দ্বারা এরকম কোনো কৃত্তিম কুয়াশা বা ধোয়ার আবরণ সৃষ্টি করে আকাশকে ঢেকে ফেলবে. এবং সূর্যকে

দেখা যাবে না. আর আজকের মতো অবস্থা হবে. তখন আমাদেরকে আন্দাজ করে নামাজ পড়তে হবে.

আবার অন্যরকম হতে পারে. হয়তো দাজ্জাল তার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং জাদুর মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমে সূর্যের গতিকে সত্যিই থামিয়ে দিবে. অথবা গতিকে ধীর করে দিবে. আর এটা করা ওর জন্য খুব কঠিন কিছু হবে না. যেহেতু সূর্য খুব কাছেই আছে. এবং আকারে পৃথিবীর চেয়ে ছোট.. এতে ওর খোদায়ী দাবি করা আরো সহজ হবে.

বাকিটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন.

কালো জাদু চর্চায় ডাইনীরা যা ব্যবহার করতো তার বর্তমান নাম মেকআপ (প্রসাধনী):

প্রসাধনী ব্যবহার করে ব্ল্যাক ম্যাজিক প্রাকটিস করা ডাকিনি বিদ্যার একটা অংশ ছিল. বর্তমান মেয়েরা রূপচর্চার মাধ্যমে যেভাবে চেহারার বিকৃতি ঘটায়, অতীতে ডাইনীরাও ঠিক একই ভাবে প্রসাধনী ব্যবহার করে উদ্ভট চেহারা তৈরী করতো এবং শয়তানের পূজা করতো. অবশ্য সেটা এখনো চালু আছে. কিন্তু আমাদের মেয়েরা তা জানে না. না জানার কারণে তারা কি অনুসরণ করছে আর কোন পথে এগোচ্ছে?? নিচে আরো একটি আর্টিকেল দেয়া হলো. মনোযোগ দিয়ে পরুন. বুঝবেন, অতীতেও রূপচর্চাকে বিশেষ করে লিপস্টিক দেয়াকে কত টা খারাপ চোখে দেখা হতো.

(আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে ব্যবিলনের কাছে ঐতিহাসিক উর শহরে মেসপটেমিয়ান নারীদের ঠোঁটে লিপস্টিকের ব্যবহার প্রথম দেখা যায়। সেসময় লিপস্টিক হিসেবে ব্যবহৃত হয় মূল্যবান পাথর গুড়া। পাথর চূর্ণ করে একেবারে মিহি গুড়ার প্রলেপ লাগানো হত ঠোঁটের উপর। ইন্দাস ভেলি সভ্যতায় নারীরা লাল রং তাদের ঠোঁটে প্রয়োগ করত।

ঐতিহাসিক মিশরীয় নারীরা আয়োডিন এবং ব্রোমিন থেকে রক্ত বর্ণ রং নিংড়ে বের করত ঠোঁট পালিশ হিসেবে ব্যবহার করার নিমিত্তে। সময়ের আবর্তনে এর নাম হয় মৃত্যু চুম্বন (The kiss of death)। রানী ক্লিওপেট্রা তাঁর ঠোঁটে লিপস্টিক ব্যবহার করতেন। ক্লিওপেট্রার লিপস্টিক তৈরী হত মেরুন রঙের বিটল পোকা থেকে। যা একটি গাঢ় লাল রঙের আভা তৈরী করত।

তাছাড়া লিপস্টিকের বেজ হিসেবে ব্যবহার করতেন পিঁপড়া। ১৬০০ শতাব্দিতে ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথ এর শাসনকাল লিপস্টিক বেশ জনপ্রিয় প্রসাধনী ছিল। চক সাদা মুখে গাঢ় রঙের পালিশের প্রকাশ ঘটান। তখন এই ঠোঁট পালিশ তৈরি করা হত মোম আর গাছ-গাছড়া থেকে।

লিপস্টিক একটি আকর্ষনীয় এবং জনপ্রিয় প্রসাধনী হলেও এর বিরুদ্ধে রয়েছে বহু সমালোচনা। প্রথমদিকে ইংল্যান্ডের এক ধর্মযাজক থমাস হল লিপস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন। তার মতে, মুখে রং ব্যবহার করা শয়তানের কাজ। ১৭৭০ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট একটি আইন পাশ করে লিপস্টিকের বিরুদ্ধে। সেখানে বলা হয়, কোন নারী সৌন্দর্য্য চর্চার মাধ্যমে কোন পুরুষকে বিবাহের জন্য বিমোহিত করলে তা ডাইনির মত কাজ বলে বিবেচিত হবে। ১৮০০ সালে রানী ভিক্টোরিয়া প্রকাশ্যে এই লিপস্টিকের বিরোধিতা করেন। এত সমালোচনার পরও চলচ্চিত্রের কল্যাণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লিপস্টিক আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। (তথ্য-ইন্টারনেট)

<u>ক্রুশ বনাম ষ্টার:</u>

ক্রুশ ব্যবহার করা কেন হারাম? কারণ ঐটা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক।

ষ্টার ব্যবহার কেন হালাল? কারণ ঐটা কোনো ধর্মীয় প্রতীক নয়। আসলেই কি তাই?

ভালো করে জেনে নিন ষ্টার কালো জাদুকর ও সাতানিস্টদের ধর্মীয় প্রতীক। তারা শয়তানের এবাদত করার জন্য এই স্টারকে ব্যবহার করে। তাদের ধর্মের নাম সাতানিজম। ষ্টার ব্যবহার করতে পারলে ক্রুশ ব্যবহারে তো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ ক্রুশের ইতিহাস তো অনেক ভালো। আমাদের নবী ঈসা (আ:) কে কষ্ট দেয়ার প্রতীক (যদিও বাস্তবে তা ঘটে নাই)। সেটাকে হারাম করে দিয়ে শয়তানকে ডাকার প্রতীক স্টারকে এখনো হারাম করা হয় নি। কি দারুন প্যারাডক্স। এই ষ্টার আজ সমাজে মহামারী আকার ধারণ করেছে। সর্বত্র এটার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এটার কারণে বদ জিনেরা সমাজে আসা যাওয়ার খুব সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। ষ্টার, জিনদেরকে ডাকার এবং টেনে নিয়ে আসার একটা মাধ্যম। আমাদেরকে এটার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। এসবের কারণে রহমতের ফেরেস্তারা আসতে পারে না।

তাইতো আজ আমাদের জীবনে এতো অশান্তি। যতটুকু সম্ভব ষ্টার সম্বলিত জিনিসকে পরিহার করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমিন।

ষ্টার ব্যবহার করে শয়তানকে আপনার সাথে রাখছেন, আর ফেরেস্তাকে সরিয়ে দিচ্ছেন:

ষ্টার ব্যবহারের আগে এর ভয়ংকর ইতিহাস জেনে নিন.

স্টারের ব্যবহার আজ মহামারী আকার ধারণ করেছে. সব কিছুর মধ্যে স্টারের ব্যবহার দেখা যায়. এমন কিচ্ছু নাই, যেটার মধ্যে ষ্টার নেই. অথচ এর ভয়ংকর ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কেউই জানি না. ষ্টার মূলত বাফোমেট নামক একটি শয়তানের মুখের অবয়বে তৈরী করা হয়েছে. এটা দিয়ে উচ্চমাত্রার কালো জাদু চর্চা করা হয়. এটা দিয়ে জীন পূজারীরা জিনদের সাথে যোগাযোগ করে.

এটার আসল নাম হলো পেন্টাগ্রাম বা হেক্সাগ্রাম. এটার ৫ কোনে ৫টি মন্ত্র পরে তাবিজ করে মানুষকে মেরেও ফেলা সম্ভব. আরো অসংখ্য কুফুরী কাজে এটা ব্যবহৃত হয়. ষ্টার বা ষ্টার সম্বলিত কোনো কিছু যে ঘরে থাকবে, সে ঘরে বদ জিনের প্রভাব থাকবে এবং সে ঘরে অশান্তি লেগেই থাকবে. এটা মূলত জীন এবং শয়তানকে ডাকার জন্য ব্যবহৃত হয়. আরো আশ্চর্য বিষয় হলো শয়তানের পূজারীরা এই স্টারের মধ্যে মানুষকে বলি দেয়. আর সেটা কিনা আমরা আজ সমানে ব্যবহার করছি. ব্যাপক আকার ধারণ করায় এটা আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে. নাউযুবিল্লাহ.

এবার সিদ্ধান্ত নিন, এই জিনিস ব্যবহার করে শয়তানকে সবসময় আপনার সাথে রাখবেন নাকি এটাকে পরিহার করে ফেরেস্তাকে আসতে দিবেন??

আল্লাহ আমাদেরকে এই ভয়াবহ ফেতনা থেকে হেফাজত করুন.

এলিয়েন সমাচার: ভিনগ্রহ বাসি, নাকি জিন??

আলহামদুলিল্লাহ এলিয়েন রহস্য উন্মোচন হয়েছে।

এলিয়েন নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। আমরা প্রত্যেকেই এই বিষয়টা নিয়ে কম বেশি একটা ফ্যান্টাসিতে ভুগছি। উপযুক্ত কোন তথ্য প্রমাণ না পাওয়ায় এ বিষয়ে লিখতে পারি নাই। আজ লিখলাম।

এলিয়েন নিয়ে অসংখ্য মুভি বানানো হয়েছে। অতএব মুল থীমটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। তবুও হালকা একটু ধারনা দিচ্ছি। এলিয়েন, (ভিনগ্রহের প্রাণী) অন্য গ্রহ থেকে আসা এক বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন, বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী এক সৃষ্টি। পৃথিবী সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই ওরা এই মহাবিশ্বে বসবাস করছে। তারা পৃথিবীতে এসে সব দখল করে নেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার ইদানিং বিজ্ঞানীরা বলছে পিরামিড এলিয়েন রা তৈরি করে দিয়েছে। আরো বলছে পিরামিডের ব্লকগুলো পৃথিবীর নয়। এবং সেই সময়ে তারা কীভাবে এই ব্লক গুলো ধারাবাহিক ভাবে এত উপরে উঠিয়ে সাজালো সে ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা এখনো কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে নাই।

এবার আসুন আমরা রহস্য উন্মোচন করি।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু সত্য কথাই বলেছেন। আমরা শুধু শব্দটা পরিবর্তন করে নিবো। এলিয়েন এর জায়গায় বদ জিন / শয়তান শব্দটা ব্যবহার করব। আপনারা মিলিয়ে নিন।

১) জিন ভিনগ্রহের (অদৃশ্য/ অন্য জগতের) জীব।

২) জিন অনেক শক্তিশালী। (সুলায়মান আ: কে বড় বড় চুল্লি বানিয়ে দিয়েছে)

৩) জিন উড়তে পারে।

৪) জিন উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী। (বিলকিস রানির সিংহাসন চোখের পলকে নিয়ে এসেছে)

৫) জিন মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই ছিল।

৬) জিন হাজার বছর বাঁচে।

তো একটা নয় শত শত পিরামিড তৈরি করা জিনদের জন্য কোন ব্যাপার না। ব্লক গুলো সাগরের নিচে থেকে বা মহাকাশ থেকে এনে দিয়েছে।

ওরা যেহেতু জিনের পুজা করে, জিনের সহযোগিতা নিয়ে, এত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করেছে, তাই ওরা চাচ্ছে আমরাও যেন জিনের (এলিয়েন) পূজা করি এবং জিনের রাজত্ব মেনে নেই।

ইলুমিনাতির মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ:

২০১৩/২০১৪ সালের আগে ইলুমিনাতির ব্যাপারে কোন বাংলা টিউটোরিয়াল বা আর্টিকেল পাই নাই। তখন এসব ব্যাপারে কথা বললে মানুষ হাসাহাসি করত। এখন প্রচুর বাংলা ভিডিও থাকায় আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই এগুলো সম্পর্কে জানে।

কিন্তু সমস্যা হলো ইলুমিনাতির বিপরীত নীতি। তারা এ ব্যাপারে ব্যপক প্রচারের ফায়দা টা নিচ্ছে।

ইলুমিনাতি সম্পর্কে জানতে পেরে মানুষ যতটুকু সচেতন হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হতাশ হয়ে গেছে। ভাবছে: " এরা অনেক শক্তিশালী। পুরো পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে। সব কিছু এদের হাতের মুঠোয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা এদের সাথে পারবোনা"।

আর ইলুমিনাতি এটাই চায়। মানসিক ভাবে আমাদের কে হতাশ করে হারিয়ে দিতে চায়।

মনে রাখবেন ওদের ষড়যন্ত্র মাকড়সার জালের মতো দুর্বল। আল্লাহ তায়ালাই মহা ও উত্তম পরিকল্পনা কারি।

আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

টি শার্ট সমাচার (শয়তানের বার্তা প্রচার)।

টি শার্ট প্রত্যেকটি মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় পোশাক। আর এটা এখন বিজ্ঞাপনের জন্য ও একটি দারুন উপায়। এই সুযোগটাই কাফিররা নিয়ে নিচ্ছে। তারা ব্যপকভাবে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য টি শার্ট কে ব্যবহার করছে।

এলেন ওয়াকার, ড্যাব ড্যান্স, কংকাল, ভুত, শয়তানের প্রতিচ্ছবি সহ কত ভয়ংকর ও আজেবাজে ছবি সহ টি শার্ট যে আছে, তার তো কোন হিসাব নেই। আর আপনারাও ভালো করেই জানেন।

এগুলো তো আজ আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। আমরা তো সবাই এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আসলে আমি যে কারণে এটি লিখলাম, তা হলো:

১) কিছু দিন আগে ১০/১২ বছরের এক বাচ্চার গায়ে দেখলাম ইলুমিনাতি লিখা একটি টি শার্ট। দুঃখের বিষয়: বাচ্চাটা একসময় আমার ছাত্র ছিল।

২) আরেকটি টি শার্টে দেখলাম লিখা reborn (পুনর্জন্ম)। অর্থাৎ হিন্দু দের পুনর্জন্ম আকীদাকে প্রমোট।

৩) The godless world (খোদা বিহীন পৃথিবী) লিখা টি শার্ট টা দেখে অবাক হলাম।

আফসোসের বিষয় হলো এগুলো বাংলাদেশের মুসলমানদের গায়ে দেখলাম।
ছবি তুলতে পারিনি।

৪) venom লিখা টি শার্ট। উল্লেখ্য: venom অর্থ poison / শয়তান। একটা দোকানের কর্মচারীর গায়ে এটা দেখলাম। আরো আশ্চর্য হলাম এই দোকানের মালিককে পুর্ন সুন্নাত ধারি দেখে। হয়তো সে এই টি শার্ট টা খেয়াল করে নি, নয়তো সে এ ব্যাপারে কিছুই জানেনা। অবশ্য এগুলো এখন কমন হয়ে গেছে। তাই আমরা কিছু মনে করি না। অথচ এগুলো থেকে প্রত্যেক মুসলিমের সতর্ক থাকা দরকার ছিল।

<u>কার্টুন ও মুভিতে যেভাবে জিন কে উপস্থাপন করা হচ্ছেঃ</u>

মৎস্য কন্যা/ পশু মানব এগুলোর কথা তো আমরা কমবেশি সবাই জানি। অসংখ্য কার্টুন ও মুভিতে এগুলো আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। উপরের অংশ মানুষের আর নিচের অংশ পশুর। অথবা উপরে পশু, নিচে মানুষ। আবার কখনো একজন মানুষ পুরো পুরি পশুতে বা পাখিতে রূপান্তরিত হয়। কখনো দেখা যায় চোখের কারিশমা। চোখ পরিবর্তন হয়ে যায় বা চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। বিভিন্ন রকম হয়। কারো মাথায় থাকে শিং। কারো সব ঠিকঠাক কিন্তু পায়ে খুড় বা কান গুলো বড়ো, চোখ গুলো অদ্ভুত। ইত্যাদি।
মৎস্য কন্যার কাহিনী তো এভেইলেবল। ওরা মুভি বা কার্টুনে যেমনটা দেখায়, আসলে মৎস্য কন্যা এতো সুন্দর নয়। বরং বিদঘুটে।
মোট কথা মানুষকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। আবার কখনো সরাসরি জিন শয়তানকে মানুষের সাথে সমাজে এক সাথে মিলে মিশে বসবাস করতে দেখা যায়।
এগুলো দ্বারা তারা মুলত খারাপ জিন (শয়তান) কে হাইলাইট করে। তারা চাচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের সাথে শয়তানের সহাবস্থানের প্লাটফর্ম তৈরি করতে। যাতে ভবিষ্যতে মানুষ জিন শয়তান কে মানব সমাজে সহজ ভাবে গ্রহন করে নেয়।
বি: দ্র: দাজ্জাল জিন ও শয়তানকে দিয়ে অনেক ভেলকি দেখাবে। এবং সেই মূহূর্তে সোলায়মান (আ:) এর বন্দী করা শক্তিশালী জিন গুলোও (ইফরিত জিন) ছাড়া পেয়ে যাবে। কত ভয়ংকর হবে সেই মূহুর্তগুলো!!!

শাড়ী?????

দেবীদের (মহিলা জিন বা পরী) পোষাক।

অশ্লীলতা ও পৌত্তলিকতার প্রতীক।

এবার সিদ্ধান্ত আপনার।

যেহেতু বিকল্প পোশাক হিসেবে সালোয়ার কামিজ আছেই, সুতরাং এগুলো পড়ার ব্যাপারে আবার ভাবা উচিত। মুত্তাকীদের জন্য এসব উপেক্ষা করাই ভালো। যদিও এখনো কেউ নাজায়েজ বলেনি। **ধূতি যদি মুসলিম পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হয়, তাহলে শাড়ি কেন মুসলিম নারীর জন্য নিষিদ্ধ নয়? অথচ দুটোই হিন্দু ধর্মীয় পোশাক।**

কার্টুন ও কমিক্সে জাহান্নামের ৭ শয়তান (7 prince of hell):

- Lucifer: Pride.
- Mammon: Greed.
- Asmodeus: Lust.
- Leviathan: Envy.
- Beelzebub: Gluttony.
- Satan: Wrath.
- Belphegor: Sloth.

এই ৭ টা শয়তানকে বিভিন্ন কার্টুন ও কমিকসের মধ্যে দেখিয়ে বাচ্চাদের অন্তরে শয়তানের প্রতি ভালোবাসা তৈরী করা হচ্ছে। এই সাত শয়তানকে কার্টুন ও কমিকসের মধ্যে প্রমোট করা হয়েছে। স্যাটানিক নিউমোরোলোজিতে ৭ সংখ্যাটির বহুল ব্যাবহার দেখা যায়। Lucky 7 / 7 up etc । আবার ইংরেজি ৭ নং বর্ণমালাটি হচ্ছে G। আর G দিয়ে গড (God)। অর্থাৎ

ইবলিশ শয়তান। সুতরাং বাচ্চাদেরকে কার্টুন দেখানোর ক্ষেত্রে অভিবাবকদের সতর্ক হওয়া উচিত।

7 UP এর স্যাটানিক রহস্য উন্মোচন:

আমরা সবাই জানি, এটা একটা জনপ্রিয় ড্রিঙ্কস। কিন্তু এটা অনেক গুলো গুপ্ত বার্তা প্রচার করছে।

আসুন জেনে নেই।

১) সেভেন আপ / সাতের উপর, মানে হলো সাত আসমানের উপর। ওখানে ওদের খোদা (শয়তান) আছে। (যদিও এটা ওদের ভ্রান্ত ধারণা। কারণ সাত আকাশে উপরে তো আল্লাহ আছেন)। এবং ওরাও ওখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। এটা স্টার গেট নামেও পরিচিত। মহাকাশ গবেষণার নামে ওরা এগুলো করছে।

২) আকাশের ৭ টি তারার মিলনে গঠিত কালপুরুষ / সপ্তর্ষি কে ইঙ্গিত করে।

৩) ৭ নং ইংরেজি অক্ষর হলো (G)। জি দিয়ে God (লুছিফার) বুঝানো হয়েছে। (এ ব্যাপারে আরেকটা পোস্ট এ লিখবো ইনশাআল্লাহ)।

৪) মেডিটেশন (শয়তানের সাধনা) এর ৭ চক্রকে বুঝানো হয়েছে। এই ৭ চক্র পরিপূর্ণ ভাবে শেষ হলে, শয়তানের সাথে যোগাযোগ পাকাপোক্ত হয়।

৫) লাকি সেভেন কথাটা অবশ্যই শুনেছেন। নিউমোরোলোজির (সংখ্যা তত্ত্ব) দিক থেকে এটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

৬) লোগোটি খেয়াল করুন। ৭ এর পর যে লাল বলটি রয়েছে, তা হলো মাসকোট। অর্থাৎ লাকি পারসন (ভাগ্যবান ব্যক্তি)।

৭) কার্টুন দিয়ে (এল ডিয়াবলো) সাইন প্রমোট করছে।

৮) শয়তানের সিংকে ভি (V) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়, যা কিনা আরবিতে হয় ৭ / 7।

নোট: লেখাটি ছোট, কিন্তু তথ্য গুলো বের করতে কিছুটা কষ্ট হয়েছে।

তথ্য সূত্র :

https://thesecretofthetarot.com/numerology-number-7/...
https://en.wikipedia.org/wiki/Mascot...

দেখুন, ইনশাআল্লাহ আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন।

জীন কোড (88/M/VV, 7175/VIVO, 7730) & এলিয়েন কয়েন :

88/M/VV/৮ ৮

ইংরেজি ভি কে উল্টালে আরবিতে হয় ৮। ম্যাকডোনাল্ডের লোগোতে যে দুটো উল্টো ভি দেখছেন, আরবিতে এটা হয় দুটি ৮। অর্থাৎ ৮৮। এই ৮৮ দিয়ে শয়তানকে নির্দেশ করা হয়। কুরআন শরীফে শয়তানের কথা ৮৮ বার বলা হয়েছে। জিনদের ৮৮ নং গোত্রটি হচ্ছে শয়তানের গোত্র। আবার ৮৮ নং সূরাটি হলো, সূরা গাশিয়া। এ সূরাটিতে দুনিয়া সৃষ্টি এবং ধ্বংসের অর্থাৎ কেয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। আরো আছে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা। অর্থাৎ শেষ জামানার আলোচনা।

This is an English letter '**M**'. But in Arabic it is a number. If we separate the letter '**M**' from middle, we will get two opposite '**V**' letters. oppose '**V**' means **8** in Arabic. So the symbol that looks like 'M' that means **double eight or eighty-eight** (**88**).
Eighty-eight (**88**) is the figure of Jinn's. And in the holy Quran, Devil is mentioned 88 times. Devil Has 88 Jinn tribes. **Surah Al-Ghāshiyah** is the 88th surah of the holy Quran. Ghashiyah means The Overwhelming incident. The occurrence of the Doomsday. **88** is the seal of the devil and the jinn's ruling of the world. It is said that " As the doomsday approaches, Satanists will draw it everywhere.

Summary of Surah Al-Ghāshiyah

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

This is a Meccan surah. Its topic based on Paradise, Hell and the Unique creation of Allah.

The first theme is the **Keyamot** and the difference amongst the purposes of the Good and the Evil in the **Akhirat**.
The second theme is **Monotheism** with mention to the making of the sky, the whole earth, and the mountains. Human beings should study these brilliant stuffs as unique creation by Allah.

The third theme is **Prediction** and some of the responsibilities that the Holy Prophet (S) was necessary to do.
On the whole, the Surah supports the impression for the base of religion and faith. As every Meccan Surahs ensure.

7175/ VIVO

ভিভো শব্ধটিকে আরবিতে দেখলে সংখ্যাটি হয় ৭১৭৫। এটা দিয়ে বুঝানো হয় জেসাস মারা যায়নি। খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা এটা বিশ্বাস করতো তারাই ভিভো শব্দটি ব্যবহার করে। পরবর্তীতে যে সমস্ত জিনেরা মানুষের হাতে অত্যাচারিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারাও গিয়েছিলো, তারাও (নির্যাতিত ও বেঁচে যাওয়া জিনেরা) এই শব্ধ বা সংখ্যাটি দিয়ে মানব সভ্যতাকে জানান দিচ্ছে আমরা (জিনেরা) মারা যাইনি।

7175 is a 2000-year-old code. According to Christians, Jesus was killed on the cross but according to Islam he wasn't **crucified**.
If you note **7175** on a piece of paper. Then write the Arabic version of those numbers underneath. I will look like this.**VIVO** means **I'm alive** in Latin. **7175** secret numbers, who don't believe that Jesus died or was crucified."The cursed sprit that cried of hell in front of the cross. You couldn't put the spikes of hell on Jesus's forehead. Evil nails couldn't pierce his clean palms. I, your God, didn't entrust his pure soul to your cursed souls. Jesus, my servant, is with me. Know and let it be known that Jesus is not dead, he lives. And Jesus said '**VIVO**'. "The group who believed that Jesus was alive during that time turned the word into a code and that's how the code **7175** emerged. Jinns which are killed and buried by people they lived by using this code.

7730

এটা আরেকটা জীন কোড। এখানে একটা মুভির অংশ লিখা হয়েছে। এক মেয়েকে জিনদের জগতে নিয়ে গিয়ে, জিনেরা ওই মেয়েকে ৭৭৩০ সংখ্যাটি বলে। আরো বলে কিতাব আল

এহির৷ এই শব্ধ এবং সংখ্যাটি ডিকোড করলে দেখা যায়, এখানে কুরআনের কথা বলা হয়েছে৷ এবং ৭৭ নং সূরার ৩০ নং আয়াতকে ইঙ্গিত করা হয়েছে৷

চল তোমরা তিন কুন্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, [সুরা মুরসালাত ৭৭:৩০]

অর্থাৎ শেষ জমানার জীন শয়তান এবং তাদের অনুসারীদের জন্য জাহান্নামের ভয়াবহ আজাবের কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে৷

We can find another code in this movie. Jinns communicate with us by symbols or codes. This is another code. That is **7730**.

They didn't know about the meaning of **7730** code. One of them had to go to the world of jinns inside the mirror. Girl went to their world Azrael sleep. In the world she found a writing in her palm and that was **DEATH**. In that world someone kills her as well as all of her family members. After that she came back to the real world.

There she heard a voice saying 'Kitab Al- Ehir'. In Arabic 'Kitab-Al-Ehir' means last book. As prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the last prophet of Islam so the holy Quran is the last book.

If we try to find **7730** in the holy Quran we can find 77th surah 30th verse. Al-Mursalat (The Emissaries, Winds sent forth) is the 77th surah and it has 50 verses. The 30th verse is "انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب." tI snaem deecorP" wodahs a ot (ekoms fo) having three columns." চল তোমরা তিন কুন্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, [সুরা মুরসালাত ৭৭:৩০]

In the movie they found the meaning of this verse was "Go to the shadow with three arms".

Alien coin (এলিয়েন কয়েন)

কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক মিশর ও ইংল্যান্ড সহ বিভিন্ন স্থানে মাটি খুঁড়ে কিছু এলিয়েন কয়েন পেয়েছিলো। ওগুলোতে বিভিন্ন লিখার সাথে একটি লিখা ছিল: (we will return) অর্থাৎ আমরা ফিরে আসবো। এ বিষয়ে একটা ভিডিও দেখেছিলাম। কিন্তু তখন অতটা গুরুত্ব দেইনি। তাই সংগ্রহে রাখিনি।

উপসংহার: উপরোক্ত পুরো আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে, শেষ জমানায় জীন শয়তানের উৎপাত বেড়ে যাবে। অধিকাংশ মানুষ জীন শয়তানের দ্বারা পথভ্রষ্ট হবে। পরিস্থিতি কঠিন থেকে আরো কঠিন হতে থাকবে। অন্ধকার রাতের মতো ফেতনা, মানুষকে ঘিরে ধরবে। মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। আলেমরাও হিমশিম খেয়ে যাবে।

বাঁচতে হলে কোরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

কুথুলু (The Call of Cthulhu) নাকি ইফরীত জীন:

এটা একটা *Supernatural Horror* *উপন্যাস*

short story by American writer H. P. Lovecraft .

উল্লেখ্য, এই লাভক্রাফ্ট একজন সাতানিস্টও বটে। তার আরো একটি বই আছে। নাম নেক্রোনোমিকন। এখানে সে অদ্ভুত ও ভয়ংকর সব প্রাণীর ছবি এঁকে রেখেছে। কুথুলু নামক বৃহদাকার অক্টামানুষের একটি ছবিও আছে। ধারণা করা হয় এটা আরব সাগরে আছে। শয়তানের পূজারীরা এটাকে পৃথিবীতে ডেকে আনতে চায়। অর্থাৎ সমুদ্র থেকে উঠিয়ে আনতে চায়। তার বইগুলোতে জিন শয়তানদেরকে ডেকে আনার পদ্ধতিও বর্ণনা করা আছে। একটা গেমপ্লেতেও এটা দেখানো হয়েছে। ব্লাড সাক্রিফাইসের মাধ্যমে কুথুলুকে উঠিয়ে আনা হচ্ছে।

The prisoners identify the confiscated idol as Cthulhu himself, and translate their mysterious phrase as "In his house at R'lyeh, dead Cthulhu waits dreaming." One particularly talkative cultist, known as Old Castro, named

the center of their cult as Irem, the City of Pillars in Arabia, and referred to a phrase in the Necronomicon: "That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die."

তবে আমার কাছে মনে হয়, এটা দৈত্যাকার ইফরীত জীন। আর আমরা তো ভালো করেই জানি যে , সাগরে জিনেরা বসবাস করে। এখানে আরো একটি বিষয় চলে আসে, সেটা হলো বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল ও ডেভিল ট্রাইএঙ্গেল। অর্থাৎ, এসব জায়গায় জাহাজ ও বিমানের অদৃশ্য হওয়ার পিছনেও হয়তোবা এই ইফরীত (কুথুলু) জিনদের হাত রয়েছে। আবার এগুলো বন্ধি অবস্থায়ও থাকতে পারে। কারণ আমরা জানি সুলায়মান (আ) অনেক জিনকে সাগরে বন্ধি করেছেন। যারা ছিল খুব শক্তিশালী ও অবাধ্য । আর সেজন্যই দাজ্জালের বাহিনী ওদেরকে মুক্ত করতে চাচ্ছে। আল্লাহু আলম।

ইলুমিনাতি ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে করে? আরো কিছু তথ্য:

আপনারা খুব ভালো করেই জানেন, ইলুমিনাতি সহ যত সিক্রেট সোসাইটি আছে, সবাই শয়তানের পূজা করে. খারাপ জিনদের সাথে যোগাযোগ করে. শয়তান ও জীন দেরকে তারা বিভিন্ন উপায়ে খুশি করে. আর আপনারা এটাও জানেন যে, জিনেরা আকাশে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে. এবং ফেরেস্তাদের কথা শুনার চেষ্টা করে. (উল্লেখ্য: আকাশে আমরা মাঝে মাঝে তারা খসে পড়তে দেখি, আসলে ওটা আগুনের গোলা. জিনেরা যখন আকাশে যায়, তখন ফেরেস্তারা জিনদেরকে তাড়ানোর জন্য আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে).

তো, জিনেরা ফেরেস্তাদের কথা শুনে এসে, আরো ৯০ % মিথ্যা মিশিয়ে সেগুলো জোতিষীদের কাছে বর্ণনা করে. সিক্রেট সোসাইটির লোকেরা ম্যাথমেটিকাল কেল্কুলেশনের মাধ্যমে অনুমানের উপর ভিত্তি করে একটা ভবিষ্যত বাণী দাঁড়া করায় এবং তা কার্টুন, মুভি, গান, ডলার, উপন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করে.

এটা তো সিম্পল বিষয়. আমরা মোটামুটি সবাই এ ব্যাপারে জানি.

আসল বিষয়টা অনেকেই ধরতে পারেন নাই. যার কারণে অনেক বড়ো একটা সত্যের ব্যাপারে ৯৫% মানুষ ধোকা খেয়ে গেছে.

সিক্রেট সোসাইটির লোকেরা যে শুধু ভবিষ্যত বাণী করে, তা কিন্তু নয়. এগুলোর মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানও করে. উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা অধস্তনদেরকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে থাকে. কর্মপন্থাও ওখানে বলে দেয়া থাকে. আবার সতর্কও করে দেয়া হয়. এসব ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন রকম সংকেত, সংখ্যা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে. যা শুধু তারাই বুঝে.

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ: লিখাটা আবারো ভালো করে পড়ুন. আমিও এখানে একটা গোপন বার্তা দিচ্ছি. বুঝার চেষ্টা করুন. অনেক বড়ো একটা সত্য আপনি বুঝতে পারবেন. আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন.

ارِدٍوَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّ
لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ
دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ
إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে।ওরা উর্ধব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে

[আস ছফফাতঃ৬-১০]

লুসিফারিজম (শয়তানি তত্ত্ব) একটি আলোচনা:

লুছিফার বলতে ইবলিশ শয়তানকে বুঝানো হয়. অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেছিলেন. এটা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে একটা ভিডিও ক্লিপ চোখে পড়েছিল. ওখানে দেখাচ্ছিল, একজন মানুষকে জীন আক্রমণ করেছে. আমরা যেটাকে জিনের আছর বলি. পরিবারের লোকজন খ্রিস্টান আলেম (পাদ্রী) কে ডেকে নিয়ে আসলো. পাদ্রীরা বাইবেল থেকে বিভিন্ন অংশ পড়তে লাগলো. ঠিক আমাদের আলেম / রাকিদের (যারা রুকিয়া করে) মতো. কিন্তু তা রোগীর উপর কোনোই কাজ করলো না. তারা (পাদ্রী) অনেক চেষ্টা করলো, কোনো লাভ হলো না. হঠাৎ সেখানে একজন লোক উপস্থিত হলো. সে রোগীকে (জিনকে) জিজ্ঞাসা করলো, কেন ওকে আক্রমণ করেছো? জিন বললো, " এমনি, শুধু মজা করার জন্য". সেই লোকটা বললো, " এখনই চলে যাও". জিনটা সাথে সাথে রোগীকে ছেড়ে চলে গেলো. পাদ্রীরা হা করে তাকিয়ে রইলো. পাদ্রীরা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কে?? লোকটা বললো, "আমি লুসিফার". পাদ্রীরা ভয়ে সাথে সাথে আরো কিছু দোআ পড়া শুরু করলো, বাইবেল থেকে. কিন্তু তা লুছিফারের (ইবলিশ) উপর সামান্য প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করতে পারলো না. উল্টা লুসিফার একটা তুড়ি মারলো আর পাদ্রীরাই গায়েব হয়ে গেলো.

তো, এখান থেকে আমার যা বুঝে আসলো, শয়তানের পূজারীরা এটাই বুঝতে চাচ্ছে যে, লুসিফার অত্যন্ত শক্তিশালী. আর লুসিফারের কাছে বাইবেল কোনোই কাজে আসে না. এটা আসলে একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ. মানসিক ভাবে খ্রিস্টান জাতিকে শয়তানের অনুগত বানিয়ে ফেলার একটা অপচেষ্টা. এগুলো দেখে খ্রিস্টানরা ভাববে, শয়তান অত্যন্ত শক্তিশালী. বাইবেল ওর সামনে কাজ করে না. সুতরাং খ্রিস্টানরা স্বাভাবিকভাবেই লুসিফারের আনুগত্য মেনে নিবে. বর্তমানে আমরা তেমনটাই দেখতে পাচ্ছি. লুসিফারিয়ানরা স্যাটানিক ধর্মকে সারা বিশ্বে প্রচার করার চেষ্টা করছে এবং খ্রিস্টানরা টাকা দিয়ে সাহায্য করছে. এখন ভয়ের বিষয় হলো, একই থিওরি যদি মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে এপ্লাই করা হয়, তাহলে অনেক মুসলিমও ধোকায় পড়ে যাবে. আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন.

জীন, শয়তান, সিক্রেট সোসাইটি, কাব্বালাহ ও কালোজাদু নিয়ে গবেষণা করার সময় কিছু করণীয়:

আপনি যদি এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে যান, জীন শয়তান ও যাদুকরেরা আপনার পিছনে অবশ্যই লাগবে। এক্ষেত্রে আপনার যদি পর্যাপ্ত প্রটেকশন (দোআ, দরূদ ও বিভিন্ন আমল) না থাকে, তাহলে এরা আপনাকে আক্রমণ করে অসুস্থ তো বানাবেই। আপনাকে পথভ্রষ্টও করে ছাড়বে। সুতরাং এসব গবেষণা করার আগে, একজন হক্কানী আলেমের তত্ত্বাবধানে থেকে ভালো করে শরীয়ত সম্পর্কে গভীর এলম অর্জন করুন। তারপর তাসাওউফের এলম নিন। এরপর এই পথে আসুন।

অন্যথায় এসব গবেষণা করে নিজেও পথভ্রষ্ট হবেন আবার ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রচার করে অন্যকেও গোমরাহ করবেন।

আর কোনো কারণে আপনি যদি জিনের দ্বারা আক্রান্ত হয়েই যান। তাহলে একজন ভালো হক্কানী রাকির (যারা রুকিয়া / কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করে) কাছে চিকিৎসা নিন। এবং একজন রোগী হিসেবে, ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে দূরে থাকুন।

রোগীকে হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিতে হয়। এবং চিকিৎসা চলাকালীন উল্টাপাল্টা গবেষণা ও তা প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হয়।

সুস্থ হওয়ার পর আবার আসলে, উম্মতের ফায়দা হবে। নয়তো, আপনার দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন।

ডেড মেটাল ব্যান্ড গুলো অনেক আগে থেকেই কট্টর স্যাটানিস্ট।

স্যাটানিস্ট একটিভিটি সম্পর্কে এরা ভালো করেই জানে। অনেককিছুই (স্যাটানিক এজেন্ডা) তাদের গানে প্রচার করে। কিছু তথ্য খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ করে একটা ছবি (জ্বলন্ত কাবা শরীফের পাশে ট্যাংকের উপর শয়তান) পেয়ে বিস্তারিত দেখলাম। এবং বুঝলাম, অদূর ভবিষ্যতে শয়তানের বাহিনী বের হয়ে আসবে এবং পাইকারি হারে মুসলমানদেরকে হত্যা করবে।

হে অত্যাধুনিক মুসলিম ভাই, গান শুনা ছেড়ে দিন। অন্য মুসলিমদেরকে বাঁচতে দিন। কারণ আপনাদের গান শুনার কারণেই শয়তানেরা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করার সুযোগ পায়।
নাচ ও গান, জীন শয়তানদেরকে টেনে নিয়ে আসে

ভৌতিক (হরোর) মুভিগুলোতে জিনদের আসল কর্মকান্ডকেই তুলে ধরা হয়:

যা কিছু হারাম, অপবিত্র, কৃত্রিম এবং যা কিছুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না তাতেই জ্বীন-শয়তানরা শরীক হয়। যখন জ্বীন উপাসক (মূর্তিপূজারী ও দেবদেবীপূজারীরা) নানা ধরনের খাদ্য তাদের দেবদেবীর মূর্তিকে প্রদান করে তখন জ্বীন-শয়তানেরা মূর্তিতে প্রবেশ করে, প্রসাদ ও উৎসর্গ করা খাদ্য যা কিছুতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, তা খেয়ে নেয়া। তাদের দেবতারা জ্বীন-শয়তানরা হল মুসলমানদের শত্রু। আল্লাহ বলেছেনঃ "নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু সুতরাং তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ কর।' (সুরা ফাতির : ৬)

ঘরে প্রাণীর ছবি, কার্টুন, প্রতিকৃতি, মূর্তি ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হারাম। যে ঘরে এসব থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এ মর্মে একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

আবু তালহা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ

“ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে। (সুনানে আন-নাসায়ী হা/৫৩৪৭-সহিহ)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম। জীন শয়তানেরা ছবি, মূর্তি ও কুকুরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

হাদীসে এসেছে “কালো কুকুর শয়তান” {সহীহ মুসলিম, হা/২৬৫, সুনানে আবু দাউদ, সুনান আত-তিরমিযী, সুনান আন-নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাযাহ; সহীহা, হা/১৫৭৯}

যেহেতু জিনেরা এগুলোর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে সেহেতু, টিভির ভিতরেও প্রবেশ করা অসম্ভব কিছু নয়। আর তাছাড়া আমরা দেশে টিভিকে শয়তানের বাক্স হিসেবেই ধরা হয়। এবার আসুন দেখি কাফেররা এ ব্যাপারে কি ধারণা রাখে? কাফেররা তো জীন পূজারী। ওরা ভালো করেই জিনদের খবর রাখে। ওরাও জানে যে জিনেরা টিভিতে প্রবেশ করতে পারে। হরোর (ভৌতিক) মুভিগুলোতে এটা খুব দেখানো হয়। কোনো এক কারণে হঠাৎ করে টিভিতে সমস্যা দেখা দেয়, ঝির ঝির করতে থাকে। এবং আবার হঠাৎ করে সেটার মধ্যে প্রেতাত্মা টাইপের কিছু দেখা যায়। ওটাই জীন। সে টিভির ভিতরে প্রবেশ করে মানুষকে ভয় দেখায়। আর কিছু দুষ্ট বা বখাটে জীন আছে, যারা শুধু শুধু মানুষকে ভয় দেখাতে পছন্দ করে। মনস্টার ইউনিভার্সিটি নামে বাচ্চাদের জন্য তৈরী করা একটা এনিমেটেড মুভিতে এই জিনিসটা দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও দেখবেন প্রেতাত্মা ভর করা লোকটির কণ্ঠ পরিবর্তন হয়ে যায়। ওখানে যে কণ্ঠ ব্যবহার করা হয়, আমি নিজেই সেই একই কণ্ঠ জিনে ধরা রোগীর মুখে শুনেছি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ভৌতিক মুভিগুলোতে জীনেরাই পারফর্ম করে। আর জীন শয়তানেরা তো নাচ, গান, খুন, রক্ত, নোংরামি, চিৎকার-চেঁচামেচি করতে খুব ভালোবাসে।

বিভিন্ন সাই ফাই মুভিতে যে রোবোটিক কণ্ঠ ব্যবহৃত হয়, সেটাও শয়তানের (এলিয়েন) কণ্ঠ বলেই মনে হয়। আল্লাহু আলম।

এরপর দেখা যায়, মানুষের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। চোখের রং পরিবর্তন হয়ে যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি আজব আজব জিনিস দেখানো হয়। এগুলো সব কিছু দ্বারাই জিনদেরকে হাইলি প্রমোট করা হয়। তবে সরাসরি জিনদের অংশগ্রহণ করাটাও অযৌক্তিক নয়। অনেক পরিচালক নাকি এটা স্বীকারও করেছে। আল্লাহু আলম।

For more

জিনেরা ছবি, মূর্তি ও টিভিতে প্রবেশ করতে পারে:

https://www.facebook.com/groups/truthhunter/permalink/661983818069918/

পানির ঝর্ণা, মাদার মিল্ক, ব্লাড ব্যাঙ্ক ও অক্সিজেন বার:

একটা লেকচার শুনে, গভীর ভাবে চিন্তা করলাম. এবং ওটা নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে কিছু ছবি পেলাম. লেকচার টি ছিল অক্সিজেন বার নিয়ে. আমি কিছু দিন ধরেই খুব চিন্তা করছিলাম, প্রাকৃতিক সব বিষয় নিয়ে. কিছুদিন আগে আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম, মান্না সালোয়া নিয়ে. ওখানে বলেছি, যে ইহুদিরা প্রাকৃতিক সব কিছুকে ধ্বংস করে দিচ্ছে. যাতে পুরো মানব জাতি ওদের মুখাপেক্ষী হয়ে দাসে রূপান্তরিত হয়. (উল্লেখ্য: ওদের প্রটোকলেও এটা লিখা আছে, "অইহুদীরা সব দাস") আচ্ছা এবার আসল কোথায় আসা যাক, দাজ্জাল আল্লাহর দেয়া সমস্ত বিধানকে পরিবর্তন করে ফেলছে. কোনো কিছুই সে মানুষকে বিনা পয়সায় বা তার অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করতে দিবে না. ইন্ডিয়ায় অনেকদিন ধরেই বায়ু দূষণ চলছে. এটা সবাই জানেন. সেখানে মানুষকে বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহের জন্য অক্সিজেন বার খোলা হয়েছে. ৩০০ রুপি খরচ করে ১৫ মিনিট অক্সিজেন নেয়া যাবে. দেখেন, আল্লাহর দেয়া এই অসীম নেয়ামত দিয়েও তারা ব্যবসা শুরু করে দিচ্ছে. সুতরাং বুঝা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ প্রাকৃতিক কোনো কিছুই পাবে না. এবং সেই বার্তাও প্রতিদিনই তারা বিভিন্ন ভাবে দিয়ে যাচ্ছে.

এখানে তারা ৪ টা বার্তা দিয়েছে.

১) পানির ঝর্ণা: একজন ব্যক্তির কাছেই শুধু পানি আছে. তার যখন ইচ্ছা মানুষকে পানি দেয়. তার নামের আগে আবার ইমমর্টাল আছে.

২) অক্সিজেন মাস্ক: এখানে দেখানো হয় পুরো পৃথিবী ধুলোময়. কোথাও বিশুদ্ধ বাতাস নেই. অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হয়.

৩) মাদার মিল্ক: মায়ের দুধকে তারা বোতল ভর্তি করে ফেলেছে. নির্দিষ্ট কিছু মহিলা ছাড়া কারো কাছে দুধ নেই. এবং ওরা যাকে ইচ্ছা ওখান থেকে দেয়. (ভবিষ্যতে হয়তো ওরা এটাও মানবজাতির উপর এপ্লাই করবে, নাউযুবিল্লাহ).

৪) ব্লাড ব্যাঙ্ক: এখানে দেখানো হয়, অল্প কিছু মানুষের কাছে বিশুদ্ধ রক্ত আছে. এবং তাদেরকে বন্ধি করে রেখে, পাইপের মাদ্ধমে তাদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত রক্ত নেয়া হয়. অর্থাৎ দাজ্জালের অনুসারীরা ওই মানুষগুলোকে শিকল দিয়ে বেঁধে নিজেদের সাথেই রাখে, রক্তের জন্য.

১ & ২ পয়েন্ট টা আপনারা বুঝে ফেলেছেন. এখন তারা ৩ & ৪ নং পয়েন্ট এপ্লাই করার চেষ্টা করবে. অর্থাৎ মানুষকে প্রাকৃতিক ভাবে রক্ত & মায়ের দুধ পেতে দিবে না. কৃত্তিম ভাবে মিল্ক ব্যাংকের প্রতি উৎসাহিত করা হবে। অবশ্য এটা অনেক দেশে চালু আছে। কিছুদিন আগে বাংলাদেশেও চালু করতে চেয়েছিল। এভাবে তারা প্রত্যেকটা প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করবে. (এটাই হলো দাজ্জালের ফিতনা, কত ভয়ংকর এ ফিতনা, নাউযুবিল্লাহ.)

করোনা (zombie), কালোজাদুর চর্চা, রোগ জীবাণু বাহি জীন, ডি-পপুলেশন & দুর্ভিক্ষ :

করোনা ভাইরাস:

একটি বায়ো ওয়েপন। গবেষণাগারে সৃষ্ট একটি ভাইরাস। কিভাবে সৃষ্টি হলো এই ভাইরাস? দুই ভাবে হতে পারে। ১) আলকেমির দ্বারা ২) কালো জাদুর দ্বারা।

আলকেমি: এটা কাব্বালাহ বা কালো জাদুরই একটি অংশ। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের কেমিকেলও ব্যবহৃত হয়।

জোম্বি: ইদানিং বেশির ভাগ মুভি ও গেমস জোম্বি রিলেটেড। আর জোম্বির থিম একটাই। কোনো একটা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে মানুষ অসুস্থ হয়ে জোম্বিতে পরিণত হয়। এবং তা পুরো পৃথিবীতে সরিয়ে যায়। করোনার অবস্থাও তো অনেকটা সেরকম।

কালো জাদু:

এক্ষেত্রে সরাসরি কালো জাদু চর্চা করে জিন উপাসনা করা হয় এবং জীন শয়তানদের আগমনের জন্য ওই স্থানকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। তখন ওখানে জীন শয়তানদের আগমন বেড়ে যায়। আমরা জানি, শয়তান পানি এবং বায়ুবাহিত রোগজীবাণু ত্রবং প্রাণীর বেশে আসতে পারে। ময়লা-অপরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং যা কিছু অপবিত্র, খাঁটি নয়, নিষিদ্ধ ও বর্জিত খাদ্যের মাধ্যমে শয়তান রোগ ছড়াতে পারে। বর্তমানের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে অনেক রোগজীবাণু বহনকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া অন্য জগতে (জ্বীন জগতে) সৃষ্টি হয়েছে যা Blood rain এবং অন্যান্য কারণে মানবজগতে প্রবেশ করে।

For Details: https://www.facebook.com/groups/224474431416349/permalink/520622258468230/

রক্ত বৃষ্টি (Blood rain) সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন এখানে https://www.facebook.com/groups/truthhunter/permalink/505756550359313/

এবার নিচের আর্টিকেল টুকু পড়ে দেখুন।

(((Did Sylvia Browne's End Of Days predict the novel Coronavirus outbreak? Browne is a self proclaimed psychic and medium. A medium is a person that is believed to communicate with spirits or entities from other dimensions. As a pyschic she professed she could predict the future, and faced ire for feeding false information to distraught parents of missing children.

https://www.boomlive.in/fake-news/did-these-books-predict-the-coronavirus-outbreak)))

এছাড়া চীনারা উচ্চ মাত্রার কালো জাদু করে এটা আমাদের ভালো করেই জানা আছে। সুতরাং তাদের ওখানে জীবাণু (করোনা) বাহি জিনের আগমন অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ডি-পপুলেশন: যখন প্রথম corona আবির্ভাব হয়, তখন বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল এটাকে যদি ঠেকানো না যায়, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার ৬ কোটি মানুষ মারা যাবে। (প্রশ্ন ওরা কিভাবে বুঝলো ৬ কোটি মানুষ মারা যাবে?) যাইহোক এবার আসুন depopulation এর কথায়। ইহুদি প্রটোকলে (বিল্ডারবার্য) আছে, পৃথিবীর ভারসম্য রক্ষা করতে হলে দুনিয়া থেকে ২০০ কোটি মানুষকে সরিয়ে দিতে হবে। সেটা যুদ্ধ বা বায়ো ওয়েপন যে কোনো উপায়েই হতে পারে। এটাকে (করোনা প্রজেক্ট) সেই প্রকল্পের একটি অংশ হিসেবে ধরলে অযৌক্তিক হবে বলে মনে হয় না। এ হিসেবে বিজ্ঞানীরা তো ৬ কোটি কমই বলেছে।

দুর্ভিক্ষ :

হাদিস - ৬২২

হযরক কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাসের রাজত্ব পতন হওয়ার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে, আসমানের বুকে এক প্রকার লাল বর্ণের আত্মপ্রকাশ করা এবং সেটা রমাযানের দশ তারিখ থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আরেক ধরনের জীর্ণতা দেখা দিবে যা বিশ রমাযান প্রকাশিত হয়ে চব্বিশ রমাযান পর্যন্ত থাকবে। একটি তারকা উদিত হবে যেটা পূর্নিমার রাত্রির মত উজ্জল হয়ে হঠাৎ বাঁকা হয়ে যাবে। হাদীস বর্ণনাকার ওলীদ বলেন, আমার নিকট হযরত কা'ব থেকে সংবাদ এসেছে, তিনি বলেন, পূর্বদিকের এলাকায় (china, india, Bangladesh, etc) দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, পশ্চিমে (America) জীর্ণতা প্রকাশ পাবে, আসমানে লালিমা দৃশ্যায়ন হবে এবং কেবলার (Saudi, kuet, katar, iran) দিকে ব্যাপকহারে মানুষ মারা যাবে।

[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২২]

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি দূর্ভিক্ষের বৎসর আসবে। উহাতে মানুষকে দুঃসহ অনাহার ও অনশন ভোগ করতে হবে। প্রথম বৎসর আল্লাহর আদেশে এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টির বর্ষণ এবং পৃথিবী এক তৃতীয়াংশ শস্যাদির উৎপাদন বন্ধ করে দিবে। দ্বিতীয় বৎসর দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টির বর্ষন কমে যাবে ও উৎপাদন দুই তৃতীয়াংশ কম হবে। তৃতীয় বৎসর আল্লাহর আদেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিবে। উহা হতে এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষিত হবে না। সেই বৎসর আল্লাহর আদেশে পৃথিবী শস্যাদির উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিবে। উহা হতে কোনো সবুজ উদ্ভিদই উৎপন্ন হবে না। ফলে আল্লাহ যে পশুকে (জীবিত রাখতে) চাইবেন, তা ব্যতীত সকল তৃণভোজী পশুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

উপরের হাদীস অনুযায়ী, ২০২৬ সালে যদি ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটে, তবে প্রক্রিয়াটা শুরু হবে আরো তিন বছর আগে থেকে অর্থাৎ ২০২৩ সাল থেকে। কারণ, ২০২৩ সালে আকাশ হতে বৃষ্টিপাত তিনভাগের একভাগ কমে যাবে। ২০২৪ সালে বৃষ্টিপাত তিনভাগের দুইভাগ কমে যাবে। ফলে পৃথিবীতে ফসল উৎপাদন কম হবে। মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু ব্যাপকহারে মারা যেতে থাকবে। ২০২৫ সালে হাদীস অনুযায়ী কোন বৃষ্টিপাত হবে না। ফলে মানুষ এবং জীবজন্তু কঠিন অবস্থায় মধ্যে পড়ে যাবে। সেই বছরই দাজ্জালের লোহার শিকল খুলে দেয়া হবে এবং সে সারা পৃথিবীতে বিচরণ করবে এবং মানুষের সামনে এসে ঈমান হরণ করে নিবে। যেহেতু পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে পৃথিবীর মানুষ ও জীবজন্তু চরম খাদ্যভাবে পড়ে যাবে। তাই হাদীসে খাদ্য সঞ্চয় করে রাখার কথা বলা হয়েছে। মানুষ খাদ্য ও পানির অভাবে যখন ত্রাহী ত্রাহী অবস্থা তখন দাজ্জাল তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এবং খাদ্যের ভান্ডার নিয়ে সুমধুর সুরে গান করতে করতে বিভিন্ন শহরে বন্দরে যাবে। গান পাগলা মানুষ মধুর বাদ্যযন্ত্র শুনে বলতে থাকবে, এই সুমধুর আওয়াজ কোথা থেকে আসছে। বিভ্রান্ত মানুষগুলো দলে দলে দাজ্জালের সামনে এসে হাজির হবে। দাজ্জাল ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করবে, মানুষ খাদ্য ও পানি পান করে তৃপ্ত হবে। দাজ্জাল তখন বলবে, আমি তোমাদেরকে খাদ্য ও পানি দান করেছি ও শান্তি দিয়েছি, আমি কি তোমাদের প্রভু নহি? বিভ্রান্ত মানুষ তখন সমস্বরে বলবে, হ্যাঁ, তুমিই তো আমাদের প্রভু, তুমি না আসলে আমরা এ অবস্থা হতে বাঁচতে পারতাম না। এভাবে তারা দাজ্জালের ফিতনায় পড়ে ঈমান হারাবে।

আল ফিতানের হাদীসটি খেয়াল করেছেন? কেবলার দিকে মানুষ মারা যাবে। এখন সৌদি, ইরান, কাতার, কুয়েত, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানির মানুষ মারা যাচ্ছে।

আরো একটা বিষয় খেয়াল করুন। এই করোনার কারণে বিভিন্ন দেশের অর্থিনীতি ও বাণিজ্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। সুতরাং সামনে সেই দুর্ভিক্ষ আসতে যাচ্ছে।

তবে মুসিবত আর আজাব যাই আসুক না কেন। আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে অবশ্যই কোনো না কোনো উপায়ে হেফাজত করবেনই। সুতরাং আমাদের উচিত সমস্ত অপসংস্কৃতি ও গুনাহকে ছেড়ে পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ফিরে আসা। এবং নিজেকে সুন্নতের রঙে রঞ্জিত করা।

৫ মিনিট পর পর রং-চং মেখে মিডিয়ার করা নিউজ দেখে সম্পূর্ণ বিশ্ব এক কৃত্রিম আতঙ্কে ভুগছে। এর থেকে বাচতে তকদীরের উপর বিশ্বাস রাখুন। যা লেখা আছে এর বেশি ক্ষতি আপনার কেউ করতে পারবে না এবং এর কমও হবে না। এরপরের কাজ হলো মিথ্যাবাদী নিকৃষ্ট মিডিয়াগুলি বর্জন করুন। তারা আপনাকে তাল দেখালে মনে করবেন সেগুলি আসলে তাল না তিল। যারা বেশি আতঙ্কে আছে তারা কিছু দিনের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ছুটি নিয়ে নিন।

যাদের আবার মুখের কথায় চিড়া ভিজে না তারা চলুন কিছু তাত্ত্বিক আলাপ করা যাক,

এই করোনা কি এতটাই মারাত্মক যেমনটা প্রচার করা হচ্ছে?

এই প্রশ্নে প্রকৃত উত্তর একমাত্র আল্লাহই জানে। তবে আমরা কি হিসাব দেখে নিতে পাড়ি। যে কয়েকজন মারা যাচ্ছে তাদের সিংহ ভাগই মারা যাচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল চিকিৎসারর কারণে। এর এখনো সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই তাই রোগীরা গিনিপিগের মতো ব্যবহিত হচ্ছে এবং কিছু মারা যাচ্ছে ডাক্তারা ভয়ে তাদের কাছে না যাওয়া কারণে। এর মানে এই না যে আমি বলছি করোনাভাইরাস নেই।

সর্বশেষ হিসাব মতে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে 182438 ও 7157(১৭ই মার্চ ২০২০, সকাল ০৭:০০)। যার অর্থ ডেড রেশিও 3.922%
যেখানে ইবোলার রেশিও ছিলো 70%[১]।
১৯ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে হসপিটালাইজড হয়েছে 2.5 লাখ এবং মারা গিয়েছে 1400[২]।
WHO'র মতে প্রতি বছর প্রায় গড়ে 2.9-6.5 লাখ লোক মারা যায় ফ্লুতে[৩]।

আমাদের আক্বিদাহ্‌ও পরিশোধ্য রাখতে হবে যে সংক্রামণ রোখ বলে কোন রোগ নেই। সংক্রামক ব্যধির ধারণা একটা কুসংস্কার মাত্র। তবে (আল্লাহর ইচ্ছায়)রোগের সংক্রামণ হতে পাড়ে[৪]।

ref:
[1]. https://www.worldometers.info/coronavirus
[2]. https://abcnews.go.com/Hea…/1300-people-died-flu-year/story…
[৩]. https://www.health.com/…/how-many-people-die-of-the-flu-eve…
[৪]. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2330089714231 31&id=108115017245861

Did Sylvia Browne's End Of Days predict the novel Coronavirus outbreak? Browne is a self proclaimed psychic and medium. A medium is a person that is believed to communicate with spirits or entities from other dimensions. As a pyschic she professed she could predict the future, and faced ire for feeding false information to distraught parents of missing children.

https://www.boomlive.in/fake-news/did-these-books-predict-the-coronavirus-outbreak

সিলভিয়া ব্রাউন এর শেষ অবধি কি উপন্যাসটি করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পূর্বাভাস করেছিল? ব্রাউন একটি স্বঘোষিত মানসিক এবং মাধ্যম। একটি মাধ্যম হ'ল এমন এক ব্যক্তি যা আত্মার সাথে বা অন্যান্য দিক থেকে সত্তার সাথে যোগাযোগ করে বলে বিশ্বাস করা হয়। সাইকচিক হিসাবে তিনি নিজেকে ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে বলে দাবী করেছিলেন, এবং নিখোঁজ বাচ্চাদের পিতামাতাকে উদ্বিগ্ন করে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য বিরক্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন।

The excerpt from her 2008 book End Of Days that is being shared in context of the COVID-19 outbreak states: "In around 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again ten years later, and then disappear completely."

https://www.boomlive.in/fake-news/did-these-books-predict-the-coronavirus-outbreak

তার ২০০৮ সালের বইয়ের শেষের দিনগুলির সংক্ষিপ্তসার যা COVID-19 প্রাদুর্ভাবের প্রসঙ্গে শেয়ার করা হচ্ছে: "২০২০ সালের দিকে নিউমোনিয়া জাতীয় একটি মারাত্মক অসুস্থতা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, ফুসফুস এবং ব্রোঙ্কিয়াল টিউবগুলিতে আক্রমণ করবে এবং সমস্ত জ্ঞাত প্রতিরোধ করবে। চিকিত্সা। অসুস্থতার চেয়ে প্রায় বিস্মিত হওয়ার বিষয়টি হ'ল এটি আসার সাথে সাথে হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, দশ বছর পরে আবার আক্রমণ করবে এবং তারপরে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে। "

While Browne died in 2013, her prediction of a respiratory illness spreading across the globe in 2020 was quite accurate. Coronavirus infections are not new, however the COVID-19 is a new strain, for which vaccines or treatments do not exist yet. However, as claimed by her that the disease is "baffling" and will "suddenly vanish" is an imprecise assumption as health professionals and scientists speculate that the COVID-19 might become a seasonal illness. The 'prophecy' in End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World (2008) was published post the early 2000s outbreak of the SARS (severe acute respiratory syndrome) virus, which could make Browne's claim of a second worldwide respiratory disease outbreak an

educated, yet fortuitous guess.

https://www.boomlive.in/fake-news/did-these-books-predict-the-coronavirus-outbreak

ব্রাউন ২০১৩ সালে মারা যাওয়ার পরে, ২০২০ সালে বিশ্বজুড়ে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার তার ভবিষ্যদ্বাণী যথেষ্ট সঠিক ছিল। করোনাভাইরাস সংক্রমণটি নতুন নয়, তবে COVID-19 একটি নতুন স্ট্রেন, যার জন্য ভ্যাকসিন বা চিকিত্সা এখনও বিদ্যমান নেই। তবে, তাঁর দাবি অনুসারে এই রোগটি "বিস্মিত" এবং "হঠাৎ বিলুপ্ত" হয়ে যাবে এটি একটি অনর্থক ধারণা, কারণ স্বাস্থ্য পেশাদাররা এবং বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে সিওভিড -১৯ একটি seasonতুজনিত অসুস্থতায় পরিণত হতে পারে। শেষের দিনগুলিতে 'ভবিষ্যদ্বাণী': ওয়ার্ল্ড অফ এন্ড সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিষ্যদ্বাণী (২০০৮) প্রকাশিত হয়েছিল সারস (মারাত্মক তীব্র শ্বাসতন্ত্রের সিন্ড্রোম) ভাইরাসের 2000 সালের দশকের গোড়ার দিকে, যা ব্রাউন ব্র্যান্ডের দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী শ্বাসযন্ত্রের রোগের দাবি করতে পারে একটি শিক্ষিত, এখনও দুর্ভাগ্য অনুমান প্রাদুর্ভাব।

The 1981 novel is a work of fiction by American author Dean Koontz. Unlike with Browne's prophecies, Koontz never claimed that the events chronicled in his book would ever become reality. The thriller has a passing narrative of a Chinese military lab outside the city of Wuhan that creates a bioweapon and is even named "Wuhan-400" eerily. China's eminent Wuhan Institute of Virology is located in the Wuhan province, and the lab has indeed helped sequence the novel Coronavirus.

https://www.boomlive.in/fake-news/did-these-books-predict-the-coronavirus-outbreak

1981 সালের উপন্যাসটি আমেরিকান লেখক ডিন কোন্টজ রচিত একটি কল্পকাহিনী রচনা। ব্রাউনয়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলির বিপরীতে, কুন্তজ কখনও দাবি করেননি যে তাঁর বইয়ে বর্ণিত

ঘটনাগুলি বাস্তবে পরিণত হবে। থ্রিলারটিতে উহান শহরের বাইরে একটি চীনা সামরিক পরীক্ষাগারের একটি উত্তীর্ণ বিবরণ রয়েছে যা একটি বায়োওপিয়ন তৈরি করে এবং এর নামকরণও হয় "উহান -400" ইয়ারলি। চীনের বিশিষ্ট উহান ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি উহান প্রদেশে অবস্থিত, এবং গবেষণাগারটি সত্যই কোরোনাভাইরাস উপন্যাসের অনুক্রমকে সহায়তা করেছে।

However, most similarities between the real COVID-19 and the fictional Wuhan-400 end there. Below are a few key differences between the global epidemic and the literary detail: •The Eyes Of Darkness details the story of a "new and dangerous" bioweapon virus accidentally being contracted by civilians, who get infected immediately in an incubation period of only four hours. COVID-19's incubation period falls between 1-14 days. According to World Health Organization (WHO), the most common incubation time is around five days. •The literary "Wuhan-400" has a 100% fatality rate, with infected individuals not surviving beyond 12-24 hours. The same per cent for the COVID-19 is between 3- 4%, as per the World Health Organisation.

https://www.boomlive.in/fake-news/did-these-books-predict-the-coronavirus-outbreak

তবে আসল COVID-19 এবং কাল্পনিক উহান -400 এর মধ্যে বেশিরভাগ মিল রয়েছে there নীচে বৈশ্বিক মহামারী এবং সাহিত্যের বিশদগুলির মধ্যে কয়েকটি মূল পার্থক্য রয়েছে: civilians দ্য আইস অফ ডার্কনেস একটি "নতুন এবং বিপজ্জনক" বায়োইওপন ভাইরাসটি দুর্ঘটনাক্রমে বেসামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার গল্পের বিবরণ দেয়, যারা কেবল মাত্র চার ঘন্টার ব্যবধানে অবিলম্বে সংক্রামিত হয়। COVID-19 এর ইনকিউবেশন সময়কাল 1-14 দিনের মধ্যে পড়ে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডাব্লুএইচও) এর মতে, সর্বাধিক সাধারণ ইনকিউবেশন সময়টি প্রায় পাঁচ দিন। Literary সাহিত্যের "উহান -400"

এর 100% মৃত্যুর হার রয়েছে, সংক্রামিত ব্যক্তিরা 12-24 ঘন্টা ছাড়িয়ে বেঁচে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুসারে কোভিড -১৯ এর একই শতাংশ ৩-৪% এর মধ্যে।

• The symptoms of the fictional "Wuhan-400" mentioned in the book are different from symptoms of COVID-19. While "Wuhan-400" includes: secretion of a toxin that "literally eats away brain tissue," causing loss of control over bodily function. The victim simply ceases to have a pulse, functioning organs, or any urge to breathe. The novel Coronavirus manifests with symptoms of: fever, coughing, shortness of breath and breathing difficulties. Mild cases have symptoms mirroring a common cold, while severe cases can cause pneumonia, severe acute respiratory illness, kidney failure and death.

https://www.boomlive.in/fake-news/did-these-books-predict-the-coronavirus-outbreak

https://www.boomlive.in/fake-news/did-these-books-predict-the-coronavirus-outbreak

শয়তান পানি এবং বায়ুবাহিত রোগজীবাণু এবং প্রাণীর বেশে আসতে পারে। ময়লা-অপরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং যা কিছু অপবিত্র, খাঁটি নয়, নিষিদ্ধ ও বর্জিত খাদ্যের মাধ্যমে শয়তান রোগ ছড়াতে পারে। বর্তমানের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে অনেক রোগজীবাণু বহনকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া অন্য জগতে (জ্বীন জগতে) সৃষ্টি হয়েছে যা Blood rain এবং অন্যান্য কারণে মানবজগতে প্রবেশ করে। (collected)

For Details: https://www.facebook.com/groups/224474431416349/permalink/520622258468230/

রক্ত বৃষ্টি (Blood rain) সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন এখানে

https://www.facebook.com/groups/truthhunter/permalink/505756550359313/

Vaccinate the World:GAVI and the Global Depopulation Agenda

https://steemit.com/informationwar/@richq11/vaccinate-the-world-gavi-and-the-global-depopulation-agenda

CONSPIRACY THEORIES

List of 30 'Elites' That Support and Promote Depopulation
https://www.soulask.com/list-of-30-elites-that-support-and-promote-depopulation/

9/17/2018 2 COMMENTS

The Jesuit-Vatican NWO Chemical Depopulation Agenda!

http://www.darknessisfalling.com/darknessisfallingblogblog/the-jesuit-vatican-nwo-chemical-depopulation-agenda

---

The Dark Plan Of Bill Gates Mass Vaccination & Depopulation Agenda

https://justice4poland.com/2019/12/22/the-dark-plan-of-bill-gates-mass-vaccination-depopulation-agenda/

হাদিস - ৬২২

হযরক কা'ব রহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আব্বাসের রাজত্ব পতন হওয়ার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে, আসমানের বুকে এক প্রকার লাল বর্ণের আত্মপ্রকাশ করা এবং সেটা রমাযানের দশ তারিখ

থেকে পনের তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আরেক ধরনের জীর্ণতা দেখা দিবে যা বিশ রমাযান প্রকাশিত হয়ে চব্বিশ রমাযান পর্যন্ত থাকবে। একটি তারকা উদিত হবে যেটা পূর্নিমার রাত্রির মত উজ্জল হয়ে হঠাৎ বাঁকা হয়ে যাবে। হাদীস বর্ণনাকার ওলীদ বলেন, আমার নিকট হযরত কা'ব থেকে সংবাদ এসেছে, তিনি বলেন, পূর্বদিকের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, পশ্চিমে জীর্ণতা প্রকাশ পাবে, আসমানে লালিমা দৃশ্যায়ন হবে এবং কেবলার দিকে ব্যাপকহারে মানুষ মারা যাবে।

[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ৬২২]

What is a coronavirus?

Coronaviruses are a large family of viruses which may cause illness in animals or humans. In humans, several coronaviruses are known to cause respiratory infections ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19.

করোনার সেকেন্ড ওয়েভ-লকডাউন (ভ্যাকসিনের নামে RFID):

আপনারা জানেন আই অফ ডার্কনেস ও এন্ড অফ দা ডে বই দুটো ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে।

কারণ সেখানে করোনার ব্যাপারে ইঙ্গিত দেয়া ছিল।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে এই পোস্ট টি দেখুন।

করোনা (zombie), কালোজাদুর চর্চা, রোগ জীবাণু বাহি জীন, ডি-পপুলেশন & দুর্ভিক্ষ :

https://www.facebook.com/RoooHnRooH/posts/2666236410367862

আরও কিছু তথ্য জানতে এই পোস্ট টিও পড়তে পারেন।

করোনা ভাইরাস, যুবকদের জন্য দাজ্জালের জান্নাত ও এলিটদের আরো কিছু প্রতারণা:
https://www.facebook.com/RoooHnRooH/posts/2696836750641161

বই দুটিতে বলা হয়েছিল এই ভাইরাস হঠাৎ করে চলে যাবে, এরপর আবার তীব্র আকারে ফিরে আসবে। এই বই আমাদের জন্য কোনো দলিল নয়। আর এটাতে বিশ্বাস রাখাও মুমিনের কাজ নয়। তবে দাজ্জালের পরিকল্পনা গুলোকে জানার জন্য আমরা এসব থেকে তথ্য নিতে পারি। বর্তমানে করোনার সেকেন্ড ওয়েভের (পুনরায় ফিরে আসা) কথা শুনা যাচ্ছে। এই তথ্যকে আমরা ফেলে দিতে পারিনা। আর এলিটরা অলরেডি প্রস্তুতিও নিচ্ছে। এবার আসুন দেখি এই সেকেন্ড ওয়েভ থেকে কি কি হতে পারে?

শীতের সময় এমনিতেও সর্দি-কাশি, কমন কোল্ড বা ঠাণ্ডাজ্বর বেশি দেখা যায়। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস বিশেষত ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা, অ্যাডিনো ভাইরাস, রাইনো ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

চক্রান্তকারীরা গতবারও এই সুযোগটা নিয়েছিল, এবারও সম্ভবত তাই করবে। অর্থাৎ সিজনাল ফ্লুকে সেকেন্ড ওয়েভ বলে চালিয়ে দিবে। আর তাছাড়া মানুষের পাপাচারের কারণে আল্লাহ তায়ালাও জীবাণুবাহী জিনকে ছেড়ে দিবেন। কাফেররাও হয়তো একটা জীবাণু বাতাসে ছাড়ার চেষ্টা করবে। মোট কথা বায়ো ওয়েপন বা আল্লাহর আজাব বা সিজনাল ফ্লু যেটাই হোক না কেন, কাফেররা অলরেডি এটা নিয়ে মাস্টার প্ল্যান করে ফেলেছে। তারা এটার উছিলা দিয়ে কড়া লকডাউন দিবে। এবং মানুষকে ভ্যাকসিনের নামে RFID চিপ পড়তে বাধ্য করবে।

এক্ষেত্রে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন।

https://www.youtube.com/watch?v=rx-Zr2Fg09U

RFID এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে এই পোস্ট টি পড়ুন।

RFID (মাখলুকের উপর দাজ্জালের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম):
https://www.facebook.com/RoooHnRooH/posts/2683199185338251

আর কাফেররা এই কাজটি করবে CDC এর মাধ্যমে। পড়ুন

সি ডি সি এবং বিশ্ব ব্যাপী জীবাণু যুদ্ধ:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2675260152798821&set=a.2145282622463246&type=3

প্রথম লকডাউন থেকে যা বুঝা গেলো, সেটা কাফেরদের একটা ট্রায়াল ভার্সন ছিল। এবার তারা তাদের সমস্ত পরিকল্পনা গুলোকে স্টেপ বাই স্টেপ এপ্লাই করার চেষ্টা করবে দ্বিতীয় লকডাউনের মাধ্যমে। সার্বিক পরিস্থিতিতে তেমনটাই মনে হচ্ছে। বাকি তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। কাফেররাও পরিকল্পনা করে, আর আল্লাহ তায়ালাও পরিকল্পনা করে। আর আল্লাহর পরিকল্পনাই সর্বোত্তম। মুত্তাকী মুমিনদের কোনো ভয় নেই।

তবে আবারো বলছি বিষয়টাকে উড়িয়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নিচের লিংক গুলোতে ভিজিট না করলেও অন্তত টাইটেল গুলোতে চোখ বুলালে বুঝতে পারবেন যে, বিষয়টা ফেলে দেয়ার মতো নয়। সুতরাং আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। এবং ভ্যাকসিনের নামে RFID চিপ থেকে যেভাবেই হোক বেঁচে থাকতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আমিন।

শীতে করোনার দ্বিতীয় ওয়েব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/811417.details

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, করোনার বিদায় হওয়ার এখনো অনেক বাকি এবং বিশ্বের অনেক দেশেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় ঢেউ প্রথম ঢেউয়ের থেকেও ভয়াবহ

হচ্ছে। তবে প্রথম ধাক্কার অভিজ্ঞতায় যারা শিক্ষা নিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছে যেসব দেশ তারা দ্বিতীয় ঢেউয়ে নিজেদের সামলে নিয়েছে।

https://www.bhorerkagoj.com/2020/09/13/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A5%E0%A6%AE-%E0%A6%A2%E0%A7%87%E0%A6%89%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%98/

Covid-19: what you need to know about the second wave | The Economist
The world now faces the threat of a second wave of coronavirus outbreaks. Zanny Minton Beddoes, The Economist's editor-in-chief, and Slavea Chankova, our health-care correspondent, answer your questions.

https://www.youtube.com/watch?v=uOY32cU0ePc&app=desktop

Europe: preparing for 2nd wave USA: hold on guys, we're still trying to get this first one under control

https://www.thailandmedical.news/

https://www.cebm.net/covid-19/covid-19-epidemic-waves/

How to prevent second wave of Coronavirus: Israeli scientists start new study

https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/how-to-prevent-second-wave-of-coronavirus-israeli-scientists-start-new-study/1948740/

Explainer: As Countries Ease Lockdown, Here's Why 2nd Wave Of COVID Is A Serious Concern

CDC Director Robert Redfield had reportedly stated in April that a second wave of the coronavirus would be even "more difficult" than the original.

https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/heres-why-2nd-wave-of-covid-is-a-serious-concern.html

NATO announcement

https://www.thailandmedical.news/news/breaking-covid-19-second-wave-nato-announces-plans-to-stockpile-medical-equipment-and-drugs-for-impending-coronavirus-2nd-wave

China Uncensored: Coronavirus: 2nd Wave Hits China

https://videos.whatfinger.com/2020/05/23/china-uncensored-coronavirus-2nd-wave-hits-china/

One recurring theme of the COVID coverage is the fear (or the firm prediction) of second or third waves of the disease. We must "prepare for the second wave of COVID." The UK Prime Minister, speaking outside Downing Street on Monday morning, urged the UK people to continue adhering to the "tough measures" to avoid a "second spike" of COVID-19.

https://www.cebm.net/covid-19/covid-19-epidemic-waves/

করোনা ভ্যাকসিন: (সমস্যা ও সমাধান)

ভ্যাকসিনের ক্ষতির ব্যাপারে এখন সবাই জানে। সুতরাং এটা নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না। সরাসরি ভ্যাকসিন না নেয়ার সমস্যা ও সমাধানে চলে যাবো।

তবে যারা একেবারেই জানেন না, তারা নিচের লিংক থেকে জেনে নিতে পারেন।

https://elmpukur.blogspot.com/2020/12/blog-post_8.html

আমরা জানি যে এই ভ্যাকসিন নিতে মানুষকে বাধ্য করা হবে। রীতিমতো শুরুও হয়ে গেছে। সরকারি ভাবেই ফোর্স করা হবে। চাকুরীজীবি সবাইকেই নিতে বাধ্য করা হবে। অনেক প্রাইভেট কোম্পানি তো নিজেদের স্টাফদের জন্য নিজ উদ্যোগে আগেই নিয়ে আসা শুরু করেছে এবং স্টাফদের জন্য ১২০০ -১৫০০ টাকা করে প্রতি ডোজের মূল্য নির্ধারণ করেছে। আবার যারা বিদেশে থাকে, তাদেরকে নিতেই হবে। কোনো উপায় নেই।

এখন, যেমন NID কার্ড ছাড়া আপনি কোনো নাগরিক সুবিধা পাবেন না। ঠিক তেমনি ওই ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট না থাকলে আপনি বিভিন্ন জায়গায় হয়রানি হবেন। এভাবেই সিস্টেমকে সাজানো হয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে কি করণীয়?

সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে , একটা নকল টিকা সার্টিফিকেট বানিয়ে নেয়া। সেটা দিয়েই কোনো রকমে বর্তমান পরিস্থিতিটাকে পার করা। আর যাদেরকে টিকা নিতেই হবে, তারা নিচের আমলগুলো অনুসরণ করবেন।

আমলের আলোচনা টুকু এক বোনের টাইমলাইন থেকে নিয়েছি।

((যারা প্রানপণে চেষ্টা করছেন মিথ্যা করোনার বিধ্বংসী ভ্যাকসিন থেকে বাচার জন্য তারা চেষ্টা জারি রাখবেন**|** এই চেষ্টায় যখন একদম নিরুপায় হয়ে যাবেন এই ভ্যাকসিন নিতে তখন যা যা করবেন**,,,,,,,,,**

১) করোনা ভ্যাকসিন নেয়ার আগে ৭ টা আজওয়া খেজুর খাবেন**|**

২) দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুয়া করবেন যেন ভ্যাকসিন এর কার্যকরীতা আল্লাহ পানির কার্যকারিতায় বদলে দেয়**|**

৩) ভ্যাকসিন নেয়ার সময় পুরোপুরি মনকে আল্লাহর স্বরনে ডুবে রাখবেন আর পড়বেন**, "**আউযুবি কালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররীমা খলাক্ব **"|** আল্লাহ চায় তো এই ভ্যাকসিন আপনার দেহে অসাড় হয়ে পড়বে**|**

মনে রাখবেন একদম নিরুপায় না হলে এই ভ্যাকসিন নিবেন না**,** এই ভ্যাকসিন আপনাকে জোম্বি হতে সাহায্য করবে আপনার পরবর্তী প্রজন্মকে মাকাল ফল করে দিবে**,** তাই সাবধান**|))**

আজোয়া খেজুরের উপকারিতা::

"সা'দ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেকদিন সকালবেলায় সাতটি আজওয়া উৎকৃষ্ট খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করবে না।"
[সহীহ বুখারী (তাওহীদ) ৫৪৪৫/হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)]

"ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, ইবনু আয়্যুব ও ইবনু হুজর (রহঃ) ... আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মদিনার আলিয়া অঞ্চলের (উঁচু ভূমির) আজওয়া খেজুরে শেফা (রোগমুক্তি) রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেনঃ প্রতিদিন সকালের এর আহার বিষনাশক (ঔষধের কাজ করে)।"

[সহীহ মুসলিম (ইফাঃ) ৫১৬৮/হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)]

"আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল-'আলিয়ার আজওয়া খেজুর খেয়েই সকালের উপবাস প্রথমে ভাঙলে তা (সর্বপ্রকার) যাদু অথবা বিষক্রিয়ার আরোগ্য হিসেবে কাজ করে।"
[মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ২৩৫৯২]

N:B: ৭ টি আজোয়া খেজুর যেহেতু বিষ ও জাদুকে কাটিয়ে দিতে পারে, সুতরাং টিকার জাদুকরী কার্যকারিতাও কাটিয়ে দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

করোনা ভাইরাস, যুবকদের জন্য দাজ্জালের জান্নাত ও এলিটদের আরো কিছু প্রতারণা:

করোনা ভাইরাস:

এটার ব্যাপারে আমরা সবাই খুব ভালো করেই জেনে ফেলেছি যে, এটা একটা বায়ো ওয়েপন। অপবিজ্ঞান (আলকেমি) ও জিন শয়তানের সহযোগিতা নিয়ে এটা বানানো হয়েছে। এখন পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ব্যবসা , চাকুরী, পড়াশুনা, আমদানি-রপ্তানি সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শহর গুলো শুন্য হয়ে যাচ্ছে। ঠিক জোম্বি মুভি গুলোর মতো। মক্কা মদিনা পর্যন্ত খালি হয়ে যাচ্ছে (N:B: I am legend movie) । ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেড একটা জম্ভি মুভি। ওখানে দেখানো হয়েছিল। ভারত ও ইজরাইল মিলে একটি জীবাণু তৈরী করেছে এবং তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। একমাত্র ইজরাইল নিরাপদ আছে।

দাজ্জালের জান্নাতে যুবক যুবতী:

আল্লাহর জান্নাতে যেমন শুধু যুব সম্প্রদায় থাকবে। ঠিক তেমনি দাজ্জালের জান্নাতেও। ওর জান্নাতে শুধু যুবক যুবতীরা (এলিট সম্প্রদায়) থাকবে। দাজ্জাল চায়, পৃথিবী থেকে শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ ও অসহায় মানুষদেরকে সরিয়ে দিতে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো করোনা

ভাইরাসটি ঠিক এই শ্রেণীর মানুষ গুলোকেই বেশি ঘায়েল করে ফেলছে। এটা কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। পূর্ব পরিকল্পিত। ওরা ভাইরাসকে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহারের উপযোগী করেও বানাতে পারে। বিস্তারিত একদম নিচের লিংক গুলোতে পাবেন। আর যারা আমার আসগার্ডিয়া, দাজ্জালের জান্নাত আর্টিকেলটি (ট্রুথ হান্টার গ্রুপে পাবেন) পড়েছে তারা বুঝতে পারছেন যে, এলিটরা কেন সেখানে নাগরিকত্বের জন্য এপ্লাই করছে।

এলিট, অপবিজ্ঞানী ও নাসার আরো কিছু প্রতারণা:

এরা আমাদেরকে সারা জীবন শুনিয়ে এসেছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অধিক পপুলেশন, গ্রিন হাউস, খাদ্যের স্বল্পতা, পৃথিবীতে স্থানের স্বল্পতা ইত্যাদির মতো মিথ্যা গল্প গুলো। এবং এসব ব্যাপারে আমাদেরকে বিচলিত করে ফেলেছে। আমরা আল্লাহর উপর ভরসা না করে ওদের কথায় পেরেশান হয়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর জমিন যে কত বড় তা আমার গতকালের (https://www.facebook.com/RoooHnRooH/posts/2666236410367862) পোস্টে দেখেছেন। আল্লাহর খাজানায় খাদ্যেরও অভাব নেই। তবে হা, ওগুলো আমাদেরই হাতের কামাই। আমাদের গুনাহের কারণে আসমান থেকে আজাব স্বরূপ এসব নেমে আসে। অর্থাৎ অতি গরম, অতি বৃষ্টি বা অনা বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি, রক্ত বৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, রোগ, জীবাণু, মহামারী, বালা মুসিবত ইত্যাদি। এসব থেকে বাঁচার জন্য কাফেরদের (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) দেয়া ফর্মুলা তে কাজ হবে না। কুরআন ও সুন্নাহের দিকে ফিরে আসতে হবে।

আমরা সবাই খুব ভালো করে বুঝতে পারছি যে, সামনে খুবই ভয়ংকর এক সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ঈমাম মাহদী আসার আগে অথবা পরে দুই বছর দুর্ভিক্ষ থাকবে। মানুষ খাবারের জন্য পশুর মতো (জন্তি) হয়ে যাবে। এক ভয়ঙ্কর অরাজকতা আর লুটরাজের পৃথিবী কায়েম হবে। এমন সময় দাজ্জাল পানির ঝর্ণা আর রুটির পাহাড় নিয়ে হাজির হবে। অসংখ

ঈমানদার মানুষও দাজ্জালকে সিজদা দিয়ে (নাউযুবিল্লাহ) খাবার সংগ্রহ করবে। এনজিও গুলো এখন দূরে সরে যাচ্ছে। সব জমা করছে। তখন এই এনজিও গুলোই দাজ্জালের জন্য কাজ করবে।

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা এটা। আল্লাহ আপনি আমাদের ঈমানকে হেফাজত করুন। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিন ফিৎনাতিল মসিহি দাজ্জাল।

One more post

https://www.facebook.com/RoooHnRooH/posts/2667196016938568

কোরোনার ভয়াবহতা, বায়ো ওয়েপন, আসগার্ডিয়া (দাজ্জালের জান্নাত) সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে নিচে লিংক গুলোতে ভিজিট করতে পারেন।

হে আল্লাহ! আপনার ঘর থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবেন না

আবেগঘন টুইটে শায়খ আব্দুর রহমান সুদাইসি

ইনকিলাব ডেস্ক | প্রকাশের সময় : ২০ মার্চ, ২০২০, ১২:০০ এএম

https://www.dailyinqilab.com/article/276683/%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE

সাড়ে ৮ কোটি শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার অন্তরায় করোনা

ইনকিলাব ডেস্ক | প্রকাশের সময় : ১৯ মার্চ, ২০২০, ৭:৪৫ পিএম

https://www.dailyinqilab.com/article/276549/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%87-%E0%A7%AE-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE

শরীরের যে ৮ সমস্যায় করোনায় ঝুঁকি বেশি

https://www.somoynews.tv/pages/details/203403/%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A7%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF

শরীরে করোনা প্রবেশের পর যে পথে আক্রমণ চালায়

https://www.somoynews.tv/pages/details/203211

আড়াই কোটি মানুষ বেকার হতে পারে : জাতিসংঘ

ইনকিলাব ডেস্ক | প্রকাশের সময় : ২০ মার্চ, ২০২০, ১২:০২ এএম

https://www.dailyinqilab.com/article/276574/%E0%A6%86%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%98

করোনা আতঙ্কে বাড়ছে নিত্যপণ্যের দাম

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ২০ মার্চ, ২০২০, ১২:০০ এএম

https://www.dailyinqilab.com/article/276684/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A

F%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AE

আল্লাহই আমাদের শেষ ভরসা!

জুবায়ের আহমেদ | প্রকাশের সময় : ২০ মার্চ, ২০২০, ১২:০২ এএম

https://www.dailyinqilab.com/article/276588/%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%87-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE

করোনা ভাইরাস কতটা ক্ষতিকর

https://jonokotha.com.bd/2020/01/26/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95/

স্বল্প দূরত্বে হেঁটে যাচ্ছেন রাজধানীবাসী

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় : ২০ মার্চ, ২০২০, ১২: ০৩ এএম | আপডেট : ১২: ০৫ এএম, ২০ মার্চ, ২০২০

https://www.dailyinqilab.com/article/276706/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%9F%E0%A7%87-
%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-
%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80

মৃতের সংখ্যায় চীনকে ছাড়াল ইতালি : ভারতে ‘জনতা কারফিউ’ জারি

২০ মার্চ, ২০২০

https://www.dailyinqilab.com/article/276714/%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A7%9F-
%E0%A6%9A%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%87-
%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B2-
%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF-
%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE-
%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%89-
%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF

Asgardia

https://en.wikipedia.org/wiki/Asgardia

Biological warfare

https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_warfare

Beijing Believes COVID-19 Is a Biological Weapon

https://www.globalresearch.ca/beijing-believes-covid-19-biological-weapon/5706558

Biological weapon

https://www.britannica.com/technology/biological-weapon

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA

এখন চলছে KN95 মাস্ক, সামনে আসছে গ্যাস মাস্ক:

এখন মানুষ করোনার KN95 মাস্ক ভয়ে পড়ছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে গ্যাস মাস্ক পড়তে বাধ্য করা হবে। আর সেভাবেই এলিটরা পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা জানে সামনে কি কি বিপর্যয় আসতে যাচ্ছে। অবশ্য বেশিরভাগই তাদেরই মাস্টার প্লানের অংশ হবে । এলিটরা অলরেডি মাটির নিচে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অসংখ্য ব্যাংকার বানিয়ে রেখেছে। যেন এরকম বিপর্যয়ের সময় তারা সেখানে আশ্রয় নিতে পারে। এবং দীর্ঘদিন সেখানে টিকে থাকতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা সেখানে লাখ প্রজাতির ফসলি বীজ সংরক্ষণ করে রেখেছে। যেন ফসল নষ্ট হয়ে গেলে তারা সেটা দিয়ে চলতে পারে।

এবার আসুন দেখে নেই, কি সেই বিপর্যয়?

সেটা মানুষ্য সৃষ্টও হতে পারে আবার প্রাকৃতিকও হতে পারে। অর্থাৎ এলিটরা বাতাসে হার্প ও কেমট্রেইলের মাধ্যমে কোনো জীবাণু বা ক্ষতিকর কেমিক্যাল (সিরিয়ায় যেমনটা করা হয়েছে) ছেড়ে দিতে পারে। বায়ুবাহিত বিষাক্ত পদার্থ বায়বীয় (উদাহরণস্বরূপ, সালফার সরিষা এবং ক্লোরিন গ্যাস) বা পদার্থ (যেমন জৈবিক এজেন্ট) হতে পারে। বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক রেডিয়েশনের কারণেও হতে পারে। অথবা মানুষের অতিরিক্ত পাপাচারের কারণে আসমান থেকে সরাসরি কোনো গজব (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) নেমে আসতে পারে। যেমন সোলার স্ট্রোম বা আগ্নেওগিরি থেকে কালো ধোয়া (বিষাক্ত গ্যাস সম্বলিত) সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যেতে পারে। যেটাকে দুখান বলা হয়েছে।

অন্য কোনো ভাবেও হতে পারে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে এটা তো হবেই। কারণ পূর্ব দিক থেকে একটি ধোয়া মানুষকে ঘিরে ফেলবে, এটা আমরা যেমন জানি। তেমনি কাফের এলিটরাও জানে। তাই তারা সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

শেষ যুগে ধোঁয়ার আবির্ভাব কেয়ামতের একটি বড় আলামত।

কিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত হচ্ছে আখেরী যামানায় কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে বিশাল আকারের একটি ধোঁয়া বের হয়ে আকাশ এবং যমীনের মধ্যবর্তী খালি জায়গা পূর্ণ করে ফেলবে। এই ধোঁয়া মুমিন ব্যক্তিদেরকে সামান্য একটু সর্দি-কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত করে দিবে। কাফেরদের শরীরের ভিতরে প্রচন্ডভাবে প্রবেশ করবে। ফলে তাদের শরীর ফুলে যাবে এবং শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে ধোঁয়া বের হবে। এটি তাদের জন্য একটি যন্ত্রনাদায়ক আযাবে পরিণত হবে। আললাহ তাআলা বলেনঃ

(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (١٠) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (١٢) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (١٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (١٤) إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (١٥))

“অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন আমরা ঈমান আনয়ন করবো। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট একজন রাসূল। অতঃপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে বলেছেঃ সে তো শেখানো কথা বলছে, সে তো একজন পাগল”। আমি আযাব একটুখানি সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এরপরও তোমরা পূর্বের ন্যায় আচরণ করবে। (সূরা দুখানঃ ১০-১৫)

মুসলিম শরীফে হুজায়ফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ

“একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আগমণ করলেন। আমরা তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেনঃ যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ ততদিন কিয়ামত হবেনা। (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জালের আগমণ (৩) দাববা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমণ) (৪) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারিয়ামের আগমণ ৬) ইয়াজুয-মা’জুযের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধস (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব

উপদ্বীপে ভূমিধস (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে”।[1] তিনি আরো বলেনঃ

إِنَّ رَبَّكُمْ أَنْذَرَكُمْ ثَلَاثًا: الدُّخَانَ يَأْخُذُ الْمُؤْمِنِ كَالزَّكَمَةِ وَيَأْخُذُ الكَافِرَ فَيَنْتَفِخُ حَتَّى يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ مَسْمَعٍ مِنْهُ وَالثَّانِيَةَ الدَّابَّةَ وَالثَّالِثَةَ الدَّجَّالَ

“নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করছেন। (১) ধোঁয়া, যা মু’মিনকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে বের হতে থাকবে। (২) ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমণ। (৩) দাজ্জালের আগমণ।[2]

মোটকথা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ধোঁয়ার আলামতটি বের হয়ে সমগ্র পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীছের মাধ্যমে প্রমাণিত বিধায় তাতে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুমিনের উপর ওয়াজিব।

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান।

[2] - তাফসীরে তাবারী, ইবনে কাছীর।

আর এসব কারণে তখন হয়তো পৃথিবীতে কোনো ফসল উৎপাদন হবেনা বা হওয়ার পরিবেশ থাকবেনা। তখন দাজ্জালের বাহিনী (বিল & মিলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন) খাবার নিয়ে হাজির হবে। কারণ তারা সিড ভল্টে ফসলের বীজ জমিয়ে রেখেছিলো।

এ ব্যাপারে মুফতি কাজী ইব্রাহিম সাহেবও বলেছেন। ভিডিও লিংক :

https://youtu.be/Q9vg-JQfX9o

বর্তমানে সাধারণ মানের একটি গ্যাস মাস্কের দাম ১২০০ টাকা। তবে উপরক্ত পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে এর দাম বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। আর তখন এই মাস্ক কিনতে না পেরে অনেক মানুষ হয়তো শাসকষ্টে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাবে, ঠিক সিরিয়ার বাচ্চা গুলোর মতো। আল্লাহু আলম। তবে যারা মুত্তাকী হবে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কোনো না কোনো উপায়ে এই অবস্থা থেকে তুলনামূলক হেফাজত করবেন ইনশাআল্লাহ ।

ডার্ক ওয়েব এবং ডিপ ওয়েব এর বীভৎসতা:

আমরা ইন্টারনেট এর যে অংশ ব্যবহার করি, তা হলো, সারফেস. ১০০ ভাগের ১০ ভাগ. আর ৯০ ভাগ ই হলো, ডার্ক ওয়েব. এখানে পৃথিবীর সব নরপিচাশ ও হিংস্র বর্বরদের বিচরণ. ভয়ংকর সব অপরাধ এখানে করা হয়. মানুষের উপর করা ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর সব নির্যাতন ও এক্সপেরিমেন্ট গুলোর ভিডিও এখানে উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হয়.

চাইল্ড এবিউজ: মেয়ে শিশুদের কে অপহরণ করে নিয়ে তাদের উপর ভয়ংকর যৌন নির্যাতন চালানো হয় এবং তা ভিডিও করে এখানে ছাড়া হয়. মানুষ আকৃতির কিছু জন্তু এগুলো টাকা দিয়ে দেখে আর মজা নেয় . এখানে সদস্যরা মানুষের গোশত খায়, & সেগুলো নিয়ে একজন আরেকজনের সাথে আলোচনা করে.

সবচেয়ে ভয়ংকর ও নিস্রংশ বিষয় হলো, এখানে একজন মানুষকে বন্দি করে রাখা হয়. আর সদস্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভিডিও কলের মাদ্ধমে টাকার বিনিময়ে তাঁকে নির্যাতন করা হয়. যে যেমন নির্যাতন করাতে চাইবে, ঠিক সেভাবেই নির্যাতন করা হবে. যেমন: কেউ বললো " তার হাত কেটে ফেলো, সেটাই করা হবে. আর ওই ভিকটিমের চিৎকার শুনে সে আনন্দ পাবে."

এছাড়াও আরো অনেক অনেক ভয়ানক কাহিনী সেখানে হয়.

এদেরকে আপনি কী বলবেন?

ব্ল্যাক ওয়াটার:

অত্যন্ত ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, বর্বর ও দুর্ধর্ষ এক আমেরিকান প্রাইভেট আর্মি. আপনারা ভালো করে জানেন আমেরিকাতে প্রচুর পরিমানে জারজ বাচ্চা জন্মায়. এই জারজ বাচ্চাদেরকে ছোটবেলায় সরিয়ে নেয়া হয়. এদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে হিংস্র আর্মি হিসেবে তৈরী করা হয়. সমস্ত মানবতা এদের মধ্যে থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলা হয়. এর পর এদেরকে সারা বিশ্বে পাঠিয়ে দেয়া হয়, মুসলমানদের উপর চরম অত্যাচার করার জন্য. এই অত্যাচারের কথা শুনলে আপনি সহ্য করতে পারবেন না. আপনার মনে পড়বে ইয়াজুজ মাজুজের কথা.....

ফেমা:

বিস্তারিত জানার জন্য উইকিপিডিয়ার লিংক দেয়া আছে.

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency

কিন্তু সেখানে আপনি প্রকৃত সত্য জানতে পারবেন না. এখানে তারা বলেছে, তাদের এই সংস্থা, শুধু মাত্র আমেরিকার অভ্যন্তরীন নিরাপত্তার জন্য তৈরী করেছে. আসল ঘটনা হলো, তারা প্রকৃতপক্ষে আমেরিয়াকার জনগণের বাকস্বাধীনতাও কেড়ে নিছে. কাউকে যদি তারা হুমকি মনে করে, তাকে ধরে নিয়ে ভয়ংকর এক কারাগারে নিক্ষেপ করে. এটা আপনি বুজতে পারবেন, যখন গুয়ান্তানামো বে কারাগারের নির্যাতনের দিকে তাকাবেন.

ওদের বর্বরতা আরো ভালো করে বুজতে হলে, আপনাকে তাকাতে হবে আবু গরিব কারাগারের দিকে. ওখানে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়, তা শুনলে আপনার অবশ্যই জাহান্নামের শাস্তির কথা মনে পড়বে. পাশাপাশি ইয়াজুজ এর কথাও মনে পরে যাবে.

আর এগুলো সবই নিয়ন্ত্রণ করে এই ((ফেমা)).

সি ডি সি এবং বায়ো ওয়েপন:

CDC(Centers for Disease Control and Prevention)/ Bio wepon.

সি ডি সি কে আপাত দৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও, আসলে ওরা উপকারের (চিকিৎসা সেবা) নামে মানুষের শরীরে বিভিন্ন রকম রোগ জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়. এটার হেড কোয়াটার আমেরিকায়. এদের কাজই হলো রোগ জীবাণু নিয়ে কাজ করা. নতুন নতুন জীবাণু তৈরী করা.

তার পর বায়ো ওয়েপন প্রজেক্টের দ্বারা তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হয়. আপনারা ভালো করেই জানেন, ইবোলা, এইডস, ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ ল্যাবরোটরিতে তৈরী করা হয়েছে.

ওরা চাচ্ছে এগুলো দিয়ে মানুষকে জোম্বি (ইয়াজুজ) বানিয়ে ফেলতে.

বিভিন্ন মুভিতেও তারা এই বার্তাই দিচ্ছে

ভ্যাকসিন, চিপস, চকোলেট, আইসক্রিম, ড্রিঙ্কস ইত্যাদি:

ভ্যাকসিন (টিকা) কে আমরা জানি রোগ প্রতিরোধ কারী হিসেবে. কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এটা আরো নতুন নতুন রোগের জন্ম দেয়. যেই রোগ মানুষের শরীরে নাই, সেই রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়. আমি শুধু আপনাদেরকে টাচ দিয়ে যাচ্ছি. এটা নিয়ে আপনারা খোজ খুঁজি করুন, আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন. কিছুদিন আগে এক আলেমের একটি লেকচারে শুনলাম, বর্তমানে মানুষের উগ্রতার পিছনে এই টিকাই দায়ী. টিকা মানুষকে উগ্র, হিংস্র, বর্বর বানিয়ে ফেলছে. অল্পতেই একজন আরেকজন কে হত্যা করে ফেলছে.

ঠিক একই ভাবে চিপস, চকোলেট, আইসক্রিম, ড্রিঙ্কস ইত্যাদি এর মধ্যেও ওই একই উপাদান দেয়া আছে. যা শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষকেও উগ্র বানিয়ে তুলছে. বর্তমান সমাজে মানুষের সমস্ত অপরাধ প্রবণতার জন্য এগুলোই দায়ী. এসবের কারণে মানুষের এখন আর এবাদতে মন বসে না. শয়তানের অনুসরণ করতেই ভালো লাগে. নাউযুবিল্লাহ.

আপনারা এখন একটু চোখ বন্ধ করে কয়েকটা মানুষের কথা ভাবুন: আবরার, তাব্রিজ, রিফাত, শিশু তুহিন, হলিক্রসের সামনের ওই মা. এদেরকে কি ভয়ংকর ভাবে হত্যা করা হলো!!!

বিশেষ করে তুহিন!!!!!!!!! ভাবতেই গা শিউরে ওঠে....

এই হত্যাকারীদেরকে ইয়াজুজ বললেও তো কম হয়ে যায়...

এম কে আলট্রা & ব্ল্যাক মিরর: (ব্রেন ওয়াশিং প্রজেক্ট)

(MK ultra & Black mirror)

এই দুটো হচ্ছে (CIA) সি আই এ এর মাইন্ড কন্ট্রোল (mind control) প্রজেক্ট. এই প্রজেক্ট দুটোর কাজ হচ্ছে, মানুষের ব্রেন ওয়াশ করা. এরকম আরো অনেক প্রজেক্ট ওদের আছে. এরা বিভিন্ন কার্টুন, মুভি, গান, উপন্যাস, খবর, খেলা ইত্যাদির মাধ্যমে সাবলিমিনাল (গুপ্ত / শয়তানের / দাজ্জালের) বার্তা, আপনার সাবকনশাস (অবচেতন) মনে পৌঁছে দিবে. আর ধীরে ধীরে আপনি আপনার নিজের অজান্তেই দাজ্জালের / শয়তানের অনুগত হয়ে যাবেন. (নাউযুবিল্লাহ). অধিকাংশ মানুষেরই এখন এই অবস্থা. তারা যে কি চাচ্ছে তারা নিজেরাও জানে না. গুপ্ত সংস্থার লোকেরা যা করাচ্ছে সবাই তাই করছে. যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই যাচ্ছে. কোনো নিয়ম কানুন নাই. ওদের ডায়লগ হলো : do what, what you want (তাই করো, যা তোমার মন চায়? / যা ইচ্ছা, তাই করো).

এরা পৃথিবীকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?? কিছু অনুমান করতে পারছেন না?? এরা যে মানুষকে ইয়াজুজ বানাতে চাচ্ছে, তা কি বুঝতে পারছেন না??

আপনি চারদিকে ভালো করে তাকান, মানুষের অবস্থাকে খুব সুক্ষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন, অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখুন. সব বুঝতে পারবেন. ইনশাআল্লাহ.

ফ্রিমেসন লোগো এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য:

আগে লোগো গুলো ভালো করে দেখুন।

নিচে স্কেল, উপরে কম্পাস। মাঝখানে (G)।

এখানে তিনটি বার্তা প্রচার করা হচ্ছে।

১) কম্পাস এবং স্কেল এর মাধ্যমে (যা উপরে, তাই নিচে / as above so below) বুঝানো হয়েছে।

২) জিওমেট্রি / জ্যামিতিক / গাণিতিক/ ইউনিভার্সাল আর্কিটেকচারের পিছনে (জি) এর ভুমিকা আছে।

৩) G (জি): আর এই G দিয়ে বুঝানো হয়েছে God. G=god.

আর এই গড / জি দিয়ে আল্লাহকে বুঝানো হয়না। এটা দিয়ে শয়তান বা দাজ্জালকে ইঙ্গিত করা হয়।

বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন।

What Does The “G” in Freemasonry Mean?
https://masonicfind.com/what-does-the-g-in-freemasonry-mean

এজেন্ডা ২০২১ থেকে এজেন্ডা ২০৩০: (NWO)

আগে ছিল ভিশন ২০২১। এখন হয়েছে ভিশন ২০৩০।

কেন???

২০৩০ এর মধ্যে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (New world order / NWO) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা কাজ করছে।

কিন্তু সেটা ২০২১ এর বদলে ২০৩০ কেন?

আমিও জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে: এটা দাজ্জালের নির্দেশে পিছানো হয়েছে। কারন ওর বান্দারা এখনো ওর আগমনের প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারে নাই।
২০৩০ এর আশেপাশে হয়তো দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। আল্লাহু আলম।

রেড হফার / লাল বাছুর / রেড কাউ:

ইহুদিদের লাল বাছুর ও থার্ড টেম্পলের কথা তো এখন আমরা সবাই কম বেশি জানি। আর এই লাল বাছুরের বার্তা অনেক আগে থেকেই ওরা দিয়ে আসছে রেড কাউ দুধের লোগো ও বিজ্ঞাপনে। । আমরা সবাই এই দুধগুলো কমবেশি কিনেছি। অথচ এই বিষয়ে কিছুই জানতাম না।

এরকম আরো অনেক সিক্রেট বার্তা তারা পন্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করছে।

যেমন: 7 up., Pepsi, coca cola, MacDonald etc etc.

বিশ্ব উন্নত হচ্ছে। পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ।

প্রযুক্তি, যোগাযোগ, অর্থনীতি সহ সব ক্ষেত্রে আমরাও এখন আর পিছিয়ে নেই। ফ্লাইওভার দিয়ে শহর গুলো ভরে গেছে। লম্বা লম্বা সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রত্যেক জেলায় দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ উন্নত হচ্ছে। আরো আসছে মেট্রোরেল। বিমানবন্দর গুলো কে আরো উন্নত করা হচ্ছে।

ভাবতেই অবাক লাগে আমাদের দেশটা এত উন্নত হবে।

আমরা আর গরীব রাষ্ট্রের জনগণ থাকবো না। আমরা আধুনিক হবো।

এমনটাই তো ভেবে বসে আছেন, তাই নাহ?

দেশের স্থলপথ, জলপথ আর আকাশপথ উন্নত হলে তো আমাদের ই লাভ।

এবার আসুন লাভ লোকসান নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আমার আপনার চেয়ে বেশি লাভবান হবে দাজ্জাল। কিভাবে? আপনার বিমানবন্দর যত উন্নত হবে তত দ্রুত দাজ্জাল এবং তার আর্মি আপনার দেশে পৌঁছাতে পারবে। আপনার রাস্তা যত উন্নত হবে তত দ্রুত তার আর্মি আপনার পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। আপনার প্রযুক্তি যত উন্নত হবে তত বেশি সহজ হবে দাজ্জালের জন্য, আপনাকে নজরদারি করার জন্য।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। এই উন্নয়ন আমাদের (মুমিন) জন্য নয়। এটা দাজ্জালের জান্নাত। একটু খেয়াল করুন। দাজ্জালের বাহিনী খোরাসানে কেন ব্যর্থ হয়?? আলহামদুলিল্লাহ, কারন ওটা পাহাড়ি এলাকা, দুর্গম অঞ্চল। উন্নয়ন এর কোনো ছোঁয়া নাই।

আর হাদীস শরীফে আছে, দাজ্জালের ফেতনা থেকে শহরের তুলনায় গ্রাম (অনুন্নত অন্চঞ্চল) গুলো বেশি নিরাপদ থাকবে।
আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার তাওফিক দান করুন।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিউক্লিয়ার বোম ড্রামাঃ

বহুল প্রচলিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হল হিরোশিমা ও নাগাসাকি ট্রাজেডি। কম বেশি সবাই আমরা জানি যে, সেখানে পারমাণবিক বোম ফেলা হয়েছিলো। এবং এতে জাপানের ব্যপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিলো।

আসুন ঘটনাটির সত্যতা কতটুকু, তা নিয়ে কিছুটা পর্যালোচনা করি।

প্রথমে বিভিন্ন আর্টিকেলের বাংলা অনুবাদ গুলো পড়ুন।

বিঃ দ্রঃ অনুবাদগুলো গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে করা হয়েছে। তাই কিছুটা এলোমেলো হয়েছে। তবে বুঝার জন্য সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ। এরপর আবার, আমার পক্ষ থেকে সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে।

অনুবাদ-১

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে ম্যানহাটন প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক পরিচালক জে রবার্ট ওপেনহেইমার

বলেছিলেন, "একটি মূলত পরাজিত শত্রু" -তে বোমাটি ফেলে দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ট্রুমান এবং তার নিকটতম উপদেষ্টা, সেক্রেটারি অফ স্টেট সেক্রেটারি জেমস বাইর্নস বেশ স্পষ্টতই এটি প্রধানত জাপানের দখলে সোভিয়েতদের অংশীদার হতে রোধ করার জন্য ব্যবহার

করেছিলেন। এবং তারা আগস্টে পটসডাম সম্মেলন থেকে বাড়ি ফিরতে তারা নিজেদের মধ্যে

সম্মতি জানালেও জাপানিরা শান্তির সন্ধানের জন্য এটি ব্যবহার করেছিল।

অনুবাদ-২

কেন হিরোশিমাকে "টার্গেট করা হয়েছিল", এবং টোকিও নয়?

সম্ভবত হিরোশিমা সম্পর্কে কেউ শুনেনি এবং সেখান থেকে কেউ কাউকে চিনেনি। হিরোশিমা এবং নাগাসাকির চেয়ে টোকিওতে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে বলে দাবি করা আরও বেশি কঠিন হবে। আসলে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ" এর পূর্ববর্তী বেশিরভাগ বিশ্বের মানচিত্রগুলি এই শহরগুলির মোটেও উল্লেখ করে না।

অনুবাদ-৩

বোমাটি রাশিয়ার উপর কূটনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং শীত যুদ্ধের প্রথমদিকে রাজনীতিতে একটি "মাস্টার কার্ড" প্রমাণিত হয়েছিল।

অনুবাদ-৪

"জাপানি শহরগুলিতে" বিশেষ লিফলেট ফেলে দেওয়া হয়েছিল "বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক করে বলে এনোলা গে প্রদর্শনীতে এ জাতীয় মিথ্যা কথাও বলা হয়েছিল। আসল বিষয়টি হ'ল জাপানের শহরগুলিতে পারমাণবিক বোমার সতর্কতা লিফলেট ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

অনুবাদ-৫

কঠিন সত্যটি হ'ল পারমাণবিক বোমা হামলা অপ্রয়োজনীয় ছিল। এক মিলিয়ন জীবন বাঁচেনি। প্রকৃতপক্ষে, ম্যাকগোরজ বুন্ডি, যিনি প্রথমে এই চিত্রটি জনপ্রিয় করেছিলেন, তিনি স্বীকার করেছিলেন যে 1947 সালে হার্পারের ম্যাগাজিনে রচনায় বোমা হামলার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য তিনি এটিকে পাতলা বাতাস থেকে টেনে এনেছিলেন, তিনি হেনরি এল। সিসটেমনের সেক্রেটারির ভূতলিখন করেছিলেন।

অনুবাদ-৬

পারমাণবিক বোমাগুলি কেবল মিথ্যা এবং খারাপ বিজ্ঞানের প্রচার (propaganda) ছিল । তারা কোন যুদ্ধ 1945 বা শান্তিতে পরে কাজ করেছেন যে কোন প্রমাণ নেই। পারমাণবিক

বোমা আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকান রবার্ট ও লিসেনকো - ট্রফিমের চাচাতো ভাই - তবে এ| আইনস্টাইন সাহায্য করেছিলেন এবং রুজভেল্ট এবং স্টালিন দ্বারা উত্সাহিত করেছিলেন!

অনুবাদ-৭

১৯৪৫ সালের অগস্টে হিরোশিমা এবং নাগাসাকির উপর কোনও পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হয়নি| জাপানের ন্যানোসেকেন্ডে ফ্ল্যাশসে বাষ্প হয়ে যাওয়া এবং পাতলা বাতাসে নিখোঁজ হওয়া বা বেশ কয়েকমাসের পরে ধীরে ধীরে পারমাণবিক বিকিরণের দ্বারা নিহত হওয়ার প্রায় ১০০,০০০ জাপানি সংবাদটি জাপানের বিভিন্ন হাসপাতালে ছিল ফেক নিউজ| এবং প্রচার!

অনুবাদ-৮

1945 সালের জুলাই পর্যন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট পাওয়া যায় নি যে পারমাণবিক বোমা যে কোনও জায়গায় বিকশিত হয়েছিল|

অনুবাদ-৯

জাপানের কোনও আইনি এবং চিকিত্সা সংক্রান্ত রেকর্ড এটি নিশ্চিত করতে পারে না যে পারমাণবিক বোমা হামলার কারণে বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কারণে পরবর্তী মাসগুলিতে ১৯৫৪-6-৯ আগস্টে ১০০,০০০ জাপানি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল| মিথ্যা পূর্ণ বোকা পরমাণু বোমা যাদুঘরগুলি এটির পরামর্শ দেয়| এবং অবশ্যই জাপানে বার্ষিক স্মৃতি অনুষ্ঠানগুলি|

অনুবাদ-১০

পৃথিবীতে কোনও পারমাণবিক বোমা ফেটেনি! পারমাণবিক অস্ত্রগুলি বিশ্বকে ভয় দেখানোর জন্য কেবল বুলিশ! এবং বড় ব্যবসা| এবং খারাপ বিজ্ঞান|

অনুবাদ অংশ শেষ হল।

অনেকগুলো আর্টিকেল পড়ে এবং কিছু ভিডিও দেখে আমি যা বুঝলাম, তা হলঃ

১) ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক বোমা বলে কিছু ছিল না।

২) লিটল বয় ও ফ্যাট ম্যান নামে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে বোমা ফেলা হয়েছিল, তা নিউক্লিয়ার বোমা নয় বরং সাধারণ বোমা ছিল।

৩) মাশরুম ক্লাউডের যে ছবিটি প্রচার করা হয়েছিল, তা ছিল আর্টিফিসিয়াল। বাতাসে এক্সট্রা কেমিকেল দিয়ে সেটা তৈরী করা হয়েছিল। এবং ছবিটিতেও এডিট করা হয়েছিল।

৪) লক্ষ লক্ষ নয়, বরং হাজার খানেক মানুষ মারা গিয়েছিলো।

৫) জাপানের শহরগুলিতে পারমাণবিক বোমার সতর্কতা লিফলেট ফেলে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, আগেই মানুষকে আতংকিত করে দেয়া হয়েছিল।

৬) যুদ্ধে রাশিয়ার অনুপ্রবেশের কারণে জাপান অনেক আগেই আত্মসমর্পণ করেছিল। তবুও আমেরিকা, জাপানের উপর বোমা দুটো ফেলেছিলো, মূলত রাশিয়াকে ভয় লাগানোর জন্য। অর্থাৎ নতুন এক যুদ্ধাস্ত্র (পারমাণবিক বোমা) প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে রাশিয়াকে মানসিক ভাবে দমন করাই ছিল আমেরিকার প্রধান উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত সমস্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, দাজ্জাল বা সিক্রেট সোসাইটি গুলো আমেরিকাকে দুনিয়ার বুকে সুপার পাওয়ার হিসেবে প্রকাশ করানোর জন্যই এই নাটক করেছে। ঠিক ১৯৬৯ সালের মুন ল্যান্ডিংয়ের মতো। অর্থাৎ,আমরা বুঝতে পারলাম, মুন ল্যান্ডিংয়ের মতো ১৯৪৫ সালের এটম বোমের ব্যাপারটাও সাজানো নাটক ছিল। বর্তমানে সিরিয়াকে গিনিপিগ বানিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়া যেমন নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করছে, জাপানের ব্যাপারটাও তাই ছিল। অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে জাপানকে গিনিপিগ (বলির পাঠা) বানানো হয়েছিল।

আর এসব নাটকের পিছনে আরো একটি কারণ হচ্ছে, ব্যবসা। এসব আণবিক / পারমাণবিক বোমা এবং চাদ / মঙ্গোল গ্রহে যাওয়ার কাহিনী শুনিয়ে জনগণের (তথা বিশ্ববাসীর) কাছ থেকে ট্যাক্স, ভ্যাট, ইত্যাদির নামে অনেক টাকা হাতিয়ে নেয়া যায়।

আসল কথা হচ্ছে, অতীতে কোনো পারমাণবিক বোমা ছিল না। ভবিষ্যতে হয়তোবা আসতে পারে। আর বর্তমানে এটার অস্তিত্ব আছে কিনা (যেহেতু, অনেক দেশ দাবি করে, তাদের কাছে

পারমাণবিক বোমা আছে) সেটাও প্রশ্নবিদ্ধ হয় যখন আমরা ইরাক ও আফগানের দিকে তাকাই। অর্থাৎ এটার যদি অস্তিত্ব থাকতো তাহলে দাজ্জাল অবশ্যই তার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিতো খোরাসানে এটা ফালানোর জন্য।

এবার আরো অনেক বেশি জানতে নিচের লিংক গুলো দেখুন।

পারমানবিক বোমার ভ্রান্তি নিয়ে সবচেয়ে যুক্তি সঙ্গত ও বিশাল আর্টিকেল।

Today 27480 days have passed since the first media fake propaganda about the Hiroshima atomic bomb was published by the USA during WW2. (মার্কিন ডাক্লুডাক্লু টু-র সময় হিরোশিমা পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে

প্রথম মিডিয়া ভুয়া প্রচার প্রকাশের আজ 27488 দিন কেটে গেছে**।)**

This is the end of my funny article about the atomic bomb manipulations. **Part 1 is here**. It is my opinion about *fake* atomic bombs and *fake* nuclear weapons, based on personal research and common sense, info of which I have told my *own* children. One wa born in Japan! And I always tell the truth to my *own* children. I hope you like it, learn something and share it. Somebody should te Islamic Republic foreign minister **Mohammad Javad Zarif** about is, so Iran could stop its nonsense about an A-Bomb.

Warning about **pseudoscience**

Have you heard about Trofim **Lyssenko?** He was the inventor of pseudoscience or really bad, fake science around 1930! Stalin loved him. Ever heard about Stalin? He was in charge of the Socialist/Communist Paradise (sic) in the Sovietunion 1924 - 1953.

very competent mass murderer that together with Hitler, an incompetent madman, started WW2 by attacking east Poland and Finland 1939 and the Baltic states 1940 and who US president Roosevelt liked a lot. Stalin could keep east Poland, a part of Finlan and the Baltic states after **WW2**. Ever heard about US president Roosevelt, FDR? He was quite competent and created the *fake* **atomic bomb** under great, military secrecy 1942/5! With a plenty help from friends. FDR had 1942 asked his secretary of war and destruction, **Henry Lewis Stimson**, to secretly build nuclear weapons. FDR died April 1945 and was replaced by Harry Truman. And in July Stimson could inform Truman that two a-bombs were ready to be dropped on Japan August 1945, where the war was still on. USA had just lost plenty soldiers - >100 000 killed and injured - invading small islands like Iwo Jima February and Okinawa little later.

Atomic bombs were and are however just propaganda lies and bad science. There is no evidence that they worked in war 1945 or in peace later. The atomic bombs were invented by an American Robert O Lyssenko - a cousin of Trofim - but assisted by A. Einstei and encouraged by Roosevelt and Stalin!

No atomic bombs ever exploded over Hiroshima and Nagasaki August 1945. News about 100.000's of Japanese being *vaporized* in nanoseconds **FLASH**es and disappearing in thin air or slowly bein killed by nuclear *radiation* during several months afterwards autumn 1945 at various Japanese hospitals were just Fake News and propaganda!

No scientific reports until July 1945 exists that atomic bombs were ever developed anywhere.

……

উপরের সংক্ষেপিত আর্টিকেলটির লিঙ্কঃ

http://heiwaco.com/bomb1.htm

আর্টিকেলটি অবশ্যই পুরোটা পড়তে হবে। কারন এখানে সমস্ত ভ্রান্তিকে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হয়েছে
এছাড়াও নিউক্লিয়ার বোমের গঠনপ্রণালী ও কার্যক্রম সম্পর্কেও

এখানে জানতে পারবেন।

আরও অনেক গুলো লিংক দেয়া হল। যারা পুরো বিষয়ে একদম পরিস্কার ও বিস্তারিত ধারনা পেতে চান,
তারা নিচে দেয়া লিংক গুলতে ঘুরে আসতে পারেন।

Amazon.com

Death Object: Exploding the Nuclear Weapons Hoax

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages-na.ssl-images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51r-

dRqqWdL._SX342_QL70_ML2_.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FDeath-Object-Exploding-Nuclear-Weapons-ebook%2Fdp%2FB071NGKY17&tbnid=iaYO58nuygGFrM&vet=12ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMygAegQIARBF..i&docid=0BQUpa3DqcBvM&w=342&h=443&q=nuclear%20bomb%20hoax&ved=2ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMygAegQIARBF

Heiwa Co

Explanations why a-bombs and h-bombs do not work - 2. 31 August 2020

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fheiwaco.com%2Ffake4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fheiwaco.com%2Fbomb1.htm&tbnid=TXveWFIM6IgopM&vet=12ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMyggegUIARCLAQ..i&docid=4JpK4uHe4T2rmM&w=457&h=333&q=nuclear%20bomb%20hoax&ved=2ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMyggegUIARCLAQ

Pinterest

FLAT EARTH ~ THE ATOMIC BOMB HOAX ... RADIO-ACTIVE HUMANITY! | Nuclear, Nuc

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fe9%2F8b%2F0a%2Fe98b0ad4b794b208cf395309499cef38.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F435371488964772998%2F&tbnid=qV11THw0HV68eM&vet=12ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMygiegUIARCPAQ..i&docid=Z1Q0sfsarV8EoM&w=1280&h=720&itg=1&q=nuclear%20bomb%20hoax&ved=2ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMygiegUIARCPAQ

YouTube

Coniuratio # 4 - Atomic bomb footage is fake, hoax of nuclear proportions, 100 % pro

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fhs_zOJjWUHU%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhs_zOJjWUHU&tbnid=gJ3yaCaJd4Ai_M&vet=12ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMygjegUIARCRAQ..i&docid=teq0cdn8PkPnJM&w=1280&h=720&q=nuclear%20bomb%20

hoax&ved=2ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMygjegUIARCRAQ

Time Magazine

Lies About Nuclear Weapons Changed the Way We Think | Time

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fapi.time.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fmushroom-cloud.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftime.com%2F5285811%2Fnuclear-history-excerpt%2F&tbnid=06d0Q-Aaqyzt0M&vet=12ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMygwegUIARCsAQ..i&docid=wdVmGY43y5vjYM&w=2405&h=1572&q=nuclear%20bomb%20hoax&ved=2ahUKEwiHuZL6-d3sAhWTDysKHZ5cD30QMygwegUIARCsAQ

The Hiroshima Mushroom Cloud That Wasn't

https://www.nytimes.com/2016/05/24/science/hiroshima-atomic-bomb-mushroom-cloud.html

The lies of Hiroshima are the lies of today

http://johnpilger.com/articles/the-lies-of-hiroshima-are-the-lies-of-today

The Greatest Hoax In American History: Japan's Alleged Willingness to Surrender During the Final Months of World War II

https://historynewsnetwork.org/article/52502

আনবিক বোমের ব্যাপারে ২৫ টি প্রশ্ন উত্তরঃ

- **1. Is there any evidence that a thermonuclear device exploded over Hiroshima in 1945?**
  No, absolutely none. According to leading historians and physicists, the thermonuclear bomb was not invented until years after the supposed detonation over Japanese territory.
- **2. Is there any evidence that a uranium-based "atom bomb" was ever dropped onto Nagasaki, Japan?**
  Absolutely not. While many historians and journalists made this claim in the late 40's and early 50's, everyone now agrees that no such bomb ever exploded over Nagasaki. Yet there are some who still stubbornly cling to this supposed "fact."

লিঙ্কঃ

https://stuff.mit.edu/people/dpolicar/writing/netsam/revisionist_history.html

Five myths about the atomic bomb

https://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-the-atomic-bomb/2015/07/31/32dbc15c-3620-11e5-b673-1df005a0fb28_story.html

Nuclear myths – then and now

https://www.lowellsun.com/2020/08/09/nuclear-myths-then-and-now/

video

https://www.youtube.com/watch?v=hs_zOJjWUHU

Vedio

https://www.youtube.com/playlist?list=PLznScaQ3uUA084LZXrNiDsMDCdQfJ_BQd

Marvin Minsky - Thinking the Hiroshima bomb was a hoax
https://www.youtube.com/watch?v=zKzjf4o6xpU

আমেরিকান ডিফেন্সের লোগোতে প্রযুক্তি ধ্বংসের ইঙ্গিত:

কাফেররা একই সাথে কালোজাদুর চর্চা ও শয়তানের পূজা করে জীন শয়তানদের মাধ্যমে মিথ্যা মিশ্রিত কিছু ভবিষ্যত বাণী পেয়ে থাকে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওরাও কোরআন ও হাদিস থেকেই তথ্য গ্রহণ করে। আমাদেরকে যদিও সত্য জানতে দেয়না। কিন্তু ওরা ঠিকই সেই অনুযায়ী ভবিষ্যত পরিকল্পনা করে। এবং নিজেদের মধ্যে মুভি, গান, উপন্যাস, কার্টুন, বিভিন্ন লোগো ও সাইন সিম্বলের দ্বারা সেই তথ্যগুলো আদান প্রদান করে।

এমনি একটি লোগো হচ্ছে: মার্কিন ডিফেন্স লোগো। এটা ওদের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থায় ব্যবহার করে। একেক ডিপার্টমেন্টে একেকরকম ভাবে। এবার লোগোটিতে খেয়াল করুন। ঈগলের পায়ে তীর।

কাফেরদের প্রত্যেকটা লোগোর ভিতরেই গোপন বার্তা থাকে। এটাও তার ব্যাতিক্রম নয়। অত্যাধুনিক আমেরিকার ডিফেন্স বাহিনীর লোগোতে তীর বহনকারী ঈগল?? এমনি এমনি নিশ্চই দেয়নি? এবার নিচের হাদীসটি খুব ভালো করে পড়ুন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, 'এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যখন উত্তরাধিকারও বন্টিত হবে না, গনিমতের জন্য আনন্দও করা হবে না'। এরপর তিনি সিরিয়ায় দিকে আঙ্গুল তুলে এর ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। বললেন, 'সিরিয়ার ইসলামপন্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ইসলামপন্থীরাও তাদের মোকাবেলায় প্রস্তুত হয়ে যাবে'।
বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রোমানদের (খ্রিস্টানদের) কথা বলতে চাচ্ছেন? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, সেই যুদ্ধটি হবে ঘোরতর। মুসলমানরা জীবনের বাজি লাগাবে। তারা প্রত্যয় নিবে, বিজয় অর্জন না করে ফিরব না। উভয়পক্ষ লড়াই করবে। এমনকি যখন রাত উভয়ের মাঝে আড়াল তৈরি করবে, তখন উভয়পক্ষ আপন আপন শিবিরে ফিরে যাবে। কোন পক্ষই জয়ী হবে না। এভাবে একদল আত্মঘাতী জানবাজ শেষ হয়ে যাবে।
তারপর আরেকদল মুসলমান মৃত্যুর শপথ নিবে যে, হয় বিজয় অর্জন করব, নয়ত জীবন দিয়ে দিব। উভয়পক্ষ যুদ্ধ করবে।

রাত তাদের মাঝে আড়াল তৈরি করলে চূড়ান্ত কোন ফলাফল ছাড়াই উভয়পক্ষ আপন আপন শিবিরে ফিরে যাবে।

এভাবে মুজাহিদদের এই জানবাজ দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে।
তারপর আরেকদল মুসলমান শপথ নিবে। হয় জয় ছিনিয়ে আনব, নতুবা জীবন দিয়ে দিব। তারা যুদ্ধ করবে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। রাত নেমে এলে উভয়পক্ষই উভয়পক্ষই জয় না নিয়ে শিবিরে ফিরে যাবে।

এই জানবাজ দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে।
চতুর্থ দিন অবশিষ্ট মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য শত্রুর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যাবে। এবার আল্লাহ শত্রুপক্ষের জন্য পরাজয় অবধারিত করবেন। মুসলমানরা ঘোরতর যুদ্ধ করবে — এমন যুদ্ধ, যা

অতীতে কখনও দেখা যায়নি। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে, মৃতদের পাশ দিয়ে পাখিরা উড়বার চেষ্টা করবে; কিন্তু মরদেহগুলো এত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে কিংবা লাশগুলো এত দুর্গন্ধ হয়ে যাবে যে, পাখিগুলো মরে মরে পড়ে যাবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের পরিজন তাদের গণনা করবে। কিন্তু শতকরা একজন ব্যতীত কাউকে জীবিত পাবে না। এমতাবস্থায় গনিমত বন্টনে কোন আনন্দ থাকবে কি? এমতাবস্থায় উত্তরাধিকার বন্টনের কোন সার্থকতা থাকবে কি? পরিস্থিতি যখন এই দাঁড়াবে, ঠিক তখন মানুষ আরও একটি যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে, যা হবে এটির চেয়েও ভয়াবহ। কে একজন চিৎকার করে করে সংবাদ ছড়িয়ে দেবে যে, দাজ্জাল এসে পড়েছে এবং তোমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে তোমাদের পরিবার পরিজনকে ফেতনায় নিপাতিত করার চেষ্টা করছে। শুনে মুসলমানরা হাতের জিনিসপত্র সব ফেলে দিয়ে ছুটে যাবে। দাজ্জাল আগমনের সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তারা আগে দশজন অশ্বারোহী প্রেরণ করবে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এই দশজন ব্যক্তির নাম, তাদের পিতার নাম, তাদের ঘোড়াগুলোর কোনটির কি রং সব জানি। সে যুগে ভূপৃষ্ঠে যত অশ্বারোহী সৈনিক থাকবে, তারা হবে শ্রেষ্ঠ সৈনিক"। (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২২৩; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫২৩; মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৫৯)

এই হাদিসে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুধু দিনে লড়া হবে। রাতে কোন যুদ্ধ হবে না। তার অর্থ কি এই যে, এই সব যুদ্ধ পুরানো রীতিতে শুধু তীর আর তরবারি দ্বারা লড়া হবে? রাতে যুদ্ধ না হওয়ার কারণ এছাড়া আর কি হতে পারে?

কারণ আজকের এই আধুনিক যুগে রাতে যুদ্ধ করা কোনো সমস্যা না। এবং তা হচ্ছেও। তাহলে এই হাদিস থেকে তো ওমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ তীর ও তরবারির সম্মুখ যুদ্ধ। আর মার্কিন ডিফেন্সের লোগোতেও একই ইঙ্গিত। আর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের মুখেও আমি এ কথা শুনেছি। এছাড়াও আরো অনেকেই মনে করেন ঈমাম মাহদী ও দাজ্জালের সময়কার যুদ্ধ গুলো প্রাচীন পদ্ধতিতেই হবে। অর্থাৎ আধুনিক অস্ত্রগুলো কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহু আলম।

আবার এমনটা নাও হতে পারে। কারণ দাজ্জালের কর্মকান্ডের অনেক কিছুই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত এক দুনিয়াকেই উপস্থাপন করে। সে সময় অপবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে বলেই গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহু আলম।

((তবে আসল কথা হল, যুদ্ধ তরবারি দ্বারাই হবে এই মর্মে নিজের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করা এবং এই মর্মে হাদিস বর্ণনা করা ঠিক নয়। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তীর তরবারি দ্বারাই যুদ্ধ হতো। এমতাবস্থায় তিনি যদি এমন কোন সরঞ্জামের কথা উল্লেখ করতেন, যা সে সময় বোঝা সম্ভব ছিল না, তাহলে মানুষের মস্তিস্ক প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে সরে যেত এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেটি বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষ সেটি যথাযথভাবে বুঝতে ব্যর্থ হতো।

আবার এমনও হতে পারে, জুন্দুল্লাহরা একের পর এক আরবের তেলকুপগুলো ধ্বংস করে প্রযুক্তির ব্যবহারকে কঠিন করে তুলবে। যেখানে উভয়পক্ষ বাহন হিসাবে ঘোড়া ব্যবহারে বাধ্য হবে। বর্তমান পশ্চিমা মিডিয়া ইউটিউবের মাধ্যমে জুন্দুল্লাহদের ক্যাম্পের ট্রেনিং এর যে সব ভিডিও প্রকাশ করেছে, অনেক জায়গাতে ঘোড়ায় চড়ার ট্রেনিং দিতে দেখা গেছে।

মূল কথা, নিশ্চিতভাবে কিছু বলা ঠিক হবে না।))©)

উপরোক্ত আলোচনায় ঈমাম মাহদী ও দাজ্জালের সময়কালকে সামনে রেখে মার্কিন লোগো এবং ঈমাম মাহদীর হাদিসের বিষয়টা মিলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময়ের যুদ্ধটা তীর ধনুক দিয়ে হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

এখানে নাহয় আমরা অনিশ্চিত। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারে এই লোগোর ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হওয়া যায়।

ইয়াজুজ- মাজুজ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। তবে হাদিস শরিফ থেকে তাদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানা যায়, যদিও তাদের নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদের বর্ণনা মতে, পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ার পর ইয়াজুজ- মাজুজ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করবে। ইয়াজুজ- মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাসসংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে : আমরা পৃথিবীর সব অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদের খতম করার পালা। ***সে অনুযায়ী তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের***

কাছে ফিরে আসবো এটা দেখে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে আকাশের অধিবাসীরাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। (মা' আরেফুল কোরআন)

হাদিস - ১৬৩১

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চই রাসূল সা. বলেছেন যে, নিশ্চই ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে। তাদের প্রথমজন তাবরিয়ার জলাশয় দিয়ে বের হবে। অতপর তারা তা পান করে ফেলবে। অতপর তাদের শেষজন সেখানে আসবে আর তারা বলবে, কেমন যেন এখানে একবার পানি ছিল। যখন তারা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তখন তারা বলবে আমরা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়েছি, সুতরাং আসো আমরা আসমানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করি। তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? রাসূল সা. উত্তরে বললেন, তারা দূর্গ বানাবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করবেন যাকে আনান বলা হয়। আর এরুপ নামই আল্লাহ তা'আলার নিকটে। ***অতপর তারা (উক্ত মেঘ লক্ষ করে) তীর নিক্ষেপ করবে। আর তাদের তীরগুলো রক্তমিশ্রীত অবস্থায় নিচে পড়বে।*** অতপর তারা বলবে, আমরা আল্লাহ কে হত্যা করেছি। অথচ আল্লাহ তা'আলাই তাদের হত্যাকারী। অতপর তারা যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চান জীবন যাপন করবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা মেঘের কাছে অহী পাঠাবেন ফলে মেঘ তাদের উপর উটের নাকের কীটের মতো একপ্রকার কীট বর্ষণ করবে। উক্ত কীটগুলো বের হয়ে তাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে ধরবে এবং তাকে হত্যা করে দিবে। তাদের এঅবস্থা যখন হবে তখন মুসলমানদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলবে, আমার জন্য দরজাটা খুলে দাও, আমি বের হয়ে আল্লাহ শত্রুরা কি করেছে তা দেখবো। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতপর সে বের হয়ে তাদের নিকটে এসে তাদেরকে মৃত দাড়ানো অবস্থায় পাবে। তারা একে অপরের উপরে থাকবে। অতপর সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে এবং তার সাথীদের ডেকে বলবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি প্রেরণ করে তাদের হতে পৃথিবী ধৌত করবেন। তিনি বলেন, ***অতপর মুসলমানগণ তাদের তীর ধনুক দিয়ে এত এত বছর আগুণ জ্বালাবে।*** আর মুসলমানদের জন্তু তাদের মৃতদেহ হতে খাবে। এবং তাদের উপর মোটা তাজা হবে।[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩১]

অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম, যদি বিষয়টা (লোগো) দাজ্জালের সময়ের নাও হয়। তবুও ইয়াজুজ মাজুজের তিরকেই নির্দেশ করে। আর তাছাড়া অসংখ্য মুভি ও কার্টুনে তারা তীর ধনুক দিয়ে যুদ্ধকে হাইলাইট করছে। আল্লাহু আলম।

(অধ্যায় - ২) সামাজিক অবক্ষয়।

টম & জেরি দিয়ে বাচ্চাদেরকে মদ, প্রেম, আত্মহত্যায় উৎসাহ প্রদান:

জনপ্রিয় কার্টুন টম & জেরি দিয়ে বাচ্চাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে অনেক আগে থেকেই। এর আগে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম সেখানে দেখানো হয়েছে কিভাবে শয়তানকে সিজদা দেয়া প্রমোট করা হয়েছে।

((জনপ্রিয় কার্টুন টম এন্ড জেরি (দাজ্জাল / শয়তান কে সিজদা):

https://www.facebook.com/RoooHnRooH/posts/2700402516951251))

বেশিরভাগ মানুষ টম & জেরিকে জাস্ট ফানি একটা কার্টুন হিসেবেই জানে। তাই এটার প্রতি অতো গুরুত্ব দেয়না। অথচ এই পর্বটায় (blue cat blues) মদ, প্রেম, অশ্লীলতা ও আত্মহত্যায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

গল্পটার সার সংক্ষেপ এমন : টম একটা মেয়ে বিড়ালের প্রেমে পরে। ওকে পাওয়ার জন্য টম সব করে। কিন্তু একটা ধনি বিড়াল মেয়েটাকে আসক্ত করে ফেলে। টম মেয়েটাকে পাওয়ার জন্য নিজের অঙ্গ বিক্রি করা সহ ২০ বছরের দাসত্বের একটা চুক্তি করে। এতো কিছুর পরেও টম যখন ব্যর্থ হয়, তখন সে মদ (দুধের মতো দেখিয়েছে) খাওয়া শুরু করে। সর্বশেষে টম রেললাইনে আত্মহত্যা করতে যায়।

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mEDUVwrcW30

এখন কথা হলো বাচ্চাদের একটা ফানি কার্টুনে এসব দেখানোর মানে কি? মানে তো খুব সহজ। বাচ্চাদের পরিচ্ছন্ন ও অবচেতন মনের ভিতরে এই জিনিস গুলো ঢুকিয়ে দিয়ে শয়তান ও দাজ্জালের অনুগামী একটা প্রজন্ম তৈরী করা। শুধু যে টম **&** জেরি , তা নয়। সব

কার্টুনেই বাচ্চাদের মাইন্ড কন্ট্রোল করা হচ্ছে। সুতরাং আমাদের আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে এসব কার্টুন থেকে বাচ্চাদেরকে বিরত রাখতে হবে।

এক্ষেত্রে তাদেরকে কিতাব পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। রাতে ঘুমানোর সময় ইসলামিক গল্প শুনান। আর যদি কার্টুন দেখা থেকে কোনোভাবেই বিরত রাখতে না পারেন তাহলে ইসলামিক **(**কার্টুন**)** ঘটনা দেখতে দিতে পারেন।

আমি কয়েকটা চ্যানেলের লিংক দিচ্ছি এগুলো দেখাতে পারেন।

https://www.youtube.com/c/IQRACARTOONBANGLA/videos

https://www.youtube.com/c/BanglaIslamicKidsVideos/videos

https://www.youtube.com/c/IslamicKidsVideos/videos

এছাড়া আপনারাও ভালো ভালো ইসলামিক চ্যানেলগুলো খুঁজে বের করে সেখান থেকে দেখতে দিতে পারেন।

দ্বীনদারদের সেলফি রোগ এবং নেয়ামতের অপপ্রচার:

সাধারণ মানুষের নাহয় দ্বীনের বুঝ না থাকায় প্রতিদিন খাবারের ছবি আপলোড দেয়। কিন্তু সম্মানিত ওরাসাতুল আম্বিয়াগনও যদি একই কাজ করে, তাহলে কিভাবে হবে? যেখানে আল্লাহর রাসূল দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছেন, সেখানে উনার দ্বীনের ধারকবাহকগণ ফাস্টফুডে গিয়ে খাচ্ছেন (খাওয়াটা দোষের কিছু নয়) আবার সেই ছবি ফেসবুকে আপলোড দিয়ে অন্যকে দেখাচ্ছেন। অথচ মুসলিম বিশ্বের শিশুরা না খেয়ে আছে।

আপনাকে (যেকোনো দ্বীনদার মানুষ) আল্লাহ ইদানিং অনেক নেয়ামত দিয়েছেন। আপনি প্রতি মাসে বিমানে উঠেন, প্রতি সপ্তাহে হেলিকপ্টারে উঠেন, প্রতিদিন প্রাইভেট কার দিয়ে বাজার করতে যান, দামি দামি রেস্টুরেন্টে প্রতি বেলায় খাচ্ছেন, ভালো ভালো জায়গায় ঘুরতে

যাচ্ছেন, আরো কত কিছু যে করছেন, তার তো হিসেব নেই। ভালো কথা, আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন, আপনি প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সেটার একটা মাত্রা তো থাকা উচিত। আপনি এগুলো (আপনার বিলাসী জীবনের ছবি) ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছেন, আপনার কি এ কথা খেয়াল নেই, যে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের এসব করার সামর্থ নেই। তারা এসব দেখে অবশ্যই মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে। যেহেতু আপনি একজন দ্বীনদার মানুষ, সুতরাং এটা আপনার খেয়াল রাখা উচিত। এটাও কিন্তু একটা সুন্নাহ। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন।

মাদ্রাসার বাচ্চাদেরকে স্যাটানিক সাইন সিম্বলের ব্যাপারে সতর্ক করুন:

একটা ছবিতে একটা বাচ্চা ছাড়া বাকি সবার বয়স ১০ এর নিচে বলেই মনে হচ্ছে। এরা সবাই একটি কওমী মাদ্রাসার ছাত্র। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করছে। কিন্তু কিভাবে করছে? সবাই "ভি" (V) চিহ্নটি দেখাচ্ছে। এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ সবাই এটাকে ভিক্টরি (বিজয়) সিম্বল হিসেবে জানে। অথচ এটা হচ্ছে শয়তানের শিঙের প্রতীক। ওরা তো দূরের কথা মাদ্রাসার ওস্তাদরাই তো এটা জানেনা। সুতরাং তাদের দ্বারা এই ভুল হতেই পারে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো বড় ছেলেটার অঙ্গ ভঙ্গি।

এই ছেলেটা যে পজিশন নিয়েছে, এটা তো শয়তানের পূজারী rap গায়করা নিয়ে থাকে। এটা মূলত অভিশাপের সাইন। এটাকে বলা হয় "এল ডিয়াব্লো"। একদম ডান পাশের বাচ্চাটাও একই প্রতীক দেখাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে: এরা, এটা কোথা থেকে শিখলো? এরাতো আর সিক্রেট সোসাইটির সদস্য নয়।

এরা, এগুলো আমাদেরই দূষিত সমাজ থেকে শিখেছে। আর এটাকে বলে সাবলিমিনাল মেসেজ। বাচ্চাদের নিষ্পাপ অবচেতন মনে এই জিনিসগুলো ঢুকে পড়েছে। মাদ্রাসার দায়িত্বশীলরা এসব ব্যাপারে জানেনা বলে আজ এই বাচ্চাগুলোকে সতর্ক করার কেউ নেই। আমি কোনো মাদ্রাসায় গেলেই এসব ব্যাপারে আলোচনা করি। ৭/৮ বছর আগে একটা মাদ্রাসার এডমিনের দায়িত্বে ছিলাম, তখন সব বাচ্চাকে সতর্ক করেছিলাম। এখনো করি। কারন এগুলোর কারনে শয়তান খুশি হয়। তাই মাদ্রাসার মুহতামিম ও দায়িত্বশীলদের প্রতি আহব্বান: এসব ব্যাপারে আমাদের সবার সতর্ক হওয়া উচিত। বাচ্চাদেরকেও এসব থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা উচিত।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত নোংরা, দুর্ঘন্ধময় আর দাজ্জালীয় সিস্টেমে পরিপূর্ণ। যেহেতু এই বাচ্চাগুলো আমাদের আগামী দিনের রাহবার (পথপ্রদর্শক), সুতরাং এদেরকে সঠিক ভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই। সুতরাং, বাচ্চাদেরকে স্যাটানিক সাইন সিম্বলের ব্যাপারে সতর্ক করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এইসব সাইন সিম্বলের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কিছু শুনলে যাচাই করে নিন: (কারণ এটা নব্য ক্রুসেড)

ইদানিং বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অনেক আজে বাজে কথা শুনা যায়. এগুলো যাচাই বাছাই করা ছাড়া মেনে নেয়া এবং প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে. বিশেষ করে টিভি বা পত্রিকায় কোনো খবর দেখলেই সাথে সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন. কোনো ফাসেকের কাছ থেকে খবর আসলে তা যাচাই করা ছাড়া মেনে নিতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ তায়ালা. আর টিভি এবং পত্রিকা যে ফাসেক তাতে তো কোনো সন্দেহ নাই. এবার আমরা একটু অতীতে ফিরে যাবো. সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (র:) এর যুগে.

ক্রুসেড চলছে.....

খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সাথে কোনো ভাবেই পেরে উঠছে না. তারা অনেকগুলো নতুন পরিকল্পনা হাতে নিলো. তার মধ্যে একটি ছিল নারী ও মদ. আরেকটি ছিল শিশু অপহরণ.

খ্রিস্টানরা মুসলিম শিশুদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যায়. তারা এই শিশুদেরকে কুরআন হাদিসের পূর্ণ জ্ঞান সহ যুবক অবস্থায় আবার মুসলিম তাঁবুতে পাঠিয়ে দিতো. কিন্তু তারা (ওই অপহৃত শিশুরা) মূলত খ্রিস্টানদের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করতো. তারা সুকৌশলে ইমাম, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরের বেশে ভুল বয়ান করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও গোমরাহ করতো. আরো অনেক অপকর্মও করতো. ঠিক একই ভাবে বর্তমানেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, মুভ ফাউন্ডেশন ও রান্ড কর্পোরেশনের মাধ্যমে. দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গুলো তে তারা ঢুকে পড়েছে. তারাই বিভিন্ন অপকর্ম করছে. আর বদনাম হচ্ছে ঢালাও ভাবে সব হুজুরদের. আপনারা নিশ্চই জেনেছেন এই পর্যন্ত অনেকগুলো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে অমুসলিম ছাত্র ও ওস্তাদ পাওয়া গেছে. সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কেমন ষড়যন্ত্র চলছে.....

নিচে এই সংক্রান্ত একটি সংগৃহিত আর্টিকেল দেয়া হলো:

((ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী। ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খ্রিষ্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্তের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র।))

ধর্মঘট, অনশন, হরতাল, অবরোধ এবং একটি পর্যালোচনা :

ধর্মঘট, অনশন, হরতাল, অবরোধ সহ ইত্যাদি কর্মকান্ড গুলো মানুষ কেন করে?? দাবি আদায়ের জন্য, তাই না? কিসের দাবি?? রিজিক বৃদ্ধির দাবি. তারা মনে করে তাদের প্রাপ্য

রিজিক থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে. তাই তারা তাদের হক আদায়ের জন্য আন্দোলন করে. কিন্তু এই আন্দোলন করতে গিয়ে তারা কি করে?? নিজের রিজিকের মাধ্যমকে নিজ হাতেই ধ্বংস করে দেয়. অর্থাৎ ফ্যাক্টরি, যানবাহন ইত্যাদি. যা দিয়ে সে এতদিন রিজিক কামিয়েছে, তা নষ্ট করতে তার একটুও মায়া হয় না. এখন, এখান থেকে আমরা একটা শিক্ষা নিবো. বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের রিজিক একটু কম হলে, সবর তো করেই না উল্টা হিংস্র ও বর্বর হয়ে উঠে. রিজিক পাওয়ার জন্য সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে.

এবার আসুন আমরা একটু সামনে এগিয়ে যাই. ২০৩৫/২০৪০ এ. আপনি এই সময়ের (মহাযুদ্ধের আগে পরে) কথা জানতেন. তাই সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন. কিছু খাবার জমিয়ে রেখেছিলেন. কিন্তু আপনার প্রতিবেশীরা সে ব্যাপারে ছিল গাফেল. তারা কোনো প্রস্তুতি নেয় নি. কোথাও কোনো খাবার নেই, পানি নেই, শুধু আপনার ঘরে অল্প কিছু খাবার আর পানি আছে. আর এই খবর তাদের কাছে পৌঁছে গেছে. চোখ বন্ধ করে তাদের কথা ভাবুন তো, তাদের আচরণ কেমন হবে??? তারা কিভাবে আপনার দিকে ছুটে আসবে, আন্দাজ করতে পারছেন??

এবার আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করি...

কিছুদিন আগে আমার কর্মক্ষেত্রে পানির অভাব দেখা দেয়. জমানো পানি গুলোও শেষ হয়ে যায়. সবাই ভেবেছিলো সমস্যা নাই, ঠিক হয়ে যাবে. কেউ কোনো প্রস্তুতি নেয় নি. আমি তো বুঝতে পারছিলাম এরকম শাস্তি তো আমাদেরকে মাঝে মাঝে পেতেই হবে. কারণ আমরা প্রচুর পানি অপচয় করি. তাই আমি বাসা থেকে কয়েক বোতল পানি সাথে করে নিয়ে যাই, যাতে সামনের কয়েকদিন চলতে পারি. ওখানে যখন খাওয়ার জন্যও কোনো পানি রইলো না, এবার সবাই আমার কাছে পানি চাওয়া শুরু করলো. তাদেরকে দিলে আমি নিজেও বিপদে পরে যাবো. আবার না দিয়েও উপায় নাই. মানবতার খাতিরে দিতেই হলো, এবং আমি নিজেও সংকটে পরে গেলাম. এটা খুব বড়ো কোনো ঘটনা নয়, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতের জন্য অনেক কিছু শিক্ষা নেয়ার আছে. আমি বিষয়টা নিয়ে যখন খুব গভীর ভাবে ভাবলাম, এবং মালহামার আগে পরের কথা চিন্তা করলাম, তখন ভয়ে গা শিউরে উঠলো.

বর্তমানে মানুষ যেভাবে ঈমান ও আমল থেকে দূরে সরে গিয়ে বর্বর আর হিংস্র হয়ে যাচ্ছে?? নীতি নৈতিকতা, মানবতা, অনুভূতি ও মনুষত্ব হীন হয়ে যাচ্ছে. আগামী ১০/১৫ বছর পর কি অবস্থা হবে?? ভাবতে পারেন কিছু?? কিভাবে ঠেকাবেন এই কোটি কোটি মানুষগুলোকে.????

বি: দ্রঃ বর্তমানে মানব সভভতার এই অধপতনের জন্য মানুষ নিজেও যেমনি দায়ী, তেমনি সিক্রেট সোসাইটির লোকেরাও দায়ী. তারা মানুষকে নিজেদের মতো শয়তানের পূজারী বানাতে চায়. দেখতে মানুষের মতো সিক্রেট সোসাইটির এই প্রাণী গুলোর কর্মকান্ড, আকিদা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অরিজিন ও ইতিহাস সম্পর্কে জানলে আপনি বলতে বাধ্য হবেন, এরা কোনো ভাবেই মানুষ হতে পারে না. মানুষরূপী অন্য কিছু. এরা শয়তানের সাথে স্বেচ্ছায় জাহান্নামে যেতে রাজি. এবং এটা নিয়ে তারা গর্বও করে.

<u>চারদিকে জারজ সন্তান!!!(জিনের বাচ্চা):</u>

কীহ?? টাইটেল দেখে অবাক হয়ে গেলেন???
এটাই সত্য। ইসলামের হুকুম আহকাম ও মাছায়েল সঠিক ভাবে জানা না থাকায় অসংখ্য মানুষ অনেক ভুল করছেন। অনেকে বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। অনেকে ঈমান হারাচ্ছে। বিবাহিত অনেকের ভুল কথার কারণে, নিজেদের অজান্তেই তালাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা তা টেরও পায়নি। ফলে তারা (স্বামী স্ত্রী) জেনায় লিপ্ত হচ্ছে। আর জারজ সন্তান জন্ম দিচ্ছে। এটা জটিল মাছালার ব্যাপার। কেউ অস্থির হয়ে পরবেন না। আলেমদের কাছে থেকে ভাল করে মাছালা জেনে নিন।

(((" যে সব কারণে নিজের অজান্তেই স্ত্রী তালাক হয়ে যায়"
****
আল জামিয়া ইসলামিয়া ইসলামপুর নরসিংদী
মাসআলাঃ কেউ তার স্ত্রীকে ঠাট্টা করে তালাক দিলে তা পতিত হয়ে যাবে।-তিরমিজী শরীফ হাদীস নং-১১৮৪।

মাসআলাঃ কেউ তালাকের মিথ্যা স্বীকারোক্তি করলে তা পতিত হয়ে যায়। অর্থাৎ পূর্বে তালাক না দিয়েও কেউ যদি তালাক দিয়েছে বলে থাকে তা পতিত হয়ে যাবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/২৩৮।

মাসআলাঃ রাগান্বিত অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মদ্যপ অবস্থায় মাতাল হয়ে তালাক দিলে তা পতিত হয়। - ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৫৩, আল মুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৮, আদ্দুররুল মুখতার/২৩৫,২৪১,২৪৪।

মাসআলাঃ কেউ তার স্ত্রীকে বলল "আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি" এর দ্বারা তালাক হয়ে যাবে। চাই তার তালাকের নিয়ত থাক বা না থাক। -রদ্দুল মুহতার ৩/২৯৯, আলমগিরী ১/৩৭৯।

.....

চাইলে বিস্তারিত দেখতে পারেন।

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/167192053304066 9/POSTS/2363585937207455/))))

সব মুরুব্বিরা বলেন: আগেকার বাচ্চাকাচ্চা এত দুষ্ট আর উগ্র ছিল না। অথচ এখনকার বাচ্চাকাচ্চা অনেক দুষ্ট এবং উগ্র।
এটাই হচ্ছে কারন। (জারজ)

আর সাথে চিপ্স, চকলেট, আইস্ক্রিম, ড্রিংক, টিকা তো আছেই।

এছাড়া স্বামী স্ত্রির বিশেষ মুহূর্তে পর্দা না করায় এবং নির্দিষ্ট দুয়া না পড়ার কারনে তাদের সাথে জিন এবং শায়তান শরীক হয়। ফলে তাদের শিশুর মধ্যে শয়তানের অংশ থাকে। এটাও বাচ্চাদের উগ্রতার একটা কারন। আবার শারিরিক প্রতিবন্ধী হওয়ার পিছনেও এটা একটা অন্নতম কারন। এক্ষেত্রে আমরা এসব বাচ্চাকে জিনের বাচ্চা বললে অতুক্তি হবে না।
সুতরাং ইস্লামের সব হুকুম আহকাম এবং দুয়া কালাম ভাল করে শিখে নিন।
জারজ ও জিনের বাচ্চা হওয়া থেকে সমাজকে বাচান।

স্ত্রী-সহবাসের আগে এই দোআ পাঠ করতে হয়-

আরবি দোআ «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا».

বাংলা উচ্চারণ বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ্-শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ্-শাইত্বানা মা রযাকতানা।

বাংলা অর্থ আল্লাহ্‌র নামে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে আপনি যে সন্তান দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন।

[বুখারী ৬/১৪১, নং ১৪১; মুসলিম ২/১০২৮, নং ১৪৩৪।]

স্বামী-স্ত্রীর যে বিষয়গুলো মনে রাখা জরুরি

শয়তান যৌনতাকে ভালোবাসে। লজ্জাস্থান দেখতেও ভালোবাসে। কেননা শয়তান এ যৌনতায় নিজেকে জড়িয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় সেখানে উপস্থিত হয়।

যখনই কোনো মানুষ মিলনের সময় প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো এ দোয়া পড়ে, তখন সেখানে শয়তান থাকতে পারে না। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয় নিরাপদ ও শয়তানের প্রভাবমুক্ত।

আর এ দোয়া না পড়ে স্বামী-স্ত্রী মিলন করলে শয়তান সে মিলনে অংশগ্রহণ করে এবং স্বামী-স্ত্রীর মনে খারাপ সংকল্প তৈরি করে। যা দাম্পত্য জীবনে কলহ বয়ে আনে। আর সে মিলনে যদি কোনো সন্তান জন্ম নেয়, সে সন্তানও শয়তানের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা করে তখন উক্ত দোয়া পড়ে যেন মিলিত হয়। এ মিলনের ফলে যদি তাদের কোনো সন্তান আসে, শয়তান সে সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।’ (বুখারি, মুসলিম ও মিশকাত)।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের আগে দোয়া পড়া কিংবা তা জেনে নেয়া কোনো লজ্জার বিষয় নয়, বরং সুন্দর পরিবার গঠন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য এটা একটা উত্তম পরিকল্পনাও বটে।

কারণ যারা সহবাসে লিপ্ত হয় তারা এ কথা নিশ্চিতভাবে জানে না যে, কোন মিলনে সন্তান জন্ম নেবে। তাই প্রত্যেক মিলনের আগেই স্বামী-স্ত্রী এ দোয়া পড়ে নেবে। এ কারণেই হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

যে ব্যক্তি সহবাসের ইচ্ছা করে তার নিয়ত যেন এমন হয় যে, আমি ব্যভিচার থেকে দূরে থাকবো। আমার মন এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াবে না আর জন্ম নেবে নেককার ও

সৎ সন্তান। এই নিয়তে স্বামী-স্ত্রী মিলনে লিপ্ত হলে, তাতে সাওয়াব তো হবেই বরং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেক উদ্দেশ্যও পূরণ হয়।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সব বিবাহিত দম্পতিকে মিলনের আগে প্রিয়নবির শেখানো দোয়া পড়ার মাধ্যমে শয়তানের যাবতীয় ক্ষতি থেকে হেফাজত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কালোজাদু সম্বলিত সিম্বলের কারণে স্বামী স্ত্রীর ভিতরে এতো অশান্তি:

বর্তমানে প্রত্যেকটা ঘরে অশান্তি। বিশেষ করে স্বামী স্ত্রীর ভিতরের মধুর সম্পর্ক গুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক কলহ দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। দ্বীনদার পরিবারও এ থেকে মুক্ত নয়। যেখানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সবচেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ, সেখানে আজ এই সম্পর্ক শত্রুতায় পরিণত হয়েছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেনা। কেউ কাউকে কোনো ছাড় দিতে চায়না। প্রতিদিন ডিভোর্স হচ্ছে। আর স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া ঝাটি, মারামারি তো বর্তমানে কমন হয়ে গেছে।

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে?

হাঃ, ঠিক ধরেছেন। কালো জাদুর কারণে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না।

অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।

তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্নবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত। [সুরা বাকারা ২:১০২]

ইহুদি ও মুশরিকরা এই কাজটাই করছে।

ইহুদিরা বিভিন্ন সাইন সিম্বলের মধ্যে জাদু করে মুসলিমদের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এসবের প্রভাবে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারবেন, "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দাজ্জাল" কিতাবটিতে।

সুতরাং পারিবারিক সম্পর্ক গুলো টিকাতে হলে, মুসলিমদের উচিত এসব সাইন সিম্বলের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে, ঘরকে এসব থেকে মুক্ত রাখা।

দ্বীনের পথের নতুন পথিকদের পুরোনো প্রেমাসক্তি থেকে বাঁচার উপায়:

আমাদের এই ঘুনে ধরা সমাজে বিয়েকে কঠিন করে প্রেমকে সহজ করে দেয়া হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাবা - মা, আত্মীয় স্বজনের পক্ষ থেকে উৎসাহ প্রদান করতেও দেখা যায়। এখন এটা খুব কমন বিষয়। আর এই রোগে বেশির ভাগ যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণী আক্রান্ত হয়ে আছে। আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়ায় অনেকেই দ্বীনের পথে ফিরে আসছে ঠিকই কিন্তু তাদের পুরোনো সেই সময়টাকে ভুলতে পারছেনা। এমন অবস্থা তৈরী

হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেক বুজুর্গের ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে। এখন আমরা এ অবস্থা থেকে পরিত্রান পাওয়ার খুব সহজ কিছু উপায় দেখবো ইনশাআল্লাহ।

দ্বীনের পথে আসার সাথে সাথে অনেক জজবা থাকে। এই জজবার কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যুবকেরা ভুল করে ফেলে। তাই সব ক্ষেত্রে একজন ভালো আলেমের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে তুমি যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হও এবং পর্যাপ্ত রিজিকের ব্যবস্থা থাকে তাহলে তুমি তাকে বিয়ে করে নিতে পারো। আর যদি তা না থাকে তাহলে তোমাকে সবর করতে হবে। নিজেকে মোটিভেট করতে হবে। জাহান্নামের আযাবকে চোখের সামনে রাখতে হবে। আল্লাহর ভয়কে নিজের অন্তরে সদা জাগ্রত রাখতে হবে। সবসময় ইসলামিক কিতাব অধ্যয়ন, তালিম তিলাওয়াত, নামাজ ও জিকিরে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

দ্বীনি ভাইদের সাথে মসজিদে বেশি বেশি সময় দিতে হবে। অসৎ সঙ্গ একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। গান ও মুভি দেখা চিরতরে ছাড়তে হবে। দৃষ্টিকে কঠোর ভাবে হেফাজত করবে। পুরোনো সেই স্মৃতি গুলো মনে পড়ার সাথে সাথে এস্তেগফার পড়া শুরু করবে। সেই সময়টার কথাগুলো চিন্তা করে উপভোগ না করে বরং ঘৃণা করতে হবে। এবং নিজেকে ধিক্কার দিতে হবে। আর বর্তমান সময়ের জন্য শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কারণ আল্লাহ তোমাকে এই ভয়াবহ গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দিয়েছেন।

এসব কিছুর পরেও যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারো, তাহলে মাঝে মাঝে রোজা রাখবে। আল্লাহর রাস্তায় সফর করবে।

মনে রেখো তোমার এই কুরবানীর বদলে আল্লাহ তোমাকে আখেরাতে উত্তম বদলাতো দিবেনই এই দুনিয়াতেও তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

যে আল্লাহর জন্য তার প্রিয় জিনিসটা কুরবানী করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে ওই কুরবানী করা বস্তুর চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। হতে পারে সেটা ইসলামের গভীর জ্ঞান। অথবা আরো উত্তম জীবন সঙ্গী। অথবা উত্তম রিজিক। অথবা দুনিয়াতে না দিয়ে আখেরাতে দিবেন।

মোট কথা আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বঞ্চিত করবেন না। কিছু না কিছু দিবেনই। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধরো।

তোমার অন্তরটাকে ডাইভার্ট করে নাও। এতদিন যেই অন্তরটা একজন মাখলুখের প্রেমে আসক্ত ছিল সেই অন্তরটাকে আল্লাহর প্রেমে আসক্ত করে নাও। নিজেকে বুঝাও, আমার সব ভালোবাসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহর কাছে সব আছে। আল্লাহকে ভালোবাসলে আল্লাহ সব দিবেন।

এতো পরামর্শের পরেও যদি তুমি মনে করো তাকে ছাড়া থাকতে পারবা না। তাহলে আল্লাহর কাছে তাকে চাইতে থাকো। দোআ করো এভাবে " হে আল্লাহ, অমুক যদি আমার জন্য উত্তম হয়, তাহলে আমাকে দান করুন। আর যদি আমার জন্য ক্ষতিকর হয়, তাহলে অমুকের সব স্মৃতি আমার অন্তর থেকে মুছে দিন "

N:B কোনো ভাবেই যোগাযোগ রাখা যাবেনা।

দ্বীনদার বিবাহিতদের পরকীয়া: (কারণ ও প্রতিকার)

আমাদের সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে পরকীয়া। মহামারী আকার ধারণ করেছে পরকীয়া। পত্রিকার পাতা খুলতেই চোখে পড়ে পরকীয়ার খবর। আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে পারিবারিক কলহ। পরকীয়ার ফাঁদে আটকা পড়ে আত্মহনন করছেন অগণিত নারী-পুরুষ; বলি হচ্ছেন নিরপরাধ সন্তান, স্বামী অথবা স্ত্রী। পরকীয়ার পথে বাধা হওয়ায় নিজ সন্তানকেও নির্মমভাবে হত্যা করছে মমতাময়ী মা।

প্রতিদিনই স্বামীর হাতে স্ত্রী, স্ত্রীর হাতে স্বামী, সন্তানের হাতে পিতা-মাতা এবং পিতা-মাতার হাতে সন্তানের প্রাণ হরণের ঘটনা ঘটছে। বাড়ছে পারিবারিক অশান্তি, ভেঙে যাচ্ছে সংসার। কোনো না কোনোদিন এর শেষ পরিণতি হচ্ছে নৃশংস ঘটনার মধ্য দিয়ে।

পরকীয়া একটি সামাজিক ব্যাধি। এর কারনে অনেক সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং সমাজে দুষিত হয়ে পরছে। এটা অনেক পুরানো একটি ব্যাধি।যুগে যুগে সব সমাজেই এটা সমাজকে গ্রাস করেছিল।আর এখন তো শেষ যুগ। সুতরাং অবস্থা ভয়াবহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। যাদের ভিতরে দ্বীনের ছোঁয়া নেই, তাদের জন্য এগুলো খুব সাধারন বিষয়। কিন্তু যারা দ্বীনদার, তারাও যদি শয়তানের এই ফাদে পা দিয়ে ফেলে তখন তো বিষয়টা আর স্বাভাবিক হিসেবে ধরা যায় না। প্রথমে আমরা পরকিয়ার কিছু কারন নিয়ে আলোচনা করবো। তারপর প্রতিকার।

পরকিয়ার কারনঃ

সংসার জীবন মানেই ঝামেলা। অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য, অঘোষিত ভাবে ঘাড়ের উপরে চলে আসে। এগুলো সামলানো সত্যিই অনেক কঠিন। আর বর্তমানের জীবন ব্যবস্থা এতো বেশি জটিল হয়েছে যে, মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছেনা। আর তাছাড়া মানুষকে বিপরিত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ দিয়েই তৈরি করা হয়েছে। এটা মানুষের সৃষ্টি গত বৈশিষ্ট। আর সেজন্যই ইসলাম খুব দ্রুত বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। যেন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে জেনায় লিপ্ত না হয়। কিন্তু পরকীয়াটা হয় বিয়ের পর। অর্থাৎ বিবাহিত নারী বা পুরুষের দ্বারা এ কাজটি হয়ে থাকে। মানুষের ভিতরে ভিন্নলিঙ্গের প্রতি আর্কষণের কথা ইসলাম বিবেচনা করেছে। এজন্য নিজের চরিত্র ঠিক রেখে যাতে মানুষ বৈধভাবে স্বীয় জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে সে রাস্তা খুলে দিয়েছে। । পশ্চিমের আইনে নর-নারী রাজি থাকলে পরকীয়া অপরাধ নয়, তাই সেখানে আজকাল পরকীয়া খুব বেড়ে গেছে। এর ফলে পশ্চিমে পারিবারিক বন্ধন নষ্ট হবার পথে।

একজন পুরুষ তার স্ত্রী থাকা সত্তেও অন্য নারীর প্রতি এবং একজন স্ত্রী তার স্বামী থাকা সত্তেও অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরে কেন?

অর্থাৎ, বিবাহিত হওয়ার পরেও কেন এমন হয় সেটাকেই আলাদা করে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে পুরুষের আলোচনাঃ

১) বেশিরভাগ পুরুষই সুন্দরী স্ত্রী চায়। যদি কোন কারনে সে তা না পায়, তখন পরকিয়ায় লিপ্ত হয়।

২) সুন্দরী স্ত্রী পাওয়ার পরেও, স্ত্রীর দুরব্যবহারের কারনেও পরকিয়ায় লিপ্ত হয়।

৩) বিশেষ মুহূর্তে স্ত্রীর দ্বারা তৃপ্তি না পাওয়াতেও হতে পারে।

৪) কর্মক্ষেত্রে অন্য নারীর কৃত্তিম সৌন্দর্যতা ও সুন্দর ব্যবহার (মিষ্টি মিষ্টি কথা) এর কারনেও হতে পারে।

৫) পারিবারিক গণ্ডগোল গুলো অন্য কোন নারীর সাথে শেয়ার করলে সে যখন সহানুভুতি দেখায়, তখনও ঐ নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পরে।

৬) কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে সবসময় স্ত্রিকে অগোছালো ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দেখলে, বাহিরের মিথ্যা মেকাপ-সুন্দরিদের কথা মনে পরে এবং সেদিকে আসক্ত হয়।

৭) স্বামীর ইনকাম যদি কম হয়, আর এটা নিয়ে স্ত্রী যদি স্বামীকে খোটা দিতে থাকে তখন ধিরে ধিরে নিজের স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা তৈরি হতে থাকে।

৮) প্রত্যেক পুরুষই চায়, স্ত্রী তার অনুগত ও বাধ্য থাকুক। নরম স্বভাবের হোক। কিন্তু যদি উল্টো হয় তখন সে অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্ত হয়।

৯) স্ত্রী যদি দ্বীনদার না হয়, শত চেষ্টা করেও দ্বীনের উপরে আনা না যায়। তখন একজন পুরুষ অন্য দ্বীনদার নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

১০) আবার এমন অদ্ভুত ঘটনাও দেখা গেছে যে , স্ত্রীর দীনদারীত্বের কারণে স্বামী পরকীয়ায় লিপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী চায়, তার স্ত্রী আধুনিক হোক।

মোট কথা হচ্ছে, যখন একজন পুরুষ তার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্য মর্যাদা সহ অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলো না পায়, তখনি সে অন্য নারীর প্রতি আগ্রহি হয়ে পরে। আর এভাবেই পুরুষের পরকিয়ার জন্ম হয়।

এবার নারীর আলোচনায় আসা যাক।

একজন পুরুষ যেসব কারনে অন্য নারীর প্রতি আকর্ষিত হয়, একজন নারীও সেসব কারনেই অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষিত হয়। তবে নারীদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা তুলনামুলক কম। অর্থাৎ নারীরা অত্যাচার গুলো মুখ বুঝে সহ্য করে। সেজন্য নারীদের দ্বারা এমন ঘটনা পুরুষের চেয়ে কম হয়।

নারীদের পরকিয়ায় লিপ্ত হওয়ার কারণগুলো অল্প। তাই সংক্ষিপ্ত আকারেই তুলে ধরা হচ্ছে।

১) একজন নারি যদি তার স্বামীর কাছ থেকে অনবরত নির্যাতন, অত্যাচার, অসম্মান পেতেই থাকে, নিজের প্রাপ্য হকটুকুও না পায়, আর এটা যদি কারো (অন্য কোন পুরুষ) সাথে শেয়ার

করে এবং সে (ঐ পুরুষ) যদি তাকে সহানুভুতি দেখায়। তখন ধিরে ধিরে ঐ পুরুষের প্রতি নারীর আসক্তি আসতে পারে।

২) যাদের স্বামী বিদেশে থাকে তাদের (স্ত্রী) পরকীয়াতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা সবচেয়ে বেশি।

৩) বিশেষ মুহূর্তে তৃপ্তি না পাওয়ায় & দীর্ঘদিন ধরে এমন হলে, অন্যদিকে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে পরকীয়া অনেক সহজ। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্রি কলিং অ্যাপ ও মোবাইল ফোন এই কাজটি ভীষণ সহজ করে দিয়েছে। এখন আর কারো সঙ্গে দেখা করার জন্য গোপনে তার ঘরের পেছনে গিয়ে মশার কামড় খেতে হয় না। মুঠোফোনে ভিডিও কলের মাধ্যমে এক মুহূর্তেই প্রেমিকার দেখা পাওয়া যায়।

কখনো দেখা যায় দেবরের সাথে জমে ওঠে পরকীয়া। ইসলাম দেবরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার লাগামকেও টেনে ধরেছে। হজরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘সাবধান! তোমরা নির্জনে নারীদের কাছেও যেও না।’ এক আনসার সাহাবি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? নবীজি (সা.) বললেন, ‘দেবর তো মৃত্যুর সমতুল্য।’ (মুসলিম, ২৪৪৫)

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ফতহুল বারিতে লিখেছেন, ‘এখানে মৃত্যুর সমতুল্যর অর্থ হলো হারাম।’ আর ইসলামে এসবের শাস্তি ভয়াবহ। এসবের শাস্তি হিসেবে রজম ও দোররার নির্দেশ এসেছে হাদিসে। যাতে কোনো নারী ও পুরুষ যেন এধরনের ভয়াবহ কর্মে লিপ্ত না হয়।

আর শয়তান তো আছেই। সবসময় এসব ব্যাপারে ওস ওয়াসা দিতেই থাকে। তাই অনেকেই শয়তানের ফাদেঁ পা দিয়ে বসে।

এবার আসুন এর প্রতিকার কিভাবে সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা করি।

প্রথমে আমরা দেখবো ইসলাম এ ব্যপারে কি বলেছে, তারপর আরো কিছু নসীহা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

পরকীয়া মানুষকে ব্যভিচারের দিকে টেনে নেয়। অথচ এটি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।’ (সুরা : ইসরা, আয়াত : ৩২)

হযরত ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় পাপ কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে নির্ধারণ করা। আমি

বললাম, এটা নিশ্চয়ই জঘন্যতম গুনাহ। তারপর কি ? তিনি বললেন; তোমার সন্তান তোমার সাথে আহারে বিহারে অংশ নিবে এ আশংকায় সন্তানকে হত্যা করা। আমি বললাম, এরপর কি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া। [বুখারি ও মুসলিম]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, চোখের ব্যভিচার হলো (বেগানা নারীকে) দেখা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো (তার সঙ্গে) কথা বলা (যৌন উদ্দীপ্ত কথা বলা)। (বুখারি, হাদিস : ৬২৪৩)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, দুই চোখের জিনা (বেগানা নারীর দিকে) তাকানো, কানের জিনা যৌন উদ্দীপ্ত কথা শোনা, মুখের জিনা আবেগ উদ্দীপ্ত কথা বলা, হাতের জিনা (বেগানা নারীকে খারাপ উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা আর পায়ের জিনা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া এবং মনের জিনা হলো চাওয়া ও প্রত্যাশা করা।' (মেশকাত, হাদিস : ৮৬)

ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়কে এক'শ ঘা করে বেত্রাঘাত কর।' (সুরা নুর, ২)

জরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের জামিনদার হবে আমি তার বেহেশতের জামিনদার হবো।' (বুখারিঃ ৭৬৫৮)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসকে সামনে রাখলে অর্থাৎ জাহান্নামের আজাবের কথা স্মরণ করলে, ইনশাআল্লাহ মনকে অন্য নারী বা পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে হেফাজত করা যাবে। আর তাছাড়া নিজেকে একটু মোটিভেট করলেই হয়। নিজের মনকে বোঝাতে হবে: " আমি আমার মন মতো স্বামী/ স্ত্রী পাই নাই, তো কি হয়েছে? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকবো। এইতো অল্প কয়েকদিন। তারপর তো আমি মারাই যাবো। তখন আল্লাহ আমাকে উত্তম বিনিময় দিবেনই। কারণ আমি আল্লাহর ফয়সালার উপর সবর করেছি।"

আপনার স্ত্রী / স্বামী যদি আপনার মন মতো হয়ে না থাকে, অর্থাৎ তার দ্বারা আপনার অন্তরে সন্তুষ্টি না আসে তাহলে ধরে নিবেন আপনার পরীক্ষা চলছে। আপনি সবরের সাথে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টাকে অব্যাহত রাখুন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের বিবাহীত দ্বীনদার ভাই বোনদেরকে পরকীয়ার মহা ফেতনা থেকে হেফাজত করুন, আমিন।

মাস্ক এন্ড মডার্ন মুসলিম ওমেন:

অদৃশ্য করোনা ভাইরাসের ভয়ে সব আধুনিক মুসলিম মেয়েরাই মাস্ক দিয়ে মুখ ঢেকে রাখছে। আদৌ এই ভাইরাস আছে কি নেই, সে ব্যপারে কখনো ডিপলি খবর নিয়ে দেখেনি । আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে মিডিয়াতে যা প্রচার করা হচ্ছে তাতেই ঈমান এনেছে / বিশ্বাস করেছে।

অন্যদিকে প্রতিদিন মানুষের বদনজর বা কুদৃষ্টি থেকে যে ভাইরাস বের হয়, এবং তা একটি মেয়ের উপর কত মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে সেই ব্যপারে তার কোনো খবর নেই। অথচ এসব কথা অনেক আগেই আল্লাহর রাসূল (স) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। মেয়েদের চামড়া কোমল প্রকৃতির। সেজন্যই ইসলাম মেয়েদের চামড়াকে ঢেকে রাখতে বলেছে। যাতে করে কোনো জীবাণু তাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে।

হে বোন: যেখানে অজানা একটি ভাইরাসের ভয়ে আপনি সবসময় মাস্ক দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে পারছেন। সেখানে কেন আপনি নিশ্চিত ভাইরাস থেকে রক্ষার্থে নেকাব দিয়ে আপনার মুখ ঢেকে রাখবেন না? ইহা (নেকাব) যেমন আপনার সৌন্দর্যতাকে রক্ষা করবে, তেমনি আপনাকে জাহান্নামের আগুন থেকেও হেফাজত করবে, ইনশাআল্লাহ।

দোআ রইলো, এই মাস্কই যেন ভবিষ্যতে আপনার নেকাব ব্যবহারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ আজকের মাস্কটি যেন আগামীতে নেকাবে পরিণত হয়ে যায়। আর পিপিই টি যেন বোরকাতে পরিণত হয়ে যায়। এবং হ্যান্ড গ্লাফস টি যেন হাত মোজায় পরিবর্তন হয়ে যায়। আমিন।

দাজ্জাল ও ইলুমিনাতির হাত থেকে নিজের বোন কে বাঁচান :

ইলুমিনাতি এবং দাজ্জালের প্রধান লক্ষ্য হলো আমাদের বোনেরা. মায়েদের কে পথভ্রষ্ট করতে পারলে একটা প্রজন্ম ও জাতিকে পথভ্রষ্ট করে ফেলা যায় খুব সহজেই. আমরা জানি, মায়ের কোল হচ্ছে একটি শিশুর প্রথম বিদ্যালয়. দাজ্জাল সেই প্রথম স্কুল টাকে ধ্বংস করে দিতে চায়. তারা আমার আপনার বোন কে টার্গেট করেছে, সুতরাং আমরাও আমাদের বোনদের কে টার্গেট করবো. অর্থাৎ আমরা আমাদের বোনদেরকে ইলুমিনাতি ফাঁদ থেকে বাচাবোই বাঁচাবো, ইংশাআল্লাহ. আমাদের বোনদের কে অবশ্যই ওদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাতে হবে. সমস্ত ধোকা সম্পর্কে বোনদের কে জানিয়ে দিতে হবে. আমাদের বোনেরা (আগামীর মা) যদি এ ব্যাপারে সচেতন থাকে তাহলে তারা তাদের শিশু দেরকে সঠিক ভাবে লালন পালন করতে পারবে. শিশুরা পাবে এক আদর্শ বিদ্যালয় (মায়ের কোল). আর আমরাও পাবো এক সচেতন ও ফেতনা মুক্ত প্রজন্ম. আলহামদুলিল্লাহ.

অতএব সবাই নিজেদের বোনকে সতর্ক করুন. দাজ্জাল ও ইলুমিনাতি ফেতনা থেকে তাদেরকে বাঁচান. কারণ দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে নারী. এখন যদি আপনি তাকে সতর্ক না করেন, তাহলে সে দাজ্জালের পিছু নিবে, নাউজুবিল্লাহ.

হাদিসে এসেছে:

((যারা দাজ্জালের নিকট যাবে এবং তার ফিতনায় পড়বে তাদের অধিকাংশই হবে মহিলা। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য পুরুষেরা তাদের স্ত্রী, মা, বোন, কন্যা, ফুফু এবং অন্যান্য স্বজন মহিলাদেরকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে।))

সংযুক্তি: টিকার ব্যাপারেও সতর্ক হন. নিজেও সতর্ক হন. এবং আপনার আহাল (মা, বোন, স্ত্রী) কেও সতর্ক করুন. কারণ এই টিকা দিয়েই আগামী প্রজন্ম কে ধ্বংস (মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী) করার পায়তারা করা হচ্ছে. টিকার কারণে নতুন নতুন রোগ হচ্ছে. মানুষ উগ্র হয়ে যাচ্ছে. যে রোগ মানুষের শরীরে ছিল না, সেটাই টিকার মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে. মানুষ তা বুজতে পারছে না.

কারা দাজ্জালের অনুসারী হবে?

মিলিয়ে নিন, আপনি কি দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাচ্ছেন কিনা? যারা এখনো খেলা এবং খেলোয়াড়, গান এবং গায়ক, মুভি এবং নায়ক, ফ্যাশন এবং মডেল, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানী, ফালতু উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিক এর ভালোবাসা অন্তর থেকে বের করতে পারেন নাই, তারা কী করে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচবেন? আপনার ঈমান নষ্ট করার জন্য তো এগুলোই দাজ্জালের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বা ফাঁদ. অথচ আপনি এখনো এগুলো থেকে বের হয়ে আসেন নাই. আপনি আখেরি জমানা সম্পর্কিত যতই জ্ঞান অর্জন করুন না কেন, এগুলো না ছাড়লে আপনার ওই জ্ঞান কোনো কাজে আসবে না. সুতরাং, আল্লাহর ওয়াস্তে, আজকেই এগুলো ছেড়ে দিন. তাকওয়া অর্জন করুন. মুত্তাকী হন. জাজাকাল্লাহ.

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় শায়েখ, যাকে আপনারা সবাই চিনেন, যিনি শেষ জমানা সম্পর্কে অনেক লেকচার দিয়েছেন. তিনি বলেছেন: " আপনি যাকে মহব্বত করবেন, আপনার হাশর তার সাথেই হবে, অর্থাৎ আপনি যদি কোনো নায়ক বা গায়ক কে মহব্বত করেন, তাহলে আপনার হাশর তাদের সাথেই হবে." নাউজুবিল্লাহ.

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ: খুব খুব অনুরোধ রইলো, আপনারা আজকেই এগুলো ছেড়ে দিন. ওই সময়গুলোতে আপনারা নফল নামাজ পড়ুন, তেলোয়াত করুন, ইসলামী কিতাব পড়ুন. অনেকেই এটাকে ট্রেন্ড হিসেবে নিচ্ছেন. সিক্রেট সোসাইটি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করছেন, কিন্তু তাদের ফাঁদ থেকে নিজেকে বের করে আনছেন না.

উগ্র খ্রিস্টানরা ইসলামকে শয়তানের ধর্ম বলে কেন?

কারণ বর্তমানে ইসলামের প্রতীক হচ্ছে অর্ধ চাদ ও তারা। অথচ এই অর্ধ চাদ হচ্ছে ভাগ্য দেবী মানাতের প্রতীক। আর পাঁচ কোন বিশিষ্ট তারকা হচ্ছে শয়তানের (বাফোমেটের মাথা) প্রতীক। তো এই জিনিস দুটোকে যখন কোনো ধর্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হবে,

তখন স্বাভাবিক ভাবেই যে কেউ সেটাকে শয়তানের ধর্মই বলবে। এটা ইসলামের প্রতীক কখনো ছিল না। আর হতেও পারেনা।

এখন কথা হলো এই অপবাদের দায়ভার নিবে কারা?

তারাই নিবে, যারা এই প্রতীক দুটোকে ইসলামে ঢুকিয়েছে, যারা অনুমোদন দিয়েছে, যারা এখনো এটার ব্যাপারে সোচ্চার হয়নি, এটার ব্যবহার থেকে বিরত থাকেনি। এবং মানুষকে সতর্ক করেনি।

সুতরাং নতুন প্রজন্মকে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি: দোষ কার, প্রশাসনের নাকি আমার??

কথায় কথায় সবকিছু প্রশাসনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়াটা আজ ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে. সব প্রশাসনের দোষ??? আমার আর আপনার কোনো দোষ নাই??

আল্লাহর রাসূল বলেছেন অপচয়কারী শয়তানের ভাই. এবার একটু চিন্তা করুন তো আমরা সবকিছু কি পরিমানে অপচয় করি?? গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে মানুষ একসময় কাপড় শুকাতো. কি হারে অপচয় করেছি.

ব্যাস, আমরা এখন গ্যাস পাচ্ছি না.

বেশির ভাগ মানুষ খাবার অপচয় করে. তাই এখন খাবারের দাম বেড়ে যাচ্ছে. এটা কি বুঝতে পারছেন না??

বর্তমানে পানিও প্রচুর অপচয় করছি. অদূর ভবিষ্যতে পানিও পাবো না.

নেয়ামতের শুকরিয়া (যথার্থ ব্যবহার) আদায় না করলে, নেয়ামত তো ছিনিয়ে নেয়া হবেই.

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের একটাই উপায়, নেয়ামতের কদর করা. অর্থাৎ অপচয় বন্ধ করা.

সবকিছু অন্যের উপর চাপিয়ে না দিয়ে, নিজেকে পরিবর্তন করুন.

আল্লাহ বলেছেন: "" যে জাতি নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, সে জাতিকে আল্লাহও পরিবর্তন করে দেন না.""

মনে রাখবেন: যা কিছু হচ্ছে, তা আমাদেরই হাতের কামাই.

সুতরাং অন্যকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নাই, দোষ আমারই.

আমাদের ঘরে রহমত (শান্তি) নাই কেন?

থাকবেই বা কিভাবে?? ভালো করে তাকিয়ে দেখুন ঘরের অবস্থা? ঘরের ভিতরে মূর্তির অভাব নাই!!

অবাক হলেন?? মূর্তি??

হাহ, মূর্তি.

চিপস, চকোলেট, বিস্কিট, সাবান, পেস্ট, বাচ্চাদের খেলনা সহ ঘরের প্রত্যেকটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ভিতরে মানুষ এবং প্রাণীর ছবি. আর এগুলোই তো মূর্তি. আমরা ভালো করে জানি, ঘরে ছবি থাকলে রহমতের ফেরেস্তা আসে না. রহমতের ফেরেস্তা না আসলে, ঘরে রহমত আসবে কোথা থেকে?? তাই আজ আমাদের ঘর গুলোতে রহমতও নাই, শান্তিও নাই.

কি যে এক অবস্থা???

এক্ষেত্রে করণীয় হতে পারে, ব্যবহার করার সাথে সাথে সব প্যাকেট দ্রুত ফেলে দেয়া. খুব খেয়াল রাখতে হবে, ছবি ওয়ালা কিছু যেন ঘরে না থাকে.

আপনাদের কারো কাছে যদি আরো ভালো কোনো পরামর্শ থাকে, শেয়ার করতে পারেন.

দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচাবেন??

আপনাদেরকে বলতে বলতে তো হয়রান হয়ে যাচ্ছি ভাই. তবুও বার বার বলছি, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে.

আমাদের গ্রুপ (আখেরি জমানার ফিতনা) সহ বেশির ভাগ গ্রুপগুলোর মেম্বারদের প্রোফাইলে ঢুকলে দেখা যায়, খেলা, গান, মুভি ইত্যাদির পোস্ট. এবং তারা নিজেরাও **সুন্নত ও শরীয়াতের ব্যাপারে গাফেল**. অথচ তারা দাজ্জালের হাতিয়ার সম্পর্কে জানে. তবুও তারা এগুলো ছাড়ছে না. যারা এখনো এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হন নাই, তারা কিভাবে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচবেন?? অনেকে তো আবার এসকেটলজি (আখেরি জমানার জ্ঞান) নিয়ে পড়াশুনা করাটাকে ফ্যাশন হিসেবে নিছে. এসব জ্ঞান অর্জন করে তারা অন্যের সাথে তর্ক করে. আর নিজেকে অনেক বড় মনে করে. লা হাওলা ওয়ালা কুও ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ. এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে আর কি বলবো??

ভাই আপনারা যদি গান শুনা ছাড়তে না পারেন, তাহলে নাশিদ (এরাবিক গজল) শুনেন. অনেক সুন্দর সুন্দর আরবি গজল আছে. যা শুনলে মন ভালো হয়ে যায়. মুভি না দেখে ইসলামিক ভিডিও দেখুন. অবসরে ইসলামী কিতাব পড়ুন. কিছু কিতাব কিনে রাখুন. বাংলাবাজার, এলিফেন্টরোড, বাড্ডা, বায়তুল মোকাররম সহ বিভিন্ন জায়গায় ভালো ভালো কিতাব পাবেন. গেম্স্ না খেলে নামাজ পড়ুন. টিভিতে খেলা না দেখে তেলোয়াত করুন. আপনি বাঁচতে চাইলে আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই বাঁচাবেন. কিন্তু আপনি বাঁচার চেষ্টা না করলে, আপনাকে কে বাঁচাবে.??

মনে রাখবেন, যে জাতি নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, সে জাতিকে আল্লাহও পরিবির্তন করে দেন না.

আল্লাহকে ভয় করুন, তাকওয়া অর্জন করুন, গুনাহ ছাড়ুন, এলম অর্জন করুন, অবসরে তেলোয়াত করুন, ইসলামী কিতাব পড়ুন, নফল নামাজ পড়ুন. আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন..

কয়েকটি mind blowing নাশিদের লিংক দিয়ে দিলাম....

https://www.youtube.com/watch?v=awxcWgHW9fs

https://www.youtube.com/watch?v=m_tjxz4yS_U

https://www.youtube.com/watch?v=B-c1qj2qqaw

https://www.youtube.com/watch?v=YiSQ_db-Dcw

https://www.youtube.com/watch?v=Q8oacsYfThk

https://www.youtube.com/watch?v=jI7Wv1wCfus&list=PLDWtyNm5ZF4gWuf-upbntBoARR7bgkYvX

https://www.youtube.com/watch?v=aCBNyoM7kFw

https://www.youtube.com/watch?v=mGMXNAFU5nk

https://www.youtube.com/watch?v=IKVcwAqvo2U

https://www.youtube.com/watch?v=CDpiG_ILlq4

https://www.youtube.com/watch?v=QXV9FMyA570

https://www.youtube.com/watch?v=71hi9H6fZuc

https://www.youtube.com/watch?v=V7q1NEM7kBk

https://www.youtube.com/watch?v=vGfJA2Q7VUk

https://www.youtube.com/watch?v=f8Tv8lV8644

https://www.youtube.com/watch?v=giurAsjnCJE

প্যারাডক্সিক্যাল জায়েজ / নাজায়েজ:

১) ষ্টার জলসার নাটক দেখা নাজায়েজ, কিন্তু কলরবের নাটক দেখা জায়েজ!!!!!

২) কালো জাদু চর্চা করা হারাম, কিন্তু তা যখন বিজ্ঞানের (কাব্বালাহ) নামে উপস্থাপন করা হয়, তখন তা হালাল.

উল্লেখ্য: বিজ্ঞানের ইতিহাস ভালো করে জেনে নিন. আশ্চর্য হতে হতে হয়রান হয়ে যাবেন, আর ভাববেন, কি শিখছি আমরা??

৩) অপসংস্কৃতি (বিধর্মীয়) হারাম, কিন্তু মাদ্রাসা নাম দিয়ে ক্লাস পার্টির নামে তা হালাল.

৪) অন্য ধর্মের প্রতীক (টাই, ক্রুশ, টিপ্, সিঁদুর, ইত্যাদি) ব্যবহার করা নাজায়েজ, কিন্তু ডাইনি, কালো জাদুকর ও শয়তানের প্রতীক (ভিক্টরি সাইন, ষ্টার, ৬৬৬, লিপিস্টিক, মেকআপ, ইত্যাদি) ব্যবহার করা জায়েজ????

অপসংস্কৃতি অতি মাত্রায় গ্রহণ করায় প্রত্যেক মুসলিম জাতিকে তৎকালীন ভিনজাতিকে দিয়ে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছেন. সুতরাং আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত. হেকমতের (স্বার্থের) নামে সত্যকে চাপিয়ে গেলে মুক্তি পাওয়া যাবে না. মুভ ফাউন্ডেশনের কারণে আজ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গুলো আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে. সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা করছে. মডারেট মুসলিম, নাস্তিক ও বিধর্মীদের কটু কথা থেকে বাঁচার জন্য তারা ইসলামকে আধুনিকায়ন করে নিচ্ছে. ঠিক যেমন ভাবে ইহুদিরা তাদের ধর্মকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আপডেট করে নিতো. দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গুলো আমাদের চূড়ান্ত ঘাঁটি, আমাদের আশ্রয়স্থল. আলেম, মাদ্রাসা ও তোলাবায়ে এলম দেরকে অনেক ভালোবাসি. কিন্তু তারা এমন ধোকায় পরে যাবে, তা মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়.

বি: দ্রঃ শেষ জমানার উম্মত মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ না তারা হুবহু সাহাবীদের (রা:) দ্বীনের উপর ফিরে আসবে. সুতরাং সমাজের তোয়াক্কা না করে, আমাদেরকে সেই দ্বীনের উপর ফিরে আসতে হবে, যেই দীন আল্লাহর রাসূল (স:) রেখে গেছেন.

আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন.

দূরদর্শিতার অভাব:

আজ আমাদের বড়ই দূরদর্শিতার অভাব. অদূর ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে, কারো কোনো মাথা ব্যথা নাই. সবাই ভাবছি: ভালোই তো আছি. খাচ্ছি যাচ্ছি, এনজয় করছি, খুব ভালোই তো কেটে যাচ্ছে. এতো চিন্তা করার দরকার কি?? ইসলাম তো সহজ. ইসলাম কে এতো কঠিন করার কি আছে. একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সব কিছুকেই জায়েজ করে নেয়া যায়. এতো কঠোরতার মধ্যে তো যাওয়ার দরকার নাই. ইসলাম কে অনেক সহজ করতে হবে. অনেক.

ইহুদিরাও বার বার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের ধর্মকে আপডেট করতো, আজ মুসলমানেরাও যাই পায় তাই ইসলামাইজড করতে চায়. কখনো তার ইতিহাস জানতে চায় না. কেউ যদি সতর্ক করতে চায়, সেই সুযোগটাও দিবে না. তারা বলে, সাহাবীদের মতো দাওয়াত দিতে হবে, কিন্তু যদি বলা হয়, সাহাবীদের মতো হতে হবে. সেক্ষেত্রে বলে, সেটা তো সম্ভব না. অর্থাৎ আমরা শুধু সাহাবীদের মতো দাওয়াত দিবো, কিন্তু সাহাবীদের মতো জীবন গড়ব না. তাদের মতো মুত্তাকী হবো না. ইত্যাদি ইত্যাদি. আমরা মানুষকে ইসলাম বুঝানোর জন্য অনেক ছাড় দিবো.

আর কত ছাড় দিবেন. পৃথিবীতে ১৫০ কোটি মুসলমান. ইসলাম কে সহজ করে বুঝিয়ে কি পেয়েছেন?? একদল মডারেট মুসলিম ছাড়া?? আপনারা কি দেখেন না ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আরাকান, কাশ্মীর, ইয়েমেনের অবস্থা.?? তারাও একসময় আমাদের মতো আনন্দ ফুর্তিতে মেতে ছিল. কাফেরদের সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিল. আল্লাহ তাই তাদেরকে সেই জাতি দিয়েই শাস্তি দিয়েছেন. আমাদের জন্যও অপেক্ষা করছে এমনি এক ভবিষ্যত.....

একটি প্রশ্ন: বর্তমান জমানায় সাহাবীদের (রা:) মতো যদি হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদেরকে সাহাবীদের ঘটনা কেন শুনানো হয়. ওই ঘটনা গুলো আমরা কেন শুনবো? শুধু মজা নেয়ার জন্য?? কেচ্ছা কাহিনী হিসেবে শুনবো আর সুবহানআল্লাহ বলবো!! এতেই দায়িত্ব শেষ.??? নাকি সেরকম করে আমাদের জীবন কে গড়ে নিবো??

খুবই কষ্ট হয়, যখন উম্মাহর দিকনির্দেশকরা বলে, " বর্তমান জমানায় তো ওরকম হওয়া সম্ভব নয়, এখন সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে" হায় আফসোস.

অথচ, ইমাম মালেক (র) বলেছিলেন: " শেষ জমানার মানুষেরা মুক্তি পাবেনা, যদি না তারা হুবহু সাহাবীদের মতো জীবন গড়ে তুলে".

এই উম্মতের মুক্তি একমাত্র সাহাবীদের (রা:) দ্বীনের উপর ফিরে আসার ভিতরে. এছাড়া যতই ইসলামকে আধুনিকায়ন করে কাফেরদের চোখে ভালো হওয়ার অপচেষ্টা করা হোক না কেন, কোনো লাভ নাই.

আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন.

নেয়ামতের অপপ্রচার:

আপনাকে আল্লাহ ইদানিং অনেক নেয়ামত দিয়েছেন। আপনি প্রতি মাসে বিমানে উঠেন, প্রতি সপ্তাহে হেলিকপ্টারে উঠেন, প্রতিদিন কার দিয়ে বাজার করতে যান, দামি দামি রেস্টুরেন্টে প্রতি বেলায় খাচ্ছেন, ভালো ভালো জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছেন, আরো কত কিছু যে করছেন, তার তো হিসেব নেই।

ভালো কথা, আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন, আপনি প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু সেটার একটা মাত্রা তো থাকা উচিত। আপনি এগুলো (আপনার বিলাসী জীবনের ছবি) ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছেন, আপনার কি এ কথা খেয়াল নেই, যে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের এসব করার সামর্থ নেই। তারা এসব দেখে অবশ্যই মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে।

যেহেতু আপনি একজন দ্বীনদার মানুষ, সুতরাং এটা আপনার খেয়াল রাখা উচিত।

এটাও কিন্তু একটা সুন্নাহ। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন।

সংযুক্ত টয়লেটের ফিতনাঃ

আমরা তো সবাই জানি টয়লেট হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং নাপাক স্থান। আর জ্বীনদের বসবাস এর স্থানও টয়লেট।

ঘরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য টয়লেটকে ঘর থেকে কিছুটা দুরে রাখা ভালো। অথচ আজ আমরা কাফেরদের অনুসরণ করে টয়লেটকে একেবারে বিছানার সাথে নিয়ে এসেছি। আর নাম দিয়েছি এটাচ বাথ!!!!

মসজিদগুলোও আজ এই ফেতনায় সয়লাব।

পরামর্শঃ যাদেরকে আল্লাহ বাড়ি বানানোর তৌফীক দিয়েছেন, তারা অবশ্যই টয়লেটকে ঘর থেকে দুরে রাখবেন। মসজিদের ক্ষেত্রেও তাই।

ক্যালিগ্রাফীর ফিতনাঃ

ইসলামি ক্যালিগ্রাফী গুলো কত সুন্দর! দেখলেই কিনে নিয়ে ঘরে সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে। তাই নাহ?

কিন্তু এটাও একটা ধোকা। আমরা যারা আরবী বুঝি না তাদেরকে এ ব্যপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারন বেশির ভাগ সময় এগুলোতে কুফুরি বাক্য বা জাদু মন্ত্র লিখা থাকে। এগুলো ঘরে

রাখলে ঐ জাদুর প্রভাবে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। তাই এসব না কিনাই ভালো। আর যদি কিনতেই হয়, তাহলে একজন আলেমকে দেখিয়ে কিনাটাই নিরাপদ।
আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

বয়লার মুরগির ফেতনা।।

আজকের এই আলোচনা টা একটু হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু জ্ঞানী ও মুত্তাকিন দের জন্য রয়েছে অনেক তথ্য।

বয়লার মুরগিতে কোনোই উপকার নেই। না শারীরিক দিক থেকে, না আত্মিক দিক থেকে। কিন্তু সুকৌশলে আমাদের কে এটাতে অভ্যস্ত করে ফেলেছে। আমরা এখন আর দেশি মুরগি বা মোরগ লালন পালন করি না। অথচ একটা দেশি মোরগ ঘরে বা মহল্লায় থাকাটা রহমত।

কারন: মোরগ ফেরেশতাদের দেখলে ডাক দেয়। এবং সেই মূহূর্তে দোয়া কবুল হয়। কিন্তু শহরের মানুষেরা এই মোবারক মূহূর্ত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চেষ্টা করুন, একটি দেশি মোরগ যেন এলাকায় থাকে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَلَكًا نْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْإِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِ

“তোমরা যখন মোরগে ডাক শুনো তখন আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কারণ সে ফেরেশতা দেখে।” (উৎস: الضعيف و الصحيح في المنار المنيف আল মানারুল মুনিফ, হা/৭৯- মূলত: এ হাদিসটি সহিহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে)

তবে তিনি মোরগ সংক্রান্ত আরেকটি হাদিসকে সহিহ বলেছেন তার যাদুল মাআদ গ্রন্থে। তা হল:

لا تسبُّوا الدِّيكَ فإنَّهُ يوقِظُ للصَّلاةِ

“তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কারণ সে সালাতের জন্য ঘুম থেকে জাগায়।” (উৎস: যাদুল মাআদ: ২/৪৩১।

কত ভয়াবহ এক যুগে আমরা বসবাস করছি।

প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে আজ মতভেদ। একি পরিবারের সদস্যদের একজনের মতের সাথে আরেকজনের অমিল। আবার অনেক পরিবারে একজন হয়তো কোন ভাবে দ্বীনদার হয়ে গেছে, কিন্তু অন্যরা হয়নি। এখানে হয় আরেক ঝামেলা। দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে নিজের

পরিবারের বাধা সামলাতে না পেরে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। কী ভয়ানক পরিস্থিতিতে আছি আমরা। পরিবারের কারনে অনেকে পরিপূর্ণ ভাবে আমল করতে পারেন না। এটাও একটা পরীক্ষা। ধৈর্য ধরে টিকে থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমীন।

গুজব গুজব গুজব।

চারদিকে শুধু গুজব।

এখন সত্যকেও গুজব বলে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কোনটা যে গুজব, আর কোনটা যে সত্য, বুঝার উপায় নেই।

হাদীসে এসেছে: ইমাম মাহদী এবং দাজ্জাল আসার আগে পৃথিবীতে এত বিভ্রান্তি ছড়ানো হবে যে, মানুষ হিমশিম খেয়ে যাবে সত্য মিথ্যা পার্থক্য করতে গিয়ে। সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক আলেম ও ধোকায় পড়ে যাবেন।

বর্তমান পরিস্থিতি তো সেই সময়টাকেই ইঙ্গিত করছে।

আমরা খুবই আশ্চর্য এক জাতি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যা খেতে নিষেধ করেছেন, তা (সুদ, ঘুষ, মদ ইত্যাদি) খাওয়ার জন্য আমরা কত আগ্রহী।

আর তিনি আমাদের কে যা খেতে বলেছেন, তা (হালাল) ব্যাপারে আমাদের কোনোই ফিকির নাই!!!

যা (গান) শুনতে নিষেধ করেছেন, তা শুনি।

যা (তেলোয়াত) শুনতে বলেছেন, তা শুনি না।

দারুন এক জাতি আমরা!!

বি: দ্র: যে জাতি নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, আল্লাহ তায়ালাও সে জাতিকে পরিবর্তন করে দেন না।

মুত্তাকি না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিজয় পাবো না।

অস্ত্রের জোরে আমাদের কখনোই বিজয় আসবে না। আমাদের মধ্যে অনেকগুলো ভুল ধারণা আছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে কাফির দের সাথে লড়তে হলে, ওদের সমপর্যায়ের

হতে হবে। প্রচুর জনবল ও আধুনিক অস্ত্র থাকতে হবে। ভুল। চরম ভুল ধারণা। আমাদের তো মুত্তাকি ৩১৩ জন ই যথেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুরো বিশ্বে এই ৩১৩ জন নাই। আপনি যদি পূর্ণ মুমিন হন, তবে গাছ, পাখি, পাথর, সাপ ইত্যাদি সব কিছুই আপনার পক্ষে কাজ করবে। গাছের ডালকে আল্লাহ তায়ালা অস্ত্রে পরিবর্তন করে দিবেন। পাথর, বোমায় পরিনত হবে। শত্রুর বিমানের সামনে পাখি ঝাঁক চলে আসবে। সাপেরা শত্রুদের বিরুদ্ধে থাকবে। ওদেরকে ছোবল দিবে। আপনাকে কিছু করবে না ইনশাআল্লাহ। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো বদরের যুদ্ধের ৫০০০ ফেরেশতা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কারন আল্লাহ তায়ালা তাদের কে মুজাহিদ দের জন্য ফিক্সড করেছেন।

এই কথা গুলো কী অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে??

এগুলো সত্যি। আলহামদুলিল্লাহ এমন সাহায্য আল্লাহর মুত্তাকি বান্দারা পাচ্ছে।

তাই আসুন তাকওয়া অর্জন করি, আর আসমানী সাহায্য কে নামিয়ে নিয়ে আসি।

<u>দুঃসংবাদ আমাদের জন্য::</u>

সবুজকে (প্রাকৃতিক সম্পদ) ধংস করে কালোকে (কৃত্রিম সম্পদ) নিয়ে আসছে।

Green factory, green economy, Organic vegetables, Green chicken etc. etc. concept.

এই লেখাটি খুব ভালো করে বুঝতে হবে। খুব চিন্তা করতে হবে। আমাদেরকে কিভাবে আটকিয়ে ফেলা হচ্ছে, বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের দেশে সবুজের (গাছ) অভাব নেই। আমরা এমনিতেই সবুজ (প্রাকৃতিক)।

ওরা প্রথমে কৌশলে আমাদের সবুজকে ধংস করেছে। এখন আবার সেই সবুজ কেই নিয়ে এসেছে গ্রীন ফ্যাক্টরি নাম দিয়ে। ফ্যাক্টরি গুলোকে এখন গ্রীন হতে হবে।

আমাদের দেশি খাবার (শাক, সবজি, মাছ, গোশত, ফল) সব কিছুই ক্যামিকেল দিয়ে নষ্ট করে, এখন নিয়ে এসেছে অরগ্যানিক ফুড।

আমাদের মুরগি সম্পদ কে ধংস করে, নিয়ে এসেছে গ্রীন চিকেন (নাম দিয়েছে chemical free chicken).

আরো কত কিছু। আর এগুলো ব্যয়বহুল ও।

এতে তাদের কয়েকটি লাভ।

১) তারা একছত্র ব্যবসা করবে। বেশি দামে আমাদের কে কিনতে হবে।

২) আমরা আমাদের দেশের খাবারের উপর আস্থা হারিয়ে ওদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বো। (অলরেডি হারিয়েছি)

৩) ওরা যদি আমাদেরকে খাবার না দেয়, কিছু করার নেই। কারন আমাদের উৎপাদন তো আমরাই বন্ধ করে দিচ্ছি। (কৃষকরা এখন আর কৃষি কাজ করতে চাচ্ছেন না) আর এই সুযোগে ওরা প্রভুত্ব দাবি করবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সব দিয়েছেন। করেছেন সয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু ওরা কৌশলে আমাদের সব ধংস করে দিচ্ছে। যাতে আমরা খাবারের জন্য দাজ্জালের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হৈ। পানিকেও ওরা বোতল বন্ধি করে ফেলেছে।

বি:দ্র: দাজ্জালের কাছে পানির ঝর্না এবং খাবারের পাহাড় থাকবে।

কথা গুলো আবার চিন্তা করুন।

কী ভয়ানক ভবিষ্যত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে!

অনলাইন গুজব ইউনিট:

Manipulation, influence, brain washing, mind control project, fake news.

গুজব:

আপনি কি জানেন? সারা বিশ্বে গুজব ছড়ানোর জন্য একটি অনলাইন ইউনিট আছে? হা আছে। এবং তাদের প্রধান কাজ ই হচ্ছে গুজব ছড়ানো। পাশাপাশি অনেক মিথ্যা সংবাদ তারা তৈরি করে ঠিক নিউজ পোর্টাল এর মত। এগুলো দিয়ে একে তো তারা পুরো বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি করে তার উপর মানুষের মগজ ধোলাই এর কাজটাও করে। একটি দেশ কে অস্থিতিশীল করার জন্য এরা এক্সপার্ট।

সর্বপ্রথম এই কাজ টা করা হয়েছে মেক্সিকো সিটিতে। দারুন এক দাঙ্গা ছড়িয়ে দিয়েছিল।

তাই কোন খবর দেখেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না। আগে ভালো করে যাচাই-বাছাই করতে হবে। আর তাছাড়া আল্লাহ তায়ালাও তো সতর্ক করেছেন। ফাসেকদের আনিত খবরের ব্যাপারে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, কতটা নিরাপদ??

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, ভাইবার, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি এপস এর মাধ্যমে আপনার সমস্ত তথ্য তারা জেনে নিচ্ছে। আপনার বাবা মা ভাই বোন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের চেয়েও বেশি জানে তারা, আপনার সম্পর্কে। কারন আপনি তো সব কিছুই এখানে শেয়ার করেছেন।
মজার ব্যাপার হচ্ছে তারা আপনার অজান্তেই আপনার ক্যামেরা দিয়ে ছবি ও ভিডিও করে নিতে পারে। আপনার ফোন হ্যাক করে সমস্ত ডাটা নিয়ে নিতে পারে। চাইলে আপনার কথাও রেকর্ড করে নিতে পারে। এমন কি আপনার সিসি ক্যামেরায় যদি নেট কানেকশন থাকে, সেটাও হ্যাক করে নিতে পারে।।
কীহ?? হাসি পাচ্ছে?? হাসেন। হাসতে থাকুন।
আর প্রদত্ত ছবি গুলো দেখুন।
আপনি যখন কোন এপ্স ডাউনলোড দেন, তখন এই এক্সেস গুলো কেন চায়??
দাজ্জাল এসে যখন আপনার বিস্তারিত বলা শুরু করবে (জোতিসীদের মত) তখন তো বলবেনঃ" আরেহ, এ আমার খোদা না হলে এত কিছু জানলেন কিভাবে?"
নাউজুবিল্লাহ।। অথচ আপনি নিজেই যে সব তথ্য দিয়ে দিয়েছেন, সে খবর তো আপনার নেই।

ওরাই 🐍সাপ, ওরাই ওঝা||

ওরা ভাইরাস সৃষ্টি করে, তারপর আবার এন্টি ভাইরাস সৃষ্টি করেছে|

জীবাণু সৃষ্টি করে, তারপর আবার জীবাণু নাশক (টীকা) সৃষ্টি করেছে|

উপকারী হারবাল ঔষধ কে ক্ষতিকর বলে, এন্টবায়েটিক নিয়ে এসেছে|

বোমা ফেলে ধংস করে, তারপর আবার ত্রাণ তহবিল নিয়ে এসেছে|

অর্থনীতি কে ধংস করে, ঋণের পোঁটলা নিয়ে আসে|

সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে আসে|

আরো কত দ্বৈত চরিত্রে যে ওরা অভিনয় করে?? বলে শেষ করা সম্ভব নয়|

আমরা ওদের সাপ রূপি চেহারাটা ভুলে যাই। মনে রাখি ওঝা রূপি চেহারাটাকে|

এই দ্বৈত নীতিতে ওদের অনেক লাভ|

এটা প্রথমত ওদের বিজনেস পলিসী।

দ্বিতীয়ত প্রভুত্ব কায়েমের অন্যতম পন্থা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার তাওফিক দান করুন।

Subliminal massage (সাবলিমিনাল ম্যাসেজ):

আপনার অজান্তেই, আপনাকে দিয়ে দাজ্জালের জন্য কাজ করিয়ে নেয়ার মাধ্যম:
এটি দ্বারা এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়। প্রথমত নিজেদের মধ্যে গোপন তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। দ্বিতীয়ত: কোনো একটি তথ্য মানুষের অবচেতন মনের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দেয়া যায়। ঠিক deep web & dark web এর মত।
যেমন: তথ্য আদান-প্রদান এর ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের সাইন, সিমবল, সংখ্যা, অক্ষর বা ছবি ব্যবহার করে থাকে। যা শুধু তাদের লোকেরাই বুঝে। এর মাধ্যমে তারা তাদের সদস্যদের কে দিক নির্দেশনাও দিয়ে থাকে।
এবার আসুন আমাদের ব্যাপারে।
আপনি একটু চিন্তা করুন। এমন ঘটনা কী আপনার সাথে ঘটেছে?? আপনি নতুন কিছু একটা দেখেছেন, বা নতুন কোথাও গিয়েছেন। আর আপনার মনে হয়েছে আপনি এগুলো আগেও দেখেছেন, বা আগেও গিয়েছেন??
এটাই সাবলিমিনাল ম্যাসেজ। আপনি এগুলো আগে কখনো দেখেছেন কিন্তু ভুলে গেছেন। অথচ আপনার অজান্তেই আপনার অবচেতন মনে (subconscious mind) এরকম কিছু বসে রয়েছে।
আসল কথা হলো, ওরা এগুলোর মাধ্যমে ওদের চিন্তাধারা আমাদের অবচেতন মনে বসিয়ে দিচ্ছে। ফলে অবস্থা এমন হয়েছে, সিক্রেট সোসাইটিকে এখন আর সদস্য তৈরী করতে হয়না। মানুষ নিজে থেকেই, নিজের অজান্তেই দাজ্জালের জন্য কাজ করে দেয়। অসংখ্য মানুষ দাজ্জালের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, শুধুমাত্র এই সাবলিমিনাল মেসেজের কারণে। আপনি খেয়াল করবেন: সব কিছুতেই কোনো না কোনো ভাবে দাজ্জালীক সাইন সিম্বল থাকবেই।
কিন্তু কেন?

কারণ আমরা সবাই ইনফ্লুএন্সড। মেনিপুলেটেড। নিজের অজান্তেই সিক্রেট সাইন প্রদর্শন করে ফেলি। কিছু একটা অঙ্কন করতে গেলেও তাই করি। এমন কি বাড়ি বা মসজিদ বানাতে গেলেও ঐসব সিম্বল দিয়ে দেই। কারণ আমাদের মাথায় ওগুলো দৃঢ় ভাবে বসে গেছে। আশা করি বুজতে পারছেন কেন আজ চারদিকে ফ্রিমেসনারি ও স্যাটানিক সাইন সিম্বলে ভর্তি।

ইসলাম / মুসলমান দের প্রতীক চাঁদ-তারা হতে পারে না।

চাঁদ দিয়ে শয়তান এর শিং এবং ভাগ্য দেবী মানাত কে হাইলাইট করা হয়।
আর তারার ব্যাপারে তো আপনারা জানেনই। ঐটা পেন্টাগ্রাম। বাফোমেট এর চেহারার আকৃতির। ওটা দিয়ে রিচুয়াল করা হয়। অর্থাৎ শয়তানের পূজা করা হয়। ছবি গুলো দেখুন, ভালো করে খেয়াল করুন। মনে রাখবেন, ইসলামে কোন সাইন সিম্বল নেই।

একটি পুরানো গল্প ও বর্তমান বাস্তবতা।

আপনারা গল্পটা জানেন, তবুও বলি।
এক শিক্ষিত লোক তার গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সময় নৌকায় উঠলো। উঠার কিছুক্ষন পর মাঝিকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করা শুরু করলো। বিজ্ঞান, গণিত, ভুগোল ইত্যাদি সম্পর্কে। মাঝি যখন বলতো না জানি না। তখন ঐ লোক অট্টহাসি দিয়ে বলতো, মাঝি তুমি তো কিছুই জানো না। তোমার তো জীবনের ১২ আনাই মিছা। হাহ হাহ হাহ।
মাঝি খুব লজ্জাবোধ করলো। চুপচাপ নৌকা বাইতে লাগলো।
নৌকা মাঝ নদীতে পৌছানোর পর হঠাৎ ঝড় উঠলো। শিক্ষিত লোকটি ভয়ে অস্থির হয়ে গেলো। মাঝি জিজ্ঞাসা করলো " আপনি সাতার জানেন নাহ?" লোকটি যখন না বললো, তখন মাঝি হাহ হাহ করে হেসে বললোঃ আপনার তো জীবনের ১৬ আনাই মিছা।
শিক্ষা নং ১ঃ
আমাদের সমাজে অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত লোক আছে। কিন্ত তাদের এ শিক্ষা কোনোই কাজে আসবে না, যদি তারা ইমানদার না হয়।
শিক্ষা নং ২ঃ
বর্তমানে মানুষ অনলাইন শায়েখের কল্যানে (?) যথেষ্ট ইসলামি জ্ঞান অর্জন করছে। আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালো। কিন্তু ইহার পাশাপাশি আখেরি যমানা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করলে দাজ্জালের ফিতনায় পতিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে অনেক বেশি। তখন জীবনের ১৬ আনাই মিছা হয়ে যাবে।

বিজাতীয় সংস্কৃতির ব্যপারে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম গণই সঠিক পথে ছিলেন:

যারা বিজাতীয় সংস্কৃতি এবং পড়াশুনাকে হারাম বলেছিলেন তারাই হকের উপর ছিলেন. তাদের অন্তর্দৃষ্টি ছিল. তারা এসবের আসল রূপ দেখতে পেয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ.

আজ আমরা মডার্ন হতে গিয়ে নিজেদের কুরআন ও হাদিস ছেড়ে দিয়ে তাদের বিজ্ঞান(?) আর ইংরেজি চর্চায় এতো ব্যস্ত হয়েছি যে আমাদের আসল লক্ষই ভুলে গেছি. আর বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে উম্মাহর বিশাল একটা অংশ আজ নাস্তিকতার পথে হাটছে.

এখন আপনারা বলবেন ইংরেজি শিক্ষা করা কি হারাম?? না হারাম না. তবে অতো জরুরিও না. এর চেয়ে আমরা যদি আরবি শিক্ষার দিকে নজর দিতাম তাহলে আমরা আরো বেশি উন্নতি করতে পারতাম. আরো একটা ব্যাপার খেয়াল করুন, আজ আমরা ইংরেজি শিখতে না পারাটাকে ব্যর্থতা ও পিছিয়ে পড়ার কারণ মনে করছি. তাহলে এবার চায়নার দিকে তাকান। ৯০ % মানুষ একদমই ইংলিশ পারে না (যদিও বর্তমানে তারা টুকটাক শিখছে) এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রতি কোনো আগ্রহও নাই। তাদের সবকিছু (machine, software, apps, etc) তাদেরই ভাষায়। তারপরও তারা আজ পৃথিবীর ভিতরে অন্যতম উন্নত জাতি। আমি নিজে অনেক চাইনিস মানুষের সাথে মিশেছি। সাধারণ ইংলিশ শব্দটাও বুঝে না।

এখান থেকে শিক্ষা নিন.। তারা তাদের ভাষা দিয়ে অগ্রগতি লাভ করতে পারলে আমরা কেন পারবো না.?? মানুষ এখন বিজ্ঞানের দাস হয়ে যাচ্ছে.। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কিছু বললে তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে. অথচ বিজ্ঞান আমাদেরকে যেসব তথ্য দেয়, তার বেশির ভাগই ভুল. সৃষ্টি জগৎ সহ সমস্ত তথ্য কোরআন এবং হাদিসেই আছে. এবং নিঃসন্দেহে সঠিক তথ্যটাই আছে. সুতরাং কুরআন ও হাদিস নিয়ে গবেষণা করুন, আরবি ভাষা শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিন. ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে কেউ ঠেকাতে পারবে না. আর অনেক বিভ্রান্তি, গোমরাহী, শিরক ও কুফরী মতবাদ থেকেও বাঁচা সম্ভব হবে. এবং বিজ্ঞানের আসল ধোকাও বুঝতে পারবেন.

(অধ্যায় -৩) বিজ্ঞান (অপ) ও প্রযুক্তি (অপ)

আত্মা স্থানান্তর নাকি দাজ্জালের নির্দেশে শয়তানের অনুপ্রবেশ??

Cornell DeVille নামে এক লোক এই বই টি লিখেছে. মৃত ব্যক্তির আত্মাকে কিভাবে স্থানান্তর করতে হবে সে উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে. বইটার ভূমিকার ইংরেজি এবং তার অনুবাদ টুকু দিয়ে দিলাম. এই বই আমাদের পড়ার দরকার নাই. দিলাম এইজন্যই যে. তারা এটাকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় মানুষের কাছে বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবে. যাতে মানুষ ভুলে যায় আসল হাকিকত. অর্থাৎ এটা যে দাজ্জালের নির্দেশে হবে এবং শয়তান মৃত মানুষের শরীরে ঢুকবে তা মানুষের মনে থাকবে না. মানুষ ভাববে এটাও বিজ্ঞানের কারিশমা. অবশ্য বিজ্ঞান তো পুরাটাই জাদুর ফসল. তাই বিজ্ঞান(?) আর জাদু একই কথা.
((ইংরেজি আর্টিকেল:

There is life after death!

Recent scientific experiments in Berlin have proven beyond a doubt that life exists after death. In *Soul Transfer*, Cornell DeVille presents a breakthrough revelation providing proof that death is not the end, but rather the beginning, while answering the age old question: *What happens after we die?* Linking ancient religious teachings with modern scientific facts.Combining abstract theological concepts with concrete science and physics, *Soul Transfer* offers the proof that will make a true believer out of even the most critical skeptic. A must-read book for everyone who has ever wondered if there is Life after Death

অনুবাদ:

মৃত্যুর পরেও জীবন আছে!

বার্লিনের সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়েছে যে মৃত্যুর পরেও জীবন বিদ্যমান। সোল ট্রান্সফার-এ, কর্নেল ডিভিল একটি যুগান্তকারী প্রকাশ প্রকাশ করেন যা প্রমাণ করে যে মৃত্যুর শেষ নয়, বরং শুরু থেকেই বয়সের পুরানো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন: আমাদের মৃত্যুর পরে কী ঘটে? প্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষাগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে যুক্ত করা.

কংক্রিট বিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের সাথে অ্যাবস্ট্রাক্ট থিওলজিকাল ধারণাগুলির সংমিশ্রণে, সোল ট্রান্সফার এমন প্রমাণ দেয় যা সত্যিকারের বিশ্বাসীকে এমনকি সবচেয়ে গুরুতর সংশয়বাদী থেকেও দূরে রাখে। প্রত্যেকের জন্য অবশ্যই একটি পঠিত বই যা কখনও ভেবে দেখেছিল যে মৃত্যুর পরে জীবন আছে কিনা

Link:

https://www.goodreads.com/book/show/23481778-soul-transfer))

আবারো বলছি, আমাদের এ বই পড়ার দরকার নাই...

মোবাইল এপ্স গুলো মূর্তির কাছে সাহায্য চাওয়া শিখাচ্ছে:

নিত্য নতুন এপ্স বের হচ্ছে। পরশুদিন দেখলাম একটা এপ্স বের হয়েছে, সেটা নাকি মেয়েদেরকে ধর্ষণ থেকে বাঁচাবে। এরকম তো অসংখ এপ্স, ডিভাইস ও নাম্বার (999 যেটা উল্টা করলে হয় 666 বা মার্ক অব দা বিস্ট) বের হয়েছে যেগুলো মানুষের জীবন বাঁচাবে বলে ব্রেইন ওয়াশড করা হচ্ছে। এগুলো দ্বারা মানুষকে বিপদকালীন সময়ে আল্লাহর কাছে দোআ ও সাহায্য চাওয়ার বদলে মূর্তির (এপ্স, ডিভাইস, চূড়ান্ত কথা শয়তান) কাছে সাহায্য চাওয়াকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে এসব ফেতনা থেকে মুক্ত রাখুন আমিন।

https://www.dailyinqilab.com/article/263718/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0

%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গুলো, মানুষকে সুবহানআল্লাহ বলতে বাধা দিচ্ছে:

আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে (নতুন ও আশ্চর্য) দেখে, সর্বপ্রথমেই আমাদের বলা উচিত : সুবহানআল্লাহ।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই সৃষ্টিটিকে দেখে অন্তরকে আল্লাহর দিকে নিয়ে, আল্লাহর বড়ত্বের কথা চিন্তা করাই হচ্ছে মুমিনের প্রধান কাজ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক (যৌক্তিক বা অযৌক্তিক) ব্যাখ্যাগুলো আমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখে। বেশিরভাগ মানুষই এগুলোর পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর কুদরত হিসেবে মেনে নিতে চায়না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত অনেকেরই মন মানতে চায়না।

নিচের ছবিগুলো দেখুন। বিভিন্ন জায়গায় পানিতে এরকম আলোর সৃষ্টি হয়। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর কুদরত। আমরা বলবো সুবহানাল্লাহ। আমাদের রবের সৃষ্টি কত সুন্দর।

কিন্তু দেখুন বিজ্ঞান ঠিকই এর একটা ব্যাখ্যা (পানিতে থাকা একপ্রকার বিশেষ ব্যাকটেরিয়ার কারণে এমনটা হয়) দাঁড় করিয়ে রেখেছে। যাতে আপনি সুবহানআল্লাহ বলতে না পারেন। শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, আজকের বিজ্ঞান প্রত্যেকটা জিনিসেরই এরকম কোনো না কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ফলে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি গুলোকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণের বদলে বিজ্ঞানের প্রশংসা করে, নাউযুবিল্লাহ।

আমি এ কথা বলছিনা যে , কোনো ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা করা যাবেনা। বলছি, সবকিছুতেই ব্যাখ্যা খুঁজা ঠিক নয়। কিছু কিছু জিনিস বিনা ব্যাখ্যায় মেনে নেয়ার নাম ঈমান। এতে অন্তর আল্লাহর দিয়ে রুজু থাকে।

মানব ক্লোনিং ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পিছনে শয়তানের হাত রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদিস থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

মানবের শিরা- উপশিরায় বিচরণ : শয়তান আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদম সন্তানের শিরা- উপশিরায় বিচরণ ও চলাফেরা করে আদম সন্তানকে পথহারা করে। মহানবী (সা.) বলেন, ‘অবশ্যই শয়তান মানুষের শিরা- উপশিরায় বিচরণ করে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১২৮৮)

পথভ্রষ্ট করা : মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস ও প্রবঞ্চনা দ্বারা পথভ্রষ্ট করা এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করা শয়তানের অন্যতম কাজ। আল্লাহ বলেন, ‘আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব, তাদের নির্দেশ দেব, যার ফলে তারা পশুর কর্ণ ছেদ করবে এবং তাদের নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১১৯)

++++++++++

১. প্ররোচনা দেওয়া : শয়তান আদম ও হাওয়া (আ.) - কে প্ররোচনা, ধোঁকা ও প্রলোভন দেখিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে উদ্বুদ্ধ করে৷ আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়৷ সে বলল, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের এ গাছ থেকে নিষেধ করেননি, তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও এখানে চিরকাল বসবাসকারী৷ সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী৷’ (সুরা আরাফ, আয়াত : ২১- ২১)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, ‘অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল৷ বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেবো অনন্তকাল জীবিত থাকার গাছের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?’ (সুরা ত্বহা, আয়াত : ১২০)

২. পথভ্রষ্ট করা : মানুষকে মিথ্যা আশ্বাস ও প্রবঞ্চনা দ্বারা পথভ্রষ্ট করা এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করা শয়তানের অন্যতম কাজ৷ আল্লাহ বলেন, ‘আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব, তাদের নির্দেশ দেব, যার ফলে তারা পশুর কর্ণ ছেদ করবে এবং তাদের নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে৷’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১১৯)

৩. ধোঁকা দেওয়া : ধোঁকা দেওয়া শয়তানের অন্যতম কৌশল৷ শয়তান আদম ও হাওয়া (আ) - কে ধোঁকা দিয়ে বলল, মানুষের পরিণাম হলো মৃত্যু, তবে এ

গাছের ফল যে খাবে সে চিরজীবী হবে। আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর শয়তান এ ব্যাপারে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার প্ররোচনা দ্বারা বহিষ্কৃত করল।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ৩৬)

৪. মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ : শয়তান মানুষের সামনে অশ্লীল ও খারাপ জিনিসকে আকর্ষণীয় ও উত্তম হিসেবে পেশ করে। আল্লাহ বলেন, ‘অবশ্যই সে (শয়তান) তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর যেন তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলো যা তোমরা জানো না।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৬৯)

৫. নিজেদের দলভুক্ত করার প্রচেষ্টা : শয়তান মানুষকে বশীভূত করে নিজেদের দলভুক্ত করে নেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘শয়তান তাদের বশীভূত করে নিয়েছে। অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সুরা মুজাদালা, আয়াত : ১৯)

৬. সরল পথ থেকে বিমুখ করা : শয়তান মানুষকে সহজ-সরল ও সঠিক পথ থেকে বিমুখ করতে পারে। আল্লাহ বলেন, ‘শয়তান বলল, আপনি আমাকে যেমন উদ্ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব। অতঃপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের বেশির ভাগকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।’ (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৬-১৭)

৭. মানবের শিরা-উপশিরায় বিচরণ : শয়তান আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদম সন্তানের শিরা-উপশিরায় বিচরণ ও চলাফেরা করে আদম সন্তানকে পথহারা করে।

মহানবী (সা.) বলেন, 'অবশ্যই শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১২৮৮)

৮. পাপকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা : পথভ্রষ্ট করতে শয়তানের অন্যতম কৌশল হলো, পাপ কাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'সে (ইবলিস) বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। আপনার মনোনীত বান্দারা ছাড়া (তাদের কোনো ক্ষতি আমি করতে পারব না)।' (সুরা হিজর, আয়াত : ৩৯-৪০)

৯. ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা : শয়তান মুমিনের ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে ইবাদত নষ্ট করে দেয়, যাতে সে পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন, আমি একবার রাসুল (সা.)-এর কাছে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! শয়তান আমার মধ্যে ও আমার নামাজ ও কিরাতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাতে জটিলতা সৃষ্টি করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি যখন তার উপস্থিতি অনুভব করবে, তখন তার কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তোমার বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলবে।' (সহিহ মুসলিম)

১০. প্রভাব বিস্তার করা : শয়তান আদম সন্তানের ওপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। এতে সে নানাভাবে প্রভাবিত করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আদম সন্তানের ওপর শয়তানের একটি প্রভাব রয়েছে। অনুরূপ ফেরেশতারও একটি প্রভাব রয়েছে। শয়তানের প্রভাব হলো, অকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সত্যকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করা। আর ফেরেশতার প্রভাব হলো, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণের অবস্থা উপলব্ধি করে সে যেন জেনে রাখে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়েছে। কাজেই তার উচিত আল্লাহর প্রশংসা করা। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণের অবস্থা

উপলব্ধি করে, সে যেন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) আয়াতটি পাঠ করে, 'শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়।' (সুনানে তিরমিজি)

সব মানুষের সঙ্গে শয়তান আছে। মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সঙ্গে জিন এবং ফেরেশতাদের মধ্য থেকে কাউকে সঙ্গী নিযুক্ত করা হয়নি।' সাহাবারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনার সঙ্গেও কি জিন সঙ্গী নিযুক্ত আছে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, আমার সঙ্গেও আছে। তবে আল্লাহ তাআলা তার ওপর আমাকে বিজয়ী করেছেন, ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। সে আমাকে কল্যাণকর কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজের পরামর্শ দেয় না।' (সহিহ মুসলিম)

<u>অপবিজ্ঞানের থিওরির অপেক্ষায় না থেকে নিজে কুরআন গবেষণা করুন:</u>

কিছু মানুষ (কথিত ইসলামী স্কলাররা), নিজেরা কুরআন হাদিস থেকে গবেষণা করে কোনো তথ্য বের না করে বরং অপেক্ষায় থাকে যে, কখন অপবিজ্ঞানীরা একটা থিওরি প্রসব করবে, আর সেটাকে তারা ইসলামাইজড করে প্রচার করবে। কখনো সেটার সত্যতা তো যাচাই করবেই না। উল্টো আয়াত ও হাদিস গুলোকে টেনে হিচড়ে বিকৃত করে অপবিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করবে। আর এসির নিচে বসে বৈজ্ঞানিক ইসলামের লেকচার দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবে।

তারা প্রকৃত ইসলামকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে ভয় পায়, লজ্জা পায়। কারণ এমন অনেক কিছুই তো আছে যা বৈজ্ঞানিক (?) ভাবে প্রমাণিত নয়। সেগুলো বললে তো মানুষ ইসলামকে অবৈজ্ঞানিক ভাববে। তাদের মানসিকতা তো এমনি।

কিন্তু এখন সময় হয়েছে বৈজ্ঞানিক কল্প কাহিনীগুলোকে প্রশ্ন বিদ্ধ করার। নিত্য নতুন প্রতিবেদন গুলোকে সত্যতা যাচাই ছাড়া গ্রহণ বা বিশ্বাস করাটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রশ্ন করা শিখুন, ছদ্ম বিজ্ঞানের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে, আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে মুক্ত ভাবে অন্তর দিয়ে অনুধাবন করতে শিখুন। ওদের বেঁধে দেয়া ছক (ছোটবেলায় পাঠ্য পুস্তকে যা পড়েছেন) থেকে বের হয়ে আসুন। ১৪০০ বছর আগের প্রকৃত ইসলামকে চিনুন। **2020** সালের অত্যাধুনিক, মডারেট ও অপবৈজ্ঞানিক ইসলাম থেকে দূরে থাকুন।

এলমে (আসমানী) লাদুন্নী বনাম বৈজ্ঞানিক (গাণিতিক) জ্ঞান:

বিজ্ঞানের নামে কুফুরী তত্ত্ব গুলোকে বুঝার জন্য বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া লাগে না। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান দিয়েই তা বুঝা যায়। নিউটন জন্মের আগে বিজ্ঞান বলতে কিছু ছিল না। যে যার যার মতো গবেষণা করতো। সুতরাং বিজ্ঞান, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, কোয়ান্টাম ফিজিক্স, ইম্পসিবল ফিজিক্স, ইত্যাদি শব্দ গুলো দেখে ভয় বা অতি উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই। তারা সৃষ্টির রহস্য গুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করতো। তাদের মধ্যে ইসলামের আলো না থাকায়, শয়তান তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। ল্যাবরোটরিতে বসে বানানো ওসব গাণিতিক সূত্রের উপর এতো আস্থা রাখার কিছু নেই। হা , বর্তমান শিক্ষা ব্যাবস্থায়, পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ওগুলোর প্রয়োজন আছে। ব্যাস, এতটুকুই। এর চেয়ে বেশি আর এক পয়সার গুরুত্বও নেই, ঐসব ভ্রান্ত তন্ত্র মন্ত্রের।

কাফেরদের বিশাল বিশাল গাণিতিক যুক্তি দেখে পেরেশান হবেন না। ওগুলো কাগজে কলমের অঙ্ক ছাড়া কিছুই না। বাস্তব পৃথিবীতে ওগুলোর কোনো স্থান নেই। মুভি বানানোর জন্য আর নাস্তিক জন্ম দেয়ার জন্য ঐগুলি।

যতদিন আপনি ঐসব বানোয়াট গাণিতিক যুক্তি তর্কের মার প্যাচ অর্থাৎ গতানুগতিক বিজ্ঞানের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে না পারবেন, ততদিন আপনি সত্যকে বুঝতে পারবেন না। সত্যকে বুঝতে হলে আপনাকে নিরপেক্ষ হতে হবে। কিছু দিনের জন্য পাঠপুস্তকের পড়া গুলিকে ভুলে যেতে হবে। আল্লাহ প্রদ্দত্ত মেধাকে স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করতে হবে। মুক্ত ভাবে চিন্তা করতে হবে।

পৃথিবীতে অতীতে যত জ্ঞান ছিল, বর্তমানে যা আছে এবং ভবিষ্যতে যা আসবে, সব জ্ঞান আল্লাহর কাছে আছে। সুতরাং আপনার যেই জ্ঞান প্রয়োজন তা আল্লাহর কাছ থেকে নামিয়ে নিন। তাহাজ্জুদ নামাজ ও তাকওয়া মেইন্টেইনের দ্বারা এ জ্ঞান আসমান থেকে নামিয়ে নিতে হয়। আল্লাহ সরাসরি আপনার অন্তরে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান বর্ষণ করবেন। এটাকে বলা হয় এলমে লাদুন্নী।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে, "ভাই, আপনি কি বিজ্ঞানের ছাত্র? এতো কিছু বুঝেন কিভাবে?"

আমার উত্তর: " রাব্বি জিদনি এলমার বরকতে"। আমি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৭ বার রাব্বি জিদনি এলমা পড়ি।

আর যেকোনো কিছু পড়ার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেই। এটাই আমার ইলমের রহস্য।

অনেক ভাই নাস্তিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানের আশ্রয় নেয়। বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনের আয়াত গুলোকে প্রমান করার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের সামঞ্জস্য

রক্ষা করার জন্য অনেক পরিশ্রম করে। তাদের নিয়ত তো ভালো। তারা ইসলামের খেদমত করতে চায়। কিন্তু এটা বুঝতে চায় না, বিজ্ঞান দিয়ে কখনোই ইসলামের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। জান্নাত, জাহান্নাম, রূহ, কবরে ফেরেস্তাদের আগমন, লাশের চিৎকার, আলিফ লাম মিম, জিব্রাইল (আ) আকৃতি, আল্লাহর রাসূলের সিনা চাক, এরকম আরো অসংখ্য জিনিস আছে যেগুলো বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এখানে এক ভাইয়ের কিছু কথা তুলে দিলাম। কারণ, এই পোস্টটা লিখতে গিয়ে দেখি উনি এটা লিখে ফেলছেন। আসলে মুমিনদের মনের কথা গুলো তো একই।
((আমরা অনেক ভাইয়েদেরকে দেখি তারা সেকুলার অবস্থানে গিয়ে অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ভুল ধরার চেষ্টা করেন। এজন্য অনেকে বিজ্ঞান শিক্ষারও সবক দেন।
আমাদের বুঝা উচিত ওদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা তথা অপবিজ্ঞানটা দাড়িয়ে আছে ভুয়া কল্পনার উপর, আপনি ওদের জাহাজে উঠে বাতিল করার চেষ্টা করবেন? ওরা দেখবেন নতুন কোন এক্সপ্ল্যানেশান দ্বার করিয়ে দেবে কাল্পনিক থিওরি প্রসবের দ্বারা। আপনাকে ঠিকই রিফিউট করে দেবে। নিউ থিওরি হাইপোথিসিস ও লজিক বানাতে ওদের শনি-মঙ্গল লাগে না। ঠিক একই ভাবে ভক্কর চক্কর গানিতিক যুক্তি দেখিয়ে একশভাগ লজিকাল বানায়ে দেবে। সুতরাং, ওদের জাহাজে উঠে ওদের আক্রমনের চিন্তা একবারে আত্মঘাতী। আপনাকে আপনার নিজের জাহাজে দাড়িয়ে, নিজেদের কাফেলা থেকে কুফর শির্কের কাফেলায় হামলা করতে হবে। এজন্য ঘন্টার পর ঘন্টা সেকুলার পজিসনে দাড়িয়ে ওদের তত্ত্বগুলোকে যেমন গ্রাভিটি, অমুক তমুকের ভুল, অযৌক্তিকতা বের করে লাভ নেই, আপনি ওদের দুর্বলতা বের করে দেবেন ওরা ঠিকই দুর্বল পয়েন্ট গুলোর জবাব রেডি করে দিবে।))

Post link:

https://www.facebook.com/groups/315165405515447/permalink/1121835211515125/

Me: সুতরাং বিজ্ঞানের নতুন কোনো তন্ত্র মন্ত্র বের হলেই, সেটাকে টেনে হিচড়ে ইসলামাইজড করার চেষ্টাটা চরম মাত্রার বোকামি। ওরা তো এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, অমরত্ব, হাইব্রিড হিউম্যান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জি এম ও , সেক্স ডল, গর্ভপাত, সমকামিতা, সৃষ্টিকে বিকৃত করণ, ট্রান্সহিউম্যানিজম, নিজেকে খোদা দাবি ইত্যাদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক বলছে। এখন কি আপনারা এসবকেও কুরআনে আছে বলে প্রমান করার চেষ্টায় লিপ্ত হবেন?

ভাই আপনারা মানসিক ভাবে পরাজিত হয়ে আছেন। সুতরাং, এসব ছেড়ে শক্তিশালী মুমিন হন। কুরআনকে কুরআন ও হাদিস দিয়ে প্রমান করুন। কুরআন থেকে ওদেরকে প্রশ্ন করতে শিখুন। ওদেরকে প্রশ্ন করুন এভাবে , "মানুষের মৃত্যুর পর কবরের আওয়াজ মানুষ ছাড়া সকল প্রাণী শুনতে পায়। এ ব্যাপারে তোমাদের বিজ্ঞান তো এখনো কোনো তথ্য দিতে পারে নি। বিজ্ঞানে সেটার ব্যাখ্যা নেই তো কি হয়েছে? বিজ্ঞান এখনো সেটা আবিষ্কার করতে পারে নি, সেটা বিজ্ঞানের ব্যর্থতা। হাদিসে যেহেতু আছে, অতএব এটাই সত্য"। এখন বিজ্ঞান সেটা আবিষ্কার করতে না পারলে কি মিথ্যা হয়ে যাবে? নাউযুবিল্লাহ। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা আজ এমনিই। কোনো কিছু বিজ্ঞানের সাথে না মিললে হীনমন্যতায় ভোগে। সংশয়ে পড়ে যায় । অবশেষে নাস্তিকতার পথে হাঁটা শুরু করে।

যুবকদের জন্য পরামর্শ: তোমরা অনেকেই দেখি নাস্তিকদের গ্রুপ গুলোতে আছো, এবং তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করো। এটা থেকে বিরত থাকাই ভালো। নয়তো একসময় তুমিও

সংশয়ে পড়ে যাবে। তাদেরকে বুঝানো তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে বিশুদ্ধ তাওহীদ, আকিদা ও ফেকার জ্ঞান অর্জন করা। যা দিয়ে তুমি নিজের ঈমান অন্তত বাঁচাতে পারবে। আল্লাহর রাসূল দাজ্জাল থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছেন। সুতরাং এসব গ্রুপ থেকে দূরে থাকা চাই। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন।

নাসা ও অপবিজ্ঞানের প্রতি এই অন্ধ ভক্তি কবে দূর হবে?

উম্মাহ মানসিক ভাবে আজ এতটাই পরাজিত হয়ে গেছে যে , বিজ্ঞানের এঁকে দেয়া ছকের বাহিরে এক পাও এগোতে পারেনা। স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার সাহস টুকুও হারিয়ে ফেলেছে। মাথা নিচু করে শুধু অঙ্কই করে, ওই মাথাটাকে উঁচু করে কখনো আকাশের দিকে তাকায়না। তাকালেও নতুন করে কিছু ভাবেনা। নাসার দেয়া কল্প কাহিনীর বিপরীতে কোনো প্রশ্নও করে না। কোনোদিন মাথায় একটা প্রশ্ন আসে না। আফসোস, কাফেররা আজ আমাদের যুব সমাজকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বানিয়ে ফেলেছে।

হে যুবক, জেগে উঠো। এমন মানসিক দাস হয়ে আর কত কাল থাকবে ? এখন সময় হয়েছে ঘুরে দাঁড়াবার। কোরআনে যা আছে সেটাই সরাসরি তুলে ধরো। নাস্তিকরা, অবৈজ্ঞানিক বলবে এই ভয় তোমার অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলো। আল্লাহ যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই তুমিও বল। নাসা আর বিজ্ঞান এসে তোমার পায়ে চুম্বন করবে। কুরআনকে, নাস্তিকদের কাছে বৈজ্ঞানিক বানানোর জন্য আয়াত গুলোর অপব্যাখ্যা করো না। সত্যকে তুলে ধরো। এই দ্বীন পরিপূর্ণ। এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারো ধার ধারে না। কারো পরোয়া করে না। এই দ্বীন, তার নিজস্য দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যুবকেরা:

তোমাদের কাছে অনুরোধ, তোমরা যদি না পারো আমাদেরকে বাধা দিও না। আমাদেরকে সত্য তুলে ধরতে দাও। তোমরা যারা এখনো ছাত্র জীবনই পার করতে পারোনি , তারা আবার আমাদেরকে বিজ্ঞানের ছবক দিতে আসো?

এসব তো আমরা অনেক আগেই পার করে এসেছি। তোমরা আমাদেরকে যেসব লিংক দিচ্ছ, এগুলো সব আমরা দেখেছি ও পড়েছি। এমনকি ভবিষ্যতে তোমরা কি দিবা তাও আমরা জানি। আমরা তো এসব অধ্যায় শেষ করে এসেছি। তোমরা যদি আমাদেরকে এসব পুরানো জিনিসের পিছনে সময় নষ্ট করাও, তাহলে আমরা তোমাদেরকে নতুন কিছু উপহার দিবো কিভাবে ?

তাই আবারো তোমাদেরকে অনুরোধ করছি, আমাদেরকে তথ্য দিয়ে, শক্তিশালী মুসলিম গবেষক দল হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করো।

আর নাস্তিকদের গ্রুপ থেকে দূরে থাকো। ওরা ছদ্মবেশে আছে। কৌশলে তোমার ঈমান হরণ করে নিবে। তাওহীদবাদী মুত্তাকী মুমিনদের সাথে থাকো। নাস্তিকদের গ্রুপে গিয়ে মুমিনদের নিয়ে ট্রল করা থেকে বিরত থাকো। এটা তো মুনাফেকের আলামত।

জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

আল্লাহ আমাদেরকে নাস্তিক ও মুনাফেকদের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

নাসা প্রেমী ভাইয়েরা কাফেরদের কাছে সম্মানিত হতে চায়:

পৃথিবীকে সমতলে বিছানো বললে নাকি কাফেররা হাসাহাসি করে। সেই ভয়ে বিজ্ঞান ও নাসা প্রেমী ভাইয়েরা অপবিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে পৃথিবীকে বলাকার বলে কাফেরদের কাছে সম্মানিত হতে চায়।

এই ভাইয়েরা কাফেরদেরকে এটা কিভাবে বিশ্বাস করাবে যে, ঘুমের আগে আয়াতুল কুরসী পড়লে একজন ফেরেশতা এসে ওই পাঠকারীকে সারা রাত পাহারা দেয়। আবার সূরা মূলক এসে কবরে পাহারা দিবে। এরকম অসংখ্য বিষয় আছে, যেগুলো বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। বরং কাফেররা এগুলো শুনলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে। এখন কি এই ভয়ে আপনি এগুলোর অপব্যাখ্যা করা শুরু করবেন?

আরে ভাই, কাফেরদের কাছে তো পুরো ইসলামটাই হাসির জিনিস। আপনি ওদের হাসির ভয়ে ইসলামকে কেন বিকৃত (বিজ্ঞানাইজড) করবেন?

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘কবরস্থিত ব্যক্তির নিকট পায়ের দিকে দিয়ে ফেরেশতারা শাস্তির জন্য আসতে চাইবে। তখন তার পদদ্বয় বলবে, আমার দিক দিয়ে আসার রাস্তা নেই। কেননা সে সূরা আল ‘মুলক’ পাঠ করত। তখন তার সীনা অথবা পেটের দিক দিয়ে আসতে চাইবে। তখন সীনা অথবা পেট বলবে, আমার দিকে দিয়ে আসার কোনো রাস্তা তোমাদের জন্য নেই। কেননা সে আমার মধ্যে সূরা আল ‘মুলক’ ভালোভাবে ধারণ করে রেখেছিল। অতঃপর তার মাথার দিক দিয়ে আসার চেষ্টা করবে। মাথা বলবে এ দিক দিয়ে আসার রাস্তা নেই। কেননা সে আমার দ্বারা সূরা আল ‘মুলক’ পাঠ করেছিল। সূরা মুলক হচ্ছে বাধাদানকারী। কবরের আজাব থেকে বাধা দেবে। তাওরাতেও সূরা আল ‘মুলক’ ছিল। যে ব্যক্তি উহা রাত্রে পাঠ করে, সে অধিক ও পবিত্র-উৎকৃষ্ট আমল করবে।’ (হাদিছটি বর্ণনা করেছেন হাকেম, তিনি বলেন, এর সনদ সহিহ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত’ (নাসাঈ)। শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ’তে না পারে’ (বুখারী)।

[নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২; মিশকাত হা/৯৭৪, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-১৮; মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/২১২২-২৩ 'কুরআনের ফাযায়েল' অধ্যায়-৮]

<u>নাস্তিকদের কাছে নিজেও অপমানিত হচ্ছেন, ইসলামকেও অপমানিত করছেন:</u>

যখনি নাসা বা অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান কিছু আবিষ্কারের বাণী শোনায়, তখনি একদল মুসলিম ঐটাকে ইসলামাইজড করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কখনো সত্য মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করে না। আসলে তারা বিজ্ঞানকেই বেশি বিশ্বাস করে। বিজ্ঞান যে ভুল হতে পারে এটা তারা ভাবতেই পারে না। নিজের অজান্তে তারা কোরআনের নয়, বরং বিজ্ঞানের সত্যতাকে প্রমোট করে। বিজ্ঞানের ওই থিওরি কোরআনের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে যায়। কোনোরকমে একটা আয়াতকে পেঁচিয়ে গোজামিল দিয়ে বিজ্ঞানের সমর্থনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। আর অন্যরা বাহবা দেয়। কিছুদিন পর নাস্তিকরা বলে : " বিজ্ঞান আবিষ্কার করার পড়ে সব কিছু কুরআনে পাওয়া যায়, এর আগে ওই তথ্য কোথায় ছিল? এই একটা বাক্য দিয়েই সে আপনাকে এবং কুরআনকে অপমানিত করে দিলো।

বিজ্ঞান তো আরো অনেক কল্প কাহিনী শুনাবে। আপনি কি সবকিছুকেই কুরআন থেকে প্রমানের চেষ্টা করবেন? আর ওই একই কথা শুনবেন? অর্থাৎ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পরেই তা কুরআনে পাওয়া যায়, তার আগে কই ছিল? ভাই ওরা তো গবেষণাগারে বসে এসব তত্ত্ব বানায় সাইন্স ফিকশন মুভি বানানোর জন্য। বাস্তব পৃথিবীর জন্য নয়। **((**তবে হা, কোনো মেশিন বানানোর জন্য এসব অংকের প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ বর্তমান ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল কাজের জন্য। কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্বের জন্য ওসব কাব্বালিস্টিক ভ্রান্ত গাণিতিক সূত্রের প্রয়োজন নেই। কুরআন হাদিসই যথেষ্ট।**))** আর আপনি এগুলোকে ইসলামাইজড করার জন্য অহেতুক পরিশ্রম করছেন? আপনি ভাবছেন, এসবের দ্বারা অনেকে

মুসলিম হবে, মুমিনদের ঈমান বাড়বে? মোটেও না। বরং সবাই বিভ্রান্ত হচ্ছে, সংশয়ে পড়ে যাচ্ছে, দোমনায় ভুগছে। ঈমান আরো দুর্বল হচ্ছে। আর অমুসলিমরা যারা কোরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখে ইসলামে প্রবেশ করছে, তারা তো শুরুতেই ভুল জেনে ইসলামে ঢুকছে। তাদের কাছে সঠিক ইসলাম প্রচার করা হচ্ছে না।

সঠিক ইসলামকে প্রচার করুন। বিজ্ঞানের প্যাকেটে ঢুকিয়ে কেন ইসলামকে প্রচার করতে হবে? ইসলাম তো স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারো কাছ থেকে তো কিছু ধার করার প্রয়োজন নেই। আপনি নিজে কুরআন হাদীসকে সামনে রেখে গবেষণা করুন। ইনশাআল্লাহ, অনেক কিছু আপনি নিজেই বের করতে পারবেন। বিজ্ঞানের আলোকে গবেষণা না করে সুন্নাহর আলোকে গবেষণা করুন।

কাফেররা সৃষ্টি তত্ত্বের হিসাব নিকাশ করতে আলোকবর্ষ থিওরি এপ্লাই করে। আপনি সুন্নাহ থিওরি এপ্লাই করুন। অশ্ববর্ষ । অর্থাৎ, একটি ঘোড়া ১ বছরে কত দূর যায়। সেটাই অশ্ববর্ষ। হাদিসে আকাশ ও জান্নাতের বিস্তৃততার হিসাব গুলো এভাবেই করা হয়েছে। যেমন জমিন থেকে ১ম আকাশের দূরত্ব ৭২ বছরের রাস্তা। অর্থাৎ একটি ঘোড়া ৭২ বছরে যতদূর যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, ১ম আকাশ ৭২ অশ্ববর্ষ দূরে।
মনে রাখবেন কাফেরদের নতুন নতুন শব্দ আর থিওরি গুলো শুধু মাত্র ইসলামকে প্রশ্ন বিদ্ধ করার জন্যই। কাফেররা এসব দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধর্মকে দাঁড়া করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। সুতরাং খুব সাবধান থাকা চাই। ওদের তন্ত্র মন্ত্র গুলো পেলেই গোগ্রাসে গিলা যাবে না। এগুলো ওদের ফাঁদ। মুমিন কখনো এক গর্তে দুইবার পা দেয় না।

<u>নিউটন, বিড়াল ও তার বর্তমান উত্তরসুরীরা:</u>

নিউটন ও বিড়ালকে নিয়ে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। আপনারা সবাই সেটা জানেন। তবুও আবার দিলাম।

((নিউটনের গবেষণাগারের দরজার ভাঙা অংশ দিয়ে একটি বিড়াল যাতায়াত করত। একদিন নিউটন লক্ষ করলেন বিড়ালটির বাচ্চা হয়েছে। ফুটফুটে বিড়াল ছানাটিকে নিউটনের বেশ ভালো লাগল। বাচ্চাটি যাতে অনায়াসে গবেষণাগারে যাতায়াত করতে পারে এ জন্য তিনি মা বিড়াল দরজার যে ভাঙা অংশ দিয়ে ঘরে ঢুকত তার পাশে কেটে ছোট্ট আরেকটি দরজা করে দিলেন। বড় ফুটো দিয়ে মা বিড়ালের সঙ্গে ছানাটিও যে ঢুকতে পারবে এ বিষয়টি নিউটনের মাথাতেই আসেনি। তিনি দুইজনের জন্য দুটো দরজা করে দিলেন।))

নিউটনকে আমরা অনেক জ্ঞানী মনে করি। সে অনেক কঠিন কঠিন বিষয়ে গবেষণা (সারাদিন অঙ্ক) করেছে ঠিকই। কিন্তু কমন সেন্স ছিল না। একই গর্ত দিয়ে দুটো বিড়ালই ঢুকতে পারে, এই সহজ বিষয়টি তার মাথায় আসে নি। সারাদিন জাদুচর্চা আর শয়তানের পূজায় ব্যস্ত থাকায় বাস্তবতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো।

আজকে তার উত্তরসূরীদেরও একই অবস্থা।

তারা বলাকার পৃথিবীর পক্ষে অনেক জটিল জটিল থিওরি (অঙ্ক) বুঝে, কিন্তু সমতলে বিছানো পৃথিবীর বাস্তবতাকে বুঝে না। সমতল পৃথিবীর জন্য কোনো অংকের প্রয়োজন নেই। একটু স্বাধীন ভাবে চিন্তা করলেই তা বুঝা যায় আলহামদুলিল্লাহ। যারা নিজের মগজটাকে নতুন করে ব্যবহার করছে, তারা ঠিকই সত্যকে ধরে ফেলছে। আর যারা অঙ্ক থেকে বের হতেই পারেনা, তারা ওই গোলকধাঁধার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে উপকারী এলম দান করুন। এবং ক্ষতিকর এলম থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

HAARP vs GMO food & INDIA vs BANGLADESH.

হার্প (High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) এবং জি এম ও ফুড সম্পর্কে আপনারা ভালো করেই জানেন. তবুও আলোচনার সুবিধার্থে হালকা একটু টাচ দিচ্ছি. হার্প হচ্ছে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের একটি প্রযুক্তি. নাসা এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্তিম ভাবে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে.

আর জি এম ও (GMO) হলো জেনেটিকালি মোডিফাইড ফুড. যেগুলোকে আমরা হাইব্রিড বলে চিনি.

এখন আসুন এ দুটোর সম্পর্কটা বুঝে নেই. হার্পের দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করে আমাদের প্রাকৃতিক ফসল গুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে. তারপর আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে জি এম ও ফুড কিনতে. এতে ওরা অনেক দিক থেকে লাভবান হচ্ছে. কেমিকেল দেয়া খাবার গুলো আমাদের কাছে বিক্রি করছে, ওগুলো খেয়ে আমরা অসুস্থ হয়ে আবার ওদের কাছেই চিকিৎসা

নিতে যাচ্ছি. এবং ধীরে ধীরে আমাদেরকে ওদের মুখাপেক্ষী বানিয়ে ফেলছে (উল্লেখ: ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় আমাদের কৃষকেরা এখন আর উৎপাদন করতে চাচ্ছে না).

এবার দেখি ভারত ও বাংলাদেশের বেপারটা: ভারতে এসব জি এম ও ফুড নিষিদ্ধ করা হয়েছে. তারা এখন এগুলো আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে. গত কাল একটা পোস্ট দেখলাম, সেখানে লিখা: এক ভারতীয় বলছে, " আমরা আমাদের গরুতে জীবাণু দিয়ে দিচ্ছি, তোরা (মুসলমানেরা) এগুলো খাবি, অসুস্থ হবি, আবার আমাদের কাছেই চিকিৎসা করতে আসবি"

আশা করি বিষয় গুলো বুঝতে পারছেন. এক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে: আমাদেরকে পুনরায় প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হতে হবে.

আর এখানে আমি কি বার্তা দিতে চাচ্ছি তা কি ধরতে পেরেছেন??

হার্প এবং জি এম ও এই দুটোই হলো আল্লাহর সৃষ্টির উপর উচ্চ মাত্রার হস্তক্ষেপকারী.

মুমিনদের সত্য ও সুন্নাহ নির্ভর গবেষণায় এতো আপত্তি কেন?

আল্লাহ আমাদেরকে যেসব বিষয়ে গবেষণা বা চিন্তা ভাবনা করার তওফিক দিয়েছেন, সেগুলো যদি কোনো নামিদামি অপবিজ্ঞানীর গবেষণাপত্র হতো, তাহলে ঠিকই প্রত্যেকটা মানুষ বিনা বাক্যে মেনে নিতো। শুধুমাত্র মুমিনদের গবেষণা মেনে নিতেই যত আপত্তি। ওদের মিথ্যা আলোকবর্ষ , মিথ্যা পরিমাপ, মিথ্যা দূরত্ব ইত্যাদি ভ্রান্ত সব থিওরি মেনে নিতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু মুমিনদের সুন্নাহ নির্ভর আলোচনা বা গবেষণা (যেমন অশ্ববর্ষ) মেনে নিতে এতো আপত্তি কেন? আমরা কোনো অপবৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অপবিজ্ঞানী নই বলে ?

হে অপবিজ্ঞানপ্রেমী ভাই, ভালো করে শুনে রাখুন। কাফেররা এসব মিথ্যা গবেষণার পিছনে হাজার কোটি ডলার ব্যায় করে। ওদের আছে হাজার হাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান। লক্ষ লক্ষ অপবিজ্ঞানী। আছে সরকারি সমর্থন। আরো আছে, হলিউড, মিডিয়া ও সুপার কম্পিউটার। যা দিয়ে তারা যে কোনো মিথ্যাকে খুব সহজেই সত্য বলে চালিয়ে দিতে পারে। যেভাবে ইচ্ছা

সেভাবেই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু মুমিনদের তো এসব কিছুই নেই। আছে শুধু এলমে লাদুন্নী। কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আল্লাহ প্রদত্ত এলম আর অন্তর দৃষ্টি। আপাতত এটুকুই মুমিনদের সম্বল। তা দিয়েই মুমিনরা সাধ্যমতো সত্যকে উন্মোচন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আপনারা যারা সবসময় বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকেন, তারা বিজ্ঞান নিয়েই থাকুন। সমস্যা কি ?

কিন্তু তাওহীদপন্থী ও হকপন্থী মুমিনদেরকে বার বার বাধা দেয়ার চেষ্টাটা মুনাফেকির আলামত। তাই অপবিজ্ঞান প্রেমীদের সতর্ক হওয়া চাই। মুমিনদের সাহায্য করতে না পারলেও বিরোধিতা ও বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকার আহব্বান জানাচ্ছি।

আবারো বলছি, কালোজাদুকরদের (অপবিজ্ঞানী) মতো আমাদের বিশাল বিশাল ল্যাবরোটরি নেই। আমাদের আছে, কুরআন , সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও এলমে লাদুন্নী। যা আমরা এস্তেখারা নামাজ ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন করি (আল্লাহর কাছ থেকে নামিয়ে নেই)। আমাদের বন্ধু ফেরেস্তারা। আর কাফেরদের বন্ধু শয়তান।

আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলোকে অপবিজ্ঞানের মহব্বত থেকে মুক্ত রাখুন। আমিন।

রাজা ও শিশুর গল্প এবং বর্তমান মডারেট মুসলিমদের অবস্থা:

রাজা ও শিশুর পুরানো গল্পটা তো আপনারা জানেনই। তবু হালকা একটু বলছি।

এক রাজা, তার রাজ্যের দর্জিকে ডেকে বললেন: সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একটি জামা বানিয়ে দিতে হবে। দর্জি অনেক দিন পরে এসে বললো, রাজা মশাই আপনার জন্য বিশেষ একটি জামা বানিয়ে এনেছি। কিন্তু এটা সবাই দেখতে পাবেনা। শুধুমাত্র বুদ্ধিমানেরাই দেখতে পাবে। দর্জি

সযত্নে ওই জামাটা রাজাকে পড়িয়ে দিলো। সবাই দেখলো রাজা প্রকৃতপক্ষে কিছুই পড়ে নি। নগ্ন। কিন্তু বোকা বা লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে কেউ সে কথা বলতে পারলোনা। এমনকি রাজাও না।

অতঃপর রাজা সেই জামা পড়ে, রাজ্য ঘুরতে বের হলেন। সবাই রাজাকে নগ্ন অবস্থায় দেখলো কিন্তু কেউ কিছু বললো না। হঠাৎ এক পিচ্চি ছেলে বলে বসলো: হায় হায় রাজা তো কিছুই পরে নি। রাজা তো নেংটো।

এটা শুনার পর রাজার সম্বিৎ ফিরে এলো, এবং বুঝতে পারলো যে, দর্জি তাকে ধোঁকা দিয়েছে।

এবার এই ঘটনাটা আধুনিক (বর্তমান) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করুন।

দর্জির জায়গায় নাসা বা বিজ্ঞানকে বসান। রাজার জায়গায় মডারেট (রান্ড) স্কলারদেরকে বসান। প্রজার জায়গায় মডারেট মুসলিমদেরকে বসান। আর ওই ছেলের জায়গায় হকপন্থী মুমিনদেরকে বসান।

আজ তো অবস্থা এমনি। নাসা আর বিজ্ঞান যা বলছে, তা সত্যতা যাচাই করা ছাড়াই মেনে নেয়া হচ্ছে। অনেকে বুঝেও দাজ্জালের ভয়ে মুখ খুলছেনা। অপরদিকে অল্প কিছু মুমিন বান্দা দুঃসাহসিকতার সাথে সত্যকে প্রচার করে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ওই ঘটনাটার সাথে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, ছোট্ট ছেলেটির আওয়াজে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলো। কিন্তু বর্তমানে এতো আওয়াজের পরেও মোডারেটদের সম্বিৎ ফিরে আসছেনা। তারা নাসা ও অপবিজ্ঞানের, স্পষ্ট ধোঁকা ও প্রতারণা গুলোকে দেখেও না দেখার ভান করে আছে।

স্যাটেলাইট হোয়াক্স ও টাইপ ১,২,৩ সিভিলাইজেশন :

স্যাটেলাইট হোয়াক্স:

এখানে প্যারানরমাল কিছু আলোচনা থাকবে। তাই এটুকু বিজ্ঞান প্রেমীদের না পড়লেও চলবে। কারণ বিজ্ঞান দিয়ে ফেরেস্তা ও জিনদের অস্তিত্ব পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

স্যাটেলাইট বলতে আমরা যে জিনিসকে বুঝে আসছি, অর্থাৎ পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান একটি মহাকাশ স্টেশন (আই এস এস / ষ্টার লিংক ইত্যাদি)। যা কিনা সবসময় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং তথ্য সরবরাহ করে আবার পৃথিবীতে প্রেরণ করে। যদি আমরা ধরে নেই এমনটা হয়, তবুও বিষয়টা অযৌক্তিক।

কারণ তীব্র গতিসম্পন্ন ও চলমান (ঘূর্ণায়মান) পৃথিবীর মজবুত বায়ুমণ্ডলের স্তর (চলমান গাড়ির ছাদ) ভেদ করে স্যাটেলাইট বা রকেট যদি কক্ষপথে যেতে চায় তাহলে সেগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। আরো একটা প্রশ্ন চলে আসে। ওগুলো যাওয়ার জন্য আকাশের (বিজ্ঞানের ভাষায় বায়ুমণ্ডলের মজবুত স্তর) দরজা খুলে দেয় কে ?

এবার আসি ৫ জুন 2020 থেকে ১০ জুন 2020 ষ্টার লিংক দেখা যাওয়ার প্রসঙ্গে। সেগুলো তো ইউ এফ ও বা বিমানও হতে পারে। আর ইউ এফ ও হচ্ছে জিনদের বাহন। এবং জিনেরা ইউ এফ ওর জন্য সরাসরি সূর্য থেকে এনার্জি নিতে পারে। আমাদের কাছ থেকে টাকা নেয়ার জন্য এবং কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান স্যাটেলাইটেএর অস্তিত্ব প্রমানের জন্য এইসব নাটক করা নাসার জন্য কোনো ব্যাপারই না। আর নাসা এবং জিনেরা একসাথেই কাজ করে। সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

সর্বশেষে এ কথাই বলতে চাই। নাসা ভক্তরা যেমনটা মনে করে , ওরকম কোনো স্যাটেলাইট নাই। সর্বোচ্চ এতটুকু হতে পারে, কোনো হিলিয়াম বেলুনে বা ড্রোন বিমানে কিছু হাই রেজুলেশনের ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছে। কারণ মাঝে মাঝে এগুলো বিভিন্ন জায়গায় পতিত হতে দেখা গেছে।

এবার তো আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে। তাহলে নেটওয়ার্ক কাজ করে কিভাবে?

মূল স্টেশন থেকে সাবমেরিন কেবল দিয়ে, টাওয়ার থেকে টাওয়ারে কাজ করে। এই টাওয়ার গুলো উপরের দিকে কিছু দূর পর্যন্ত সিগন্যাল প্রেরণ করে অন্য একটা টাওয়ার সেটা ক্যাপচার করে। ব্যাস, এটাই। আশা করি সব রহস্যের জাল উন্মোচন হয়েছে।

নাসা আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে একদিকে যেমন ব্যাবসা করছে অপরদিকে ভ্রান্ত ধারণাকে প্রমোট করছে।

টাইপ ১,২,৩ সিভিলাইজেশন :

অপবিজ্ঞানী ও জীন শয়তানেরা মিলে আমাদের এই সিভিলাইজেশনকে ৩ ভাগে ভাগ করেছে।

ক) টাইপ 1 সিভিলাইজেশন

খ) টাইপ 2 সিভিলাইজেশন

গ) টাইপ 3 সিভিলাইজেশন

ক) টাইপ 1 সিভিলাইজেশন: এখানে পৃথিবীর সকল সম্পদ বা এনার্জিকে কাজে লাগানো হবে। অর্থাৎ বর্তমানে আমরা টাইপ ১ সিভিলাইজেশন আছি। এবং পৃথীর সমস্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে। পৃথিবীর এনার্জি শেষ হয়ে গেলে পৃথিবীবাসীকে টাইপ ২ সিভিলাইজেশন ঢুকার চেষ্টা করতে হবে।

খ) টাইপ 2 সিভিলাইজেশন: এখানে চাদ, সূর্য ও নক্ষত্র থেকে এনার্জি বা শক্তি গ্রহণ করা হয়। যা রীতিমতো জিনেরা করে আসছে। অপবিজ্ঞানীরা চাচ্ছে জিনদের কাছ থেকে সেই টেকনোলজি শিখে নিতে। এবং তা মানুষের জন্য ব্যবহার করতে।

গ) টাইপ 3 সিভিলাইজেশন: এখানে পুরো গ্যালাক্সি (ওদের ধারণা অনুযায়ী) থেকে এনার্জি টেনে নেয়া হবে। এবং তা দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জীবন ধারণ করবে। এটাই দাজ্জাল ও তার দোসর অপবিজ্ঞানীদের কল্পনা। তারা আমাদেরকে এসবের (দাজ্জালের কৃত্তিম জান্নাত ও অমরত্ব) স্বপ্ন দেখায়। আর এই জিনিসগুলোর পিছনে যেসব অপবিজ্ঞানী কাজ করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে বর্তমানে মিচিও কাকু একজন অন্যতম সেরা ব্যাক্তি।

কাফেররা যত যাই করুক , মুমিনদেরকে ধোঁকায় ফেলতে পারবে না। মুমিনরা ঠিকই দাজ্জালের কপালে কাফ ফা রা লিখাটা (চলমান অপকর্ম) পড়ে ফেলতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। মডারেটরাই (অপবিজ্ঞান প্রেমী) ধোঁকা খাবে সবচেয়ে বেশি।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তর চক্ষুকে উন্মুক্ত করে দিন। যেন দাজ্জালের সমস্ত ষড়যন্ত্র গুলো বুঝতে পারি।

কুরআন নাকি বিজ্ঞান?? (মুমিনরাই আসল গবেষক)

কোরআন ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে গিয়ে এই মাত্র একটা জিনিস মাথায় আসলো, তার মানে কাফেররা ইচ্ছা করে কুরআন শরীফের বিপরীতে ভুল থিওরি বের করে, সেটাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে (যার অপর নাম বিজ্ঞান), যাতে কুরআনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করলে আলেমরাও আটকিয়ে যায়.

নিচের অংশটুকু পড়ুন:

(((Many times, I come across with ignorant statements from Christian's missionaries. They are telling that the Noble Quran contains a scientific error concerning the moonlight. They Say that Quran states or imply that the moon has its own light and therefore is a scientific error, because as we know moonlight is reflected light from the sun

অনেক সময়, আমি খ্রিস্টানের মিশনারীদের কাছ থেকে অবহেলিত বক্তব্যগুলি নিয়ে এসেছি।

তারা বলছেন যে নোবেল কুরআনে চাঁদ সম্পর্কিত একটি বৈজ্ঞানিক ত্রুটি রয়েছে। তারা বলেছে যে কুরআন বর্ণনা করেছে বা বোঝায় যে চাঁদের নিজস্ব আলো রয়েছে এবং তাই এটি একটি

বৈজ্ঞানিক ত্রুটি, কারণ আমরা জানি যে চাঁদর আলো সূর্যের আলোকে প্রতিবিম্বিত করে।)))

দেখুন এখানে সে কুরআনকে ভুল বলছে, (নাউযুবিল্লাহ) কারণ চাঁদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক. কারণ বিজ্ঞান বলছে, চাঁদের নিজ্বস্য আলো নাই.

অথচ আল্লাহ বলেছেন চাঁদের নিজ্বস্য আলো আছে.

চাঁদের আলোর ব্যাপারটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনেও উল্লেখ করেন:

وَالْحِسَابَ السِّنِينَ عَدَدَ لِتَعْلَمُوا مَنَازِلَ وَقَدَّرَهُ نُورًا وَالْقَمَرَ ضِيَاءً الشَّمْسَ جَعَلَ الَّذِي هُوَ
يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ الآيَاتِ يُفَصِّلُ بِالْحَقِّ إِلاَّ ذَلِكَ اللَّهُ خَلَقَ مَا

তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সুর্যকে উজ্জল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল সমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে [ইউনূস-৫]

এবার আপনি কি বলবেন?

আমরা মুসলমানেরা এতোই বোকার বোকা, কুরআনকে বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করতে চাই. ভাই, বিজ্ঞান ভুল হতে পারে, কিন্তু কুরআন ভুল নয়. ওরা যদি বলে বিজ্ঞান তো এটা বলছে, অথচ কুরআন বলে অন্য কথা. আমরা বলবো " বিজ্ঞান ভুল বলছে, কুরআন ঠিক বলছে"

কুরআন যা বলে আমরা তাই মেনে নিবো. বিজ্ঞান দিয়ে তা প্রমাণিত হোক বা না হোক.

দুঃখের বিষয় হলো: কাফেরদের বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে আমরা কুরআনের অপবেখ্যাটাকে গ্রহণ করেছি. আমরা যদি কুরআনের বক্তব্যের উপর অটল থাকতাম, তাহলে আমরাই হতাম গবেষক এবং নাসার মতো কোনো ইসলামী মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মালিক. আমরা যদি প্রত্যেকটা আয়াতের উপর মজবুত থাকি, তাহলে কাফেররা বাধ্য হবে এটা মেনে নিতে.

যে আয়াত টা এখানে দেয়া আছে, সেটা নিয়ে আপনি ভালো করে ভাবুন, আপনিই হয়ে যাবেন একজন উঁচুমানের গবেষক, ইনশাআল্লাহ..

ধর্মান্ধ বনাম বিজ্ঞানান্ধ:

আমাদেরকে অনেকেই ধর্মান্ধ বলে। হা ভাই, আমরা তো ধর্মান্ধই। যেহেতু আমরা কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ গুলো বিনা বাক্য ও যুক্তিতে মেনে নেই এবং শুনলাম ও মানলাম নীতিতে চলি, সুতরাং আমরা ধর্মান্ধ। মুমিন হতে হলে একজন ব্যাক্তিকে ইসলাম ধর্মান্ধ হতেই হবে। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানান্ধ নোই। বরং বিজ্ঞানমনস্ক। বিজ্ঞানকে আমরা ইসলামের কষ্টি পাথর দিয়ে ঘষে, দেখে, ভালো করে যাচাই করে, গ্রহণ করি।

আর আপনারা হচ্ছেন, বিজ্ঞানান্ধ। কাফেরদের দেয়া বস্তা পচা থিওরি গুলো বিনা প্রশ্নে মেনে নেন। বিজ্ঞানের উপর প্রশ্ন করার সাহস আপনাদের নেই।

আপনারা হচ্ছেন বিজ্ঞানান্ধ ছদ্ম নাস্তিক (ছস্তিক)।

বিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান:

খুব সহজে বুঝে নিন।

পৃথিবী স্থির এবং সমতলে বিছানো। এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাদ, তারা ও সূর্য আবর্তন করছে। এটা হচ্ছে বাস্তব ভিত্তিক বিজ্ঞান (সাইন্স)।

পৃথিবী বলাকার এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এটা হচ্ছে অপবিজ্ঞান (অকাল্ট সাইন্স)।

মানুষ চাঁদে গেছে, এটা হচ্ছে ছদ্মবিজ্ঞান (সুডো সাইন্স)।

আর যেটা নিয়ে কানাঘুষা চলছে, কিন্তু এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। অথচ মানুষকে রহস্যের বেড়াজালে আটকিয়ে মিথ্যা স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সেটা হচ্ছে কল্পবিজ্ঞান (সাইন্স ফিকশন)। যেমন মঙ্গলে বসতি স্থাপন।

বিজ্ঞানের কারণে মানুষ কুরআনের উপর প্রশ্ন করার দুঃসাহস পেয়েছে:

তারা প্রশ্ন করে, "বিজ্ঞান বলে এইটা আর কোরআন বলে ঐটা"?? তারা বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনকে যাচাই করতে চায়। নাউযুবিল্লাহ। বিজ্ঞান কি বলে না বলে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না। কোরআন কি বলেছে সেটাই আমাদের শক্তি। ব্যাখ্যা পেলে তো ভালো, আর না পেলেও মেনে নেয়ার নামই ঈমান। আজকের এই বিজ্ঞানের কারণেই মানুষ নাস্তিক, এগ্নস্টিক

আর মডারেট হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা বিষয় হলো বিজ্ঞান মানুষকে এতো অহংকারী বানিয়ে দেয় কেন? কারণ বিজ্ঞান হলো শয়তানের দেয়া জ্ঞান (ন্যাচারাল ফিলোসফি/ kabbalah)। আর যেহেতু শয়তান অহংকারী, সুতরাং শয়তানের দেয়া জ্ঞান অর্জনকারীরাও অহংকারী হবে এটাই স্বাভাবিক। কুরআনের জ্ঞান কখনো মানুষকে অহংকারী বানায় না, বরং নম্র ও অনুগত বানায়। আপনারা যারা বিজ্ঞানের অন্ধ ভক্ত হয়ে গেছেন তারা অনুগ্রহ করে নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিজ্ঞানের অরিজিন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন, আল্লাহর সাহায্য চান, আল্লাহ আপনাদের অন্তরকে সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। মনে রাখবেন দাজ্জালের ফেতনা অনেক ভয়ংকর। এখন যা কিছু হচ্ছে, সব কিছুই দাজ্জালের ফেতনার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক নবী রাসূল তাদের উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। দুনিয়ার ইতিহাসে দাজ্জালের ফেতনার চেয়ে বড় আর কোনো ফেতনা ছিল না, আসে নাই আসবেও না। সূরা কাহাফ অনুযায়ী দাজ্জাল মানুষকে ৪ টি ব্যাপারে ধোকা দিবে তার মধ্যে একটি হলো জ্ঞানের ধোঁকা বা জ্ঞানের ফেতনা। আর এই বিজ্ঞানই হচ্ছে সেই জ্ঞানের ফেতনা। যার কারণে অসংখ্য মানুষ ঈমান হারাচ্ছে। সুতরাং বুঝার চেষ্টা করুন। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন।

বিজ্ঞান প্রেমী নেক্সট প্রজন্মের কলমে সূরা নাসের তাফসীর:

যেহেতু অপবিজ্ঞানপন্থী মডারেটরা, কুরআনকে বিজ্ঞানের সাথে মিলানোর জন্য কুরআনের অপব্যাখ্যা করতে ছাড়েনি। সেহেতু তাদের দ্বারা আরো অনেক কিছুই সম্ভব। তারা পৃথিবীকে বলাকার প্রমানের জন্য "দাহাহার" অর্থ করেছে “বিস্তৃতির” বদলে ডিম্বাকৃতি। গ্রাভিটি প্রমানের জন্য "কিফতানের" অর্থ করেছে, “ধারণকারীর” বদলে আকর্ষণকারী। এভাবে অনেক অর্থকেই তারা বিকৃত করেছে।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, এই প্রজন্মের বিজ্ঞানপন্থী মডারেটরা যেহেতু আয়াত বা শব্দকে বিকৃত করেছে। সেহেতু তাদের সন্তানেরা তো পুরো সুরাকেই বিকৃত করে ফেলবে। পরবর্তী প্রজন্ম তো মনে করবে, সূরা নাস মনে হয় নাসাকে উদ্দেশ্য করেই নাজিল হয়েছে। কারণ তাদের বাপ্ দাদারা যেভাবে নাসার গুণগান করেছে, এবং নাসার সব থিওরিকে ইসলামাইজড করেছে। তাদের এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক হবে। তারা (সন্তানেরা) মনে করবে, যেহেতু কুরআনের শেষ সূরা নাস, সেহেতু এটা দ্বারা শেষ জমানার এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা নাসাকেই বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো আরো একধাপ এগিয়ে বলবে, সিনের নিচে জের দিয়েও পড়া যায় আবার জবর দিয়েও পড়া যায়। আর জবর দিলে তো নাসাঈ হয়। এভাবেও তারা ইজতেহাদ করবে। নাউযুবিল্লাহ।

এদের মধ্যে আরেকটি দল আল্লাহর রাসূলের একটি বক্তব্য দিয়েও ইজতেহাদ করবে। তারা বলবে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন: শেষ জমানায় খ্রিস্টানদের একটি দল মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। এটা দ্বারা এই নাসার মানুষদের (নাস) কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, নাসাঈ একমাত্র খ্রিস্টান সংস্থা, যারা কিনা কোরানের আলোকে মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করে আমাদেরকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করছে। সুতরাং নাসার নাসরাই (মানুষেরা) আমাদের সেই শেষ জমানার বন্ধু। দেখেছেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল ১৫০০ বছর আগেই নাসার কথা বলে দিয়েছেন। কুরআন কত বিজ্ঞান ময়?? আর কিছু লোক বিজ্ঞানের বি ও বোঝেনা, অথচ কথায় কথায় নাসার বিরোধিতা করে।

উপরে আপনারা আগামী প্রজন্মের নাসা ও বিজ্ঞানপ্রেমী কিছু মুজতাহিদ(?) বিজ্ঞানীর সম্ভাব্য ইজতেহাদ দেখলেন। তবে আমরা আশা করি, এমনটা হবেনা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা তার আগেই তাদেরকে সহীহ বুঝ দান করবেন।

বিজ্ঞানান্ধদের দ্বারা প্রচারিত কিছু প্রচলিত কুসংস্কার:

১) মুন ল্যান্ডিং (চাঁদে অবতরণ) ।

২) মঙ্গলল গ্রহে বিচরণ ।

৩) মহাকাশ ভ্রমণ।

৪) ব্ল্যাক হোল।

৫) গ্যালাক্সি।

৬) নীহারিকা।

৭) বিগ ব্যাং ।

৮) বিগ ক্রাঞ্চ ।

৯) পৃথিবী বলের মতো গোলাকার (অর্থাৎ বলাকার) ।

১০) পৃথিবী ঘূর্ণয়নশীল।

১১) চাঁদের আলো প্রতিফলিত ।

১২) সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক বড়।

১৩) সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক অনেক (১৫ কোটি মাইল) দূরে ।

১৪) বিবর্তনবাদ।

১৫) গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

১৬) আদিম (আদম আ:) মানুষেরা কথা বলতে পারতোনা।

১৭) গ্রাভিটি, এন্টি গ্রাভিটি বা জিরো গ্রাভিটি।

ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম শত শত কুসংস্কার, বিজ্ঞানান্ধদের দ্বারা আমাদের সমাজে ছড়িয়ে গেছে। এসব কুসংস্কার থেকে আমাদের সমাজকে মুক্ত করতেই হবে।

প্রত্যেক তাওহীদবাদী মুমিনের জন্য এসব কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা চাই।

দাজ্জালের প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে, প্রাকৃতিক হন:

পশু পাখির দিকে তাকান, তারা পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী চলে. (যদিও এখন দাজ্জাল পশু পাখির উপরেও হস্তক্ষেপ করা শুরু করে দিছে. পশু পাখিও এখন আর আগের মতো শান্তিতে নাই.)

যাইহোক, আমাদেরকে ঠিক আগের মতো প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হতে হবে. সূর্য দেখে ঘন্টা গণনা করা শিখতে হবে, চাঁদ দেখে মাস গণনা করা শিখতে হবে. এরকম যা কিছু শিখা সম্ভব, সব শিখার চেষ্টা করতে হবে. কারণ আমরা সবাই খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি, যে দাজ্জাল এই প্রযুক্তি দিয়ে মানুষকে অলস করে ফেলছে. মানুষকে তার জান্নাতে ঢুকিয়ে ফেলছে. মানুষ এখন প্রযুক্তি ছাড়া এক মুহূর্ত ও চলতে পারে না. নেটওয়ার্ক না থাকলে মানুষ পাগলের মতো করছে. চারদিকে প্রযুক্তির জয়জয়গান. চলছে প্রযুক্তির পূজা.

আমি বলছি না এগুলো সব একদম ছেড়ে দিতে. কারণ বর্তমানে আমরাও ফেঁসে গেছি. তবে যথাসম্ভব নির্ভরশীলতা কমাতে হবে. কারণ যে দাজ্জালকে খোদা হিসেবে মেনে নিবে না. তাকে দাজ্জাল এগুলো দিবে না. তখন যেন আমরা এগুলো ছাড়াও চলতে পারি, সেই মানসিকতা রাখুন.

আল্লাহ আমাদের সহায় হন, আমিন.

টেকনোলজি (প্রযুক্তি) কি? ভালো করে বুঝে নিন:

আমাদের সবার মনে একটাই আফসোস, আহ, আমরা পিছিয়ে গেছি. আর কাফেররা কত উন্নতি করেছে. ওরা জ্ঞান বিজ্ঞানে কত এগিয়ে গেছে. সমস্ত প্রযুক্তি আজ ওদের কাছে. তাই আজ আমরা ওদের কাছে মাথা নত করে ফেলেছি, (নাউযুবিল্লাহ).

ভাই চলেন, ১৫০০ বছর আগে ফিরে যাই. ওমর (রা:) এর কথা মনে করুন.

১) তিনি লাথি দিয়ে ভূমিকম্প থামিয়ে দিছিলেন.

প্রশ্ন: এই প্রযুক্তি কি কাফেরদের কাছে আছে?

২) তিনি চিঠি দিয়ে বন্ধ্যা নদীতে পানি ফিরিয়ে এনেছিলেন.

প্রশ্ন: এই প্রযুক্তি কি কাফেরদের কাছে আছে?

৩) সাহাবীদের এক জামাত ময়দানে যুদ্ধ রত ছিলেন, শত্রু পক্ষ পিছন থেকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো. কিন্তু জামাতের আমির তা টের পায় নাই. ওমর (রা:) খুৎবার সময় মিম্বর থেকে বলে উঠলেন: " ইয়া সারিয়া আল জাবাল" অর্থাৎ " হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে তাকাও"

প্রশ্ন: এই প্রযুক্তি কি কাফেরদের কাছে আছে? নেট বা মোবাইল ছাড়াই শত শত মাইল দূরে তিনি কথা পৌঁছে দিলেন??

সাহাবীদের আরেক জামাত সরাসরি পানির উপর দিয়ে চলে গেলেন, এবং একটা অঞ্চলকে বিনা যুদ্ধে জয় করে নিলেন.

প্রশ্ন: কোনো কিছু ছাড়াই পানির উপর দিয়ে চলে যাবার এই প্রযুক্তি কি কাফেরদের কাছে আছে?

তারা (সাহাবীরা) এই প্রযুক্তি কোথায় পেলেন?

আসলে তারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেছিলেন. তাই আল্লাহ তাদের কে এই নেয়ামত (technology) দিয়েছেন. আমরাও যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করি, তাকওয়া অর্জন করি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকেও ঠিক একই রকম সাহায্য করবেন. বিমান ছাড়াই আমরা আকাশ দিয়ে উড়ে যাবো, জাহাজ বা সাবমেরিন ছাড়াই আমরা পানির উপর ও নিচ দিয়ে চলে যাবো. আল্লাহু আকবার ধোনি দিয়ে কনস্টান্টিনোপল এর দেয়াল ভেঙে ফেলবো. আমাদের পাথর গুলো ___ হয়ে যাবে. নাসাকে ছাড়াই আমরা ভূমিকম্প থামিয়ে দিবো. বনের বাঘ আমাদেরকে রাস্তা দেখাবে. পাখিরা আমাদেরকে সাহায্য করবে, ইনশাআল্লাহ.

কুফফারদের প্রযুক্তি বনাম আল্লাহর প্রযুক্তি (নুসরাত/ সাহায্য):

আমরা অন্ধ হয়ে গেছি. আমরা বোবা হয়ে গেছি, আমরা বধির হয়ে গেছি. আমাদের দৃষ্টি আজ নাপাকীর দিকে. কুরআনের আয়াত গুলো আমরা দেখি না. শুনি না. ইতিহাসের দিকে তাকাই না. তাকিয়ে আছি কাফেরদের নাপাক ও কুফর মিশ্রিত প্রযুক্তির দিকে. আর সারাদিন শুধু আফসোস করছি. হায়, আমাদের কিছুই নাই, হায় আমরা কিভাবে পারবো ওদের সাথে??

নাউযুবিল্লাহ.

আমরা সাহাবীদের দিকে না তাকিয়ে, তাকিয়ে আছি, বিজ্ঞানীদের দিকে. আর ওদের প্রযুক্তির দিকে. আরেহ ভাই, আল্লাহ তো আমাদেরকে এর চেয়ে লক্ষ গুন বেশি শক্তিশালী প্রযুক্তি দিয়েই রেখেছেন. সেই প্রযুক্তির নাম হলো: আমল (দোআ, নামাজ ইত্যাদি) ও ইয়াকীন (আল্লাহর নুসরাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস).

জাহাজ ছাড়া পানির উপর দিয়ে চলে যাবার প্রযুক্তি আমাদের কাছে আছে. সাহাবীরা দোআ (আমল) করে ইয়াকীনের সাথে পানির উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছিলেন. তাদের ঘোড়ার খুর ও ভিজে নাই. এবার বলুন এই প্রযুক্তি কি কাফেরদের কাছে আছে?? নাই. আর কোনোদিন পাবেও না. এটা শুধুই মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্য.

আল্লাহ বলছেন: " তোমরা ভয় পেও না, হতাশ হয়ো না, বিজয় তোমাদেরই.. যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন হও""

সুবহানআল্লাহ.

বিজয় কাদের বলেন ?? বিজয় আমাদেরই.

শর্ত হলো পূর্ণ মুমিন হতে হবে.

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যদি কাব্বালা হয়, তাহলে আমরা কেন ব্যবহার করি?

অনেক বিজ্ঞান পূজারীরা সবার আগে আমাদেরকে এই প্রশ্ন করে। যার অন্তরে ব্যাধি আছে, শুধুমাত্র সেই এই প্রশ্ন করতে পারে। যাকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের জন্য কবুল করেছেন, সে এমন প্রশ্ন করে না। সে সত্যকে খুঁজে বেড়ায়। আল্লাহর রহমতের নিচে আসতে চায়। আর ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরাই এসব প্রশ্ন করে মুমিনদেরকে হতাশ করে দিতে চায়। আইনস্টাইনের বান্দাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা বৃথা মনে করি তবুও দিচ্ছি, মুমিনদের প্রশান্তির জন্য। ভালো করে কয়েকটা কথা শুনে রাখো:

১) আমরা খারাপ (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) কে খারাপ বলবোই। যদিও আমরা তাতে লিপ্ত থাকি। তোমাদের মতো খারাপকে ভালোর মোড়কে ঢুকিয়ে জায়েজ বানানোর অপচেষ্টা করবো না।

২) আমরা কাটা দিয়ে কাটা তুলবো। অর্থাৎ কাফেরদের প্রযুক্তি দিয়েই ওদের গোমর ফাঁস করবো, এবং উম্মতকে সতর্ক করবো। আমরা তো হ্যাকিংও শিখবো। শিখে ডার্ক ও ডিপ ওয়েব থেকে ওদের গোপন তথ্য বের করে নিয়ে আসবো, ইনশাআল্লাহ।

৩) আমাদের পূর্বপুরুষদের ভুলের (বিজাতীয় শিক্ষাকে জায়েজ ফতোয়া দেয়া) কারণে আজ আমাদেরকে খেসারত (নাস্তিকতার ব্যাপকতা) দিতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা এই ভয়ংকর ফেতনা থেকে মুক্ত রাখবো ইনশাআল্লাহ। তাদেরকে বিজ্ঞানী (কাব্বালিস্ট) না বানিয়ে, মুত্তাকী বানাবো।

৪) ধীরে ধীরে আমরাও এগুলো থেকে একেবারে দূরে সরে আসবো ইনশাআল্লাহ। এখনো আমরা সাদ্ধমত চেষ্টা করছি এসব থেকে দূরে সরে আসার। ইনশাআল্লাহ অচিরেই এসব ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন বিজ্ঞান পূজারীরা হতাশায় পাগল হয়ে যাবে। আর মুমিনেরা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য নামিয়ে নিবে।

মুমিনেরা এই অপবিজ্ঞান থেকে বাঁচতে চায় আর তোমরা তাদেরকে হতাশ করে দিতে চাও?? এখনো সময় আছে বিজ্ঞানের পুজা বাদ দিয়ে সঠিক দ্বীন ইসলামের দিকে ফিরে আসো।

হে আল্লাহ আপনি এই অবুঝ ভাইদেরকে বুঝ দান করুন।

কুরআন হাদীসই যথেষ্ট, নাকি বিজ্ঞানও লাগবে??

যারা বিজ্ঞানের অরিজিন সম্পর্কে জানেন এই পোস্ট তাদের জন্য. ইদানিং বিজ্ঞানের এই ফেতনা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যেও. তারা বলে: "শুধু কুরআন হাদিস জানলেই হবে না. বিজ্ঞানও জানতে হবে. কুরআন হাদিসের বাহিরে আমরা কিছুই জানি না. তাই আমরা পিছিয়ে গেছি. উন্নতিও করতে পারছি না". এ কথা শুধু তাদের নয়, এটা এখন সব মডারেট দ্বীনদারদেরও কথা. সবাই এখন বিজ্ঞানের গাড়িতে উঠে এগোতে চায়. ভালো কথা. খুবই ভালো কথা. এই দুনিয়ায় চলতে হলে বিজ্ঞান লাগবে. বিজ্ঞান ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়.

কিন্তু আমি যদি বলি বিজ্ঞান ছাড়া পুরোপুরি চলা সম্ভব???!!!! উন্নয়ন সম্ভব, অগ্রগতি সম্ভব, সবকিছু সম্ভব. এক মুহূর্তের জন্যও বিজ্ঞান লাগবে না. মানতে পারবেন?? পারবেন না.

কিহ?? খুব হাসি পাচ্ছে, তাই নাহ?? পাবেই তো কোরআন হাদিসের মর্মার্থ তো বুঝতেই পারেন নাই, তাই বলছেন, শুধু কুরআন হাদিস দিয়ে হবে না. সাহাবীদের (রা:) জীবনের দিকে তো ভালো করে তাকান নাই, তাকাইছেন বিজ্ঞানীদের জীবনীর দিকে. আল্লাহর কছম, শুধু কুরআন হাদিস দিয়েই সব সম্ভব. সব, সব, সব.

এখন বলবেন, কুরআন হাদিস দিয়ে আমরা কিভাবে বিল্ডিং বানাবো? কিভাবে বিমান, জাহাজ, ট্যাংক, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি ইত্যাদি বানাবো? কিভাবে চিকিৎসা শিখবো??

এসবের ফর্মুলা তো আমাদেরকে বিজ্ঞান থেকে নিতে হবে. এগুলো তো কোরআনে নেই.

হাহ, ঠিকই বলছেন. চিন্তার বিষয়!!!

আচ্ছা সাহাবীরা (রা:) এসব ফর্মুলা কোথা থেকে নিছিলেন?? বন্ধ্যা নদীতে ড্রেজার দিয়ে খনন করা ছাড়াই পানি ফিরিয়ে নিয়ে আসা, আগ্নেয়গিরির আগুনকে ফায়ার সার্ভিস ছাড়া আবার গুহায় ফিরিয়ে দেয়া, শত মাইল দূরে স্যাটেলাইট ছাড়া কথা পৌছিয়ে দেয়া, আকাশ থেকে নাসাকে ছাড়া বৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে আসা, মৃত বাচ্চাকে অপারেশন ছাড়া জীবিত করা, জাহাজ ছাড়া পানির উপর দিয়ে চলে যাওয়া, বাঘকে রেস্কিউ টিম ছাড়া চর দিয়ে বনে পাঠিয়ে দেয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি কিভাবে করেছিলেন.? তাদের কাছে তো বিজ্ঞান ছিল না. তাহলে কিভাবে করলো তারা এসব??

তাদের কাছে ছিল কোরআন ও হাদিস এবং এখলাস ও ইয়াকিন. এখন আবার বলবেন আমরা তো সাহাবী না. আমরা কি আর ওই সাহায্য পাবো? তাহলে এবার বাদশা হারুন ওর রশিদের ছেলের ঘটনা শুনুন. সে পাখিকে ডাক দিয়েছে পাখি তার হাতে চলে এসেছে. একাই কোনো ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বিল্ডিং তৈরির কাজ করতো. ইট গুলো নিয়ে রাখতো আর ওগুলো একা একাই ধাপে ধাপে বসে যেত.

এখন আবার বলবেন, আমাদের তো আর ওই তাকওয়া, এখলাস বা ইয়াকিন কিছুই নাই. আমরা কি ওই সাহায্য পাবো?? অবশ্যই পাবো. আল্লাহর সাহায্য প্রত্যেক মুমিনের জন্য.

আপনি বিজ্ঞান শিখতে যেই সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ খরচ করবেন, তা কোরআন হাদিসের জ্ঞান ও তাকওয়া অর্জনের পিছনে ব্যায় করুন. একজন মানুষ ৪০/৫০ বছর পরিশ্রম করে বিজ্ঞানী (কাব্বালিস্ট / জাদুকর) হবে. শয়তানের সাহায্য নিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করবে. আর আপনি তাকওয়া অর্জন করে মুত্তাকী হবেন এবং আল্লাহর সাহায্য নিয়ে সব করে ফেলবেন, সব. আপনার সব জরুরত আপনি আল্লাহর কাছ থেকে পূরণ করে নিবেন.

আমি, আপনি হয়তো আর পারবো না, কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে তো এভাবে গড়ে তুলতে পারবো. বিজ্ঞানও (জাদু) লাগবে এই মানসিকতা বাদ দেন. সন্তানকে ভালো করে কুরআন হাদিস শিখান. বিকৃত প্রজন্ম থেকে সমাজকে বাঁচান.

অপবিজ্ঞান কে জানার পর স্টুডেন্ট দের জন্য করনীয় ঃ

আমরা জন্মের পর থেকে মানুষের মুখে মুখে যা জেনে এসেছি এবং পাঠ্য পুস্তকে এতদিন যা পরে এসেছি, আজ অপবিজ্ঞান ও সঠিক সৃষ্টি তত্ত্ব কে জানার পর দেখতে পাচ্ছি সব কিছুই ভুল জেনে এসেছি। আসলে কুরান হাদিসের সূক্ষ্ম গবেষক না থাকায় এমনটা হয়েছে। সাহাবিদের যে কোন প্রশ্নের উত্তর আল্লাহর রাসুল (স) দিয়েছেন। কিন্তু আজকের গবেষকদের কাছে সৃষ্টি তত্ত্ব এর বেপারে কোন প্রশ্ন করলে তারা বলে, এটা তো বিজ্ঞানিদের ব্যাপার। আর সেই সুযোগটাই কাফেররা নিয়েছে। আমাদেরকে ভুল কুফুরি তত্ত্ব গিলিয়েছে। তবে শুকরিয়ার বিষয়, আল্লাহ তাআলা তার কিছু বান্দাদের দ্বারা আমাদেরকে এই ধোঁকা থেকে বাঁচিয়েছেন। আমরা এখন সত্যকে জেনে ফেলেছি।

এখন প্রশ্ন হলঃ তাহলে এত বড় বড় স্কলাররা ভুল কিভাবে করলেন?

এটা বুঝতে হলে ইমরান ভাইয়ের আল আদিয়াত ব্লগের ২২ টা পর্ব খুব ভাল করে পড়তে হবে। তবে আমি সংক্ষেপে কিছুটা বলে দিচ্ছি। স্কলারদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করেই এই কুফুরি তত্তকে প্রমট করেছে, আবার কেউ না জেনেই করে যাচ্ছে। কেউ আবার সত্যকে জানার পরেও কুফফারদের কারনে প্রকাশ করতে পারছে না। আবার অনেকেই ফেত্না সৃষ্টি ও সামাজিক ভাবে অপদস্ত হয়ার ভয়ে বিষয়টাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। যারা অনিচ্ছাকৃত ভাবে বা না জেনে করছেন তাদেরকে গালাগালি করা মোটেও উচিৎ নয়।

আপনি আমি সত্যকে জানতে পেরেছি, আলহাহদুলিল্লাহ। কিন্তু অন্য ভাই জানতে পারেনি বলে তাকে হেও করা যাবে না। কারন এই মিথ্যা কুফুরি তত্ত্ব সমাজে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, এটার শিকর উতপাটন এতো সহজ নয়। তাই এসব বিষয় নিয়ে কারো সাথে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত

হওয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুতরাং চুপচাপ জানতে থাকুন এবং তর্ক থেকে বিরত থাকুন।

এবার স্টুডেন্টদের জন্য কিছু পরামর্শঃ

যেহেতু অপবিজ্ঞান ও ইসলামি সৃষ্টি তত্তকে কে জানার পর অনেক স্টুডেন্ট দুশ্চিন্তায় পরে গেছেন, তাই সামান্য কিছু পরামরশ।

হতাশ হওয়ার কিছু নেই. পড়াশুনা চালিয়ে যান. যেহেতু এখন পর্যন্ত কোনো ওলামা বোর্ড এই পড়াশুনাকে হারাম বলে নি, সুতরাং আতংকিত হওয়ার কিছু নেই. অবশ্য যদি উনারা এতো ডিপের কথা জানতেন তাহলে অবশ্যই হারাম বলে ফতোয়া দিয়ে দিতেন. যেমনটা দিয়েছিলেন গত শতাব্দীতে ভারত বর্ষের ওলামা গণ, ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে. কিন্তু এখন সেই মর্দে মুমিন ওলামা বোর্ড নেই. সুতরাং এই আশা করা বোকামি.

তবে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আমার পক্ষ থেকে কিছু পরামর্শ রইলো:

ছেলেদের কারো যদি ভালো রিজিকের ব্যবস্থা থাকে তাহলে এই পড়াশুনা ছেড়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যেতে পারেন. অন্যথায় নয়. কারণ দারিদ্রতা মানুষকে কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়. এখন যেহেতু সমাজের সিস্টেম এলোমেলো তাই আপনাকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে. যেন একটা ভালো রিজিকের ব্যবস্থা হয়. যদিও রিজিকের সম্পর্ক পড়াশুনার সাথে নয়. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন, কমিয়ে দেন.

আর মেয়েদের জন্য ঘর উত্তম. ঘর মেয়েদের অফিস. আল্লাহর রাসূল মেয়েদেরকে ঘরে থাকতেই উৎসাহিত করেছেন. অতি প্রয়োজন ছাড়া একেবারেই ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন. আর ফেতনার জমানায় তো পুরুষদেরকেও ঘরে লাশের মতো জমে থাকতে বলেছেন. হে বোন, যদি আপনার উপর কেউ নির্ভরশীল না থাকে, অর্থাৎ আপনার ভরণপোষণের মানুষ যদি থাকে তাহলে আপনার তো চাকরির কোনো প্রয়োজন নেই. সুতরাং আপনি এ পড়াশুনা ছেড়ে ঘরে কুরআন হাদিস গবেষণা করুন. আপনার প্রয়োজন পুরা করার জন্য আপনার বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে আছে. আপনার এতো দুশ্চিন্তা কিসের?

হাহ, যাদের কেউ নেই তারা তো অপারগ. তাদেরকে তো নিজের প্রয়োজন নিজেকেই পুরা করতে হবে. তাদের কথা ভিন্ন.

পরিশেষে এটাই বলতে চাই: আমরা আপনাদেরকে হতাশ করে দিচ্ছি না. বরং হাজার বছরের চাপিয়ে রাখা সত্যকে উদ্ঘাটন করে আপনাদের সামনে পেশ করছি.

যেহেতু , দাজ্জাল পুরা পৃথিবীর পাঠ পুস্তক পরিবর্তন করে ফেলেছে. তাই আমাদের কাছে সব কিছু এলোমেলো লাগছে. এটা ফেতনার যুগ. জ্ঞানের ফেতনার যুগ. অসংখ্য মানুষ ধোঁকা খাচ্ছে. এসময় সত্যকে এবং সত্যবাদীকে চিনার একটাই উপায়. " এস্তেখারা নামাজ "

সুতরাং যে কোনো দ্বিধা দূর করতে নামাজে দাঁড়িয়ে যান.

আল্লাহ আমাদেরকে সত্যকে, সত্য হিসেবে এবং মিথ্যাকে, মিথ্যা হিসেবে চেনার তৌফিক দান করুন , আমিন.

(অধ্যায় -৪) সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে দাজ্জালি ষড়যন্ত্র।

গ্রিক ও মুতাজিলাদের ছদ্মবৈজ্ঞানিক যুগ থেকে বেড়িয়ে সাহাবীদের (রা) স্বর্ণযুগে প্রবেশ করুন:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটা শিশুও সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন। সাহাবায়ে কেরাম রা. যেমন ছিলেন সত্যের মাপকাঠি, তেমনি তারা দুনিয়া থেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণাপ্রাপ্ত।

ইসলামের সঠিক পথ নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো, সাহাবায়ে কেরাম রা. এর অনুসৃত পথের অনুসরণ। যুগে যুগে যারাই সাহাবায়ে কেরাম রা. এর পথ থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তারাই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী হলেন সাহাবায়ে কেরাম। যারা সাহাবায়ে কেরামকে যথাযথ সম্মান করে, তাদের অনুসৃত পথে চলে, তারাই মুলত: কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত অনুসারী। সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ ব্যতীত লক্ষ-কোটি বারও কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের দাবী করলেও তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।
যুগে যুগে যারা সাহাবায়ে কেরামের বুঝকে পায়ে দলে, তাদের অনুসৃত পথকে দূরে সরিয়ে নিজেদের মনগড়া মতবাদ চালু করেছে, তারাই মুলত: ভ্রষ্টতার গভীরে নিমজ্জিত হয়েছে।

বোখারী-মুসলিমের সহীহ হাদীসে রয়েছে,

الذين ثم قرني أمتي خير : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال
يلونهم الذين ثم يلونهم

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল (صلى الله عليه وآله وسلم) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা আমার যুগে রয়েছে। অতঃপর তাদরে পরবর্তী যুগের উম্মাত (তথা তাবেয়ীগনের যুগ) অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মাত। (অর্থাৎ, তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগ)।
[সূত্রঃ বুখারী ৪/২৮৭- ২৮৮- মুসলিম ৪/১৯৬৪]।

#ইরবায ইবনে সারিয়া(রাঃ)হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ্ (صلى الله عليه وآله وسلم) ইরশাদ করেছেনঃ

خلفاء وسنة بسنتي عليكم :وسلم عليه الله صلى النبي قال
المهديين الراشدين

অর্থঃ আমার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন রা. এর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে।

[সূত্রঃ আবু দাউদ হা/ ৪৬০৭, তিরমিযী-২৮৯১,ইবনে মাজা (ভূমিকা, ৪২), মুসনাদে আহমদ হা/ ১৭৬০৬, মুসনাদে বাযযার, ইবনে হিব্বান, মুসতাদরাক লিল-হাকিম, তারীখে দিমাশক লি-ইবনে আসাকির, আল-মু'জামুল কাবীর, হা/ ৬২৩, আল-আওসাত, আল-কাবীর লিত্তাবরানী]।

রাসুলে কারীম (صلى الله عليه وآله وسلم) সমস্ত উম্মতকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে গেছেনঃ

واحدة إلا الى نار فى كلهم فرقة وسبعين ثلاثا أمتى ستفترق :
وأصحابى عليه نا أما :قال !الله رسول يا هى من قالوا

অর্থঃ" অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর(৭৩) ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জান্নাতী হবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যশালী দলটি কারা এবং এত বড় সৌভাগ্য লাভের ভিত্তি কোন নীতি বা আদর্শের উপর? উত্তরে নবী কারিম (صلى الله عليه وآله وسلم) বললেন, যে নীতি, তরীকা ও আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম আছেন।

[সূত্রঃ তিরমিজী শরীফ, হা/ ২৬৪০, ইবনে মাজা, হা/ ৪৭৯, মুসনাদে আহমদ খ., ৪, পৃ., ১০২, আল-মুসতাদরাক, খ., ১, পৃ., ১২৮]।

** প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আরেকটি উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অনুসরণ করতে চায় তবে সে জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীগণেরই অনুসরণ করে। কারণ, তাঁরাই ছিলেন এ উম্মতের মধ্যে আত্মার দিক থেকে সবচে বেশি নেককার, ইলমের দিক থেকে গভীরতর, লৌকিকতার দিক থেকে সল্পতম, আদর্শের দিক থেকে সঠিকতম, অবস্থার দিক থেকে শুদ্ধতম। তাঁরা এমন সম্প্রদায় আল্লাহ যাদেরকে আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শধন্য হবার জন্য এবং তাঁর দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে বাছাই করেছেন। অতএব তোমরা তাঁদের মর্যাদা অনুধাবন করো এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। কারণ, তাঁরা ছিলেন সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

[সূত্রঃ আবূ নাঈম, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩০৫/১; ড.মুহাম্মদ ইবন আবূ শাহবা, আল

ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযূয়াত ফী কুতুবিত তাফসীর]।

‘তাঁরা ইলম, ইজতিহাদ, তাকওয়া ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে আমাদের ওপরে। তাঁরা আমাদের চেয়ে উত্তম এমন বিষয়ে, যে ব্যাপারে ইলম জানা গেছে কিংবা যা ইস্তিমবাত বা উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাঁদের রায়গুলো আমাদের কাছে প্রশংসনীয়। আমাদের নিজেদের ব্যাপারেই আমাদের সিদ্ধান্তের চেয়ে তাঁরাই অগ্রাধিকার পাবার হকদার।’
[সূত্রঃ মুকাদ্দাম ইবনু সালাহ, ড. নূরুদ্দীন ‘ঈতর সম্পাদনা, বৈরুত, প্রকাশকাল : ২০০০ ইং, পৃষ্ঠা- ২৯৭]।

এছাড়াও ইমাম মালেক (র) বলেন: শেষ জমানার উম্মত মুক্তি পাবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা হুবহু সাহাবায়ে কেরামের (রা) অনুসরণ করে।

সাহাবায়ে কেরামের যুগ ছিল স্বর্ণের যুগ। কেউ যদি মুক্তি পেতে চায়, তাহলে তাকে সাহাবাদের যুগের অনুসরণ করতে হবে। হুবহু। অর্থাৎ যতটা সম্ভব বর্তমানের অবৈজ্ঞানিক আসবাব গুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে। আর যাদের পক্ষে সম্ভব তারা নিজেদের ধন সম্পদ সাথে করে পাহাড়ে চলে যাবে। যারা এই সমাজে থাকবে তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই ফেতনা স্পর্শ করবে। এবং সেটা প্রত্যেক মুমিন বর্তমানে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

একমাত্র গুরাবারাই এসব ফেতনা থেকে পরিপূর্ণ রুপে বাঁচতে পারছে। আর যারা প্রাচীন গ্রিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত, মধ্যযুগীয় জাদুবৈজ্ঞানিক যুগের কথিত মুসলিম ছদ্মবিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দিয়ে অপবিজ্ঞানের চর্চা করতে চায়, তারা কখনোই দাজ্জালের ফেতনা গুলোকে চিনতেও পারবেনা, বাঁচতেও পারবেনা। অর্থাৎ এরাই তারা, যারা দাজ্জালের কপালের কাফের লিখাটা পড়তে পারবেনা।

বর্তমানে যারা দাজ্জালের কুফুরী কর্মকান্ড গুলো ধরতে পারছে এবং সাধ্যমতো বাঁচার চেষ্টা করছে, ইনশাআল্লাহ এরা দাজ্জালের কপালের কাফের লিখাটাও পড়তে পারবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে দাজ্জালের ভয়াবহ ফেতনা থেকে হেফাজত করুন, আমিন।

উম্মাহর এই ক্রান্তি কালে সৃস্টিতত্ব নিয়ে আলোচনা কতটা যৌক্তিক?

বা সমতল পৃথিবী সম্পর্কে জেনে কি লাভ?

সর্বপ্রথমে আমাদেরকে বর্তমান সময়টাকে ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। দেখতে হবে সমস্ত ফেতনার মূলে কে বা কারা আছে? আপনারা সবাই এক কথায় বলবেন, সমস্ত ফেতনার পিছনে জীন, শয়তান, জায়োনিস্ট (ক্রিপ্টো জিউ) দাজ্জাল ও সিক্রেট সোসাইটি আছে।

আমরা এখন শেষ জমানায় আছি। এই মুহূর্তে একটার পর একটা ফেতনা আসতেই থাকবে। মানুষ দিশেহারা হয়ে যাবে। ওলামা হজরতগণও হিমশিম খেয়ে যাবেন। কোনটা ছেড়ে, কোনটা সামলাবেন।

তো, এমন ক্রান্তি কালে সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনাটা কি প্রয়োজনীয়?

উত্তর: অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কারণ, দাজ্জালের অসংখ্য ফেতনার সাথে সৃষ্টির রহস্য জড়িয়ে আছে। আর শেষ জমানায় এমন অনেক ঘটনা ঘটবে, যা সরাসরি সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। কোরআনিক কসমোলজি সম্পর্কে আপনার স্পষ্ট ধারণা না থাকলে এক্ষেত্রে আপনি বড় ধরণের ফেতনায় পতিত হবেন। এখন আসুন দেখি, কি কি বিষয় দাজ্জালের ফেতনার সাথে জড়িত?

১) ভূরাজনীতি (আন্তর্জাতিক রুট ও বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান) বুঝতে হলে আপনাকে সঠিক সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝতে হবে।

২) কাফেররা পৃথিবীকে বলাকার ও ছোট বলে অনেক সম্পদকে মানুষের কাছ থেকে লুকাচ্ছে। আল্লাহর দুনিয়াতে সম্পদের যে অভাব নেই সেটা বুঝতে হলে পৃথিবীর ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।

৩) গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলে কাফেররা মানুষ হত্যা করতে চাচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনার পৃথিবীর আকৃতি ও বিশালতা সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত।

৪) চাদ ও মঙ্গোল গ্রহে যাওয়ার গল্প শুনিয়ে আর স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কথা বলে আপনার পকেটের টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্সের নামে সরকারের মাধ্যমে তারা নিয়ে যাচ্ছে আবার আপনাকেই হত্যা করার জন্য ব্যবহার (ফ্রি ভ্যাকসিন পাঠিয়ে বা যুদ্ধ চাপিয়ে) করছে।

৫) ঈমাম মাহদী আসার আগে অনেকগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটবে। এগুলো ভালো করে বুঝতে হলে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা চাই।

৬) পূর্ব দিক থেকে ঈমাম মাহদীর বাহিনী বের হবে। এবং বিশাল এক ধোয়া মানুষকে ঘিরে ফেলবে। আবার কেয়ামতের আগে একটি আগুন মানুষকে ঐদিক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে। উত্তর দিকে ইয়াজুজ মাজুজ আছে। ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের আলোচনা আছে। এখন এই দিকগুলো বুঝতে হলে আপনাকে জিওসেন্ট্রিক কসমোলজি (ভূমিকেন্দ্রিক সৃস্টিতত্ব) বুঝতে হবে। বলাকার পৃথিবীতে আপনি দিক খুঁজে পাবেন না। আর কম্পাসও কাজ করবে না।

৭) দাজ্জাল সূর্যকে আটকিয়ে দিয়ে একদিনকে একবছর বানিয়ে রাখবে। আর এটাতো সূর্য ছোট বলেই সম্ভব হবে। সূর্যের আকার ও অবস্থান সম্পর্কে আপনার যদি সঠিক ধারণা থাকে, তাহলে আপনি এটা দেখে ধোঁকায় পড়বেন না। অন্যরাতো দাজ্জালের এই কারিশমা (বিশাল সূর্যকে থামিয়ে দেয়া) দেখে ঈমান হারাবে।

৮) হাদিসে স্পষ্ট করে বলা আছে: কেমামতের আগে সূর্য পশ্চিম থেকে উদয় হবে। কিন্তু আপনার যদি স্থির ও সমতলে বিছানো পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা না থাকে, তাহলে আপনি অপবিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে বলবেন, আহ্নিক গতি পরিবর্তন হয়ে পৃথিবী উল্টা ঘুরবে। এই ধারণাটা হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক।

৯) ঈসা (আ:) আকাশ থেকে নেমে আসবেন। ঘূর্ণায়মান ও বলাকার পৃথিবীতে উনি কিভাবে নামবেন? স্থির ও সমতলে বিছানো পৃথিবীতে নামা সম্ভব।

১০) মানুষের পাপাচার ও জীন শয়তানের উৎপাতের কারণে উল্কা নিক্ষেপ (এস্ট্রয়েড) বেড়ে যাবে। এখন বেড়েছেও। আর অপবিজ্ঞানীরা নাসার মাধ্যমে এসব ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে আপনাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাই আপনাকে আসমান, জমিন, চাদ, তারা ও সূর্য সম্পর্কে সঠিক এলম অর্জন করতে হবে।

১১) কাফেররা আপনাকে চাদ ও মঙ্গলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখায়। আপনার যদি সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে তাহলে আপনি এই ফাদেঁ পা দিবেন না। অদূর ভবিষ্যতে নাসা প্রেমী মানুষ গুলো এসব কাল্পনিক জায়গায় প্লট বুকিং দিয়ে নিজের সম্পদ হারাবে। আপনি তখন হাসবেন। কারণ আপনি এসব কল্পকাহিনী সম্পর্কে অবগত।

১২) নাস্তিকদের উদ্ভট সব কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। যেমন বিগ ব্যাং থিওরি। এটার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, এক বিশাল বিস্ফোরণ থেকে আসমান জমিন একা একাই সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি খুব ভালো করেই জানেন যে এটা একটা ভুয়া তত্ত্ব। কারণ আল্লাহ তায়ালা সুশৃঙ্খলার সাথে ৬ দিনে আসমান জমিন ও এর ভিতরের প্রয়োজনীয় জিনিস গুলোকে বানিয়েছেন।

১৩) মোট কথা স্থির ও সমতলে বিছানো পৃথিবী সম্পর্কে জানলে কাফেরদের অনেক গুলো ষড়যন্ত্রের কথা আপনি জানতে পারবেন। এবং ভবিষ্যতে আর ধোঁকায় পড়বেন না। এছাড়া ঈমানও আরো বেশি মজবুত হবে। ইসলামের প্রতি আপনার মন আরো বেশি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। তখন ইসলামকে কোরআন, হাদিস ও ইজমা কিয়াস দিয়ে বুঝতে চাইবেন। যুক্তি বা অপবিজ্ঞান দিয়ে নয়।

আপাতত এগুলোই মনে ছিল। এছাড়াও আরো অসংখ্য ফেতনা আছে। যা সরাসরি সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। আপনারা যখন গভীর ভাবে স্টাডি করবেন, তখন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

বি: দ্রঃ কারো দ্বীনি কাজকেই ছোট করে দেখা ঠিক নয়। প্রত্যেকের কাজকেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা চাই। সবাই তো আর সব নিয়ে কাজ করতে পারবে না। কেউ উম্মাহকে লড়াইয়ের ব্যাপারে সতর্ক করবে। কেউ রুকিয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। কেউ মাছালা নিয়ে। কেউ দেশের অভ্যন্তরীন ইস্যু নিয়ে। কেউ সিক্রেট সোসাটিই, কেউবা সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের প্রচেষ্টা গুলোকে কবুল করে নিন।

সুতরাং এ কথা না বলা চাই, উম্মাহর এই বিপদে সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে পরে থাকা অযৌক্তিক। উপরের আলোচনা থেকে তো আপনারা খুব ভালো করেই বুঝে নিলেন যে, বরং দাজ্জালের ফেৎনাকে গভীর ভাবে বুঝতে হলে স্থির ও সমতলে বিছানো জিওসেন্ট্রিক কসমোলজি (ভূকেন্দ্রিক সৃস্টিতত্ব) বুঝাটা কত জরুরি। আশা করি আপনাদের খুব কমন প্রশ্ন দুটোর উত্তর পেয়েছেন। অর্থাৎ উম্মতের এমন সংকট মুহূর্তে এই আলোচনা কতটা যৌক্তিক আর এগুলো জেনেই বা আপনার কি লাভ**?**

আর আপনারাও এগুলো নিয়ে একটু ঘাটা ঘাঁটি করুন। তাহলে আপনাদের এলম আরো মজবুত হবে। আমাদের কথা বিশ্বাস করতেই হবে তা নয়। আপনারা নিজেরাও যাচাই করুন। সত্য ও বাস্তবতার সাথে আমাদের কথা গুলো মিলিয়ে দেখুন। প্রয়োজনে এস্তেখারা নামাজ পরে

আল্লাহর সাথে পরামর্শ করে নিন। তাহলে কেউ আপনাকে গোমরাহ করতে পারবেনা, ইনশাআল্লাহ।

গোলাকার (globe) পৃথিবীর ধারণাটি কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক?

(Heliocentric cosmology VS geocentric cosmology)

গোলাকার পৃথিবী ও সমতলে বিছানো পৃথিবীর বিষয় গুলো পার্থক্য আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। আপনারাই তখন বুঝে নিতে পারবেন। তবে, এখানে কোনো দলিল প্রমান থাকবে না। কারণ দলিল প্রমান অনেক আগেই দেয়া হয়েছে। খুব সাধারণ আলোচনা দিয়েই বুঝতে পারবেন। আল্লাহ যে জ্ঞান ও মেধা দিয়েছেন, সেটা ব্যবহার করতে হবে। গতানুগতিক ও প্রচলিত অপবৈজ্ঞানিক গাণিতিক সূত্রের বেড়াজাল থেকে কিছু সময়ের জন্য আপনাকে বের হয়ে আসতে হবে।

আপনি যদি ছোট বেলায় পড়ে আসা আপনার পাঠপুস্তক থেকে দলিল প্রমান দেয়ার অপচেষ্টায় আবারো লিপ্ত হন, তাহলে এই পোস্ট আপনার জন্য নয়। আর ওই জিনিস আমাদেরকে দেখিয়ে লাভ নেই। কারণ ওগুলো তো আমরাও পড়ে এসেছি। ওই সূত্র গুলো থেকে নিজের মগজকে মুক্ত করে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শিখুন। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন, আমিন।

এবার আসুন পার্থক্য গুলো দেখে নেই।

১) ইসলাম বলছে পৃথিবী সমতলে বিছানো আর বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী গোলাকার?

২) ইসলাম বলছে পৃথিবী স্থির আর বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান?

৩) ইসলাম বলছে সূর্য, পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তনশীল আর বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে?

৪) ইসলাম বলছে কেয়ামতের আগে সূর্যই পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে আর বিজ্ঞান বলছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি পরিবর্তন হয়ে পৃথিবীই উল্টা ঘুরে শুরু করবে?

৫) ইসলাম বলছে চাঁদের নিজস্য আলো আছে আর বিজ্ঞান বলছে চাঁদের নিজস্য আলো নেই, এটা ধার করা আলো?

৬) ইসলাম বলছে পৃথিবীর উপরে গম্বুজ বিশিষ্ট মজবুত আকাশের ছাদ রয়েছে আর বিজ্ঞান বলছে মহাশূন্যের কথা?

৭) ইসলাম বলছে আসমান জমিনকে ৬ দিনে পরিকল্পিত ভাবে সুশৃঙ্খলার সাথে ধাপে ধাপে সৃষ্টি করা হয়েছে আর বিজ্ঞান বলছে বিগ ব্যাং নামক একটা বিস্ফোরণ থেকে বিশ্ব ভ্রমান্ডের (ভ্রম্মার আন্ডা) সূচনা?

৯) হজরত যুলকারনাইনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের ভ্রমণের আলোচনা থেকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তের ধারণা পাওয়া যায়। সমতলে বিছানো পৃথিবীতে শেষ প্রান্ত পাওয়া সম্ভব। কিন্তু গোলাকার পৃথিবীতে শেষ প্রান্ত পাওয়া যায় না।

১০) পৃথিবীর কেন্দ্র ভূমি হলো কাবা শরীফ। সমতলে বিছানো পৃথিবীতে কেন্দ্র পাওয়া সম্ভব, কিন্তু গোলাকার পৃথিবীতে কেন্দ্র পাওয়া সম্ভব নয়।

১১) সমতলে বিছানো পৃথিবীতে দিক নির্ণয় করা সম্ভব কিন্তু গোলাকার পৃথিবীতে তা সম্ভব নয়।

১২) সমতলে বিছানো পৃথিবীতে গ্রাভিটি তত্ত্বের প্রয়োজন পড়ে না। গোলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর জন্য নিউটনের মাধ্যমে মিথ্যা গ্রাভিটি তত্ত্বের আমদানি করা হয়েছে। নিউটনের পরিচয় আপনারা অলরেডি পেয়ে গেছেন। সুতরাং সে যে

আমাদেরকে কি উপহার দিবে তাও নিশ্চই বুঝে ফেলেছেন। আর তাছাড়া আপনারা নিজেরাও একটু চিন্তা করলেই গ্রাভিটির অসারতা বুঝতে পারবেন।

শক্তিশালী গ্রাভিটি, পৃথিবীর সব কিছু সহ, ৪ ভাগের ৩ ভাগ পানিকে ধরে রেখেছে অথচ মাটিতে পড়ে থাকা এক টুকরো পলিথিন কে ধরে রাখতে পারে না??

একটি প্রশ্নের উত্তর:

সমতলে বিছানো পৃথিবীকে আল্লাহ আবার হাশরের ময়দানে সমতল করবেন কেন ? এটা তো সহজ বিষয়। এখন পৃথিবীতে অনেক পাহাড় পর্বত, সাগর নদী, উঁচু নিচু ভূমি, অট্টালিকা ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। এসব কিছুকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়ে একদম সমান করে দিবেন। কোনো উঁচু নিচু, পাহাড় পর্বত কিছুই থাকবে না। টেবিলের মতো সমতল, সমান ও নিখুঁত করে দিবেন।

আরো একটি বিষয় চিন্তা করুন: পৃথিবী পাহাড় পর্বত, জীব জন্তু, মানুষ, পশু পাখি, বিশাল বিশাল বিল্ডিং, মহাসাগর, ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে ঘুরবে? আর সূর্য শুধুমাত্র আলো দেয়ার জন্য স্থির হয়ে বসে থাকবে? আল্লাহ তো সূর্যকে বানিয়েছেন আলো দেয়ার জন্য। সূর্যের কাজ হচ্ছে ঘুরে ঘুরে আলো দেয়া। আপনি অন্ধকার রুমে টর্চ লাইট দিয়ে আপনার বিছানায় কিছু খোঁজার জন্য লাইট টাকেই এদিক ওদিকে ঘুরান। বিছানাকে নিশ্চই ঘুরান না ?

আশা করি বিষয় গুলো বুঝতে পেরেছেন। এবার সিদ্ধান্ত আপনার।

আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের অপবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন আমিন।

বলাকার পৃথিবী তত্ত্বটি অবৈজ্ঞানিক ও বিবেক বহির্ভুত:

এটা তো কমন সেন্স। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, বলাকার পৃথিবী তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। একটু গভীর ভাবে ভেবে দেখুন তো, মানুষ কি টিকটিকি নাকি তেলাপোকা? যে এভাবে পৃথিবীর সাথে উল্টা ঝুলে থাকবে? যারা সব কিছু বিজ্ঞান দিয়ে মাপতে চান, তারা বিষয়টা নিয়ে আরেকবার ভাবুন। এটা কি কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে পরে? হাহ, যদি মানুষের সুপারম্যান বা স্পাইডার ম্যানের মতো ক্ষমতা থাকতো তাহলেও বিষয়টা মেনে নেয়া যেত। মিথ্যা গ্রাভিটিকে আছে বলেও যদি ধরে নেই তবুও বিষয়টা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আল্লাহ মানুষকে কখনোই এভাবে উল্টা ঝুলিয়ে রাখবেন না। এভাবে উল্টা ঝুলে থাকা সম্ভব জীন ও শয়তানদের পক্ষে। ছবি গুলো দেখুন আর ভাবুন এটা মানব সভ্যতার সাথে যায়না। বরং শয়তানের as above so below (যা উপরে তাই নিচে) নীতির সাথে যায়। অর্থাৎ মানুষ উপরেও আছে নিচেও আছে।

বলাকার পৃথিবীতে বিশ্বাসী অত্যাধুনিক মুসলিমেরাই বলছে, পৃথিবী সমতল:

এভাবে কাউকে ইঙ্গিত করে লিখতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু বাধ্য হয়ে লিখতেই হয়। কারণ যারা বলাকার পৃথিবীর পক্ষে লিখে , লেকচার দেয় এবং ভিডিও বানায়, তাদের প্রথম কথাই থাকে সমতল পৃথিবীকে বিদ্রুপাত্মক আক্রমণ করে। আবার অনেকে তো সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাসীদেরকে নাস্তিক পর্যন্ত বলে ফেলে। নাউযুবিল্লাহ।

কথা শুরু করার প্রথমেই তারা বলে, “প্রাচীন কালের মানুষেরা বিশ্বাস করতো পৃথিবী সমতল। তাদের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান না থাকায় তারা সত্যকে উদঘাটন করতে পারেনি। এই কিছুদিন আগে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির কারণে মানব সভ্যতা জানতে পেরেছে যে, পৃথিবী বর্তুলাকার (বলাকার বা কমলাকার বা ডিম্বাকার)”।

এখন প্রশ্ন হলো: এই প্রাচীন মানুষগুলোর ভিতরে কি নবী, রাসূল, সাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন , সলফে সালেহীন ইত্যাদি ব্যাক্তিগন ছিলেননা? অর্থাৎ তারা সবাই সমতলে বিছানো পৃথিবীতেই বিশ্বাস করতেন। এখন যারা আধুনিক বিজ্ঞানের (?) দোহাই দিয়ে প্রাচীন মানুষের বিশ্বাসকে ভুল বলতে চাচ্ছেন, তারা তো নিজের অজান্তে নবী, রাসূল ও সাহাবাদের বিশ্বাসকে ভুল বলে ফেলছেন, নাউযুবিল্লাহ মিন জালিক।

আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রাচীন (নবী, রাসূল, সাহাবা) মানুষদের বিশ্বাসের উপরে এনেছেন। দাজ্জালীয় অত্যাধুনিক ও মডারেট বলাকার থিওরি থেকে হেফাজত করেছেন।

আমরা প্রচলিত ফ্লাট আর্থ মতবাদের অনুসারী নই:

বিষয়টা ভালো করে বুঝে নিন। প্রচলিত ফ্লাট আর্থ থিওরি এক জিনিস , আর কোরআন হাদিসে বর্ণিত সমতলে বিছানো বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীর আলোচনা আরেক জিনিস।

একটা হচ্ছে কিছু বাস্তববাদী মানুষের (বিভিন্ন ধর্মের) গবেষণা বা পর্যবেক্ষণের ফলাফল। তবে এখানে খ্রিস্টানদের সংখ্যাটাই বেশি। তারা বাইবেল থেকে থিওরি গুলো নেয় এবং নিজেদের মতো গবেষণা করে।

আরেকটা হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সত্যিকারের সৃষ্টি তত্ত্ব। আর আমরা এই কোরআনিক সৃষ্টি তত্ত্বটাকেই তুলে ধরছি। গতানুগতি বা প্রচলিত ফ্লাট আর্থ সোসাইটির সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হাহ, যেহেতু এটাই বাস্তবতা (পৃথিবী বলাকার নয় বরং

সমতলে বিছানো), সেহেতু ওদের সাথে আমাদের কিছু বিষয় মিলে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর তাছাড়া, ওরা অনেক কিছুই বাইবেল থেকে গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রেও আমাদের আলোচনা ওদের সাথে মিল থাকতেই পারে।

এখানে আরো একটা কথা বলে রাখতে চাই। যখন ঈসা (আ:) আসবেন তখন সম্ভবত, বাইবেলে বিশ্বাসী এই ফ্লাট আর্থাররাই মুসলমান হয়ে যাবে। আল্লাহু আলম।

N:B: অনেক ভাই আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা এটা বলছেন অথচ ফ্লাট আর্থ মতবাদ অনুযায়ী তো বিষয়টা অমন, ফ্লাট আর্থাররা তো এটা বিশ্বাস করেনা, তাহলে আপনারা এটা বলছেন কেন?"। ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এই ভাইয়েরা আমাদেরকে ওদের সাথে মিলিয়ে ফেলে। আশা করি , সেই ভাইয়েরা এই আলোচনা থেকে বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। তবুও আবারো সংক্ষেপে বিষয়টা স্পষ্ট করে দিচ্ছি। প্রচলিত মতবাদে কি আছে না আছে , আমরা তা অনুসরণ করি না। আমরা কোরআন হাদিস অনুযায়ী সামনে এগোচ্ছি। যতটুকু ইসলামের সাথে মিল পাচ্ছি বা খুঁজে পাচ্ছি, ততটুকুই প্রচার করছি। ফ্লাট আর্থ সোসাটির মতো নিজেদের মতো করে কোনো ব্যাখ্যা সাজানো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি।

সুতরাং আমাদের বক্তব্য আর তাদের (বিভিন্ন ফ্লাট আর্থ মতবাদ) বক্তব্যের ভিতরে অমিল পেলে এটা নিয়ে ট্রল করা থেকে বিরত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে কোরআন ও ইঞ্জিলের মিল থাকাটাই স্বাভাবিক:

বাইবেল যে বিকৃত, সেটা তো সবাই জানে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে কিছু জিনিস সেখানে অবিকৃত রয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের আলোচনার সাথে বাইবেলের কিছুটা মিল থাকতেই

পারে। এটা নিয়ে যারা পানি ঘোলা করার অপচেষ্টায় আছেন, তারা মোটেও ভালো কাজ করছেন না। আর তাছাড়া ইঞ্জিল একটি আসমানী গ্রন্থ। যেখানে সমতল পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে। আর কুরআনেও সেটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। অতএব, কোরআন ও ইঞ্জিলের মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্যকেন্দ্রিক বলাকার পৃথিবীর থিওরিটি পুরাটাই স্যাটানিক। এবং সূর্যকে পূজা করার উদ্দেশেই এই বলাকার পৃথিবীকে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ ওই থিওরি অনুযায়ী সূর্যই সকল শক্তির উৎস। আর সূর্য সকল গ্রহ নক্ষত্রকে শাসন করছে।

এবার সিদ্ধান্ত আপনাদের। কোনটাতে বিশ্বাস করবেন ??

চাদ, সূর্য ও মাটি বনাম ফেরেশতা, জীন ও মানুষ (সূর্যকেন্দ্রিক VS ভূমিকেন্দ্রিক সৃস্টিতত্ব):

চাঁদকে নূর দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। ফেরেস্তারাও নূরের তৈরী। চাঁদের আলো যেমন নরম ও আরামদায়ক তেমনি ফেরেস্তাদের স্বভাবও নম্র।

সূর্যকে তৈরী করা হয়েছে শিখা বা ধোয়া বিহিন আগুন থেকে। জীন শয়তানকেও ঐ একই জিনিস দিয়ে তৈরী করা হয়েছে।

আর মানুষকে তৈরী করা হয়েছে পৃথিবীর মাটি থেকে।

আমরা জানি যে, আগুনের তৈরী শয়তান, মাটির তৈরী মানুষকে অহংকারবশত সিজদা দেয়নি।

শয়তান বলেছিলো: "আমি আগুনের তৈরী, আমি শ্রেষ্ঠ। আর আদম মাটির তৈরী। আমি ওকে সিজদা দিতে পারিনা"। নাউযুবিল্লাহ। আপনারা কি ভেবেছেন, শয়তান এগুলো ভুলে গেছে? মোটেও না। আর তাইতো সে কৌশলে সূর্যকেন্দ্রিক বলাকার পৃথিবীকে প্রমোট করে আদম সন্তানদেরকে সূর্যের পূজা করিয়ে যাচ্ছে। আর এটাও বলে, সূর্যই নাকি সকল শক্তির উৎস এবং চাঁদ নাকি সূর্য থেকে আলো ধার নেয়। চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, যেভাবেই হোক সূর্যকে (প্রকৃতপক্ষে শয়তান) দেবতার আসনে রাখতেই হবে। যেহেতু হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলজি (বলাকার পৃথিবী তত্ত্ব) সূর্য ভিত্তিক আর সমতলে বিছানো পৃথিবী তত্ত্ব ভূমি কেন্দ্রিক। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক যে, শয়তান সূর্যকেই প্রাধান্য দিবে। আর উম্মাহ এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে না বলেই আজ এই অবস্থা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এসব স্যাটানিক ফেতনা থেকে হেফাজত করুন আমিন।

বলাকার পৃথিবীতে সব এবাদত অন্য কোনো নক্ষত্র বা সূর্যের দিকে চলে যায়। নাউযুবিল্লাহ। আর সমতলে বিছানো পৃথিবীতে (ভূমিকেন্দ্রিক সৃস্টিতত্ব / জিওসেন্ট্রিক কসমোলজি) সবকিছু স্বাভাবিক। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কেন শয়তান এই হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলোজিকে প্রমোট করেছে?

প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্য ও সমতলে বিছানো পৃথিবী:

গবেষকরা প্রকৃতির হাজারো রহস্য এখনো উন্মোচন করতে পারেনি। এতে নিশ্চই আপনি বলবেন না যে, যেহেতু এসব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি, সুতরাং গবেষকদের কোনো অস্তিত্ব নেই। একই ভাবে সমতলে বিছানো পৃথিবীতে কিছু ব্যাখ্যা না পাওয়াতে আপনি এই কুরআনিক সৃষ্টি তত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। অর্থাৎ কোনো প্রাকৃতিক রহস্যের ব্যাখ্যা না পেলে, স্থির ও সমতলে বিছানো পৃথিবী নিশ্চই ঘূর্ণায়মান ও বলাকার হয়ে যাবে না।

প্রাকৃতিক রহস্যময় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা পাওয়া বা না পাওয়ার সাথে সমতলে বিছানো পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। সব ব্যাখ্যা পেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। সমস্ত ব্যাখ্যা যদি আপনি বিজ্ঞানের আলোকে পেতে চান, তাহলে একসময় আপনার অন্তর বিজ্ঞানের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। ইসলামের প্রতি নয়। আপনার সাবকনশাস (নফস) মাইন্ড আপনাকে দিয়ে এটা করাবে। সুতরাং কিছু জিনিস সম্পূর্ণ আল্লাহর দিকে ছেড়ে দিয়ে অন্তরের গভীর থেকে সুবহানআল্লাহ বলতে হয়। কথিত বিজ্ঞানীদের অপব্যাখ্যা দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে হয়না।

সমতলে বিছানো পৃথিবীতে এস্টরয়েড (গ্রহানু বা উল্কা):

গ্রহাণু বলতে আমরা যা বুঝি তা ভুল। গ্রহাণু হচ্ছে তারকা / তারা। যেগুলোকে আমরা আকাশে সবসময়ই দেখি। জিনেরা যখন ফেরেস্তাদের কোনো কথা চুরি করে শুনার জন্য আকাশে গিয়ে আড়ি পাতে তখন এই তারা গুলোকে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো জিনদেরকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারা হয়। এগুলোর নাম অপবিজ্ঞানীরা দিয়েছে এস্টরয়েড বা উল্কা। আঞ্চলিক বাসায় আমরা বলি তারা খসে পড়া। আমি নিজে বহুবার এরকম দেখেছি। গ্রহাণুর আক্রমণ যখন বেড়ে যাবে (যেমনটা শুনা যাচ্ছে, অমুক দিন বা তমুক দিন একটা গ্রহাণু পৃথিবীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে) তখন বুঝতে হবে জিনেরা আকাশে তথ্য চুরি করার জন্য বেশি বেশি যাতায়াত করছে। সম্ভবত ইমাম মাহদীর আগমনের খবর নেয়ার জন্য জিনেরা বার বার আকাশে যাচ্ছে।

এসব গ্রহাণু বা তারকা খন্ড গুলো হচ্ছে বিশাল বিশাল পাথর। এগুলোর একেকটার একেক রকম আকৃতি রয়েছে। ৩০০ - ৪০০ মাইল চওড়া বা এর চেয়েও বিশাল আকৃতির আছে। আল্লাহু আলম। পৃথিবীতে যেগুলো আঘাত হানে সেগুলো আধা / এক মাইল চওড়া হয়। এসব পাথরের আঘাতে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। যা পরবর্তীতে হ্রদ বা লেকে পরিণত হয়েছে। এগুলো যে শুধু আকাশে যাওয়া জিনদেরকেই মারা হয় তা নয়। পৃথিবীতে থাকা জীন ও কালো জাদুকরদেরকেও মারা হয়। আবার অশ্লীলতা ও পাপাচার যেখানে বেড়ে যায়, সেখানেও নিক্ষেপ করা হয়।

প্রচলিত অপবৈজ্ঞানিক (হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলজি / গ্লোব আর্থ) থিওরি অনুযায়ী এধরণের বিশাল গ্রহাণুর আঘাতে পৃথিবী তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মহাকাশে হারিয়ে যাওয়ার কথা। সুতরাং এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, পৃথিবী বলের মতো ছোট্ট কোনো খেলনা নয়। বরং পৃথিবী আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক অনেক বড়, প্রসস্থ ও সমতলে বিছানো, স্থির, এবং পাহাড় দিয়ে পেরেকের মতো আটকিয়ে রাখা হয়েছে। যেন এধরণের গ্রহাণুর আঘাতে নড়ে না যায়।

এছাড়াও আরেকটি বিষয় খেয়াল করুন: জিব্রাইল (আ:) কে আল্লাহর রাসূল যখন নিজের আকৃতিতে দেখেছিলেন, তখন দেখা গেছে তার (জিব্রাইল আ:) পা জমিনে এবং মাথা আকাশে। এখান থেকেও আমরা একটা তথ্য নিতে পারি। এরকম একজন ফেরেস্তাকে ধারণ করার মতো জায়গা পৃথিবীতে আছে। নাসা আমাদের কে বুঝায় পৃথিবী অনেক ছোট। কিন্তু না। পৃথিবী অনেক অনেক অনেক বড়। এখানেই হাশর কায়েম হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমাদের এই পৃথিবী কতটা বড়। অপারেশন হাই জাম্প সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

((আমাদের চেনা ম্যাপের বাহিরে অন্য এক পৃথিবী: https://www.facebook.com/groups/truthhunter/permalink/500338324234469/))

সূর্য কি চক্রাকারে ঘুরছে, নাকি দিন শেষে ডুবে যাচ্ছে?

সূর্য ঘুরার দলীলগুলো হলঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

)الْمَغْرِبِ مِنْ بِهَا فَأْتِ الْمَشْرِقِ مِنْ بِالشَّمْسِ يَأْتِي اللَّهَ فَإِنَّ(

"আল্লাহ তাআ'লা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।" (সূরা বাকারাঃ ২৫৮) সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠার মাধ্যমে প্রকাশ্য দলীল পাওয়া

যায় যে, সূর্য পৃথিবীর উপর পরিভ্রমণ করে।

২) আল্লাহ বলেনঃ

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ "অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেনঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত।" (সূরা আনআ'মঃ ৭৮) এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। একথা বলা হয়নি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেল। পৃথিবী যদি ঘূরত তাহলে অবশ্যই তা বলা হত।

৩) আল্লাহ বলেনঃ

(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ)

"তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়।" (সূরা কাহাফঃ ১৭) পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী যদিনড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলতেন সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে সূর্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যই ঘুরে। পৃথিবী নয়।

৪) আল্লাহ বলেনঃ

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)

“এবং তিনিই দিবা-নিশি এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। সবাই আপন আপন কক্ষ পথে বিচরণ করে।” (সূরা আমবীয়াঃ ৩৩)

ইবনে আব্বাস বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে।

৫) আল্লাহ বলেনঃ

(يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا)

“তিনি রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিনের মাধ্যমে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে।” (সূরা আ’রাফঃ ৫৪) আয়াতে রাতকে দিনের অনুসন্ধানকারী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুসন্ধানকারী পিছনে পিছনে দ্রুত অনুসন্ধান করে থাকে। এটা জানা কথা যে, দিবা-রাত্রি সূর্যের অনুসারী।

৬) আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ)

অর্থঃ “তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি

পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" (সূরা যুমারঃ ৫) আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, পৃথিবীর উপরে দিবা-রাত্রি চলমান রয়েছে। পৃথিবী যদি ঘুরতো তাহলে তিনি বলতেন, দিবা-রাত্রির উপর পৃথিবীকে ঘূরান। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "সূর্য এবং চন্দ্রের প্রত্যেকেই চলমান"। এই সমস্ত দলীলের মাধ্যমে জানা গেল যে, সুস্পষ্টভাবেই সূর্য ও চন্দ্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, চলমান বস্তুকে বশীভুত করা এবং কাজে লাগানো একস্থানে অবস্থানকারী বস্তুকে কাজে লাগানোর চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৭) আল্লাহ বলেনঃ

)تَلَاهَا إِذَا وَالْقَمَرِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ(

"শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।" (সূরা আশ্-শামসঃ ১-২) এখানে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র সূর্যের পরে আসে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সূর্য এবং চন্দ্র চলাচল করে এবং পৃথিবীর উপর ঘুরে। পৃথিবী যদি চন্দ্র বা সূর্যের চার দিকে ঘুরত, তাহলে চন্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করতনা। বরং চন্দ্র একবার সূর্যকে, আর একবার সূর্য চন্দ্রকে অনুসরণ করত। কেননা সূর্য চন্দ্রের অনেক উপরে। এই আয়াত দিয়ে পৃথিবী স্থির থাকার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করার ভিতরে চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে।

৮) মহান আল্লাহ বলেনঃ

)حَتَّى لَمَنَازِ قَدَّرْنَاهُ وَالْقَمَرَ ,الْعَلِيمِ الْعَزِيزِ تَقْدِيرُ ذَلِكَ لَهَا لِمُسْتَقَرٍّ تَجْرِي وَالشَّمْسُ النَّهَارِ سَابِقُ اللَّيْلُ وَلَا الْقَمَرَ تُدْرِكَ أَنْ لَهَا يَنْبَغِي الشَّمْسُ لَا ,الْقَدِيمِ كَالْعُرْجُونِ عَادَ يَسْبَحُونَ فَلَكٍ فِي وَكُلٌّ(

“সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রাতের পক্ষেও দিনের অগ্রবতী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।” (সূরা ইয়াসীনঃ ৩৮-৪০) সূর্যের চলা এবং এই চলাকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারণ বলে ব্যাখ্যা করা এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য প্রকৃতভাবেই চলমান। আর এই চলাচলের কারণেই দিবা-রাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়। চন্দ্রের জন্য মনযিল নির্ধারণ করার অর্থ এই যে, সে তার মনযিলসমূহে স্থানান্তরিত হয়। যদি পৃথিবী ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর জন্য মনযিল নির্ধারণ করা হত। চন্দ্রের জন্য নয়। সূর্য কর্তৃক চন্দ্রকে ধরতে না পারা এবং দিনের অগ্রে রাত থাকা সূর্য, চন্দ্র, দিন এবং রাতের চলাচলের প্রমাণ বহন করে।

৯) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবু যরকে বলেছেনঃ

لْعَرْشِا تَحْتَ تَسْجُدَ حَتَّى تَذْهَبُ فَإِنَّهَا قَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ قُلْتُ تَذْهَبُ أَيْنَ تَدْرِيأَ لَهَا يُقَالُ لَهَا يُؤْذَنَ فَلَا وَتَسْتَأْذِنَ مِنْهَا يُقْبَلَ فَلَا تَسْجُدَ أَنْ وَيُوشِكُ لَهَا فَيُؤْذَنُ فَتَسْتَأْذِنَ مَغْرِبِهَا مِنْ فَتَطْلُعُ جِئْتِ حَيْثُ مِنْ ارْجِعِي

“হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবু যার বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরশের নীচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হয়। সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে।” এটি হবে কিয়ামতের পূর্ব

মুহূর্তে। আল্লাহ সূর্যকে বলবেন, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত যাও, অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্য পৃথিবীর উপরে ঘুরছে এবং তার এই ঘুরার মাধ্যমেই উদয়-অস্ত সংঘটিত হচ্ছে।

১০) অসংখ্য হাদীছের মাধ্যমে জানা যায় যে, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া এবং ঢলে যাওয়া এই কাজগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সূর্য থেকে প্রকাশিত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট। পৃথিবী হতে নয়।

হয়তো এ ব্যাপারে আরো দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সেগুলো আমার এই মুহূর্তে মনে আসছেনা। তবে আমি যা উল্লেখ করলাম, এই বিষয়টির দ্বার উম্মুক্ত করবে এবং আমি যা উদ্দেশ্য করেছি, তা পূরণে যথেষ্ট হবে। আল্লাহর তাওফীক চাচ্ছি!

গ্রন্থঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম*

অধ্যায়ঃ ঈমান

R:M: প্রচলিত ফ্লাট আর্থারদের মডেলে সূর্যকে চক্রাকারে ঘুরতে দেখা যায়। অনেক আরবরাও এমনটা মনে করে। আর এক্ষেত্রে এটাই (ইবনে আব্বাস রা: এর বক্তব্যটি) সম্ভবত একমাত্র দলিল।

ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে।

এই বক্তব্যটি ছাড়া উপরোক্ত পুরো আলোচনাই পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদয় হয়ে, পশ্চিমে অস্ত যাওয়াকেই ইঙ্গিত করে। আর আমরাও এমনটাই মনে করি। বাকি আল্লাহু আলম।

আরো জানতে পড়ুন।

সূর্য কোথায় ও কিভাবে, উদয় হয় এবং অস্ত যায়?

https://www.facebook.com/groups/truthhunter/permalink/602019310733036/

চলমান সূর্যের গতি রোধ করার তিনটি

ঘটনা: **https://www.facebook.com/groups/truthhunter/permalink/630177937917173/**

সূর্য কোন আকাশে অবস্থিত?

https://www.facebook.com/groups/truthhunter/permalink/632003161067984/

রকেটগুলো কোথায় যায়?

সুরা আর রহমানের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তালা জিন ও মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন,

لَا ۚ فَانفُذُوا ۚ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ أَقْطَارِ مِنْ تَنفُذُوا أَن اسْتَطَعْتُمْ إِنِ الْإِنسِ وَ الْجِنِّ مَعْشَرَ يَا
بِسُلْطَانٍ إِلَّا تَنفُذُونَ)٣٣(

হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। সুরা আর রাহমান ৩৩

এই আয়াতে আল্লাহ তালা জিন আর মানব জাতির সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে তোমরা আমার অনুমতি ব্যতীত আসমান জমিনের প্রান্ত সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।

আমরা যদি এই আয়াত টি দেখতাম বা ভালো করে খেয়াল করতাম তাহলে আর এরকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো না। এই আয়াতের পর আর কিছু আলোচনার প্রয়োজনই থাকে না। তবুও একটু করবো।

মুফাসসেরিনে কেরাম উল্লেখিত আয়াত গুলোতে আসমানের উপরে উঠা মানুষের জন্য অসম্ভব বলেছেন। তবে কেও যদি আল্লাহর অনুমতি পায় তাহলে তিনি উঠতে পারেন। যেমন রাসুল করীম সঃ মেরাজের সময় আসমানের উপরে উঠেছিলেন। হাদিসে আছে তিনি যখন মেরাজের রাতে হযরত জিবরাইল আঃ এর সাথে আসমানের দরজায় পৌঁছালেন সেখানে আসমানের দরজায় পাহারাদার ছিল এবং পাহারাদারেরা জিবরাইলের (আঃ) কাছে জিজ্ঞেস করেছিল আপনার সাথে কে? জিবরাইল (আঃ) বলেছিলেন যে তিনি মুহাম্মদ সঃ। তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেছিল উনার কি আল্লাহর পক্ষ থেকে উপরে আসার অনুমতি আছে? তখন জিবরাইল আঃ বলেছিলেন হ্যাঁ অনুমতি আছে। তখনই ফেরেশতারা আসমানের দরজা খোলে দিয়েছিল। এ থেকেও বুঝা যায় যে মানুষের বানানো যন্ত্রপাতিকে আয়াতে উল্লেখিত সুলতান (অনেকেই আয়াতের শেষঅংশে উল্লেখিত সুলতানের অর্থ যন্ত্রপাতি বলে) বলা হয় নি বরং আল্লাহর অনুমতি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শক্তিকেই সুলতান বলা হয়েছে। যেটা ছাড়া আসমানে উঠা যাবে না।

যেখানে আল্লাহর প্রিয় হাবিবের ব্যাপারে এরকম ঘটনা, সেখানে কাফেররা কিভাবে রকেট নিয়ে চাদ আর মঙ্গল গ্রহে যায়? প্রশ্নই আসে না। সব ভ্রান্ত আর মিথ্যা। স্টুডিওতে বানানো ভিডিও। এবার প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে রকেটগুলো যায় কোথায়?

রকেটগুলো এন্টার্কটিকা, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল ও এরিয়া ৫১ তে নেমে যায়:

কি আশ্চর্য হলেন?

এটাই সত্যি। খুব ভালো করে খেয়াল করবেন রকেট কয়েক মাইল যাওয়ার পর আর সোজা হয়ে উপরে উঠে না। বিমানের মতো পাশে চলা শুরু করে। এগুলো যখন মানুষের দৃষ্টি সীমার

বাহিরে চলে যায়, তখনি শুরু হয় এই নাটক। আর আপনারা ভালো করেই জানেন যে, এই নাটক শুরু হয়েছিল রাশিয়ার সাথে আমেরিকার স্নায়ু যুদ্ধের সময়। আকাশ জয়ের জন্য একজন আরেকজনকে হারানোর মিথ্যা প্রতিযোগিতারই একটা অংশ ছিল এটা। বর্তমানে এ নিয়ে কাফেরদের অসংখ্য আর্টিকেল ও ভিডিও ডকুমেন্টারি বের হয়েছে। ৩ জন নভোচারীর ১ জনকে এক সাংবাদিক বাইবেল ছুঁয়ে বলতে বলেছিলেন, যে তিনি সত্যিই কি চাঁদে গিয়েছিলেন? ওই নভোচারী সাংবাদিককে ঘুষি মেরে ফেলে দিছে। আর এখন আমরা সবাই জানি যে, এন্টার্কটিকা অত্যন্ত রহস্যময় ও বিশাল বড় একটি মহাদেশ। ওটার পরিবেশ ও আবহাওয়া অনেকটা কথিত মঙ্গল গ্রহের মতো। সুতরাং শুটিং গুলো ওখানে হলে আর তো কোনো সমস্যাই থাকে না। সংক্ষেপে বলে দিলাম, বাকিটা আপনারা মাথা খাটিয়ে বুঝে নিন।

প্রসঙ্গক্রমে আরো কিছু কথা বলতেই হচ্ছে। এন্টার্কটিকা নিয়ে অনেকগুলো কন্সপিরেসি থিওরি আছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো সেখানে ইউ এফ ও এবং অদ্ভুত প্রাণী দেখা যায়। এমনকি মানুষের সাথে তাদের যুদ্ধও হয়েছে। এগুলো সত্য। ওটা আসলে জীনদের জগৎ। এবং জিনেরা প্রযুক্তিতে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। ওদের যানবাহন তাই।

এক্ষেত্রে আপনারা নিচের এই ইংরেজি আর্টিকেল টুকু পড়তে পারেন।

In 1947, Admiral **Richard E. Byrd** led 4,000 military troops from the U.S., Britain and Australia in an invasion of Antarctica called “Operation Highjump”, and at least one follow-up expedition.

That is fact. It is undeniable. But... the part of the story that is seldom told, at least in “official” circles, is that Byrd and his forces encountered heavy resistance to their Antarctic venture from “flying saucers” and had to call off the invasion…….
https://www.bibliotecapleyades.net/antarctica/antartica11.htm

চাদ ও কথিত মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার প্রশ্নই আসেনা:

আল্লাহ বলছেন, অনুমতি ব্যাতিত কেউ প্রান্ত সীমা পার হতে পারবেনা। অর্থাৎ পৃথিবীর চারপাশে ও উপরের দিকে শেষ সীমানা কেউ পার হতে পারবেনা। শুধুমাত্র আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন, সে ব্যাতিত।

তাহলে , কোরআনকে উপেক্ষা করে কথিত বিজ্ঞানীদের কথায় এতো আস্থা কেন?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

فَانفُذُوا وَالْأَرْضِ مَاوَاتِالسَّ أَقْطَارِ مِنْ تَنفُذُوا أَن اسْتَطَعْتُمْ إِنِ وَالْإِنسِ الْجِنِّ مَعْشَرَ يَا
بِسُلْطَانٍ إِلَّا تَنفُذُونَ لَا ۚ

অর্থ: "হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্তসীমা অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না"। সুরা আর রাহমান, ৩৩।

সুরা আর আর রাহমানের ৩৩ নং আয়তাটির ব্যাখ্যায় তাফসিরে তাবারিতে লেখা হয়েছে,
رب كم ف تعجزوا والأرض ، الـ سموات أطراف ت جوزوا أن ا سـ تطع تم إن
إلا ت جوزونه لا ف إذ كم ذلك، ف جوزوا ع لـ يكم؛ ي قدر لا ح تى
رب كم من ب سـ لطان অর্থ: যদি আসমান ও জমিনের সীমানা অতিক্রম করে আল্লাহকে তোমাদের বিচারে অক্ষম করে দিতে পার,তাহলে অতিক্রম করে দেখাও। কিন্তু তোমরা তা পারবে না আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত।

আসমান একটি দরজা বিশিষ্ট বস্তু । অনেকটা ছাদের মত। স্তরে স্তরে তা বানানো হয়েছে। যাতে পাহারাদার নিযুক্ত আছে। সেটির অবস্থানও উপরের দিকে। এর পক্ষেও আয়াতে দলিল আছে। সুরা হিজর এর ১৪ ও ১৫ নং আয়াত:

أب سُكِّرَتْ إِنَّمَا لَقَالُوا (14) يَعْرُجُونَ فِيهِ فَظَلُّوا السَّمَاءِ مِّنَ بَابًا عَلَيْهِم فَتَحْنَا وَلَوْ مَّسْحُورُونَ قَوْمٌ نَحْنُ بَلْ ْصَارُنَا

"যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে। তবুও ওরা এ কথাই বলবে যে,আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে,না বরং আমরা যাদুগ্রস্থ হয়ে পড়েছি"। অন্য আয়াতে,

الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ وَلَا السَّمَاءِ وَابُأَبْ لَهُمْ تُفَتَّحُ لَا عَنْهَا وَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا الَّذِينَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ نَجْزِي وَكَذَٰلِكَ ۚ الْخِيَاطِ سَمِّ فِي الْجَمَلُ يَلِجَ حَتَّىٰ

অর্থ: "নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি"। সুরা আরাফ, ৪০। আরেকটি আয়াত,

ۖطِبَاقًا سَمَاوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِي

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন"।সুরা মুলক, আয়াত : ৩। এ আয়াতগুলোতে বুঝা যাচ্ছে, আসমান একটি ছাদের মত বস্তু। যাতে দরজা আছে এবং দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত আছে।

আল্লাহ বলেনঃ
وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে[২১:৩২]

মুমিনরা বলে সুরক্ষিত ছাদ আর কাফেররা বলে ভ্যান এলেন বেল্ট। মানুষ কাফেরদেরটা মেনে নেয়, কিন্তু মুমিনদেরটা মেনে নিতে আপত্তি।

উপরক্ত আয়াত এবং লিখা গুলো পড়ে যেকোনো বিবেকবান মুমিন খুব সহজেই বুঝতে পারছেন যে, আসমানকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। সেটা কেউ পার হতে পারবেনা। সুতরাং কাফেরদের চাঁদে যাওয়া , মহাশূন্যে ঘুরাঘুরি করা আর মঙ্গলে যাওয়ার ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। অথচ অত্যাধুনিক মুসলমানেরা কোনো ভাবেই এ কথা মানতে চায়না। এতো সুস্পষ্ট আয়াত দেখার পরেও তারা অপবিজ্ঞানীদের মিথ্যা ভিডিও গুলোকেই বিশ্বাস করে।
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, কথিত বিজ্ঞানীরাই এখন স্বীকার করছে যে তারা চাঁদে তো দূরের কথা লো আর্থ অরবিটই অতিক্রম করতে পারেনি। তারপরেও বিজ্ঞানপ্রেমীরা পুরোনো সেই কল্পকাহিনীকে আঁকড়ে ধরে আছে। হায় আফসোস। এরা কুরআনের দিকে তাকায়ই না। অপেক্ষায় থাকে বিজ্ঞানীরা কখন একটা থিওরি দিবে আর তা ইসলামাইজড করে নিবে।

ডাইনোসর নিয়ে যত জল্পনা কল্পনা:

ডাইনোসর নিয়ে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। আজ আমরা বিষয়টাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে দেখবো ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই এ ব্যাপারে নাস্তিকদের একটি কমন প্রশ্ন এবং তার উত্তরে এক মুমিন ভাইয়ের দালীলিক আলোচনা দেখবো। নাস্তিক প্রশ্নঃ ডাইনোসররা এই পৃথিবীতে রাজত্ব করে গেছে ১৩৫ মিলিওন বছর; যাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে মাটির তলদেশে ফসিল আকারে! এতো বড় একটা প্রানীর ব্যাপারে কুরআন বা হাদিসের কোথাও বলা নাই কেন?
উত্তর: প্রথমে বলে রাখা ভালো যে, কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়। তবে এতে রয়েছে বিভিন্ন চিহ্ন বা আয়াত। কুরআনে যদি সকল প্রাণীর বর্ণনা থাকতো তবে তা বিশাল এনসাইক্লোপিডিয়া হতো! কুরআনে ডাইনোসরের কথা প্রত্যক্ষভাবে নেই মানে এই না যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেননি বা উল্লেখ করতে ভুলে(!) গেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)
এখন, প্রথমে আপনারা সূরা বাকারার ১৬৪ নং আয়াতটি খেয়াল করুন, "নিশ্চয়ই আসমান ও জমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীর নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তদ্দরা মৃত জমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম 'জীবজন্তু'।...."

'ডাইনোসর' একটি নতুন শব্দ যা বৃহৎ সরীসৃপজাতীয় প্রাণী এবং জুরাসিক যুগে রাজত্ব করতো। আল্লাহ সকল প্রাণীকে বা জীবজন্তুকে (beast) বুঝাতে 'দা-ব্বাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যাদের মধ্যে 'ডাইনোসর'ও যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। 'ডাইনোসর' একটি প্রাণীই নতুন কোনো সত্ত্বা নয় যে একে আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে। এই বিষয় নিয়ে জল ঘোলা করার মানে হয়না।

এবার আরেকটি আয়াত লক্ষ্য করুন:"আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে,কত দুইপায়ে ভর দিয়ে চলে,কতক চারপায়ে;আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।নিশ্চয়ই আল্লাহ সব করতে সক্ষম।"

(সুরা নূর : ৪৫)

এই আয়াতের মধ্যে সরীসৃপ ডাইনোসরের কথাও আসর, কারণ জুরাসিক যুগের কিছু ডাইনোসর ছিলো দ্বিপদী (যেমন: ওর্নিথোপস) কিছু ছিলো চতুষ্পদী(যেমন: ট্রাইসেরাটপস)। বহুপদী, ষষ্ঠপদী বা অষ্টপদী কোনো ডাইনোসরের অস্তিত্ব ফসিল রেকর্ডে নেই।

এছাড়া ডাইনোসর বাদে আরো অনেক অদ্ভূত জীব প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল যেমন: Sabre toothed cat, Baiji white dolphin, Mamoth, Stellers sea cow ইত্যাদি। এরাও কম আশ্চর্যজনক প্রাণী নয়! এদেরও ইউনিক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বর্তমান প্রজাতির প্রাণীতে পাওয়া যায়না। এদের কথাও যদি বলতে হয় তবে কুরআনকে হয়তো ত্রিশ পারায় পাওয়া যেত না! পাওয়া যেতো বিল্ডিং আকারে।

কুরআন হলো 'শর্ট টেলিগ্রাফিক মেসেজ'। প্রয়োজনীয় দরকারি বিষয়গুলো শর্টকাটে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি কুরআনেই সকল কিছুর নাম-ধাম, বর্ণনা দেয়া থাকতো তবে মানুষের উন্নত মস্তিষ্কের কি প্রয়োজন ছিলো!! কুরআনের উদ্যেশ্য তো সেটা না। কুরআন হচ্ছে বিশ্বজগতের জন্য এক উপদেশস্বরূপ।

শেষে কুরআনের একটা আয়াত দিতে চাই:

" বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।"

(আনকাবুত : ২০)

এ ব্যাপারে এই লেখাটিও পড়া যেতে পারেঃ

"Did the dinosaurs really exist - IslamQA - Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid"
(collected)

উপরের আলোচনাটি সংগৃহিত। এবার আমার পক্ষ থেকে কিছু কথা শেয়ার করা হলো।

৬ দিনে পৃথিবী সৃষ্টির পর আল্লাহ গাছ, নদী, সাগর, পাহাড়, এবং জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে মানুষ আসার আগে এই দুনিয়াতে জিনদের বসবাস ছিল। মানুষের সমাজে যেমন পশু পাখি আছে। জিনদের জগতেও আছে। তখনকার সব কিছুই ছিল দৈত্যাকার। তাদের (জীন জগতের পশু পাখি) নাম দেয়া হয়েছে ডাইনোসর (নিরীহ ও তৃণভোজী, ঠিক আমাদের গরু, ছাগল ইত্যাদির মতো) এবং ড্রাগন (হিংস্র ও মাংশাসী, ঠিক আমাদের বাঘ, সিংহ ইত্যাদির মতো)। একই ব্যাপার পাখি এবং জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রেও। এমন কি পোকা মাকড়গুলোও ছিল বিশাল আকারের। দীর্ঘদিন পর জিনেরা যখন আল্লাহর অবাদ্ধতায় লিপ্ত হলো তখন আল্লাহ একদল মুমিন জীন ও ফেরেস্তার দলকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন এদেরকে শায়েস্তা করার জন্য।

দুই দলের ভিতরে চরম যুদ্ধ হলো। নূর(ফেরেস্তা) ও আগুনের (জীন) যুদ্ধ। তাদের অস্ত্র গুলোও ছিল আলোকরশ্মির অস্ত্র, ঠিক বর্তমানের সাইফাই মুভিগুলোতে যেমনটা দেখায়। এটাই হলো প্রাচীন নিউক্লিয়ার যুদ্ধ। আর হিন্দুরা এটাকেই তাদের ভগবান বা দেবতাদের (অবাদ্ধ জীন) যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে। যুদ্ধের একপর্যায়ে ফেরেস্তারা বদ জিনদের উপর তারকা (উল্কা) নিক্ষেপ করা শুরু করলো। আর এটাকেই কাফেররা নাম দিয়েছে ষ্টার ওয়ার (তারকা যুদ্ধ / উল্কা ঝড়) এতে জিনরা তো মারা পড়লোই সাথে জীবজন্তুও (ডাইনোসর/ ড্রাগন) নিঃশেষ হয়ে গেলো। জিনদের অপকর্মের ফল সবাইকেই ভোগ করতে হলো। বেশিরভাগ জীন মারা পড়লো। কিছু জীন বিভিন্ন দ্বীপ ও সমুদ্রে পালিয়ে বেঁচে গেলো।

বর্তমানে গবেষকরা এসবেরই ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাচ্ছে কিন্তু আসল ঘটনাকে চাপিয়ে যাচ্ছে। কারণ এতে তো তাদের প্রভুদের (জীন) লাঞ্ছনার কথা উন্মোচিত হয়ে যাবে।

আগেকার সবকিছুই যে দৈত্যাকার ছিল তা আমরা জানতে পারি আদম (আ:) এর ৯০ ফিট উচ্চতা থেকে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেন..... আবূ হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত নবী (সা) থেকে, তিনি (সা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আদম (আ) সৃষ্টি করেছেন এই অবস্থায় যে তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত/৯০ ফিট ..... অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি যে জান্নাতে প্রবেশ করবে আদমের আকৃতিতেই হবে। তবে আদম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

[সহীহ বুখারী (ইঃফাঃ)--> অধ্যায় ৫০--> পরিচ্ছদ ২০০০ --> হাদিস নং ৩০৯১]

এছাড়াও আদ ও সামুদ জাতিও আরো বিশালাকার ছিল। সুতরাং প্রাচীন কালের পশু পাখিও অবশ্যই বিশালাকৃতির ছিল। আল্লাহু আলম।

বর্তমানে ডাইনোসর নিয়ে যে তর্ক হচ্ছে, তা হলো একদল মানুষ এটাকে ইসলাম দিয়ে প্রমান করতে চাচ্ছে, আরেকদল মানুষ এটাকে ভুয়া বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। আমি উড়িয়েও দিচ্ছিনা আবার অন্ধভাবে বিশ্বাসও করে নিচ্ছিনা। মধ্যপন্থা অবলম্বন করছি। তবে যেভাবে মুভি কিংবা গল্পতে ডাইনোসরকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তেমনটা না হলেও বিশালাকৃতির পশু পাখিতো অবশ্যই ছিল। বাকি তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

(অধ্যায় - ৫) ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ:)

মেসিয়াহ কমপ্লেক্স: ইমাম মাহদী বা ঈসা (আ:) কে পাগল হিসেবে দেখানোর পায়তারা

Messiah Complex নামে একটি মানসিক রোগ আছে। এ রোগে ভোগা ব্যক্তি মনে করে তাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে স্পেশাল একটা মিশন দিয়ে। আর সেই মিশন হল, পৃথিবী থেকে সব মন্দ দূর করে মানুষকে রক্ষা করা। মেসিয়া কমপ্লেক্সের রোগীরা সবসময় নিজেকে "কর্তৃপক্ষ" এবং "রক্ষাকর্তা" মনে করে অন্যকে কন্ট্রোল করতে চায়, অন্যকে

কমান্ড করতে চায়, অন্যকে ব্রেইনওয়াশড মাইন্ড কন্ট্রোল্ড রোবটিক গোলাম বানিয়ে তার নির্দেশ মান্য করিয়ে কর্তৃত্ব করতে চায়। নিজেকে গড বা গডের কাছের লেভেলের কেউ মনে করে। Superiority Complex-এ ভুগে নিজেকে " ত্রাণকর্তা " মনে করতে থাকে।

Messiah Complex চরম পর্যায়ে পৌছালে অনেকের মধ্যে বিশ্বাস জাগে ঈশ্বর তাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছে "রক্ষাকর্তা" হিসেবে। আর তার দাবী করা এসব যারা বিশ্বাস করে অন্ধ ভক্ত হয়ে, তারা Shared Delusion-এ ভোগে।

নেটফ্লিক্স এর ওয়েব সিরিজ The Messiah দেখেছেন কি?
সিরিজের কাহিনী অনুযায়ী, পায়াম গোলশিরি নামের এক লোক সিরিয়ার যুদ্ধবিদ্ধস্ত এলাকার মাঝে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে নিজেকে মেসিয়া / ইমাম মাহদি / রক্ষাকর্তা হিসেবে দাবি করে। তার বেশ কিছু অনুসারী জুটে যায়। তাদের সহায়তায় সে ইজরাইল, মেক্সিকো, আমেরিকা সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তার অনুসারী বাড়তে থাকে। কয়েন অদৃশ্য করে দেওয়া, পানির উপর দিয়ে হাটা সহ বেশ কিছু ট্রিক দেখিয়ে জনগনকে চমৎকৃত করতে থাকে সে। এক পর্যায়ে ডাক্তার এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা তাকে ভালভাবে এনালাইসিস করার সুযোগ পায়। তার অতীত ইতিহাস ঘেটে দেখা যায়, সে একটা সার্কাস পার্টির সাথে ঘুরে বেড়াত। এই কারনে অনেক ম্যাজিক ট্রিক শিখেছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় সে মেসিয়া কমপ্লেক্সে আক্রান্ত হয়। নিজেকে সে বিশ্বের রক্ষাকর্তা হিসেবে মনে করছে।**(collected)**

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেলো। কাফেররা, "নিজেকে ইমাম মাহদী বা ঈসা (আ:) দাবি করাকে" আগে থেকে একটা নতুন মানসিক রোগ হিসেবে প্রচার করছে। অর্থাৎ যখন সত্যি সত্যিই উনারা আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন উনাদেরকে মানসিক রোগী, পাগল বা সাইকো বলে প্রচার করবে। আর যারা কিতাব পড়া বাদ দিয়ে সারাদিন মুভি দেখে এবং সিরিয়াল দেখে ইসলাম শিখতে চায় তারা কাফেরদের এই অপপ্রচারকে বিশ্বাস করে আসল ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ:) কে চিনতে পারবে না।

আর তাছাড়া দরবারী আলেমরা (যারা এসির নিচে বসে লেকচার দেয়) তো আছেই। তারা তো হজরতদেরকে (ইমাম মাহদী ও ঈসা আ:) খারেজী, সন্ত্রাসী, বিকারগ্রস্ত ইত্যাদি

উপাধিতে ভূষিত করবেই। সুতরাং ইসলামকে সঠিক ভাবে জানার জন্য এবং ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য হক্কানী আলেমদের (যারা আপনার জন্য জীবন বাজি রাখে, নিজেকে হুমকির মুখে রাখে) সোহবতে থেকে কিতাব অধ্যন করুন। নিচে মেসিয়াহ কমপ্লেক্সের ইংরেজি আর্টিকেলের কিছু অংশ ও লিংক দেয়া আছে। অধিক আগ্রহীগন দেখতে পারেন।

A **messiah complex** (Christ **complex** or **savior complex**) is a state of mind in which an individual holds a belief that they are destined to become a **savior** today or in the near future. The term can also refer to a state of mind in which an individual believes that they are responsible for saving or assisting others.

Messiah Complex Disorder

https://journal.medizzy.com/messiah-complex-disorder/

Messiah complex disorder, also called Savior Complex is a rare disorder that apparently doesn’t seem critical but the underlying set of conditions combined with the appearing signs and symptoms make it quite dangerous. The Diagnostic and Statistical Manual of Psychological Disorders (DSM) doesn’t register Savior Complex because it is a mental state and not a clinical term and can’t be regarded as a diagnosable disorder. [1] This complex revolves around the religio-egocentricity of a personality where an individual believes himself to be the savior of a person, group of people, nation or entire mankind. This state of mind often reaches to extreme limits where the victim doesn’t bother about his own loss. Savior Complex is often associated with Schizophrenia and Bipolar Disorder. [2] Being a very rare condition this complex state of mind requires keen observation and attention towards the behavioral pattern and religious insight of a person before making a conclusion.

Messiah Complex Disorder is also known as Christ Syndrome and Jerusalem Syndrome. Every year thousands of tourists and worshippers visit Holy Land of Jerusalem to witness the holiness of the sacred place. Visits to Jerusalem often triggers religiously-themed delusions and obsessive ideas and perceptions to have power and authority than can save mankind. According to reports, many of those visitors are arrested in a state of utter psychosis where they believe themselves to be the savior and consider themselves as “Second Jesus”. More than 40 of such individuals are admitted into hospitals for the abrupt onset of Christ Syndrome or Messiah Complex Disorder. Jerusalem psychiatrist Heinz Herman marked Jerusalem Syndrome as a form of hysteria and termed it “Jerusalem Squabble Poison”. [3]

ইমাম মাহদীকে মেনে নিতে পারবেন তো??

ইহুদিরা কিন্ত খুব ভালো করেই জানতো একজন শেষ নবী (আমাদের নবী স:) আসবে. তারাও অপেক্ষায় ছিল. নবী (স:) এর সমস্ত বৈশিষ্ট তারা জানতো. কিন্তু বাস্তব কি হলো? তাদের মধ্যে থেকে না হওয়ায় তারা নবী (স:) কে মেনে নিলো না. অসংখ্য নিদর্শন ও মুজেজা দেখার পরও.

ঠিক একই ভাবে, আমরাও ইমাম মাহদীর সমস্ত বৈশিষ্ট এবং আগমনের আলামত গুলো স্পষ্ট ভাবে দেখার পরেও অনেকেই মেনে নিতে পারবো না. শুধুমাত্র মতের মিল না থাকায়.

অনেকেই অনেক রকম মন্তব্য করে গা বাঁচানোর চেষ্টা করবে.

আল্লাহ আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে হেফাজত করুন....

আমিন....

একটি কাপুরুষতাপূর্ণ বক্তব্যঃ (ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া জিহাদ নাই)

আল্লাহর রাসূল (সঃ) এবং তার সাহাবা (রাঃ) যখন প্রথম জিহাদ গুলো করেছিলেন, তখন কি ইসলামি রাষ্ট্র ছিল??? নাহ ছিল না। বরং তারা জিহাদ করে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করেছেন। ইমাম মাহদি যখন জিহাদের নেতৃত্ব দিবেন, তখন কি ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম থাকবে, নাকি তিনি জিহাদ করে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করবেন???

এটা তো একটা সাধারণ জ্ঞান। এটা বুঝার জন্য কোন যুক্তি বা দলীল প্রমাণের প্রয়োজন নাই। কী করে তারা এমন মিথ্যাচার করে? তারা কী আল্লাহকে একটুও ভয় করে না? তারা কী ইতিহাস পরে না? তারা অবশ্যই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে ভয় পায়। তারা এসব বলে জিহাদ থেকে পালিয়ে বাচতে চায়।

খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে। দাজ্জালের বাহিনী যেমন প্রস্তুত, তেমনি ইমাম মাহদির বাহিনীও প্রস্তুত। আলহামদুলিল্লাহ।

তিনি এসে শুধু নেতৃত্ত নিয়ে নিবেন।

যারা বর্তমান মুজাহিদ দেরকে খারেজী বলে, তারা অবশ্যই অবশ্যই ইমাম মাহদী কেও খারেজী বলবে।

আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। অবিচল থাকুন। আল্লাহর রুজ্জুকে শক্ত করে ধরুন।

অনেকের মনে একটা প্রশ্ন আছেঃ (দাজ্জালের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফ এ কোন কথা বলেননি কেন?)

উত্তরঃ পৃথিবীর ইতিহাসে দাজ্জালের চেয়ে বড় আর কোনো ফেতনা নাই। প্রত্যেক নবী রাসুল তাদের উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। দাজ্জাল হলো ইহুদি খ্রিস্টানদের জন্য ধংসের কারণ। আর মুমিন দের জন্য পরীক্ষা। ইহুদিরা হলো অভিশপ্ত ও চরম অবাধ্য জাতি। ওরা ঈসা আঃ কেও মেনে নেয় নি, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেও মেনে

নেয় নি। ওদের রাবাই রা জিদ ধরে বসে আছে যে, শেষ নবী ওদের মধ্যে থেকেই আসবে। ওরা এখনো সেই অপেক্ষায় আছে।

আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর কাছে ইহুদি আলেমরা (রাবাই) ৩ টি প্রশ্ন করেছিল। এর মধ্যে ২ টি ছিলো আসহাবুল কাহাফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কিত। আসলে তারা এই প্রশ্নের মাধ্যমে কৌশলে তাদের নেতার (ম্যাসায়া) আগমন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো।

ওরাও কৌশল অবলম্বন করে আর আল্লাহ তায়ালা ও কৌশল অবলম্বন করেন।

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে কোন আলোচনাই করেন নাই। ব্যাপারটা উহ্য রেখেছেন। যাতে করে ওদেরকে চরম শাস্তি দেয়া যায়। সুবহানাল্লাহ। তবে আল্লাহ শেষ সময়ে ইহুদীদের একটা ইচ্ছা পূরণ করবেন। তাদের মধ্যে থেকেই তাদের রাজাকে (ম্যাসায়া) পাঠাবেন। অর্থাৎ দাজ্জাল হবে ইহুদি যুবক।

আল্লাহ ওদের কে পৃথিবী থেকে দাজ্জালের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। সারা পৃথিবীর জিউস দেরকে আল্লাহ ইজরায়েলে একত্রিত করছেন, যাতে মুসলমানরা সহজেই ওদেরকে হত্যা করতে পারে। খোজা খুজি করা লাগবে না। আর পাথর তো আছেই। সব বলে দেবে। বেচারা রা লুকানোর জায়গাও পাবে না।

ওহ!!

গারকাদ। একমাত্র গারকাদ গাছ ওদেরকে আশ্রয় দিবে। আর সেজন্যই তো ওরা পুরো ইজরায়েলে গারকাদের চারা রোপণ করছে।

অপরদিকে মুসলমান দের জন্য ও এটা একটা চরম পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু এই বিষয়ে কুরআন শরীফে স্পষ্ট আলোচনা করেন নি, সেহেতু অনেক মুসলমান বিষয়টি নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে গোমরাহ হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তায়ালা সুরা কাহাফে ঠিকই দাজ্জাল এর আগমনের ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

আর এই সুযোগটাই নিয়েছে বর্তমান রান্ড আলেমরা। (they are made by Rand corporation).

সালাহউদ্দিন আইউবি (রহঃ) এর সাথে তৎকালীন আলেমরা যা করেছিলেন, বর্তমানে রান্ড আলেমরাও আমাদের সাথে তাই করছে।

<u>সালাহউদ্দিন আইউবি রহঃ।</u>

সুবহানাল্লাহ।

এমন এক নাম যা শুনেই শরীর শিহরিত হয়ে উঠে। আর কাফির দের অন্তরাত্মা এখনও থর থর করে কাঁপতে থাকে।

তিনি ছিলেন অনারব এবং সাধারণ শিক্ষিত মানুষ। আধুনিক আর বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। হঠাৎ করেই আল্লাহ তায়ালা তার অন্তর কে জিহাদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। জিহাদকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন। তখন ক্রুসেড এর যুগ। বায়তুল মুকাদ্দাস খ্রিস্টানদের দখলে। সুলতান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, যেভাবেই হোক জেরুজালেম কে পুনরুদ্ধার করতে হবে। তিনি ক্রুসেডার দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জিহাদের ঘোষণা দিলেন। কুফফার দের বাহিনী ছিল বিশাল। আর সুলতানের বাহিনী ছিল খুবই ছোট। এই বাহিনী নিয়ে কাফির দের সাথে লড়তে যাওয়া, আত্মহত্যা ছাড়া কিছুই না। অল্প সংখ্যক আলেম ছাড়া বাকি সবাই সুলতানের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করলেন। তারা বলেন: সুলতান একে তো অনারব, তার উপর তিনি আলেম নন। তার নেতৃত্বে আমরা ময়দানে যেতে পারি না। আর তাছাড়া এত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে মুসলমান দের ধ্বংস করার অধিকার সুলতানের নেই। আল্লাহ বলেছেনঃ " তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না"।

আমরা আরো শক্তিশালী হয়ে তারপর ওদের মুখোমুখি হব। এমনকি অনেকে আবার ময়দান থেকেও ফিরে এলো।

কিন্তু দুঃসাহসী সুলতান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলেন। ঐ অল্প সংখ্যক মুসলমান দের নিয়ে রওয়ানা দিলেন। এবং আল্লাহ উনাকে বিজয় দান করলেন।

বর্তমানে রান্ড আলেমরাও আমাদের সাথে তাই করছে। কেউ আল্লাহর রাস্তায় যেতে চাইলে তাদের কে নিরুৎসাহিত করে। আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে। বিভিন্ন উপায়ে তারা উম্মাহর যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করে। বলেঃ "শত্রুর সমকক্ষ না হয়ে লড়াই করা নাজায়েজ, আত্মহত্যার শামিল"। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ফতোয়া দেয়। যুবক রা ইতিহাস ঐতিহ্য জানা না থাকায় ধোকায় পরে যায়।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য বুঝার তাওফিক দান করুন আমীন।

Rand alem made by Rand Corporation.

<u>ইমাম মাহদীর নাম কিন্তু মাহদী হবে না।</u>

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নামে নাম হবে। মুহাম্মদ, আহমদ, মোস্তফা, আবুল কাশেম অথবা অন্য কোন নাম। আর কোনো মিডিয়াতে উনার খবর আসবে না। ওহ আসবে। কিন্তু সন্ত্রাসী এবং জংগী হিসেবে।

সর্ব প্রথম আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের কাছে উনার খবর আসবে। যারা এখন থেকেই উনার এডভান্স ফোর্স হিসেবে কাজ করছে, তাদের জন্য মোবারক বাদ।

অপরদিকে দাজ্জালের নাম কিন্তু দাজ্জাল হবে না। এটা তার উপাধি। অন্য কোন নাম হবে। আর মিডিয়াতে তাকে সুপার হিরো এবং মানবতার চরম বন্ধু হিসেবে দেখানো হবে।

এই অবস্থায় অসংখ্য মানুষ তো বটেই বড় বড় ওলামা মাশায়েখ গণ ও ধোকায় পরে জাবেন। মানুষ সত্য মিথ্যা পার্থক্য করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। অগণিত মানুষ ঈমান হারাবে। একমাত্র মুত্তাকি মুমিনদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেফাজত করবেন।

আমাদের যতই জ্ঞান থাকুক না কেন, আল্লাহর রহমত না থাকলে আর তাকওয়া অর্জন না করলে এই ফেতনা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

ইমাম মাহদীর (দা: বা:) অপেক্ষা ও আমাদের করণীয়:

আমরা প্রত্যেকেই ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় আছি। এ বিষয়ে উম্মাহ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এক ভাগ অতি উৎসাহী হয়ে স্বাভাবিক সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে।

২য় ভাগ এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ নাই। তাদের বক্তব্য: " যখন আসবে, তখন দেখা যাবে"।

আরেকভাগ হযরতের আগমনের অপেক্ষায় আছে। পাশাপাশি নিজেদের দৈনন্দিন কর্মসূচি ঠিক রেখে ইসলামের খেদমত করে যাচ্ছেন এবং হযরতের জন্য মাঠ তৈরি করছেন। এটাই হচ্ছে মধ্যম ও উত্তম পন্থা। আর ইনারাই হচ্ছেন উম্মাহর খাদেম।

সুতরাং এখানে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকুন। এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন। আর মুত্তাকিন হওয়ার চেষ্টা করুন।

বি: দ্র: তিনি কবে আত্মপ্রকাশ করবেন তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

ওরা কেন ফিলিস্তিনের শিশুদেরকে হত্যা করছে?

ফেরাউন (রামেসীস-২) কেন ৮০ হাজার শিশুকে হত্যা করেছিল?

উত্তর একটাই।
ফেরাউনও মূসা আঃ কে শিশু অবস্থায় মারতে চেয়েছিল। ওরাও সেই যুবককে শিশু অবস্থায় মারতে চায়, যেই যুবক কে দাজ্জাল দ্বিখণ্ডিত করবে। অথবা ইমাম মাহদীকে শিশু অবস্থাতেই মেরে ফেলতে চায়। যেহেতু কাফেররা জানে না, এই দুইজন কোথায় আছে। তবে ইহুদিদের ধারণা ওই যুবক, ফিলিস্তিনেই আছে।

এ ব্যাপারে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ২০০৪ সালের একটি শিশুর জন্ম গ্রহণ নিয়ে। আপনারা দেখে নিতে পারেন।

https://www.youtube.com/watch?v=v1NQwoPJHbA

সূরা কাহাফের আরেকটা নির্দেশ / শিক্ষাঃ

৭ যুবক কে আল্লাহ তায়ালা ৩০০ বছর জীবিত রেখেছেন সূর্যের আলোর দ্বারা। এখানে সূর্যের আলোর শক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ধারণা দিয়েছেন। যা বিজ্ঞান কিছু দিন আগে আবিষ্কার করেছে।এখানে আমাদের শিক্ষনীয় হলোঃ
বর্তমান পৃথিবী তেল উপর নির্ভরশীল। আর দাজ্জাল রীতিমতো তেল সম্পদ দখল করে নিয়েছে। তেলের দাম বৃদ্ধি হচ্ছে এবং আরো হবে। ওরা আমাদের কে তেল না দিলে আমরা যেন সূর্যের আলোর শক্তি দিয়ে চলতে পারি সেই দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

(অধ্যায় - ৬) ইয়াজুজ মাজুজ ও আহলে ইয়াজুজ মাজুজ

ইয়াজুজ মাজুজ কোথায়? আমাদের চেনা ম্যাপের ভিতরে নাকি বাহিরে?

সূরা কাহাফে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

যুলকারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন- আবার সে পথ চলতে লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল: হে যুলকারনাইন! ইয়াজূজ ও

মাজূজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল: আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল: তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল: তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো, আনি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজূজ ও মাজূজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না...[সূরা কাহফ, আয়াত ৯২-৯৭]

ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে দুই ধরণের মত পাওয়া যায়।

১) এক দল মানুষ মনে করে,এটা সম্পূর্ণ গায়েবের বিষয়। এরা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। আমাদের পরিচিত ম্যাপের বাহিরে বা মাটির নিচে আছে।

২) আরেকদল মানুষ মনে করে, এরা সম্পূর্ণ আমাদের মতোই মানুষ। খাজুরিয়া, মঙ্গোল, চীন - জাপান ইত্যাদি অঞ্চলে এদের বসবাস। এরাই বর্তমানে পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে।

এবার আমরা দুটো মতকেই বিশ্লেষণ করে দেখবো, ইনশাআল্লাহ।

++++

প্রথম মতের সপক্ষে নিচের হাদিসগুলো পড়ুন:

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেন- ইয়াজূজ-মাজূজ আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে-তাউল, তারিছ এবং মাস্ক...[তাবারানী]

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পৃথিবী সাত ভাগে বিভক্ত। উহার ছয় ভাগ ইয়াজুজ মাজুজ এর জন্য। আর বাকী কিছু অংশ সমস্ত সৃষ্টিজীবের জন্য। হযরত হাসসান ইবনে আতিয়া বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ দুই জাতিতে বিভক্ত। আর প্রত্যেক জাতিতে একলাখ জাতি। একজাতি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য নয়। কোন পুরুষ তার সন্তানদের একশত চক্ষু না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না।
[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩০]

তাফসিরবিদ ইবনে কাসির (রহ.) ইয়াজুজ- মাজুজ সম্পর্কে সব বর্ণনা একত্র করে লিখেছেন, ‘এতে বোঝা যায় যে ইয়াজুজ- মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে।’

হুজায়ফা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) - এর কাছে ইয়াজুজ- মাজুজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘ইয়াজুজ একটি জাতি। মাজুজ একটি জাতি। প্রত্যেক জাতির অধীনে রয়েছে চার হাজার জাতি। তাদের কোনো ব্যক্তি তত দিন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না, যত দিন তারা চোখের সামনে নিজের ঔরসজাত হাজার সন্তান দেখতে না পায়, যাদের প্রত্যেকে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম। হুজায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) - এর কাছে আবেদন জানিয়েছি যেন তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়। তিনি বলেন, তারা তিন ধরনের। তাদের এক দল হবে আরুজের মতো। আরুজ হলো সিরিয়ার একটি বৃক্ষ। এর দৈর্ঘ্য আকাশপানে ১২০ হাত। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এরা

এমন জাতি, কোনো ঘোড়া ও লোহা তাদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবে না। আর তাদের অন্য আরেকটি দল এক কানের ওপর ঘুমায় এবং অন্য কান মুড়ি দিয়ে থাকে। তাদের পাশ দিয়ে যত হাতি, বন্য প্রাণী, উট ও শূকর অতিক্রম করে, তারা সেগুলো খেয়ে ফেলে; এমনকি তাদের মধ্য থেকে কেউ মরে গেলেও তারা খেয়ে ফেলে. . . ।' (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস : ১২৫৭২)

উপরোক্ত আলোচনাগুলো প্রথম মতকেই সমর্থন করে। এই মত অনুযায়ী আমাদেরকে আমাদের চেনা ম্যাপের বাহিরে আরো বিস্তীর্ণ ভূমি সম্বলিত ম্যাপটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাহলেই এটা সম্ভব। এবং আমাদের আলোচনাকে এখানেই বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ এই মত অনুযায়ী আর বেশি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, & আমরা ওই ভূমি সম্পর্কে কিছুই জানি না। ।

++++++++++

এবার আসুন দ্বিতীয় মতটিকে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেখি।

((ইয়াজুজ মাজুজ এরা তুরস্কের বংশোদ্ভুত দুটি জাতি। কুরআন মাজীদে এ জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপ্টা, ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর পুর্বাঞ্চলে অবস্থিত এ জাতির লোকেরা প্রাচীন কাল হতেই সভয় দেশ সমুহের উপর হামলা করে লুটতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধবংসের থাবা বিস্তার করতো।
বাইবেলের আদি পুস্তকে(১০ম আধ্যায়ে) তাদেরকে হযরত নুহ (আ:) এর পুএ ইয়াকেলের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিক গনও একথাই মনে করেন । রাশিয়া ও উওর চীনে এদের অবস্থান বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে অনুরুপ চরিত্রের কিছু উপজাতি রয়েছে যারা তাতারী, মঙ্গল, হুন ও সেথিন নামে পরিচিত।

তাছাড়া একথাও জানা যায় তাদের আক্রমন থেকে আত্নরক্ষার জন্ন ককেশাসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মান করা হয়েছিল। ইসরাঈলী ঐতিহাসিক ইউসীফুল তাদেরকে সেথীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কিষ্ণ সাগরের উওর ও পুর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম এর বর্ণনামতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উওরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।))© যা, খাজারিয়া অঞ্চল নামে পরিচিত।

এই মতানুযায়ী ২ নং ম্যাপটিকে (জাতিসংঘের সমতল পৃথিবীর ম্যাপ) সামনে রেখে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

এ ব্যাপারে অনেক পোস্ট দেয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আগ্রহীগন পড়তে পারেন।

ইয়াজুজ মাজুজ সংক্রান্ত সকল পোষ্টের লিংক: একসাথে

https://www.facebook.com/groups/truthhunter/permalink/545347869733514/

তবে প্রথম মতটিকে যদি আমরা নেই, তাহলে একটি প্রশ্ন চলে আসে। আর তা হলো: এতো দূর থেকে এসে ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে লুটতরাজ করতো কিভাবে? আর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী ব্যাপারটা মিলে যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ মত যেটাকেই গ্রহণ করা হোকনা কেন, চূড়ান্ত কথা হচ্ছে ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশ বা আক্রমণ ঈসা (আ:) এর পরেই সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। সুতরাং এই বিষয়টা নিয়ে এক মতের অনুসারীরা আরেক মতের অনুসারীদেরকে গালাগালি করা মোটেও উচিত নয়। পূর্বেও অনেক সালাফগণ এসব নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন এবং তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে।

চূড়ান্ত কথা এটাই যে, ইয়াজুজ মাজুজের ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। তারা বের হয়ে গেছে, এটাও যেমন বলা যায়না। আবার তারা এখনো বন্ধি আছে, এটাও বলা যায়না।

আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম বুঝ দান করুন। আমিন।

ইয়াজুজ- মাজুজ বলবে, আমরা আল্লাহ কে হত্যা করেছি।

ইয়াজুজ- মাজুজ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। তবে হাদিস শরিফ থেকে তাদের সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানা যায়, যদিও তাদের নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াজিদের বর্ণনা মতে, পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ার পর ইয়াজুজ- মাজুজ তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করবে। ইয়াজুজ- মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাসসংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে : আমরা পৃথিবীর সব অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদের খতম করার পালা। ***সে অনুযায়ী তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে।*** এটা দেখে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে আকাশের অধিবাসীরাও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

(মা'আরেফুল কোরআন)

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, নিশ্চই রাসূল সা. বলেছেন যে, নিশ্চই ইয়াজুজ মাজুজ বের হবে। তাদের প্রথমজন তাবরিয়ার জলাশয় দিয়ে বের হবে। অতপর তারা তা পান করে ফেলবে। অতপর তাদের শেষজন সেখানে আসবে আর তারা বলবে, কেমন যেন এখানে একবার পানি ছিল। যখন তারা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়ে উঠবে,

তখন তারা বলবে আমরা পৃথিবীতে শক্তিশালী হয়েছি, সুতরাং আসো আমরা আসমানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করি। তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানগণ কোথায় থাকবে? রাসূল সা. উত্তরে বললেন, তারা দূর্গ বানাবে। অতপর আল্লাহ তা'আলা মেঘ প্রেরণ করবেন যাকে আনান বলা হয়। আর এরুপ নামই আল্লাহ তা'আলার নিকটে। ***অতপর তারা (উক্ত মেঘ লক্ষ করে) তীর নিক্ষেপ করবে। আর তাদের তীরগুলো রক্তমিশ্রীত অবস্থায় নিচে পড়বে।*** অতপর তারা বলবে, আমরা আল্লাহ কে হত্যা করেছি।

[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩১]

ছবি গুলো দেখেছেন? সেই আওয়াজই দেয়া হচ্ছে। এখনই সেই আওয়াজকে প্রমোট করা হচ্ছে। বাকি তো আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

ব্যাপারটা ঠিক নমরুদের মতো। নমরুদও চেয়েছিলো আসমানবাসীকে হত্যা করতে।

আমরা যদি ইয়াজুজ মাজুজের তীরকে আক্ষরিক অর্থে ধরি তাহলে আর কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কথা এখানেই শেষ। আর যদি রূপক অর্থ নেয়া হয়, তাহলে বর্তমানের মিজাইলের সাথে ব্যাপারটা মিলে যায়।

নিচের আর্টিকেলটি পড়লেও কিছুটা ধারণা পাবেন যে, এরা আজ অবাধ্যতার কোন স্তরে পৌঁছেছে?

প্রজেক্ট এ-১১৯: আমেরিকা যখন পারমাণবিক বোমা মেরে চাঁদ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল

https://roar.media/bangla/main/history/us-wanted-to-nuke-the-moon

N:B: ভালো করে বুঝুন, এই আলোচনায় এদেরকেই ইয়াজুজ মাজুজ বলা হচ্ছেনা। তবে এদের বেশিরভাগ কার্যক্রম ইয়াজুজ মাজুজের সাথে মিলে যাচ্ছে। শুধু সেই বিষয়টাকেই তুলে ধরা হচ্ছে। চূড়ান্ত করে কিছু বলার সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাকে পথভ্রষ্টতা থেকে হেফাজত করুন। আপনাদের গঠনমূলক মন্তব্য আশা করছি।

<u>মায়া সভ্যতা ও হজরত যুলকারনাইনের শাস্তি প্রদান:</u>

فَأَتْبَعَ سَبَبًا

অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৫]

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৬]

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا

তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৭]

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেব। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৮]

মায়ানদের ভৌগোলিক অবস্থান :

<u>জন লয়েড স্টিফেনস এবং ফ্রেডরিক ক্যাথাউড</u> ১৮৪০ সালে মায়াদের আবিষ্কার করেন। **মায়ানরা ছিলো সাংস্কৃতিক দিক থেকে গতিশীল এবং মেসো আমেরিকার মধ্য অন্যতম পরাক্রমশালী জাতি।** মায়াপানের প্রাচীন শহর "**ইউকাতান**" থেকে "**মায়া**" শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। আর এই ইউকাতানই হচ্ছে মায়ান সাম্রাজ্যের শেষ রাজধানী

খ্রিষ্টপূর্ব (২০০০-২৫০ খ্রিষ্টাব্দ)। এ সভ্যতা টিকেছিল প্রায় ২০০০ বছর। প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বে বর্তমান ইংল্যান্ডের দ্বিগুণ জায়গা জুড়ে মায়া সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

গুয়েতিমালায় প্রায় ৫০ লাখ লোক বসবাস করতো বলে ধারণা করা হয়। **তবে নতুন এক**

গবেষণা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, জনসংখ্যা প্রায় এক থেকে দেড় কোটিও হতে পারে। আরেকটি গবেষণা থেকে জানা যায়,প্রায় এক থেকে পাঁচ কোটি মায়ানের বাস ছিলো ২১০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে।

মধ্য আমেরিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। গুয়েতেমালা, বেলিজ, সালভাদের, পশ্চিম হন্ডুরাস, কেন্দ্রীয় মেক্সিকোর তাবাস্কো জুড়ে এ সভ্যতা প্রসারিত ছিলো। তবে মায়ানরা এখনো পৃথিবীর বুক থেকে পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

মায়া সভ্যতার রহস্যময় অধঃপতন

খ্রিস্টপূর্ব আট শতকের শেষ দিক থেকে নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মায়া সভ্যতায় এমন এক অজানা কিছু ঘটেছে যা এই সভ্যতার ভত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এক এক করে দক্ষিনের নিম্নভূমিতে অবস্থিত ক্লাসিক শহরগুলি পরিত্যক্ত হয়, ফলে ঐ অঞ্চলে মায়া সভ্যতার মৃত্যু হয়। আর এই রহস্যজনক পতনের কারন এখনো অজানা যদিও অনেক পন্ডিতই নিজেদের মত করে বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন।

তবে এর মধ্যে তিনটি তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যায়। কেউ বিশ্বাস করতো যে, মায়ার জনসংখ্যা খুব বেশি হয়ে গিয়েছিলো। আর যা মায়ার পরিবেশ সহ্য করতে পারেনি। আবার অনেক পন্ডিত মনে করেন, প্রতিনিয়ত পরস্পরের সাথে যুদ্ধের ফলেই মায়া ধংস হয়েছে। আর আরেকটি তত্ত হলো পরিবেশের বিপর্যয়। হয়তো মায়া সভ্যতায় এমন কোন খরা, বন্যা বা অতিকায় শক্তিশালী প্রাকৃতিক কিছু আঘাত হেনেছিলো যার ফলে প্রাচীন এই মায়া সভ্যতা ধংস হয়।

তবে হয়তোবা মায়া ধংসের কারন এই তিনটির মিলিত কারনই: মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, নিজেদের সাথেই যুদ্ধ আর কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আর স্প্যানিশ আক্রমনকারীরা মায়া সভ্যাতায় আসার আগেই, মায়া সভ্যতা চাপা পড়ে যায় সবুজ বনাঞ্চলের নিচে। ©

এবার আসুন মিলিয়ে দেখি, হজরত জুলকারনাইনই কি মায়া সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিলেন কিনা?

জুলকারনাইন ভ্রমণ করতে করতে একদম পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখেছিলেন। এবং এক জাতির দেখা পেয়েছিলেন। ইবনে কাসীর (র) বলেছেন: এটা পশ্চিম আটলান্টিকের খালিদাত দ্বীপপুঞ্জ (হয়তোবা আজকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অর্থাৎ রেড ইন্ডিয়ান জাতি বা হোপি জনগণ আর তৎকালীন মায়া সভ্যতা)। যার পরে আর কোনো ভূমি নেই।

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় হজরত যুলকারনাইনের অবস্থানও খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে ছিল। অর্থাৎ বুঝা গেলো মায়া সভ্যতা আর হজরত জুলকারনাইন একই সময়ের।

আবার দেখুন, মায়া সভ্যতা কোনো এক অজানা শক্তি দ্বারা হঠাৎ করেই ধ্বংস হয়ে যায়। এই রহস্যের কুল কিনারা এখনো কেউ করতে পারেনি। যদিও গবেষকরা দাবি করে স্প্যানিশরা তাদের আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হজরত যুলকারনাইনের শাস্তি প্রদানের ঘটনাটাই (N:B: screen shot) বেশি যুক্তিসঙ্গত।

আরো একটি বিষয় খেয়াল করুন, মায়ানদের বেঁচে যাওয়া জনগোষ্ঠীর বংশধরেরা (হোপি জনগণ) এখনো হজরত যুলকারনাইনের স্মৃতিকে বহন করে। সম্ভবত এরাই তারা, যারা হজরতের বশ্যতা শিকার করে নিয়েছিল।

বাকিটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

হজরত যুলকারনাইনের পৃথিবী ভ্রমণ: সম্ভাব্য উদয় ও অস্তাচল।

সূরা কাহাফ অনুযায়ী আমরা জানতে পারি, হজরত জুলকারনাইন পৃথিবীর ৩ দিকে ভ্রমণ করেছিলেন।

১) একদম পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ সূর্যের অস্তাচলে।

২) একদম পূর্ব প্রান্তে অর্থাৎ সূর্যের উদয়াচলে।

৩) উত্তরে, পাহাড়ি গিরিপথে।

আজকে আমরা আল বিদায় ওয়ান নেহায়া এবং তাফসীরে ইবনে কাসীরের আলোকে এই দিক গুলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে ২টা মাপের সহযোগিতা নিবো। একটা হলো আমাদের চেনা জানা মাপের বাহিরে অন্য পৃথিবীর ম্যাপ । আরেকটা হলো আমাদের চেনা সমতল পৃথিবীর জাতিসংঘের ম্যাপ। যদিও এই ম্যাপ গুলো একটাও ইসলামের সাথে পরিপূর্ণ রূপে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। তবু আপাতত কাজের সুবিধার্থে এই মাপগুলোকেই সামনে রাখতে হবে।

প্রথম ম্যাপ টাকে (আমাদের চেনা জানা মাপের বাহিরে অন্য পৃথিবীর ম্যাপ) যদি আমরা ধরি, অর্থাৎ বিশাল বিস্তীর্ণ ওই ম্যাপ। তাহলে আর ভূমি গুলো খুঁজে বের করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আল্লাহু আলম বলে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ ওখান পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান পৌঁছায় নি। ওখানে সূর্যের আওয়াজ পাওয়া যায়, এবং ১২ হাজার দরজা আছে।

আর দ্বিতীয় ম্যাপটা (জাতিসংঘের) যদি নেই তাহলে ভূমি গুলো খুঁজে পাবার একটা সুযোগ আছে।

জুলকারনাইন ভ্রমণ করতে করতে একদম পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখেছিলেন। এবং এক জাতির দেখা পেয়েছিলেন। ইবনে কাসীর (র) বলেছেন: এটা পশ্চিম আটলান্টিকের খালিদাত দ্বীপপুঞ্জ (হয়তোবা আজকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অর্থাৎ রেড ইন্ডিয়ান জাতি)। যার পরে আর কোনো ভূমি নেই।

এবার দ্বিতীয় ম্যাপটা (UN) ভালো করে দেখুন। ব্রাজিলের দক্ষিণ অংশটুকু পশ্চিম দিকে পড়েছে (ওয়েস্ট ইন্ডিজও এখানে) । আমরা জানি ব্রাজিলে জংলী (নগ্ন) উপজাতি বসবাস করে, (অনেকটা জুলকারনাইন যেমনটা দেখেছিলেন তেমনি) । সেখানে একটা হ্রদের পানি ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করে (হয়তোবা সূর্য ওখানের কর্দমাক্ত পানিতে ডুবে যায়) । আর মাশরিক বলতে মূলত ইসলামে মরক্কোকে বুঝানো হয়। আবার মিশরে পিরামিডের মধ্যে দিয়ে সূর্যকে ডুবে যেতে দেখা যায়। তাহলে কি ব্রাজিলের শেষ প্রান্তটিই সেই ভূমি? আল্লাহু আলম।

এবার চলুন আমরা ২য় দিকে অর্থাৎ সূর্যের উদয়াচলে রওয়ানা দেই।

জুলকারনাইন চলতে চলতে একবারে পূর্ব দিগন্তে সূর্যের উদয়াচলে গিয়ে হাজির হলেন। এবং সেখানে এমন এক জাতিকে পেলেন, যারা সূর্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। সূর্য উদয় হলে ওরা পানিতে নেমে যেত। ওদের প্রধান খাবার ছিল মাছ। ওরা এক কান বিছিয়ে, ওপর কান গায়ে দিয়ে ঘুমায় (দুর্বল বর্ণনা) । ওদের শরীরের রং ছিল লাল। (মজার ব্যাপার হলো মানুষ এই জাতিটাকে ইয়াজুজ মাজুজ মনে করে, ভুল। ওরা একেবারে পূর্ব প্রান্তের জাতি)। ইয়াজুজ মাজুজ ছিল উত্তর দিকে। এবার আসুন ম্যাপের সাথে মিলাই। প্রদত্ত ম্যাপ অনুযায়ী সূর্য উদয়ের দেশ হলো অস্ট্রেলিয়া। জাপান নয়। আর অস্ট্রেলিয়াতেও অনেক আদিবাসী আছে যাদের প্রধান কাজ মাছ শিকার। এবং এদের গায়ের রংও লাল। তাহলে আমরা সম্ভাব্য উদয়াচল পেয়ে গেলাম।

এবার চলুন ৩য় পথে / দিকে। জুলকারনাইন এবার তৃতীয় একটি অঞ্চলে গিয়ে হাজির হলেন। ঐতিহাসিক, গবেষক ও ওলামাদের মত্ হচ্ছে সেটা উত্তর দিক। এক পাহাড়ি গিরি পথ । সেখানে গিয়ে তিনি পেলেন ইয়াজুজ মাজুজ কে।

ইয়াজুজ মাজুজের আলোচনা অনেক করেছি। আর নয়। আশা করি উদয়াচল ও অস্তাচলের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেয়েছেন। তবে এটা শুধুই আমার গবেষণা। এটাই যে ঠিক, তা বলছি না। ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী। পথভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই।

ইয়াজুজ মাজুজ কি মানুষ নাকি অন্য কোনো প্রাণী??

((রোজ হাশরে আল্লাহ তাআলা আদমকে বলবেনঃ হে আদম! আদম বলবেনঃ আমি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছি এবং আপনার আনুগত্য করার জন্য উপস্থিত আছি। সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে। আল্লাহ বলবেনঃ জাহান্নামের বাহিনীকে আলাদা করো। আদম বলবেনঃ কারা জাহান্নামের অধিবাসী। আল্লাহ বলবেনঃ প্রতি হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানববই জন। এ সময় শিশু সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভের সন্তান পড়ে যাবে এবং মানুষদেরকে আপনি মাতাল অবস্থায় দেখতে পাবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতা অবলোকন করার কারণেই তাদেরকে মাতালের মত দেখা যাবে। সাহবীগণ বললেনঃ আমাদের মধ্য থেকে কি হবে সেই বাকী একজন? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের মধ্যে থেকে হবে একজন। আর ইয়াজুয-মাজুযের মধ্যে থেকে হবে নয়শত নিরানববই জন। আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের চারভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা শুনে তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের তিনভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা শুনেও তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের দুভাগের একভাগ হবে। আমরা এটা শুনেও তাকবীর পাঠ করলাম। পরিশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা সমগ্র

মানব জাতির মধ্যে একটি সাদা গরুর চামড়ায় একটি কালো লোমের মত|- বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু আহাদীছুল আম্বীয়া|))

হাদীসটি তো আপনারা পড়লেন. এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন.

ইয়াজুজ মাজুজ যদি অন্য কোনো প্রাণী হয়, তাহলে তাদেরকে মানুষের মধ্যে থেকে আলাদা করার কি দরকার?? তাদেরকে তো এমনিই চিনতে পারার কথা যে, এরা ইয়াজুজ মাজুজ (হিংস্র কোনো প্রাণী, বাঘ বা সিংহের মতো). এ থেকে বুঝা যায়, তারা হুবহু মানুষের মতোই হবে, এবং মানুষের সাথে মিশে থাকবে. তাই আদম (আ:) প্রথমে তাদেরকে চিনতে পারবে না. আল্লাহ বলার পর তিনি আলাদা করা শুরু করবেন. ইয়াজুজ মাজুজ যদি মানুষ না হয়, তাহলে তো তাদেরকে আলাদা করার দরকার নাই. হাশরের ময়দানে সবাই এমনিই তাদেরকে চিনতে পারবে. ঠিক জিনের মতো. জিনদেরকে মানুষ হাশরের ময়দানে দেখতে পাবে, এবং বুঝতে পারবে এরা জীন. আরো একটি প্রশ্ন তারা যদি পৃথিবীর বাহিরে থাকে তাহলে তো তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কথা নয়. অথচ বলা হয়েছে প্রত্যেকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবে. অর্থাৎ এ থেকেও বুঝা গেলো, ইয়াজুজ মাজুজের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে. এবং তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে.

এবার নিচের এই আয়াত টি পড়ুন.

((অতঃপর তিনি পথ অবলম্বন করলেন| চলতে চলতে তিনি যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলেন তখন তথায় এমন এক জাতির সন্ধান পেলেন যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিলনা| তারা বললঃ হে যুল-কারনাইন! ইয়াজুয ও মা’ জুয পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে| আমরা কি আপনাকে বিনিময় স্বরূপ কর প্রদান করবো এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন? যুল-কারনাইন বললেনঃ আমার প্রভু আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট| তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর| আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি মজবুত প্রাচীর তৈরী করে দিবো| তোমরা লোহার পাত

নিয়ে আসো। অতঃপর যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ হয়ে লৌহ স্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন যুল-কারনাইন বললেনঃ তোমরা ফুঁক দিয়ে আগুন জ্বালাও। যখন ওটা আগুনে পরিণত হলো তখন তিনি বললেনঃ তোমরা গলিত তামা আনয়ন করো, ওটা আগুনের উপরে ঢেলে দেই। এভাবে প্রাচীর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর ইয়াজুয ও মা' জুয তা অতিক্রম করতে পারলোনা এবং তা ছিদ্র করতেও সক্ষম হলোনা। যুল-কারনাইন বললেনঃ এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ। যখন আমার প্রভুর ওয়াদা পূরণের সময় (কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন তিনি প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দেবো দলের পর দলে সাগরের ঢেউয়ের আকারে। এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্রিত করবো)) ' '। (সূরা কাহাফঃ ৯২-৯৯)

((তারা বললঃ হে যুল-কারনাইন! ইয়াজুয ও মা' জুয পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে।))

এখানে আরো একটি বিষয় খেয়াল করুন, তারা কিন্তু মানুষের সাথেই ছিল. এবং বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করতো.. অশান্তি সৃষ্টি করার কারণে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে. (সুতরাং তারা মানুষ)

এছাড়াও হাদিসে বর্ণিত আছে, তারা নূহ (আ:) এক পুত্রের বংশধর। অর্থাৎ, তারা আমাদের মতোই মানুষ।

তবে তারা ঈসা (আ) এর পরেই বের হবে. এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই.

ইমাম মাহদী এবং তার আর্মি অলরেডি পৃথিবীতে উপস্থিত আছে, তারা ঠিকই ময়দানে লড়াই করে যাচ্ছে. কিন্তু আমরা তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না. যখন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন শুধুমাত্র তখনি আমরা তাকে চিনতে পারবো. ঠিক একই ভাবে দাজ্জাল এবং তার

বাহিনীও একটিভ আছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না. সে যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন আমরা তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে চিনতে পারবো. ইয়াজুজ মাজুজের বেপারটাও তাই. ওরাও ফেতনা ফাসাদ ছড়াচ্ছে. কিন্তু আমরা বুঝতেও পারছি না, ওদেরকে চিনতেও পারছি না. ঈসা (আ) এর আগমনের পর তাদেরকে আমরা চিনতে পারবো.

বৌদ্ধ জাতির দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করুন:

আরো একটা বিষয় হলো, আমাদেরকে বৌদ্ধ দের দিকেও নজর দেয়া উচিত. কারণ গাজওয়াতুল হিন্দ হবে হিন্দু আর মুসলিম দের মধ্যে.. মালহামা হবে মুসলিম আর ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে.

তাহলে বৌদ্ধরা কি করবে?? এখানে অনেক চিন্তার বিষয় রয়েছে.
একই সাথে বর্তমানে বৌদ্ধরা মুসলমানদের সাথে কি আচরণ (জুলুম, নির্যাতন, বন্দি, হত্যা, গোস্ত খাওয়া) করছে, সেটাও বিবেচনায় আনতে হবে. তাদের চেহারা, সংস্কৃতি, প্রাচীন ঐতিহ্য কে ধরে রাখা, নিজস্য সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকা, দুর্বোধ্য ভাষা, বাচ্চা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবার কঠিন মার্শাল আর্ট প্রাকটিস করা, ধর্মগুরুদের ধর্ম চর্চার (কালো জাদু) মাধ্যমে বাতাসে ভেসে থাকা, পানির উপর দিয়ে চলে যাওয়া, দীর্ঘদিন না খেয়ে থাকা, দীর্ঘক্ষণ নিঃশাস বন্ধ করে বেঁচে থাকা, শরীরকে লোহার মতো শক্ত করে ফেলা. ইত্যাদি বিষয়গুলোও গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার.

ইয়াজুজ মাজুজ ঈসা (আ) পরেই আসবে. কোনো সন্দেহ নাই. ব্যপারটাকে এভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, তাদেরকে আমরা ঈসা (আ) এর পর চিনতে পারবো. বা আমরা বুঝতে সক্ষম হবো. আপনি আরো সহজে বুঝতে পারবেন যদি গোয়েন্দাদের দিকে তাকান. তারা আমাদের সাথেই মিশে আছে. এমনকি অনেকে ভালো ভালো আলেমের বেশেও আছে. কিন্তু আমরা তাদেরকে চিনতে পারি না. আবার ইমাম মাহদীর কথাও ভাবতে পারেন. তিনি জুন্দুল্লাহদের সাথেই তো আছেন. অন্যরা তো দূরের কথা তিনি নিজেই জানেন না যে তিনি ইমাম মাহদী. কাবা শরীফে অন্যরা তাকে চিনতে পারবে. ঠিক একই ভাবে আমরাও ঈসা (আ)

আসার পর তাদেরকে চিনতে পারবো. অর্থাৎ তাদের আসল রূপ বুঝতে পারবো. তারা কাবালাহ চর্চার মাধ্যমে অনেক অনেক প্রাচীন সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে. এটা একটা মুভিতেও দেখানো হয়েছে. (সেই সেনাবাহিনীর মূর্তি গুলো দেখুন এবং গভীর ভাবে ভাবুন) তাছাড়া সরাসরি ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে তাদের একটা মুভি কিছুদিন আগে বের হয়েছে. আর এরা কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়. নিজস্য সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে. সুতরাং তাদের সমস্ত কর্ম কাণ্ডের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিন. অনেক কিছু বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ..

আরেকটা বিষয় খেয়াল করুন: আমাদের আশে পাশেই কিন্তু এখন প্রচুর চতুস্পদ জন্তু রয়েছে. যদিও তারা দেখতে মানুষের মতো. উপর দিয়ে তারা দেখতে হুবহু মানুষের মতো, কিন্তু ভিতর দিয়ে পশু. বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট.

ওহঃ আরেকটা বিষয়.. চীন কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছে. সুতরাং, এ বিষয়েও খুব গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার.

জলে স্থলে আসমানে সব জায়গাতেই তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে যে অশান্তি আর বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা কি গত ৫০ বছর আগে ছিল? এত ধর্ষণ,, এত হত্যা, এত অনিরাপত্তা? আজ বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে। মায়ের পেটে নিজের ছেলের বাচ্চা। মানুষ পশুর সাথে যৌনসঙ্গম করছে। সমকামীতা, আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা। প্রকাশ্যে শয়তানের পূজা করা। প্রত্যেকটি খাদ্য দ্রব্যকে নষ্ট করা। মানুষকে সুদ গ্রহনে বাধ্য করা। কৃত্রিম উপায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করা। ভ্যাকসিন এর মাধ্যমে রোগ সৃষ্টি করা। কার্টুন এর মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে উগ্র বানিয়ে ফেলা। মুভি, নাটক আর গানের মাধ্যমে যুব সমাজকে যৌনতা আর মাদকাসক্ত করে ফেলা। গর্ভপাত কে সহজ করে দেয়া। প্রত্যেকটি মানুষের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেয়া। প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবমাননা করা। মায়ানমারে মুসলিম দের গোশত খাওয়া। কুফরী জীবন ব্যবস্থা কে মেনে নিতে বাধ্য করা। নাস্তিকতা এবং ধর্মদ্রোহীতা বৃদ্ধি পাওয়া। চিপস, চকলেট, আইসক্রিম, ড্রিঙ্কস, ফাস্টফুড আর জি এম ফুড খাইয়ে মুসলমান দের তাকওয়া কে নষ্ট করে দিয়ে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। পাপাচার

দিয়ে পৃথিবীকে ভরিয়ে ফেলে আল্লাহর রহমত কে পৃথিবীতে আসতে না দেয়া। এক বছরের শিশুকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। চিকিৎসক আর নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থা তো আপনারা জানেনই। এক টাকার জন্য খুন হচ্ছে। শিশুর পায়ুপথে গ্যাস ঢুকিয়ে হত্যা করে আনন্দ পাচ্ছে। টয়লেটে, ডাস্টবিনে প্রচুর নবজাতক শিশু পাওয়া যাচ্ছে। সামান্য কারণে মানুষ মানুষকে হত্যা করে ফেলছে। প্রত্যেকটি ঘরে নর্তকী ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষের মাথায় বাদ্যযন্ত্র উঠিয়ে দিয়েছে। সন্তান বাবা মা কে হত্যা করছে, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ছাগল কে ৪/৫ জন যুবক মিলে ধর্ষণ করে মেরে ফেলছে।++++++++++

আর কত বলব ভাই??? হয়রান হয়ে গেছি। এবার আপনারা একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করুন। শত চেষ্টা করেও কি আপনি আমি সব ফেতনা ফ্যাসাদ থেকে বাঁচতে পারছি???????

জলে স্থলে আসমানে সব জায়গাতেই তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

এখন আপনি এই অবস্থা কে কিভাবে আখ্যায়িত করবেন??

(অধ্যায় -৭) ইসলাম ও মুসলিম VS কাফের ও মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র।

অতীতের সালাহউদ্দিন ও মুর্জিয়া বনাম বর্তমানের সালাহউদ্দিন ও মুর্জিয়া:

সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবী (র:) যখন অল্প সংখক কিছু মুমিনকে নিয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তখন তৎকালীন মডারেট - মুর্জিয়ারা তাকে আত্মহত্যা কারী, অনারব ও গায়রে আলেম বলে ভর্ৎসনা করে পিছিয়ে গিয়েছিলো। তারা আধুনিক উপায়ে ইসলাম কায়েম করতে চেয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সালাউদ্দিন (র:) কেই বিজয় দিয়ে পিছিয়ে যাওয়া লোকদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন। আর সালাউদ্দিন (র) কে বানিয়েছেন সমস্ত মুমিনের আদর্শ।

ঠিক একই ভাবে বর্তমানেও নব্য ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া নব্য সালাউদ্দিনদেরকে, নব্য মুর্জিয়ারা ভর্ৎসনা করছে। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই নব্য সালাউদ্দীনদের হাতে নব্য ক্রুসেডার

দেরকে পরাজিত করবেন এবং নব্য মুর্জিয়াদের মুখোশ আবারো উন্মোচন করে দিবেন। আর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আজকের জুন্দুল্লাহদেরকে আদর্শ বানিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আজকের মোডারেটদের জন্য যদিও এই উম্মত, জুন্দুল্লাহদেরকে ভুল বুঝছে। আগামী প্রজন্ম ঠিকই এইসব জুন্দুল্লাহদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে আর নব্য মুর্জিয়াদেরকে ভর্ৎসনা করবে ইনশাআল্লাহ।

আপনি কার দাস? আল্লাহর নাকি দাজ্জালের?

আপনাকে যেকোনো একজনের দাসত্ব করতেই হবে। হয় আল্লাহর নাহয় শয়তানের (দাজ্জাল / জীন / নফস)। নাস্তিকতা বা মুক্ত চিন্তার নামে স্বাধীন থাকার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর দাসত্ব না করলে, শয়তান আপনাকে দাজ্জালের দাসত্বে লিপ্ত করে দিবে। আপনি হবেন দাজ্জাল, প্রকৃতি বা অপবিজ্ঞান সহ আরো হাজারো জিনিসের দাস। অর্থাৎ আপনার খোদা হবে অগণিত। এবার আপনিই সিদ্ধান্ত নিন আপনি কার দাসত্ব করবেন?

জীন, শয়তান, অপবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, টাকা, যশ, নফস ইত্যাদির, নাকি মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালার ??

মুমিনরা আল্লাহর দাসত্ব করে। তখন আল্লাহ তায়ালা অন্য সব কিছুকে মুমিনের দাস বানিয়ে দেন। আর কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকরা আসবাবের দাসত্ব করে। তখন আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন।

ইহিবৌখ্রিমান (মডারেট / মুর্জিয়া / মিক্সড ন্যাশন):

শব্দটা দেখে নিশ্চই খুব আশ্চর্য লাগছে, তাইনা? লাগারই কথা। শব্দটা যেমন আশ্চর্য, ঠিক তেমনি এই ধরণের প্রাণী গুলোও খুব আশ্চর্য। এটা একটা নতুন প্রজাতির প্রাণী। এই প্রাণী গুলো অলরেডি দাজ্জালের গোলামে পরিণত হয়ে গেছে। এরা নিজেদেরকে অত্যাধুনিক কিছু একটা মনে করে। এরা কোনো বিধি বিধান মানতে চায়না। যা ইচ্ছা তাই করে। ইদানিং এই প্রজাতির অসংখ্য প্রাণী দেখা যাচ্ছে।

এবার আসুন এদের ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নেই।

১) এরা ইহুদিদের মতো অপবিজ্ঞানের চর্চা করে ওদের ধর্মের মতো করে ইসলামকেও অপবৈজ্ঞানিক ও অত্যাধুনিক বানাতে চায়।

২) এরা হিন্দুদের মতো নাচ, গান, গায়ে হলুদ, নববর্ষ ইত্যাদি উদযাপন করে।

৩) বৌদ্ধদের মতো মেডিটেশন করে আল্লাহকে পেতে চায়।

৪) খ্রিস্টানদের মতো মদ ও নারী নিয়ে ব্যাস্ত থাকে, আর শুধু জুমার দিন মসজিদে হাজির হয়।

৫) মুসলমানদের মতো মাঝে মাঝে নামাজ পরে ও রোজা রাখে।

এরা সকল ধর্মকে মিক্সড করে নতুন একটি ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। তাই এদের জন্য এই নাম (ইহিবৌখ্রিমান) ।

এদের ধর্মের নাম মানব ধর্ম। বা দাজ্জালের ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজন (একক বৈশ্বিক ধর্ম) ।

ইহিবৌখ্রিমান স্কলাররা, খুব আদর করে এটার নাম দিয়েছে ইন্টার ফেইথ বা আন্তঃ ধর্ম। এবং তারা এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আল্লাহ সকল মুমিনকে দাজ্জালের এই নয়া ধর্ম থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

কাফেরদের মিথ্যা থিওরীগুলোকে কুরআন দিয়ে সত্যায়ন?

কাফেররা একের পর এক নতুন নতুন কাল্পনিক মতবাদ (বিগ ব্যাং, বিগ ক্রাঞ্চ, বিবর্তনবাদ ইত্যাদি ইত্যাদি) বের করছে, আর একদল মুসলিম সেগুলোকে কুরআন ও হাদিস দ্বারা ইসলামাইজড বা সত্যায়ন করে যাচ্ছে। হে অপবিজ্ঞানপন্থী অত্যাধুনিক মডারেট মুসলিম ভাই, ভালো করে ভেবে দেখুন এসব কাজের দ্বারা আপনি ইসলামকে প্রমোট করছেন না। বরং আপনি নিজের অজান্তে কাফেরদের মিথ্যা তত্ত্ব গুলোকে প্রমোট ও হাইলাইট তো করছেনই, উপরন্তু কুরআন দিয়ে সত্যায়নের অপচেষ্টাও করছেন। নাউযুবিল্লাহ।

কাফেররা মিথ্যা, কাল্পনিক ও আজগুবি সব থিওরি প্রচার করে আর আপনি প্রতিনিয়ত সেগুলোকে কোরানের অপব্যাখ্যা দিয়ে সত্যায়ন করে দিচ্ছেন?? বাহ্। বাহ্। বিনা পারিশ্রমিকে আপনি কাফেরদের জন্য কাজ করে দিচ্ছেন?? কখনো কি কাফেরদের ঐসব কল্পকাহিনীকে প্রশ্ন করার চিন্তা টুকুও মাথায় আসেনা?

ভালো করে শুনে রাখুন, আপনাদের এসব কর্মকান্ড অর্থাৎ অপবিজ্ঞানকে ইসলামাইজড করার কারণে মোটেও ইসলামের কোনো উপকার হচ্ছেনা, বরং কাফেররাই লাভবান হচ্ছে। আর এর দ্বারা উল্টো নাস্তিকদের কাছে ইসলাম অপমানিত হচ্ছে। ওরা আরো বেশি ট্রল করার সুযোগ পাচ্ছে। ইসলামে যেটা যেভাবে বলা আছে সেটা সেভাবেই তুলে ধরুন। বিজ্ঞানের সাথে মিলছেনা বলে, প্রচার করতে ভয় না পেয়ে সাহসের সাথে সত্যকে প্রচার করুন।

আফসোস, উম্মাহ আজ কতটা ব্রেইনলেস হয়ে গেছে।

আল্লাহ প্রদত্ত মগজটাকে কাফেরদের অংকের বেড়াজাল থেকে বের করতেই পারেনা। নিজেই নিজেকে মানসিক দাসে পরিণত করে রেখেছে। অল্প কিছু মুমিন ভাই বার বার আওয়াজ দিচ্ছে,

তার পরেও এদের সম্বিৎ ফিরে আসছেনা। এতটাই অনুভূতিহীন হয়ে গেছে এরা। দাজ্জালি জান্নাতকে পাওয়ার জন্য এদের কতটা চেষ্টা। বুঝতেই চাচ্ছেনা যে, এই অপবিজ্ঞানই হলো দাজ্জালের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এই অপবিজ্ঞান ও অপপ্রযুক্তি (সাথে থাকবে জীন ও জাদু) দিয়েই দাজ্জাল সূর্যকে আটকিয়ে দিবে। যেহেতু সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ছোট। সুতরাং দাজ্জালের জন্য এটা কোনো (আল্লাহর ইচ্ছায়) ব্যাপারই না।

অতএব, দাজ্জালের সকল ফেৎনাকে বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই অপবিজ্ঞান, ছদ্মবিজ্ঞান ও কোরআনিক কসমোলোজিকে (সমতলে বিছানো পৃথিবী) বুঝতে হবে। নয়তো দাজ্জাল আপনাকে পথভ্রষ্ট করেই ছাড়বে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

কাফেররা, একদলকে দিয়ে ইসলামকে বিকৃত করে আবার আরেকদলকে দিয়ে সমালোচনা করায় :

কাফেররা ইসলামকে সবদিক দিয়েই আক্রমণ করে। ওরা সবার জন্য সব ফ্লেভারের ইসলাম তৈরী করে সারা পৃথিবীতে সাপ্লাই দেয়। যার যেটা পছন্দ সে সেভাবে ইসলামকে পালন করে। অর্থাৎ ওরা আপনাকে সত্য ইসলাম পর্যন্ত পৌঁছাতেই দিবে না। তার আগেই আপনি কোনো না কোনো ভ্রান্ত, দুর্গন্ধময় ইসলামে আসক্ত হয়ে যাবেন। আর আপনি সেটাকেই আসল ইসলাম মনে করে তৃপ্ত থাকবেন। সত্য ইসলামের সন্ধান আর করবেনই না। এছাড়া ওদের আরেকটা নীতি হলো প্রব্লেম-রিয়াক্সন-সলুশন। অর্থাৎ ওরাই সমস্যা সৃষ্টি করবে, আবার ওরাই জনমত গঠন করে নতুন একটা সমাধান নিয়ে আসবে। অথচ ওই নতুন সমাধানটাও ওদের স্বার্থই রক্ষা করবে। মোটকথা ঘুরেফিরে আপনি

কাফেরদের বেঁধে দেয়া ছকের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকবেন। এই গোলকধাঁধা থেকে আর বের হতে পারবেন না। আর ওদের চূড়ান্ত ধাপ্পাবাজীটা হলো: ওদেরই একদলকে দিয়ে ইসলামকে বিকৃত করে, আবার ওদেরই আরেকদলকে দিয়ে ইসলামকে সমালোচনা করবে।

এরকম হাজারো সমস্যা আমাদের সমাজে উপস্থিত। ইসলামকে, ওদের প্রশিক্ষিত অনুসারীদের দ্বারা বিভিন্ন রকম অদ্ভুত সাজে সাজিয়ে সমাজে ছেড়ে দেয়। তারপর আবার একদল লোককে (এরাও ওদেরই লোক) বিশেষ করে নাস্তিকদেরকে লাগিয়ে দেয় ইসলামকে অপমানিত করার জন্য।

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম এই যে, ওরাই সাপ, ওরাই ওঝা। কাফেররাই ছোবল দেয়, আবার কাফেররাই সমাধান নিয়ে আসে। কিন্তু ভুল সমাধান। আর ওদের লোকেরাই ইসলামকে বিকৃত করে। আবার ওদের লোকেরাই সমালোচনা বা বিরোধিতা করে। অর্থাৎ মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে, অস্থির করে রাখে। সত্য পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ একেবারে বন্ধ করে দেয়।

এই ষড়যন্ত্র আজ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে, আমাদেরকে অবশ্যই প্রকৃত ইসলামকে (সাহাবা ওয়ালা ইসলাম) চিনতে ও জানতে হবে, এবং এদের ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে হবে।

কার্ভেচার সমাচার :(মুত্তাকী বনাম মডারেট)

সমতলে বিছানো পৃথিবীতে যেমন কোনো কার্ভেচার নেই, তেমনি এতে বিশ্বাসীদের অন্তরেও কোনো কার্ভেচার (বক্রতা) নেই , আলহামদুলিল্লাহ। এদের অন্তরগুলো সহজ ও সরল। খুব সহজেই সত্যকে গ্রহণ করে নেয়।

অন্যদিকে:

কথিত বলাকার পৃথিবীতে যেমন কাল্পনিক কার্ভেচার আছে। ঠিক তেমনি বলাকার পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের অন্তরেও কার্ভেচারে (বক্রতা) পরিপূর্ণ। এদের সামনে সত্যকে যতই উপস্থাপন করা হোক না কেন, এরা গ্রহণ করতেই চায়না।

ইয়া আল্লাহ, আপনি এদের অন্তরের কার্ভেচার (বক্রতা) দূর করে দিন। আর আমাদেরকেও হেদায়েতের উপর অটল রাখুন। অন্তরের বক্রতা থেকে হেফাজত করুন।

মডারেট ও মুর্জিয়াদের প্যারাডক্সিক্যাল চিন্তাধারা:

আমাদের সমাজে একদল মানুষ আছে, যাদের মানসিকতা বড়োই অদ্ভুত এবং আত্মবিরোধী। অর্থাৎ চরম পর্যায়ের প্যারাডক্স দৃষ্টিভঙ্গি এরা লালন করে থাকে। এরা বলে বা প্রচার করে একটা, আর বিশ্বাস করে আরেকটা।

বিভিন্ন বিষয়ে এদের প্যারাডক্স চিন্তা গুলো আজ আমরা দেখবো, ইনশাআল্লাহ।

নাসা ও অপবিজ্ঞান বা ছদ্মবিজ্ঞান:

এরা নাসার অপকর্ম সম্পর্কে মোটামুটি জানে, কিন্তু নাসার থিওরীগুলোকে বিশ্বাস করে এবং সেই অনুযায়ী ইসলামকে সাজানোর চেষ্টা করে। নাসার মুখোশকে উন্মোচন করে দেয়ার পরেও এরা নাসার ব্যাপারে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। নাসার প্রেম থেকে মুক্ত হতে পারে না। অন্তরের ভিতরে নাসার প্রতি একটা ভালোবাসা থেকেই যায়।

বিজ্ঞানের মিথ্যাচার সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা রাখে, কিন্তু এই ডাইনির বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে পারেনা। কোরআনকে টেনে হিচড়ে অপবিজ্ঞানের সাথে মিলাতেই পুরো জীবন পার করে দেয়। এরা বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রকৃত

ইসলামকে তুলে ধরতে লজ্জা পায়। নাস্তিকদের সাথে বিজ্ঞান দিয়ে তর্ক করতে গিয়ে, একসময় নিজেই সংশয়ে পড়ে যায়।

লড়াই:

এই বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভালো করে পড়ুন ও বুঝার চেষ্টা করুন।

এরা এসকেটলজি / শেষ জমানা নিয়ে খুব আলোচনা করে। ইউটিউব ও ফেসবুক কাঁপিয়ে ফেলে ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা (আ:) এর আলোচনা দিয়ে। আবার এর চেয়েও বেশি গতিতে লড়াই ও হকপন্থী লড়াইকারীদের (জুন্দুল্লাহ) বিরোধিতা করে। অথচ আখেরি জমানার পুরো বিষয়টাই লড়াইয়ের সাথে জড়িত। আর এ জায়গাতেই অন্যান্য সাধারণ জনগণ খুব ধাধায় পড়ে যায়। কারণ এই মডারেট, মুনাফিক- মুর্জিয়ারা সুকৌশলে উম্মাহকে লড়াইবিমুখ করে ফেলে। আর মানুষও কত অদ্ভুত। এদের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের ঈমান হারায়। এরা এই সিম্পল জিনিসটাও বুঝে না যে, দাজ্জালের সাথে ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ:) এর শুধু যুদ্ধই হবে, যুদ্ধ। আর কিছুই না। সুতরাং এদের মিষ্টি মিষ্টি ও আকর্ষণীয় আলোচনা দেখে প্রকৃত জুন্দুল্লাহদের বিরোধিতা করে, আল্লাহর গজবে পতিত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর ফিকির করুন।

মিউজিক:

এরা মিউজিক কে হারাম বলে, কিন্তু নিজেদের ভিডিওতে মিউজিক ব্যবহার করে।

সাটানিজম:

শয়তানি সাইন সিম্বলের বিরুদ্ধে লিখে বা ভিডিও বানায়। কিন্তু দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা না থাকায় নিজেদের অজান্তেই স্যাটানিজমকে প্রমোট করে বসে।

এমন আরও অনেক বিষয় আছে, যেখানে এই সমস্ত নব্য মডারেট মুর্জিয়াদের আপাত বিরোধী (প্যারাডক্স) আর্টিকেল ও ভিডিও পাওয়া যায়।

এদেরকে চিনার চেষ্টা করুন। এবং এদের থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন।

তবে এদের মধ্যে সবাই যে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটা করছে তা নয়। কেউ কেউ নিজের অজান্তেই এমনটা করছে। তবে যাদের সামনে সত্য এসেছে, এবং সতর্ক করা হয়েছে, এরপরেও যারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে তারা তো অবশ্যই ফেতনাবাজ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ সমস্ত ফেত্নাবাজদের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

মডারেট ভাইদের মেকাপি ইসলাম বনাম মুত্তাকীদের প্রকৃত ইসলাম:

মডারেট ভাইরা ১৪০০ বছর আগের ইসলামকে কুৎসিত ও সেকেলে মনে করে, নাউযুবিল্লাহ। আর তাই তো অপবিজ্ঞানের মেকাপ দিয়ে পুরোনো (ওদের ধারণায়) ইসলামকে সাজিয়ে গুছিয়ে কৃত্তিম সোন্দর্যতা দিয়ে কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকদের কাছে উপস্থাপন করে বাহবা পেতে চায়।

ঠিক যেমনি বর্তমান সময়ে কালো মেয়েদেরকে (কোন / পাত্রী) মেকাপ দিয়ে বরকে (পাত্র) ধোঁকা দেয়া হচ্ছে। এরাও ইসলামকে মেকাপ দিয়ে উম্মতকে ধোঁকা দিচ্ছে।

অন্যদিকে মুত্তাকী মুমিনরা ইসলামকে তার নিজস্য এবং আসল সোন্দর্যতায় প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর। ঠিক যেমনটা ছিল ১৪০০ বছর আগে। এবং সাহাবীরা যেমন কাফেরদের রাজমহলে, ছিড়া ফাটা জামা পরে প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ঢুকে পড়তেন। মুত্তাকী মুমিনরাও ঠিক একই ভাবে সাদামাটা শক্তিশালী ইসলামকেই বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। অপবিজ্ঞানের ধার ধরে না। বিজ্ঞান আর আধুনিকতার মোড়কে পেঁচিয়ে বিকৃত করে, মানুষকে গিলিয়ে যশ খ্যাতি অর্জন করেনা।

সুতরাং এই দাজ্জালি অপবৈজ্ঞানিক ফেতনার জমানায় মেকাপি ইসলামকে চিনার চেষ্টা করুন, সেখান থেকে বের হয়ে আসুন এবং প্রকৃত ইসলামে ফিরে আসুন।

মুত্তাকীদের অন্তর্দৃষ্টি ও সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি:

মুত্তাকীরা যখন বলে, পৃথিবী সমতলে বিছানো। তখন বেশিরভাগ মানুষ বলে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (পৃথিবী বলাকার) বলছে"?

মুত্তাকীরা যখন বলে, করোনা এবং লকডাউন একটা ফাঁদ। তখন বেশিরভাগ মানুষ বলে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো মানুষ মরছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি) বলছে"?

মুত্তাকীরা যখন বলে, নাসা একটি ভন্ড ও প্রতারক সংস্থা। তখন বেশিরভাগ মানুষ বলে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে, ইত্যাদি করছে) বলছে"?

ঠিক একই ভাবে,

মুত্তাকীরা যখন বলবে, ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন বেশিরভাগ মানুষ বলবে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো সন্ত্রাসী, খারেজী, ইত্যাদি) বলছে"?

মুত্তাকীরা যখন বলবে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন বেশিরভাগ মানুষ বলবে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো মানবতার বন্ধু, ন্যায়বিচারক, ইত্যাদি) বলছে"?

মুত্তাকীরা যখন বলবে, ঈসা (আ:) আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন বেশিরভাগ মানুষ বলবে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো এলিয়েন, অন্য গ্রহ(?) থেকে আসছে , ইত্যাদি) বলছে"?

এভাবে করেই অধিকাংশ মানুষ মিডিয়ার ধোঁকায় পড়ে দাজ্জালকে আপন করে নিয়ে আনুগত্য করবে আর ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ:) কে শত্রু ভেবে বিরোধিতা করবে।

শত্রু বা কাফেরদের দৃষ্টিতে আমি কে??

শত্রুরা যখন আমাদের কে পাইকারি হারে হত্যা করা শুরু করবে, তখন তারা আমাদের কে জিজ্ঞেস করবে না:

আমি কী মাজহাবী নাকি লা মাজহাবী?

আমি কী কওমী নাকি আলিয়া?

এতাতী নাকি ওজাহাতি?

জামায়াত নাকি চরমোনাই?

আহলে হাদীস নাকি সালাফি?

কাফেরদের কাছে আমার একটাই পরিচয়, আমি মুসলিম।

এখনো সময় আছে, কাদা ছুড়াছুড়ি ও ভেদাভেদের এই নিচু মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসুন। নয়তো চরম খেসারত দিতে হবে।

একটু চিন্তা করুন। এই মতভেদ থেকে যদি আমরা না বেরিয়ে আসি, তাহলে যখন শত্রুরা "ক" দলের উপর আক্রমণ করবে। তখন "খ" দল বলবে: " আমাদের উপর তো আক্রমণ করে নাই, ওরা মরুক, ভালো হইছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

আর এভাবেই শত্রুরা খুব সহজেই আমাদের কে পিঁপড়ার মতো পিসে মারবে।

এর জন্য অবশ্যই আপনারা মতভেদ সৃষ্টি কারীরা আল্লাহর দরবারে দায়ী থাকবেন।

আসুন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাই। আল্লাহর রুজ্জুকে শক্ত করে ধরি। সমস্ত মতভেদ কে ভুলে যাই।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন আমীন।

সমাজের উপর অতীতে গ্রিক দর্শনের আর বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রভাব:

৮ম বা ৯ম শতাব্দীর পর থেকে মুসলিম সমাজে গ্রিক দর্শনের মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করছিলো। চারদিকে গ্রিক দর্শনের জয়জয়গান চলছিল। এর বিরুদ্ধে কথা বলার মতো খুব একটা মানুষ ছিলোনা। বেশিরভাগ মানুষ গ্রিক দর্শনের ফেতনায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছিলো। একদম

হুবহু বর্তমানে আমাদের সমাজে বিজ্ঞানের যেমন প্রভাব বিরাজ করছে, ঠিক তেমন। এখন যেমন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধাচার করার সাহস কারো নেই (অল্প কয়েকজন ছাড়া), তখন গ্রিক দর্শনের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কেউ ছিলোনা (অল্প কয়েকজন ছাড়া)। বর্তমানের আলেম, স্কলার ও সাধারণ মুসলিমরা যেমন সবকিছুকে বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে প্রচার করতে চায়, সেই সময়টাও ছিল তেমন। অর্থাৎ সবাই গ্রিক দর্শনের সাথে তাল মিলিয়ে বা সামঞ্জস্য বজায় রেখে ইসলাম প্রচার করতেই সাচ্ছন্দ বোধ করতো।

বর্তমানে যেমন আলেমরা সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা বা সাধারণ জনগণের ভয়ে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না, তখনের অবস্থাও ছিল ঠিক এমনি।

তবে হা, এখন যেমন হক্কানী আলেমদের কেউ কেউ এসব জানার পরেও ফেতনার ভয়ে বলেন না বা বললেও সাবধানে বলেন বা বিষয়টাকে কৌশলে এড়িয়ে যান। তৎকালীন সময়ে হজরত ইবনে তাইমিয়ার (র:) অবস্থাটাও তেমনি ছিল। তিনি কৌশলে শুধু গোলাকার বলেছিলেন। কিন্তু বলাকার বলেন নি। আর যদি বলাকার বলেও থাকেন, তাতেও সমস্যা নেই। কারণ সেটাই হয়তোবা তৎকালীন সময়ের হেকমত ছিল। নয়তো চরম ফেতনার সৃষ্টি হতো। আল্লাহু আলম।

এখন আসুন আমরা একটু ভবিষ্যতে যাই।

বর্তমানের সেলিব্রেটি স্কলাররা অপবিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে যেভাবে ইসলামকে ব্যাখ্যা করছে, আগামী প্রজন্ম তো এই বিজ্ঞানকেই ইসলাম মনে করে বসে থাকবে। আর বলবে: " অমুক আলেম তো এটা বলেছিলো, তমুক স্কলার তো ওটা বলেছিলো"। কিন্তু সেই প্রজন্ম তো আমাদের সময়ের বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে জানবেনা। তাই এই কাজটা করে বসবে।

এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন হলো। আপনার কোনটা মানবেন? একদিকে গ্রিক দর্শনের প্রভাবে অতীতে এবং বিজ্ঞানের প্রভাবে বর্তমানের অমুক (সম্মানিত) আলেম, তমুক (শ্রদ্ধেয়) স্কলার পৃথিবীকে বলাকার ও ঘূর্ণায়মান বলছে।

অপরদিকে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং তার সাহাবীগণ পৃথিবীকে স্থির ও সমতলে বিছানো বলেছেন।

তৎকালীন গ্রিক দর্শনের আধুনিক নাম হচ্ছে বিজ্ঞান (অপ)। দুটোই কালো জাদুর ফসল বা অপর নাম।

এবার সিদ্ধান্ত আপনার।

বি: দ্র: উপরোক্ত আলোচনার সকল দলিল প্রমান, অনেক আগেই দেয়া হয়েছে।

https://elmpukur.blogspot.com/

অনলাইন প্লাটফর্ম থেকে হক্বপন্থীরা একেবারে চলে যাওয়াটা ঠিক নয়:

অনেক মুত্তাকী ও হকপন্থী ভাইয়েরা অনলাইনে বেশিদিন থাকতে চায়না। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ এটা তাকওয়ার খেলাফ। অনেক ফেতনার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু সব হক্বপন্থীরা যদি অনলাইন থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তো বাতিল পন্থীরা ফাঁকা মাঠে গোল দিবে। অর্থাৎ তারা এ সুযোগে আরো বেশি করে মিথ্যাকে প্রচার করে যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করবে।

বর্তমানের যুবকেরা সবচেয়ে বেশি সময় দেয় ইউটিউব ও ফেসবুকে। ওরা সশরীরে ওলামা হজরতদের কাছে যায়না। বা কিতাবের হার্ড কপি কিনেনা (অবশ্য অনেকের সামর্থ নেই)। এলম অর্জনের জন্য পরিশ্রম করতে চায়না। তাই ইউটিউব ও ফেসবুকেই সত্যকে প্রচার

করতে হবে। নয়তো নাস্তিক ও মডারেটরা (রেন্ড মুসলিম) সাধারণ মুসলিমদেরকে খুব সহজেই বিভ্রান্ত করে ফেলবে। পরবর্তীতে এই ধাক্কা হক্বপন্থীরাও সামলাতে পারবেনা। আমিও ফেসবুকে দ্বীনি কার্যক্রম চালানোটা পছন্দ করতাম না। গত দুই বছর ধরে সময় দিচ্ছি। দেখলাম, বাতিলপন্থীরা অনলাইনেই সবাইকে খুব বিভ্রান্ত করছে।

ফেসবুকে সময় দিতে আমার ভালো লাগেনা। কিন্তু তবুও দেয়। আল্লাহর ওয়াস্তে। আল্লাহ তায়ালা শেষ জমানা সম্পর্কে কিছু এলম দিয়েছেন, তা আল্লাহর বান্দাদের সাথে শেয়ার করি। যাতে নিজেও বাঁচতে পারি, অন্য দ্বীনি ভাইয়েরাও বাঁচতে পারে। ইদানিং বিভিন্নভাবে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছি। পিসিতেও খুব সমস্যা হচ্ছে। তাই আপডেট দিতে পারছিনা।

তবুও থেমে যাবোনা, পিছিয়ে যাবোনা ইনশাআল্লাহ। যখনি সুযোগ পাবো, আপনাদের সামনে লুকানো সত্যকে তুলে ধরবো। অন্যান্য হকপন্থী গবেষক ভাইদের কাছেও আমার আকুল আবেদন, আপনারা ফেতনা থেকে বাঁচতে ফেসবুক থেকে বিদায় নিচ্ছেন ভালো কথা। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে মাঝে মাঝে আসবেন এবং উম্মতকে সত্য জানিয়ে যাবেন। এই ফিতনার সাগরে উম্মাহকে একা ফেলে রেখে যাবেননা, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবার সকল প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করুন। আমিন।

আপনার শরীরের চারপাশে নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করুন:

মহাশক্তিধর তিন কুল দিয়ে স্পিরিচুয়াল ওয়ারফেয়ারে যোগ দিন।

প্রথমে নিম্নোক্ত হাদিস গুলো পড়ে নিন।

##হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে যখন ঘুমাতে যেতেন, তখন নিজের উভয় হাত এক সঙ্গে মিলাতেন। তারপর উভয় হাতে ফুঁক দিতেন এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়তেন। তারপর দেহের যতটুকু অংশ সম্ভব হাত বুলিয়ে নিতেন। তিনি মাথা, মুখমণ্ডল ও শরীরের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন। -সহি বুখারি ৫০১৭, সুনানে আবু দাউদ : ৫০৫৮, জামে তিরমিজি, হাদিস নং-৩৪০২

##সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও সূরা নাস, প্রত্যেকটি ৩ বার করে, ফজর ও মাগরিবের পর। রাসূল (সা.) বলেন, সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো পাঠ করলে তোমার আর কিছুরই দরকার হবে না। (ইবনে-কাসীর)।

##বিপদে-আপদে উপকারী: হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকেল সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করে, তাকে বালা-মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হয়। (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি)

পড়েছেন ?

আচ্ছা এবার আসল কথায় আসা যাক। আপনি যখন হাদিসে বর্ণিত পদ্ধতিতে এই তিন কুলের আমল করবেন, তখন আপনার শরীরের চারপাশে অদৃশ্য এক মহাশক্তিশালী নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি হবে। আধুনিক ভাষায় আপনি সেটাকে ইলেক্ট্রোমেগনেটিক পাওয়ার বা পজিটিভ এনার্জিও বলতে পারেন।

আমরা জানি আমাদের চারপাশে জীন, শয়তান, হিংসুক ও আমাদের শত্রুরা আছে। এদের বদ নজর (evil eye) বা হিংসা থেকে একটা ক্ষতিকর রশ্মি (ডার্ক / নেগেটিভ এনার্জি) বের হয়।

এসব ক্ষতিকর রশ্মির কারণে আমরা অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ি। এক্ষেত্রে আপনি যদি তিন কুলের আমল দিয়ে আপনার শরীরকে বন্ধ করে রাখেন, তখন ওই সকল negative রশ্মিগুলো আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা, ইনশাআল্লাহ।

এছাড়াও জীন, শয়তানেরা সরাসরিও আদম সন্তানের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে।

তিন কুল ও আয়াতুল কুরসীর দ্বারা আপনি সেই আক্রমণ থেকেও রক্ষা পাবেন। মনে রাখবেন, এখন দাজ্জালের যুগ। চারদিকে পাপাচার আর অশ্লীলতায় সয়লাব। আবার কালো জাদুর চর্চাও খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন পরিবেশ জীন, শয়তানদের জন্য খুবই উপযোগী। তাই বাঁচতে হলে আমল বাড়িয়ে দিতেই হবে।

নিজেকে মুসলিম গবেষক হিসেবে গড়ে তুলুন:

যদিও অপবিজ্ঞানীরা কখনোই আমাদের আদর্শ নয়। তবুও শুধুমাত্র উদহারণ হিসেবে তাদের ব্যাপারে একটু বলছি। নিউটন, আইনস্টাইন বা হকিংস সহ যেসব অপবিজ্ঞানী আছে, তারা এতো ফেমাস হলো কিভাবে? কারণ, তারা তাদের পুরো জীবনটাই উৎসর্গ করে দিয়েছিলো বস্তুর গবেষণার পিছনে। তারা পুরো দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত না থেকে বরং নিজেদের গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। ফলে, পুরো দুনিয়াই একসময় তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ঠিক একই ভাবে বড় বড় হক্কানী আলেমগণও তাদের গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। ফলে মুসলিম উম্মাহর কাছে তারা হয়েছে পথপ্রদর্শক।

তো আমরাও যদি এমন হতে চাই, অর্থাৎ যোগ্য একজন মুমিন হিসেবে গড়ে উঠতে চাই। তাহলে সর্বপ্রথম উচিত, একজন হক্কানী আলেমের তত্ত্বাবধানে থেকে ভালো করে কুরআন ও হাদিস পড়া ও বুঝা। সারাদিন অনলাইন ঘাটাঘাটি করে হয়তো আপনার জ্ঞান প্রসস্থ হবে। কিন্তু ইলমের গভীরে ঢুকতে ও তার স্বাদ পেতে হলে আল্লাহওয়ালা আলেমদের কাছে যেতেই হবে। এবং নিজেওকে মুত্তাকী হতে হবে।

আপনি যদি আগে আপনার ভিত্তি ঠিক না করেই পুরো দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাতে খুব বেশি ফায়দা হবে বলে মনে হয়না। ভিত্তি যদি ঠিক থাকে, তাহলে তো আলহাদুলিল্লাহ খুব ভালো। আর যদি তা না থাকে, তাহলে আগে ফাউন্ডেশন ঠিক করুন। নাহয় আপনার জ্ঞানের দালান বেশিদিন টিকবেনা। ধ্বসে পড়তে পারে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

একটি কমন অভিযোগ: (কেউ আমার কথা শুনতে চায় না)

এসকেটলজি (শেষ জমানা সংক্রান্ত এলম) গ্রুপ গুলোতে যারা আছেন, তাদের বেশিরভাগেরই একটাই অভিযোগ. " এসব ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করতে গেলে তারা হাসাহাসি করে, এবং বলে: তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে" ইত্যাদি ইত্যাদি.

আপনাদের জন্য একটি পরামর্শ হলো: আপনারা হতাশ হবেন না. ধৈর্য ধরুন. ঈমানের উপর অটল থাকুন. এলম অর্জন করতে থাকুন এবং সে অনুযায়ী আমল করতে থাকুন. যাদেরকে আল্লাহ আখেরি জমানার ফিতনা সম্পর্কে জানার তৌফিক দিছেন, তারা প্রত্যেকেই এই সমস্যায় ভুক্তভোগী. এমন কী আমি নিজেও. মনে রাখবেন খুব কম মানুষ ই দাজ্জালের

ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবে. দাজ্জালিক সিস্টেমের সাথে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেছে. রক্তের সাথে মিশে গেছে. এগুলো থেকে বের হওয়া এতো সহজ না.

আল্লাহ যার ভালো চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন.

আমাদের এই গ্রুপে যারা আছেন, তারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন. দল মতকে ভুলে যান. ঈমানের ভিত্তিতে একত্র হন. আল্লাহর জন্য একজন আরেকজনকে ভালোবাসুন.

আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন আমীন.

কুরআন বুঝতে কতদিন লাগবে??

আল্লাহর রাসূলের উপর কুরআন নাজিল হয়েছিল ২৩ বছর ধরে . অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবীকে ২৩ বছর ধরে আল্লাহ সুব হানা হু ওয়া তায়ালা একটু একটু করে কুরআন বুঝিয়েছেন.

তাহলে আমাদের কতদিন লাগবে??

অনেকে ৪/৫ বছর একটু অনুবাদ আর কয়টা তাফসীর পরে, মনে করে, সে সব বুঝে ফেলছে. আর আলেমদের দোষ খোঁজা শুরু করে দেয়. ঢালাও ভাবে সব আলেম দেরকে গালি গালাজ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্ল করা শুরু করে দেয়. ভাই, আপনি একটু খেয়াল করুন, তারাও কোনো না কোনো খেদমতে লিপ্ত আছেন. আপনি হয়তো বিশেষ একটা বিষয়ে গবেষণা করে এগিয়ে গেছেন,কিন্তু তিনি হয়তো সেই সুযোগটা পান না. তিনি ওই বিষয়ে জানেন না বা কিছু বলেন না বলে কি তার সমালোচনা করা শুরু করে দিতে হবে?? আরেহ ভাই, আপনি যে কুরআন হাদিসের রেফারেন্স দেন, সেটা তো তারা সংগ্রহ করে দিচ্ছে. আপনি যে অনুবাদ পড়েন, সেটা তো তারাই করে দিচ্ছেন. দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান আপনি তাদের কাছে থেকেই অর্জন করেছেন. তাহলে আপনি কিভাবে তাদের অবদানকে খাটো করে দেখেন.?? ভাই, মনে রাখবেন, "আল্লাহ যার ক্ষতি করতে চান, তাকে আলেমদের বিরোধিতায় লিপ্ত করে দেন". আল্লাহ আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে হেফাজত করুন.

তবে হা, ""ওলামায়ে ছু"" দেরকে চিনতে হবে. এবং অবশ্যই তাদের বিরোধিতা করতে হবে. কিন্তু সেটা করতে গিয়ে সব আলেমদেরকে গালাগালি করা যাবে না. হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদেরকে চিনতে হবে.

এই বিষয় টা এজন্যই আলোচনা করলাম, ইদানিং অনেক নতুন গবেষক বের হয়েছে, যারা সমানে আলেমদেরকে মূর্খ বলে গালি দিচ্ছে. (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ আমাদেরকে হকপন্থী আলেমদেরকে চিনার তৌফিক দান করুন আমিন....

ইয়াহুদীদের সেই পুরোনো ষড়যন্ত্র:

আল্লাহ মানব জাতিকে মান্না সালোয়া (আকাশ থেকে নেমে আসা জান্নাতি খাবার) দান করলেন. কিন্তু এই কুচক্রী ইয়াহুদীরা বিরোধিতা করলো. উত্তম খাবারের বদলে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করলো. আসলে ওদের উদ্দেশ্য ছিল, ব্যবসা. ধোঁকাবাজি করে টাকা কমাবে.

এখনো ওরা ঠিক তাই করছে, আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক খাদ্য ভান্ডারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে. ওদের তৈরী করা কৃত্তিম খাবার (প্যাকেটজাত / জি এম ও) খেতে আমাদেরকে বাধ্য করছে. সেই একই উদ্দেশ্য. ব্যবসা.

ওরা আমাদেরকে কৃত্রিমতার উপর নির্ভরশীল করে ফেলছে. বাঁচতে হলে আমাদেরকে প্রাকৃতিক ভাবে টিকে থাকা শিখতে হবে.

সাবলিমিনাল ম্যাসেজ এবং সাবকনশাস মাইন্ড:

এগুলো নিয়ে আমি আগেও আলোচনা করছি.

আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে এই মুহূর্তে বলি, আপনি ৫ সেকেন্ডের মধ্যে আমাকে কিছু একটা এঁকে দেখবেন. আপনি কি আঁকবেন??

আপনি যা আঁকবেন, ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন, সেটা ফ্রিমেসন বা ইলুমিনাতি বা অন্য কোনো সিক্রেট সোসাইটি এর কোনো না কোনো লোগোর সাথে মিলে গেছে. এটাই হলো

সাবলিমিনাল ম্যাসেজ (গুপ্ত বার্তা). যা আপনার অজান্তেই আপনার সাবকনশাস (অবচেতন মনে) মাইন্ডে ঢুকে পরে. অর্থাৎ তারা শয়তানি সাইন সিম্বল গুলো কার্টুন, মুভি, গান ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং তা শয়তানের বা দাজ্জালের আনুগত্য মেনে নেয়ার উপযুক্ত একটি প্রজন্ম তৈরী করছে.

কাফের সেলিব্রেটি/ WHO বনাম সুন্নাহ:

আল্লাহর রাসূল দাড়ি রাখতে বলছেন, সেটা না শুনে কাফের সেলিব্রেটিদের অনুসরণে ঠিকই মুসলিম যুবকেরা দাড়ি রাখছে.

আল্লাহর রাসূল টাখনুর উপরে প্যান্ট পড়তে বলছেন, সেটা না শুনে কাফের সেলিব্রেটিদের অনুসরণে ঠিকই মুসলিম যুবকেরা টাখনুর উপরে প্যান্ট পড়ছে..

আল্লাহর রাসূল বাম হাতে খানা খেতে না করেছেন, সেটা আজ মুসলমানেরা শুনছে না. কিছুদিন পর যদি WHO বলে, বাম হাতে খেলে এই এই ক্ষতি হয়, তাহলে দেখবেন কেউ বাম হাতে খাবে না.

আজ মুসলমানেরা এই সমস্ত সংস্থাকে এতই বিশ্বাস করে যে, এরা যদি বলে: "" নিজের পায়খানার ভিতরে অনেক পুষ্টি আছে, এটা নিজের শরীরে মাখলে অনেক উপকার পাওয়া যায়, চামড়ার জন্য খুব উপকারী.""

দেখবেন কিছু মানুষ নির্দ্বিধায় সেটাও করবে.

সফলতা কি? ভালো করে জেনে নিন:

স্যাটেলাইট আবিষ্কার করা সফলতা নয়, চাঁদে যাওয়া সফলতা নয়. বরং চাঁদের মালিকের (আল্লাহ) সাথে সম্পর্ক করতে পারাটাই সফলতা. নাসার ডিরেক্টর হওয়া সফলতা নয়, বরং সুন্নতের উপর চলতে পারাটাই সফলতা.

আল্লাহ আমাদেরকে তার এবাদতের জন্য বানাইছেন, দুনিয়ার এবাদতের জন্য না. বরং দুনিয়াকে এবং দুনিয়ার সবকিছুকে আমাদের খেদমতের জন্য বানাইছেন. বিনিময়ে আমরা

এখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে থাকবো. কিন্তু আফসোস, আজ আমরা কাফের দেড় সাথে পাল্লা দিয়ে দুনিয়ার পিছনে ছুটেছি. দুনিয়ার আবাদ তো কাফেররা করবে. আল্লাহ আমাদেরকে খনিজ সম্পদ দিছেন. কাফেররা আমাদের কাজ করে দিবে, ওরা চাকুরী (চাষাবাদ) করবে, ওরা ভ্যাট, ট্যাক্স দিবে. ওরা আমাদেরকে উৎপাদন করে দিবে, ওরা নতুন নতুন আবিষ্কার করবে. ওরা দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকবে. আর আমরা শাসন করবো এবং আল্লাহর এবাদত করবো, বিনিময়ে পাবো আল্লাহর সন্তুষ্টি আর চির সুখময় স্থান জান্নাত. আল্লাহ বলেছেন: তোমরা ভয় পেও না, হতাশ হয়ো না, বিজয় তোমাদেরই. যদি তোমরা পূর্ণ মুমিন হও.

কিন্তু আজ আমাদের গাফলতির কারণে সব উল্টা হয়ে গেছে. আজ আমরাই ওদের দাসে পরিণত হয়েছি. এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে মুত্তাকী হতে হবে. সাহাবাদের (রা) মতো ঈমান বানাতে হবে.

আরো একটি কমন অভিযোগ: সত্য মিথ্যা (হক ও বাতিল) পার্থক্য করতে পারছি না.

অনেক ভাই বোন এই অভিযোগ করছেন. অনেকেই অনেক কিছু জানতে চাচ্ছেন. আপনারা হক ও বাতিল পার্থক্য করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন. বুঝতেই পারছেন না, কারা হকের উপর আছে আর কারা বাতিল (পথভ্রষ্ট). না বুঝাটাই খুব স্বাভাবিক. এই সময়টাই হচ্ছে ধোকা খাওয়ার সময়. অসংখ্য মানুষ ধোকা খেয়ে যাবে. আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছি, আবারো বলছি, এই ফেতনার সময় একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আপনি ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবেন না. আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না. আপনারা বিভিন্ন মানুষকে কেন জিজ্ঞাসা করেন?? কেন আপনারা ফেসবুক, ইউটিউব আর মিডিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন??

(ফাইনাল্লাহ) আপনাদের আল্লাহ কোথায়?? আপনাদের জায়নামাজ কোথায়?? আপনাদের এস্তেখারা নামাজ কোথায়?? কেন আপনারা আল্লাহর কাছে চান না.??

ওয়াল্লাহি, আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক করা ছাড়া এই ভয়ংকর ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবেন না. কাল্লাহ. কখনোই না.

একেকজন আপনাকে একেক দিকে টানার চেষ্টা করবে. আপনি আল্লাহর সাথে পরামর্শ করুন. আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিবেন. সত্য জামাতের প্রতি আপনার অন্তরে মহব্বত তৈরী করে দিবেন. কিন্তু তা না করে যদি আপনি মিডিয়ার শরণাপন্ন হন, আপনার পথভ্রষ্ট হওয়ার খুব সম্ভবনা আছে.

হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সত্যকে সত্য হিসেবে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে চিনার তৌফিক দান করুন, আমাদের যুব সমাজকে আপনার দিকে ফিরে এসে সত্য চিনার তৌফিক দান করুন. সকল প্রকার ভ্রান্তি থেকে তাদেরকে হেফাজত করুন. স্বল্প ও ভুল জ্ঞানের ফিতনা থেকে হেফাজত করুন. ইলমের অহংকার থেকে হেফাজত করুন.

আমিন , আমিন, ছুম্মা আমিন.

গবেষকদের জন্য কিছু পরামর্শ:

আপনি মাশাল্লাহ একজন ভালো গবেষক। অনেক অল্প সময়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন। আল্লাহ আপনার জ্ঞানকে আরো বাড়িয়ে দিন সেই দোয়াই রইলো। কিন্তু গবেষকদেরকে নিরপেক্ষ হতে হয়। এবং ইতিহাস, ফিকাহ, ফতোয়া , মাসালা, তাফসীর, আকিদা, ফের্কায় বাতিল, সীরাহ, জিহাদের মাসালা (কখন ফরজে আইন, কখন ফরজে কেফায়া, কখন ওয়াজিব,), হাদিসের শরাহ, তাসাউফ, ইসলামী দর্শন, ইলমুল কালাম, সাহাবীদের জীবনী ও কর্মকান্ড, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের জীবনী, ইজমা, কিয়াস, ইসলামী আইন, ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র (তখন ও এখন), কন্সপিরেসি থিওরি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাবলী, ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকতে হয়।

জিহাদের বেপারে ভালো করে পড়াশুনা করুন নয়তো অনেক ভুল হয়ে যাবে। কারণ জিহাদের ময়দানের জন্য অনেক আজব ফতোয়া আছে যা একজন সাধারণ মানুষ হঠাৎ করে মেনে নিতে পারবে না। বরং জিহাদকে অস্বীকার করে বসবে (নাউযুবিল্লাহ)। আর মনে রাখবেন জিহাদের মাসালা মুজাহিদ আলেমদের কাছ থেকেই নিতে হবে। আর পাশাপাশি নিজের জন্য প্রচুর

দোআ করতে হবে, এবং নিজেকে সুন্নতের উপর নিয়ে আসতে হবে। ইনশাআল্লাহ আপনার অন্তর সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তখন উম্মত আপনার কাছ থেকে আরো উপকৃত হবে।

ভয়ংকর ষড়যন্ত্র।। শত্রুর শত্রু, আমার বন্ধু।

Art of war / War tactics.

একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর সামরিক আক্রমণ চালানোর আগে, ঐ দেশের উপর আরো অনেকগুলো আগ্রাসন চালিয়ে থাকে। যেমন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ধর্মীয় আগ্রাসন, অর্থনৈতিক আগ্রাসন। ইত্যাদি। এবং কিছু মীর জাফর তৈরি করে যারা ওদের পক্ষে কাজ করে। এরকম আরো অনেক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যাতে করে যুদ্ধাবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। এগুলো কে আপনি প্রি ওয়ার / স্নায়ু যুদ্ধ বলতে পারেন। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর নীতি হচ্ছে: divide & rules policy.

অর্থাৎ ভাগ করো এবং শাসন করো।

বিভিন্ন দল উপদল সৃষ্টি করে দিবে। এবং চরম বিদ্বেষ তৈরি করে দিবে। এতে আমরা নিজেরাই সংঘর্ষে লিপ্ত হবো। এক পর্যায়ে এটা গৃহ যুদ্ধের রুপ নিবে। আর ওরা তখন খুব সহজেই সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দেশকে দখল করে নিবে। আর যখন ওরা সামরিক আগ্রাসন চালাবে, তখন মীর জাফর / মুনাফিক রা তো বটেই, অনেক ইসলামী দলও শত্রুর পক্ষ নিবে। আপনারা জানেন যে, বাংলাদেশে অসংখ্য ইসলামী দল আছে। হক এবং বাতিল উভয় দলই আছে। এদের দ্বন্দ্ব ও চিরদিনের। ছিল, আছে এবং থাকবে। একদল আরেক দলের ক্ষতিতে খুব খুশি হয়। একে অপরকে দমানোর জন্য সরকারের সাহায্য ও নেয়। আর যখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে, বাতিল ইসলামী দল গুলো অবশ্যই শত্রুদের পক্ষ নিবে। এবং আমাদের কে হত্যা করার চেষ্টা করবে। কারন আমরাও তাদের শত্রু। এটাই হচ্ছে শত্রুর শত্রু, আমার বন্ধু নীতি।

এটা স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক তখনই, যখন একটি বড় হক দলের বিভেদ সৃষ্টি হয়। ১০০ বছর ধরে মেহেনত করা বিশাল একটা জামায়াত সম্পূর্ন ২ ভাগ হয়ে, একে অপরের চরম শত্রুতে পরিণত হওয়াটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা ক্ষতি। এমনিতেই বড় বড় ওলামা মাশায়েখ গণ হাজার চেষ্টা করেও হক ইসলামী দলগুলোর ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে নি। এক

প্লাটফর্মে আনতেই পারে নি। আর এখন তো অবস্থা আরো শোচনীয়। ঐক্যবদ্ধ দল গুলোও ভেঙে যাচ্ছে এবং নিজেরাই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ। আমরা ভাবছি, জিহাদ শুরু হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।
কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তো তা মনে হয় না।
এখনো সময় আছে। আমরা যদি ঈমানের ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ না হৈ, তাহলে চরম খেসারত দিতে হবে।
অর্থাৎ আজাব হিসেবে মুশরিকদেরকে আমাদের উপরে চাপিয়ে দেয়া হবে। এবং এই বিভেদের কারণে পাইকারি গণহত্যার শিকার হতে হবে।
কত ভয়ংকর হবে, সেই সময়টা।
হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন।

মাদ্রাসার ওস্তাদদের ব্যাপারে কিছু শুনলে, ভালো করে খবর নিন:

বিভিন্ন মাদ্রাসার ওস্তাদ এবং মসজিদের ইমামের বিরুদ্ধে অপকর্মের যেসব খবর গুলো আমরা পাচ্ছি। সেইসব খবর গুলো ভালো করে খতিয়ে দেখা উচিত। পাশাপাশি অভিযুক্তদের ব্যাপারেও খবর নেয়া উচিৎ। তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া উচিত। কারন, এমনও হতে পারে, তারা এজেন্ট ((অর্থাৎ তারা আদৌ মুসলিমই না, বরং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, ছদ্মবেশী & লেবাসধারী নকল মুসলিম))। এবং এগুলো তারা ইচ্ছা করেই করছে, যাতে মাদ্রাসা গুলোকে কলুষিত করে বন্ধ করে দেয়া যায়।

আর তাছাড়া মিথ্যা খবর তো আছেই। সুতরাং, এসব খবর দেখে বা শুনে ভালো করে যাচাই বাছাই না করে ঢালাও ভাবে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লিখা লিখি করা বা সেগুলো শেয়ার করা উচিত নয়।

আসবাবের সাথে আল্লাহ তায়ালার কোন ওয়াদা নাই।

জনবল ও অস্ত্রের সাথে আল্লাহর কোন ওয়াদা নাই। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা তাকওয়ার সাথে। মুত্তাকিন না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিজয় লাভ করতে পারবো না। কোন আন্দোলন, সংগ্রাম, মিটিং- মিছিল ও সমাবেশ দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

কুফফার রা খুব ভালো করে জানে যে, মুসলমান রা মুত্তাকিন হলে পুরো বিশ্বের রাজত্ব পেয়ে যাবে। এবং কুফফার রা কোনদিনই মুসলমান দের সাথে জিততে পারবে না। তাই তারা সুকৌশলে বিভিন্ন উপায়ে মুসলমান দের কে তাকওয়া অর্জন করতে বাধা দিয়ে রেখেছে। চকলেট, আইসক্রিম, চিপস, ড্রিঙ্কস, ফাস্টফুড ইত্যাদি খাইয়ে আর গান শুনিয়ে ও সিনেমা দেখিয়ে আমাদের অন্তরে ব্যাধি সৃষ্টি করে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা থেকে আমাদের কে অনেক দুরে সরিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে সমস্ত গুনাহ ছাড়তে হবে। নয়তো হাজার দোয়া করে আর আমীন আমীন চিল্লাচিল্লি তে কোন লাভ হবে না। লড়াই হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। অন্য কিছুর জন্য নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার তাওফিক দান করুন আমীন।

তাতারিদের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিন:

তাতারিদের ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মুসলমান দের কিছু গুনাহের কারণে আল্লাহ এই শাস্তি দিয়েছেন। একি ভাবে বর্তমানে মুসলমানেরা যে যেই জাতির সংস্কৃতি কে গ্রহন করেছে, আল্লাহ তায়ালা সেই জাতিকেই আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। মধ্য প্রাচ্যের মুসলমানেরা পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহন করেছে। তাই আজ তাদের শাসন। আমরা গ্রহন করেছি ভারতীয় সংস্কৃতি। তাই আজ ওরা ধেয়ে আসছে।

অন্তত ভারতীয় গান ও সিনেমা এবং সিরিয়াল দেখা ছেড়ে দিন। এতে ঈমান ও বাঁচবে, আবার ওদের অর্থনীতির উপরো চরম আঘাত পরবে, ইনশাআল্লাহ।

জ্ঞানী মাথা ও কাফিরদের পরিকল্পনা:

কুফফার রা মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানী মাথা গুলোকে অনেক দাম দিয়ে কিনার চেষ্টা করে। কিছু মাথা (মুসলিম আলেম ও মুসলিম নেতা) তারা ঠিকই কিনে ফেলে। এই মাথা গুলোকে তারা

নিজেদের মত সাজিয়ে নেয়। তারপর এদেরকে মুসলমান দের আদর্শ হিসেবে মিডিয়াতে প্রচার করা হয়। এবং মুসলমান দের পক্ষে ভালো কিছু কাজও করানো হয়। কুফফারদের বিরুদ্ধে কয়েকটি হুমকি ধমকিও দেয়। আর আমরাও এমনি বোকার বোকা, এসব সস্তা নাটকও ধরতে পারিনা। আমরা ঐ মুসলিম নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করে দেই।
এবার শুনুন তাদের ২য় পদ্ধতির কথা।
যে মাথা গুলোকে তারা কিনতে পারে না, সেগুলো কেটে ফেলে অর্থাৎ হত্যা করে। আর যদি হত্যাও করতে না পারে, তাহলে তাদেরকে সন্ত্রাসী বা মানব সভ্যতার জন্য হুমকি হিসেবে দেখানো হয়। তখন আর আমরা ঐ আল্লাহর খাটি বান্দাদের কথা গুলো শুনতে চাই না। আর এভাবেই আমরা সত্যকে চিনতে ও বুঝতে না পেরে ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছি।
সুতরাং, ঐ বিক্রি হওয়া মাথা গুলোকে চিনে ওগুলো থেকে সাবধান থাকুন।
আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বুঝার তাওফিক দান করুন আমীন।

আপনার কাছে কি স্বর্ন আছে?

নাই, নাহ? থাকবেই বা কিভাবে?
পৃথিবীর বেশিরভাগ স্বর্ন তো আজ ওদের দখলে। আই এম এফ এর মাধ্যমে গোল্ড স্টানডারড কে উঠিয়ে দিয়ে সব স্বর্ণ আমেরিকায় নিয়ে জমা করছে। আর আমাদের কে ধরিয়ে দিয়েছে কাগজ (টাকা)। আগেতো এই কাগজ (৳) গুলোর মূল্যমান নির্ধারণ হত স্বর্ণের দ্বারা। আর এখন হয় ডলারের দ্বারা। অবশ্য কিছুদিন পর এই কাগজ ও থাকবে না। একটা প্লাস্টিকের কার্ড ধরিয়ে দিবে। আর আমরা নিজেদেরকে খুব স্মার্ট ভাববো। অবশ্য অনেকেই এখন এই প্লাস্টিকের কার্ড নিয়ে নিছে। আপনার একাউন্ট থাকবে ওদের নজরদারিতে। আপনি দাজ্জালের প্রভুত্ব মেনে না নিলে আপনার একাউন্ট ফ্রিজ করে দিবে। আপনাকে নিঃস্ব করে দিবে। কি করবেন, তখন আপনি??????
এক্ষেত্রে উম্মাহর রাহবার গণের নির্দেশ হচ্ছে,
যে যতটুকু সম্ভব স্বর্ণ জমিয়ে রাখুন।

ওয়ার মুভি ও আল্লাহ তায়ালার সৈনিক:

বেশিরভাগ ওয়ার মুভি গুলো সাধারনত ঐতিহাসিক কোন যুদ্ধ কে নিয়ে তৈরি করা হয়। তবে বর্তমানে অধিকাংশ মুভি তৈরি করা হয় জুন্দুল্লাহদের বিরুদ্ধে কিভাবে অপপ্রচার চালানো যায়, সে বিষয়ের উপর।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বর্তমানে অধিকাংশ মানুষই মুভি দ্বারা ব্রেইন ওয়াশড।

আর এই সুযোগটাই হলিউড নিয়ে থাকে। সমস্ত কাফির দের মগজ ধোলাই তো করেছেই, মুসলমান দেরও মগজ ধোলাই করে ফেলেছে।

এখন তারা ইরাক ও আফগানিস্তানের যুদ্ধ নিয়ে মুভি বানায়। মিথ্যায় ভরপুর মুভিগুলোর টাইটেল দেয়া হয় "based on true story"। যাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা সহজ হয়।

আচ্ছা এবার আসল কথায় আসি:

প্রত্যেকটি মুভিতে তারা সুকৌশলে মানুষ কে বুঝিয়ে দেয়: জুন্দুল্লাহরা সন্ত্রাসী, উগ্র, বর্বর, বিশৃঙ্খল। তারা নিজেদের দেশের উপর অত্যাচার নির্যাতন লুটপাট চালায়। তাই আমেরিকা সৈন্য পাঠিয়েছে এদের কে শায়েস্তা করতে। আর তারা সবসময়ই নিজেদের সফলতাকে খুব হাইলাইট করে। আর জুনদুল্লাহদের ব্যর্থতা কে হাইলাইট করে।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো: আমেরিকানরা কিছু সিন এর দ্বারা মারাত্মক ভাবে মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। যেমন: তারা কোন একটি জুন্দুল্লাহদের ঘাটি তে বোমা হামলা করবে, কিন্তু সেখানে শিশু আছে। তাই তারা হামলা চালাচ্ছে না। উচ্চ পর্যায়ে মিটিং করছে। অফিসাররা কান্না কাটি করছে। তারা কোন ভাবেই হামলা করতে চাচ্ছে না। সে কী নাটক!!!!

অপরদিকে জুন্দুল্লাহদের কে দেখানো হয় শিশু হত্যাকারী হিসেবে। এসব এমন ভাবে দেখানো হয়, যে আপনার অজান্তেই আপনার সমর্থন চলে যাবে আমেরিকার প্রতি।

নাউজুবিল্লাহ।

হলিউড পাগল মুসলমান দের কাছে এসব তথ্য পৌঁছে দিন।

জম্বি মুভি ও জম্বি গেমস: কী বুঝাতে চায় ওরা?

জম্বি দিয়ে ওরা একটা জিনিসই প্রোমোট করে। আর সেটা হলোঃ "ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কিছু ভয়ংকর মানুষ দিয়ে পুরো পৃথিবী ভরে গেছে, এরা যা পাচ্ছে তাই ধংস করে দিচ্ছে। এরা নিরাপদ (ভাইরাস বিহীন) রাষ্ট্রগুলোতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। আর তাদের (জম্বি) কে পাইকারি হারে হত্যা করা হচ্ছে"।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বর্তমানে অধিকাংশ মুভি ও গেমস এই জম্বি রিলেটেড।
এবার আসুন আমরা কয়েকটি বিষয় একটু পর্যালোচনা করে দেখি।
১) জম্বি দিয়ে ওরা আংশিক ভাবে গগ মেগগ কেও বুঝিয়ে থাকে। আর ইহুদী - খ্রিস্টানরা গগ মেগগ বলতে মুসলমান দের কে বুঝে।
২) ইসকন একটি ইহুদী সংগঠন। এবং তাদের মুল মন্ত্র হচ্ছে: " মুসলিম মুক্ত পৃথিবী গড়ো"
৩) ইহুদী জায়নিস্ট প্রোটোকল এও এই একই কথা লেখা আছে। অর্থাৎ, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে মুসলমান দের জন্য, অতএব মুসলমান দের কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।
৪) বায়ো ওয়েপন / বায়ো টেরোরিজম: এইডস, ইবোলা, ক্যান্সার, সোয়াইন ফ্লু সহ অসংখ্য রোগ কৃত্রিম উপায়ে গবেষণা গারে তৈরি হয়েছে। এটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এখনো নতুন নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। এগুলো টীকা বা অন্য কোন উপায়ে ছড়িয়ে দিবে।
যাইহোক এবার আসল কথায় আসি:
জম্বি দের সাথে মুসলিম শরনার্থী দেরকে একটু মিলিয়ে দেখুন তো।
বাকি টুকু ছবি দেখে বুঝে নিন।
এখানে জম্বি মুভির কিছু ছবি এবং মুসলমান শরনার্থী দের কিছু ছবি দেয়া আছে।
বুঝতে পারছেন কিছু??? তাদের মাস্টার প্ল্যান???

<u>বিভিন্ন মুভির বিশাল বিশাল ভয়ংকর প্রাণী ও সাবলিমিনাল ম্যাসেজ:</u>
আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বিভিন্ন মুভিতে অনেক বড় বড় প্রাণীকে মাটির নিচে থেকে বের হয়ে আসতে দেখা যায়। এগুলো দ্বারা তারা কী বুঝাতে চায়, জানেন??
আমরা জানি, জাহান্নামে এ ধরনের বড় বড় এবং ভয়ংকর সাপ, বিচ্ছু, ড্রাগন ইত্যাদি ইত্যাদি আছে।
তারা এখান থেকেই ধারণা টা নিয়েছে। এবং ওরা দেখায় ওদের সামরিক বাহিনী খুব দক্ষতার সাথে এগুলোর মোকাবেলা করে ও বিজয় লাভ করে। অর্থাৎ প্রাণীগুলোকে তারা হত্যা করতে সক্ষম হয়। এখানে কী বুঝলেন??
তারা মানুষ কে বুঝাতে চাচ্ছে, সমস্ত সমস্যার সমাধান আমেরিকার কাছে আছে। জাহান্নাম কে তারা পাত্তা দেয় না। জাহান্নামের ব্যাপারে মানুষকে নির্ভিক করে তুলছে।
আর মুসলমানেরাও এসব দেখে দেখে জাহান্নানের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেছে।
নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং এগুলো থেকে সতর্ক থাকা চাই।

(অধ্যায় -৮) অন্যান্য।

নাস্তিকদের খোদা, নবী ও ধর্ম:

এই প্রাণী (নাস্তিক) গুলো কুরআন ও হাদিসের কথা বিশ্বাস করতে চায়না। কিন্তু নিউটন, গ্যালিলিও, প্লেটো, পিথাগোরাস এবং অন্যান্য দার্শনিক, কালোজাদুকর, কাব্বালিস্ট ও অপবিজ্ঞানীদের কথা ঠিকই বিশ্বাস করে।

সেই হিসেবে নাস্তিকদের খোদার নাম হচ্ছে প্রকৃতি। কারণ ওরা মনে করে সবকিছু প্রকৃতি থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে হয়ে গেছে।

নাস্তিকদের নবীর নাম হলো : এরিস্টটল, সক্রেটিস, কোপার্নিকাস , আইনস্টাইন, হকিংস ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাক্তিবর্গ ।

আর ওদের ধর্মের নাম হলো প্রকৃতিবাদ / ন্যাচারালিজম / নাস্তিকতা।

নাস্তিকদের জান্নাত: ইউরোপ আমেরিকা সহ সকল উন্নত (কুফুরী) রাষ্ট্র গুলোই হলো ওদের জান্নাত (মূলত এগুলো দাজ্জালের জান্নাত)।

নাস্তিকদের স্বভাব: ওরা অপবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিবে, শুধু কুরআন হাদিসের কথা শুনলেই ওদের এলার্জি শুরু হবে।

অবশ্য এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ কুরআন তেলোয়াত করলে তো জীন শয়তানের শরীরে আগুন ধরে যায়। আর নাস্তিকরা তো মানুষ রুপি শয়তান (রেপ্টাইলিয়ান্স)। তাই কুরআনের কথা শুনলেই ওদের জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে যায়।

ডগ হেডেড ম্যান, বাল দেবতা, Dog God ও ডারউইনের বিবর্তনবাদ:

ডারুইন হচ্ছে খাজারিয়ান নকল ইহুদি ।

আমরা জানি, ছাব্বাতের (নিষিদ্ধ শনিবার যেদিন মাছ ধরা নিষেধ ছিল) দিন একদল মানুষ বানর হয়ে গিয়েছিল। তো, সে (Darwin) তার বিবর্তনবাদের মাধ্যমে সেটাই ইঙ্গিত দিয়েছে। অর্থাৎ বানর থেকে মানুষ হওয়ার ভ্রান্ত বিবর্তনবাদ তত্ত্ব.

আরেকটি বিষয় দেখুন, ইতিহাসে ডগ হেডেড মানুষ হিসেবে একদল মানুষের কথা জানা যায়। (এ ব্যাপারে নিচে আলাদা করে আলোচনা করা হয়েছে.)

তাহলে, ডারুইনের তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা ধরে নিতে পারি খাজারিয়ানরা আগে বানর অথবা ডগ হেডেড ম্যান বা অন্য কিছু ছিল।

সে প্রকৃত পক্ষে নিজের আসল ইতিহাস তুলে ধরেছিলো. কারণ ইতিহাস থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে ইউরোপিয়ানরা আগে বন্য গুহাবাসী ছিল. বর্বর ও জংলী ছিল. পড়ালেখা জানতোনা. যেমনটা আমরা আমাদের পাঠপুস্তকে জেনেছি.

কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাস এমন নয়. আমরা সবসময় আধুনিক ছিলাম. আমাদের পূর্ব পুরুষ মানুষ ছিল.

এবার আসুন ডগ গড বা গড ডগ বা ডগ হেডেড মানুষের কথা জেনে নেই.

গড (god / satan) নাকি ডগ (কুকুর / dog)?

god > dog. / dog > god.

গডকে উল্টো করলে হয় ডগ।

আবার ডগকে উল্টো করলে হয় গড।

আজান দিলে শয়তান কুকুরের উল্টো দিক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। আর কুকুর চিৎকার করতে থাকে।

আবার জিন শয়তানেরা কুকুরের বেশ ধারণ করতে পছন্দ করে।

আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইজিপশিয়ানরা এক সময় এই ডগ গডের (আনুবিস) উপাসনা করতো। আবার আরবের মুশরিকরা যে বাল দেবতার পূজা করতো ওটার মাথাও কুকুরের.

আপনারা তো ভালো করেই জানেন যে, এই সমস্ত গড বা দেবতা হচ্ছে জিন শয়তান।

এবার নিশ্চয়ই গড আর ডগের অর্থাৎ শয়তান ও কুকুরের মেলবন্ধনটা বুঝতে পেরেছেন।

পাশা পাশি ডারউইনের ভ্রান্ত মতবাদটাও নিশ্চই বুঝে ফেলেছেন?

<u>অবিবাহিত এবং ছাত্রদের জন্য কিছু বাস্তবমুখী নসীহা:</u>

ছাত্ররা যেহেতু তোমরা ছাত্র জীবন শেষ করোনি তোমরা এখনো আবেগের মধ্যেই আছো। বাস্তবতার ধারে কাছেও এখনো আসোনি। বাস্তবতার নির্মম চেহারা তো দেখতে পাবে বিয়ে ও কর্ম জীবনে আসার পর। আমি তোমাদেরকে ভয় লাগাচ্ছিনা, বরং সত্যকে তুলে ধরছি যাতে তোমরা নিজেদেরকে সেভাবেই গড়ে তুলতে পারো। দ্বীনের খেদমত করছো ভালো কথা, কিন্তু নিজের পড়াশুনা নষ্ট করে নয়। সবকিছুর পাশাপাশি ভালো রিজিকের ব্যবস্থাও করতে হবে। তবে হাহ, তুমি যদি একেবারে আল্লাহর রাস্তায় চলে যেতে পারো, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু তুমি যদি এই সমাজে থাকো তাহলে তোমাকে বাস্তববাদী হতেই হবে।

মনে রেখো দারিদ্রতা মানুষকে কুফুরীর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এবার আসো এলম চর্চার কথায়। অবসরে অন্যান্য ছেলেরা আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট করে। তুমি অবশ্যই ইসলাম নিয়ে পড়াশোনার পিছনে সময় ব্যায় করবে। হক্কানী আলেমদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। সব কিছু অনলাইন থেকে পাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। গভীর এলম অর্জন করতে হলে আলেমদের সোহবতে থাকতে হয়। টাকা অপচয় না করে বেশি বেশি কিতাব কিনো। নিজের জন্য অবশ্যই একটি ইসলামিক লাইব্রেরি বানাও। নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করে অন্যদের সাথে তর্ক বিতর্ক পরিহার করে চলো। এলম অর্জনের আগে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। কারণ এই এলম কখনো কখনো কারো কারো জন্য গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়ে বন্ধুকে পরিহার করে চলো। সাদ্ধমত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। গুনাহের অসংখ্য ক্ষতির মধ্যে আরো একটি ক্ষতি হচ্ছে সঠিক এলম থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

এবার বিয়ের প্রসঙ্গ :বালেগ হলে এবং পরিবারের সমর্থন থাকলে বিয়ে করে ফেলো। অন্য একজনের দায়িত্ব নেয়া সোজা কথা নয়। আর এখন সেই যুগ নেই যে ,তোমরা এক কাপড় আর কোনো রকম খানা খেয়ে পার করে দিবা। সুতরাং এক্ষেত্রে আবেগী না হওয়াটাই উত্তম। পারিবারিক সাপোর্ট না থাকলে নিজেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে বিয়ে করতে হবে। আর কোনোটাই সম্ভব না হলে রোজা রেখে সবর করে আল্লাহর কাছে দোআ করতে হবে। আল্লাহই একটা ব্যবস্থা করে দিবেন। এলম চর্চায় নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। কিতাবের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলবে। তাহলে আর মন এদিক ওদিক ছোটা ছুটি করবেনা, ইনশাআল্লাহ।

আরেকটা জরুরি কথা: ফেসবুকে কোনো মেয়ের ভালো ভালো ইসলামিক পোস্ট দেখে তাকে খুব ধার্মিক, দ্বীনদার ও পর্দাশীল মনে করে তার প্রতি আসক্ত হয়ে যেওনা। ভার্চুয়াল জগৎ পুরাটাই ধোঁকা। অনেক ছেলে মেয়ে এভাবে ধোঁকা খেয়েছে। সুতরাং খুব সাবধান।

আল্লাহ তোমাদেরকে কবুল করুন এবং দাজ্জালের ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন।

টিকা নিলেও সমস্যা, না নিলেও সমস্যা। করণীয় কি?

আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো টিকার অসারতা সম্পর্কে জেনে ফেলেছি। তাই অনেকেই নিয়ত করেছেন নিজের সন্তানকে টিকা দিবেন না। এখন এ ব্যাপারে আপনাদের সাথে বাস্তব কিছু উপকার ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো, যেন আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়।

উপকার:

অনেকেই ভয়ে আছেন টীকা না দিলে কোনো ক্ষতি হবে কিনা? ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। মিডিয়া আমাদের ব্রেন ওয়াশড করে দিচ্ছে। যেমন এখন করোনা ভাইরাসের ব্যাপারে সবাইকে আতংকিত করে রেখেছে। তাই আমরা মনে করি বাচ্চাকে টিকা না দিলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে। ভুল । একদম ভুল চিন্তা ধারা। বরং টিকা দিলেই আপনার বাচ্চার শরীরে আরো অনেকগুলো রোগের জীবাণু প্রবেশ করবে। আর টিকা না দিলে বাচ্চার কোনো ক্ষতি হবে না ইংশাআল্লাহ। বরং আপনার বাচ্চা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ, সবল, মেধাবী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকবে। দেখবেন টিকা নেয়া বাচ্চা গুলোর রোগ লেগেই থাকে।

এটা স্পষ্ট একটা ষরযন্ত্র। তারা মুসলিম উম্মাহকে পঙ্গু করে দিতে চায়। বিল গেটস সহ এলিটরা কেউই এসব টিকা নেয় না। এ ব্যাপারে অনেক দলিল আছে অনলাইনে । এটা তো একটা কমন সেন্স আপনার এখন কোনো জ্বর বা কোনো অসুখ নেই। অথচ আপনি জ্বর আসতে

পারে (যদিও কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যায় নি) এ ভয়ে এখনই জ্বরের বা ডায়রিয়ার ঔষধ খেয়ে বসে আছেন। আপনার বাচ্চাকে আল্লাহ তাআলাই সমস্ত রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা দিয়েই পাঠিয়েছেন। টুকটাক ছোটোখাটো অসুখ গুলো আল্লাহর ইচ্ছায় প্রাকৃতিক ভাবেই সেড়ে যায়। কথায় কথায় ডাক্তার আর ঔষধের দিকে দৌড়ানোর অভ্যাস ভালো না।আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রাথমিক সুন্নাহ চিকিৎসা (মধু, কালিজিরা তুলসী পাতা ইত্যাদি) নেয়ার অভ্যাস করুন। এক্ষেত্রে তিব্বে নববী কিতাবটা অনুসরণ করতে পারেন।

সমস্যা সমূহ ঃ

আপনার বাচ্চাকে টীকা না দিলে সর্বপ্রথম আপনার নিজের পরিবার ও আত্মীয় স্বজন থেকেই বাধাগ্রস্ত হবেন। তারা আপনাকে বিভিন্নভাবে পেরেশান করবে। কম বেশি সবাই আপনাকে কথা শুনাবে। এক্ষেত্রে আপনার ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল থাকতে হবে। নয়ত টিকতে পারবেন না।

এরপর আরও সমস্যায় পরবেন ডাক্তার দেখাতে ও জন্ম সনদ বানাতে গিয়ে। টীকা কার্ড ছাড়া ডাক্তার আপনার বাচ্চাকে দেখতে চাবে না। আবার জন্ম সনদও দিবেনা। এক্ষেত্রে আপনাকে স্বাস্থ্য কর্মীর সাথে বিশেষ সম্পরকের মাদ্ধমে একটা ফেক টীকা কার্ড বানিয়ে রাখতে হবে। ব্যাস, কোনোরকমে ৩/৪ বছর পার করতে পারলে আর কোন সমস্যা হবে না ইংশাআল্লাহ। তবে বারবার বলি ইমান মজবুত না হলে আপনি এ যুদ্ধে টিকতে পারবেন না।

হামেলা মা দেরকে যে টীকা দেয়া হয়, সেটাও নিস্প্রয়জন। ওটা থেকেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন। ঘরে নরমাল ডেলিভারি করানোর চেষ্টা করবেন।

হামেলা (প্রেগন্যান্ট) অবস্থায় তালিম, তেলয়াত, জিকির, পর্দা ও স্বাস্থ্যসম্মত (বিশেষ করে খেজুর) খাবার খাবে। জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলবে। টিভি, মিউজিক, গিবত থেকে ১০০ হাত দূরে থাকবে। তাহলে, আল্লাহ সব কিছুকে সহজ করে দিবেন।

এবার সিদ্ধান্ত আপনার। আপনি কনফিউসনে থাকলে এস্তেখারা নামাজ পরে নিতে পারেন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হন। আমিন।

বিঃ দ্রঃ আমি মোটেও এ কথা বলছিনা যে, আপ্নারা একেবারে ডাক্তার দেখানো বা চিকিৎসা নেয়া ছেড়ে দেন। বলতে চেয়েছি টীকার মত ষড়যন্ত্র গুলকে বুঝতে শিখুন এবং এই ফাদ থেকে বেঁচে থাকুন।

আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দাজ্জালের ফেত্না থেকে হেফাজত করুন, আমিন।

বর্তমান পৃথিবীতে ৩টি সভ্যতা বিদ্যমান: (প্রাচীন, আধুনিক ও অত্যাধুনিক)

প্রাচীন সভ্যতা: এরা হল বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী। আমাজন, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এদের বসবাস। এরা এখনো প্রাচীন যুগের মতোই বসবাস করে। আধুনিক জীবন থেকে ওরা অনেক দূরে। নগ্ন জীবন যাপন করে। আমাদের হেলিকপ্টার বা বিমান গুলো দেখে ওরা ভয় পেয়ে যায়। এগুলো ওদের কাছে স্বপ্নের মতো। বিশ্বাস করতে পারে না। ওরা জানে না, পৃথিবী কত উন্নত হয়ে গেছে?

আধুনিক সভ্যতা: অর্থাৎ আমরা। আমরা আজ আধুনিক জীবন যাপন অতিবাহিত করছি। আমাদের কাছে অনেক আধুনিক ইনুস্ট্রমেন্ট আছে। আমরা ভাবছি আমরাই সবচেয়ে আধুনিক। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কারণ আমাদের চেয়েও আধুনিক আরেকটা সভ্যতা আছে। আর সেটা হলো জিনদের সভ্যতা।

অত্যাধুনিক সভ্যতা: এটা হলো জিনদের জগৎ। জিনদের কাছে আমাদের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত ও শক্তিশালী প্রযুক্তি আছে।

কি, অবাক হয়ে গেলেন?

হাঃ, জিনদের কাছে আমাদের চেয়েও উন্নত টেকনোলজি আছে। আর বর্তমানে আমরা যা কিছু পাচ্ছি তার বেশির ভাগ ফর্মুলা জিনরাই দিয়ে থাকে। অর্থাৎ, মোবাইল, টিভি, রকেট, ট্যাংক, সাবমেরিন, কামান, ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই জিনদের কাছে আরো অনেক আগে থেকেই আছে। বিজ্ঞানীরা জিনদের পূজা করে। আর জিনরা ওদেরকে এসব বানানোর ফর্মুলা দিয়ে দেয়। আর সব কিছুই হয় কালো জাদু ও কাব্বালাহ চর্চার দ্বারা। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই

এসবে লিপ্ত। ভবিষ্যতে যেসব প্রযুক্তি আসছে, সেসব কিছুই জিনদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে।

এই যে মাঝে মাঝে ইউ এফ ওর কথা শুনা যায়, সেগুলো হচ্ছে জিনদের বাহন। জিনেরা আলোর গতিতে ছুটতে পারে। ওদের বাহনও সেরকম। আমাজনে আমরা বিমান নিয়ে গেলে উপজাতিরা যেমন অবাক হয়ে যায়, আমাদের সমাজে দুই একটা ইউ এফ ও চলে আসলে আমরাও ঠিক একই রকম অবাক হয়ে যাই।

বিভিন্ন সাই ফাই মুভিতে অন্য গ্রহের প্রাণীদের (এলিয়েন) যে উন্নত জীবন ব্যবস্থাকে দেখানো হয়, এটা জিনদের জগৎকেই দেখানো হয়।

এবার আসুন জেনে নেই এলিয়েনদের (জীন) গ্রহের কথা।

এলিয়েনরা (জীন) অন্য গ্রহে নয়, বরং আমাদের পৃথিবীতেই থাকে। তাদের থাকার জায়গা গুলো হলো: এন্টার্কটিকা, মাটি ও পানির নিচে, বিভিন্ন দ্বীপ, প্রান্ত সীমায় অর্থাৎ যেখানে আকাশ নেমে গেছে, গহীন বন জঙ্গল ইত্যাদি জায়গায়। কাফেররা চাচ্ছে জিনদের পুরো টেকনোলজিটা আয়ত্ত করতে। তাই তারা চায় জিনেরা তাদের প্রযুক্তি নিয়ে এই সমাজে চলে আসুক। আর শেষ জমানায় পুরো পৃথিবী জীন শয়তান দিয়ে ভরে যাবে। বিভিন্ন কার্টুন ও মুভির দ্বারা এটাই মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, যে শয়তান জিনেরা খারাপ কিছু না। ওরা আমাদের সাথে একসাথেই বসবাস করতে পারে। বিভিন্ন অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণী আর মানুষের বন্ধুত্বের সিনগুলো দিয়ে ওরা এটাই প্রমোট করছে।

মনে রাখবেন, কাফের, জীন ও শয়তান কখনোই মানুষের বন্ধু হতে পারে না।

ডারউইন সত্য বলেছিলো (তার পূর্ব পুরুষেরা বানর ছিল):

নবী দাউদ (আঃ) এর সেই ঘটনা। আল্লাহর কথা অমান্য করে মাছ শিকারের কারনে আল্লাহর গজবে মানুষের বানর হয়ে যাওয়ার ঘটনা তো আমরা সবাই জানি।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিতঃ রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

"সাপ হলো রূপান্তরিত জ্বীন, যেমন বনী ইসরাঈল রূপান্তরিত হয়েছিলো বাদর আর শুকরে।"

সোর্সঃ মুসনাদে আহমাদ ১০ঃ৩৪৮ তবারানী, কাবীর ১১০ঃ৩৪১ ও দূররে মানসূর ২০ঃ২৯০

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সাপ হলো রূপান্তরিত জ্বীণ যেমন বাদর ও শূকর রূপান্তরিত মানুষ। জ্বীনেরা হয় সাদা রঙের সাপ।

সোর্সঃ ইবনে আবী হাতিম।

মজার বিষয় হলো "চার্লস ডারউইনের এর বিবর্তনের মতবাদে বলা হয়েছে বানর থেকে মানুষের জন্ম। উনার ভূল হওয়াটাই স্বাভাবিক কারন বানর আর মানুষের মধ্যে অনেক মিল আছে।

তবে আমরা এখানে উনাকে ভুল না বলে সঠিকই বলবো। কারণ সে যেহেতু অবাধ্য ইহুদিদের (যারা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল) বংশধর, সুতরাং নিজেদের (ইহুদিদের) আসল পরিচয় তুলে ধরেছিলো। আমরা শুধু শুধু এতদিন তাকে গালি গালাজ করেছি। সে তো নিজেদের (ইহুদিদের) সত্য ইতিহাস তুলে ধরেছিলো।

অতএব আমরা বুঝলাম তার পূর্ব পুরুষেরা (ইউরোপিয়ানরা) বানর, অসামাজিক, বর্বর ও গুহাবাসী ছিল। কথাও বলতে জানতো না, পড়ালেখাও জানতো না। কিন্তু আমরা সবসময়ই শিক্ষিত ছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের দেশের খাবারের উপর নিয়ন্ত্রণ:

কিছু দিন আগে ধানের দাম একদম কমিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কৃষকরা ক্ষোভে তাদের ক্ষেত পুড়িয়ে দিয়েছিল। অনেকে কৃষি কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আমরা সবাই তা জানি।

এখন প্রশ্ন হলো: আমাদের দেশে যদি ধান (চাল) উৎপাদন না হয়, আমরা কী না খেয়ে থাকবো? নাহ থাকবো না। বাহির থেকে বেশি দামে আমদানি করা হবে এবং আমাদের কেও বেশি দামে কিনতে হবে।

শিক্ষা: যেহেতু আমাদের দেশে উৎপাদন কমে যাচ্ছে, আমরা কাফির দের মুখাপেক্ষি হয়ে পড়ছি। ওরা যত দাম বাড়াক, আমাদের কে সেই দামেই কিনতে হবে। আবার ওরা যদি আমাদেরকে খাবার দিতে না চায়, আমাদের কিছুই করার নেই।

আরেকটা বিষয় খেয়াল করুন। দেশি খাবার (পেঁয়াজ, রসুন, ডাল ইত্যাদি) এর দাম বেশি হওয়ায় আমরা কমদামে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ রসুন কিনি। এখানেও আমরাই আমাদের কে ধংস করছি। দেশি গুলোর দাম বেশি হওয়ায় আমরা কিনি না। না চললে কৃষকরা কেন উৎপাদন করবে? তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং কৃষি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায়। আর এই সুযোগে ওরা প্রভুত্ব (খাবারের উপর নিয়ন্ত্রণ) কায়েমের চেষ্টা করছে।

হিটলার ও হলোকাস্ট: আসল রহস্য।

প্রথমেই বলে নেই, এডলফ হিটলার ছিল একজন উচ্চপদস্থ শয়তানের পূজারী। তাকে দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে হলোকাস্ট (১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদী গণহত্যা) টি ঘটানো হয়েছিল।

কিন্তু কেন?

তারা এক ঢিলে অনেক গুলো পাখি মেরেছে।

১) আসল ইহুদী (বনী ইসরাইল) দেরকে মেরে ফেলেছে।

২) ইহুদীদের প্রতি বিশ্ববাসীর সহানুভূতি তৈরি করেছে।

৩) নকল কিছু ইহুদী (জায়নিস্ট) তৈরি করেছে।

৪) তাদের জন্য ইজরায়েল নামক একটি বিষাক্ত রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এবং ঐ নকল ইহুদী (জিউস) দেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।

আর এই নকল ইহুদী (জায়নিস্ট) গুলোই ইলুমিনাতি ও ফ্রিমেসন সহ আরো অনেক সিক্রেট সোসাইটি তৈরি করে সারা বিশ্বে ফেতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছে।

বি: দ্র: যারা এখন নকল ইহুদী (জায়নিস্ট) এরা আসলে কোন ধর্ম অনুসরণ করে না। এরা শয়তানের পূজারী। কাব্বালাহর চর্চা করে। এরা ইহুদী সেজে ফিলিস্তিন দখল করে ইজরায়েল

নামক একটি বিষাক্ত রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। যাতে, ওদের খোদার (দাজ্জাল) আগমন ত্বরান্বিত হয়।

ফিলিস্তিনের লড়াই আল্লাহ তায়ালার জন্য ছিল না:

ফিলিস্তিনের যুবকেরা প্রথম যখন ইজরায়েল এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ / লড়াই শুরু করে তখন তা আল্লাহ তায়ালার জন্য ছিল না। ছিল দেশের জন্য। তারা সারাদিন লড়াই করত আর রাতে কার্ড খেলে এবং মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকতো। কিন্তু কেন? কারন তাদের সামনে প্রকৃত ইসলাম ছিল না। তারা ইসলাম থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তাই তারা এখনো পর্যন্ত বিজয়ের মুখ দেখতে পারছে না। আলহামদুলিল্লাহ এখন সেই অবস্থা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে একজন আরব শায়েখের কল্যাণে। কিন্তু উম্মাহর দুর্ভাগ্য, সেই শায়েখকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে, অনেক আগেই। এখন কথা হলো আমরা সবাই এখন লড়াই লড়াই করতেছি। কিন্তু নিজের এসলাহ (আত্মিক সংশোধন) করতেছি না। এখলাসকে ঠিক করে নিচ্ছি না।
অন্তরের ব্যাধি দুর করতে হবে। লড়াই হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। দেশ বা দলের জন্য নয়। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

পুরো পৃথিবীর ভারসম্য নষ্ট করেছে কারা?

প্লাস্টিকের বোতল গুলো প্রকৃতির জন্য খুব হুমকি, এটা আমরা সবাই জানি। অন্য অনেক কিছুর মতোই এগুলোও প্রাকৃতিক ভারসম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। কাফেররা এগুলো কি পরিমানে উৎপাদন করছে আর কিভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে? প্রদত্ত ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একে তো এসব কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে মানুষ উগ্র হয়ে যাচ্ছে আবার পরিত্যাক্ত বোতলের কারণে মাটির উর্বরতাও কমে যাচ্ছে। এবং পৃথিবীর ভারসম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই কাফেরের দল প্রচার করছে, মুসলিমদের জনবৃদ্ধি নাকি প্রকৃতির জন্য হুমকি। অধিক জনগণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাফেরদের ওভার পপুলেশনের প্রপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হবেন না। আল্লাহর (সমতলে বিছানো) জমিনে জায়গার অভাব নেই। কাফেরদের মিথ্যা বলাকার পৃথিবীতেই কোনো জায়গা নেই।

আর বলাকার পৃথিবী প্রমোটের এটাও একটা রহস্য। ওরা সম্পদের কমতি দেখিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিতে চায়।

যারা এখনো সমতলে বিছানো পৃথিবীকে বুঝে নেন নি তারা বার বার ধোঁকায় পড়বেন। কাফেরদের নতুন নতুন প্রোপাগান্ডার ফাঁদে পরে বিভ্রান্ত হবেন। ভালো করে শুনে রাখুন, পৃথিবী সমতলে বিছানো। কাফেরদের বলাকার পৃথিবী তত্ত্বের সাথে অসংখ্য স্বার্থ জড়িয়ে আছে। মানুষ যদি সমতলে বিছানো বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীর কথা জানতে পারে, তাহলে কাফেরদের সকল পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং গ্লোবাল ওয়ার্মিং, পৃথিবী বসবাসের অনুপযুক্ত, পৃথিবীর আহ্নিক গতি পরিবর্তন হয়ে যাবে, নতুন গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে ইত্যাদি অযৌক্তিক ও অবাস্তব কোথায় কান না দিয়ে কুরআন ও হাদিস নিয়ে সঠিক পন্থায় গবেষণা করতে হবে। দাজ্জালের অসংখ্য স্বার্থ জড়িয়ে আছে এই বলাকার ও ঘূর্ণায়মান (হেলিওসেন্ট্রিক /সূর্যকেন্দ্রিক) পৃথিবী তত্ত্বের সাথে। এটাকে দাজ্জাল হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠা করেছে।

এই পৃথিবী কার?

ইসলামের অনুসারীরা ব্যতীত অন্য ধর্মের লোকেরা বা জাতিরা যদি দাবি করে, এই ভূমি আমাদের বা অমুক ভূমি আমাদের, এখানে / ওখানে আমাদের পূর্ব পুরুষরা ছিল, সুতরাং আমরা এটা / ওটা দখল করে নিবো. তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন. এই মূলক (পৃথিবীর ভূমি) শুধুই আমাদের (ইসলামের অনুসারী অর্থাৎ মুসলিমদের).

কিভাবে?

আল্লাহ আদম (আ:) সহ সমস্ত নবী রাসূলকে পাঠিয়েছেন ইসলামের উপর. যখন আল্লাহ তায়ালা যে নবী (আ:) কে যে শরীয়ত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন, তখন যারাই ওই নবী (আ:) এবং তার শরীয়তকে অনুসরণ করেছিল, তারাই ইসলামের অনুসারী ছিল. যেমন মুসা

(আ:) এর অনুসারীরা (বনি ইজরাইল) তার সময় মুসলিম ছিল. দুনিয়া ছিল তাদের জন্য. এরপর ঈসা (আ:) এর অনুসারীরা হয়েছিল মুসলিম. আর বর্তমানে আখেরি নবী (স:) এর অনুসারীরা মুসলিম. সুতরাং এই মূলক আমাদের. বাংলাদেশ, ভারত তো বটেই পুরো পৃথিবী আমাদের.

পৃথিবীকে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য দিয়েছেন. আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, ইসলাম এবং ইসলাম.

RFID (মাখলুকের উপর দাজ্জালের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম):

এটি একটি চিপ। চালের সমান। হাতে বসানো হবে। debit card, credit card, NID, license, passport, treatment card, সহ সব কিছু একসাথে এটার মধ্যে থাকবে। এটাই আপনার পরিচয়। এটাই আপনি। দাজ্জালের জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে এটা আপনাকে নিতেই হবে। এটা দিয়ে আপনাকে ২৪ ঘন্টা তদারকি করা হবে। কারন এটা Gps দ্বারা connected থাকবে। আপনার সমস্ত কর্মকান্ডের রেকর্ড থাকবে। আপনার উপর পূর্ণ নজর রাখা হবে।

তবে এটার সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হলো: এটার ভিতরে একটা ক্যামিকেল থাকবে। আপনি যদি দাজ্জালের অবাধ্য হন, ঐটা দিয়ে আপনাকে পঙ্গু বানিয়ে ফেলা হবে। এমন কি মেরেও ফেলা সম্ভব। আপনারা নেটে সার্চ করুন। আরো তথ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এমনি এমনি তো আর দাজ্জালের ফেতনাকে মহা ফেতনা বলা হয়নি।

Thor hammer নাকি আজাবের ফেরেস্তার বিশাল হাতুড়ি?

নবী করিম সা:এরশাদ করেন, বান্দাকে যখন কবরে রেখে তার সাথীরা বিদায় নিয়ে চলে যায়, সে তাদের পায়েরজুতা বা স্যান্ডেলের আওয়াজও শুনতে পায়। ওই সময়েই দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে দেন।জিজ্ঞেস করেন, 'এ লোকটি অর্থাৎ মুহাম্মদ সা: সম্পর্কে তোমার

ধারণা কী? মুমিনব্যক্তি তখন বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তাকে বলাহয়, তাকিয়ে দেখো, ওই যে জাহান্নামে তোমার আসনটা, সেটার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকেজান্নাতের আসন বরাদ্দ করে দিয়েছেন। উভয় আসনই সে দেখতে পাবে। মুনাফিক বা কাফেরকে যখনপ্রশ্ন করা হবেতুমি কি বলতে পারো এ লোকটা সম্পর্কে? সে বলবে, আমি তো কিছু জানিনা। লোকেরা যা বলত, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি তো জানতে চাওনি, অনুসরণও করনি।

আর ওই মুহূর্তেই বিশাল এক লৌহ হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করা হবে। আঘাতের ফলে সে বিকট স্বরে আর্তচিৎকার করে উঠবে, যা তার আশপাশে জিন, ইনসান এ দুই সৃষ্টি ছাড়া আর সবাই শুনতে পাবে। (বুখারি)।

সংযোজন: ষড়যন্ত্রটা বুঝেছেন? ওরা কবরের ফেরেস্তা এবং তাদের ভয়ংকর আযাবকে মানুষের কাছে খুব সাধারণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছে বরং ভুলিয়েই দিয়েছে। তারা বুঝতে চাচ্ছে এরকম হাতুড়ি তাদের কাছেও আছে। এগুলো তারা অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারে। আফসোস, এসব মুভি দেখে যুবকেরা এখন আর কবরের আজাবের কথা শুনে ভয় পায় না, নাউযুবিল্লাহ।

মেসিহা সিরিজের ১০ টি পর্ব থেকে কিছু তথ্য:

১) সে ইরানের অধিবাসী।

২) তার বাবা ইহুদি ও মা খ্রিস্টান।

৩) তার নাম ইউসুফ বা জোসেফ।

৪) আল আকসার সামনে ইহুদিদের গুলিতে নিহত হয়েছে এমন কিশোর কে জীবিত করা।

৫) হোয়াইট হাউসের সামনে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যায়।

৬) সর্ব প্রথম মুসলমানেরাই তার অনুসারী হয়।

৭) ধর্মের নাম: মানব ধর্ম।

৮) মুহূর্তের মধ্যে এখান থেকে ওখানে চলে যায়।

৯) বিমান ক্রাশ করে সবাই মারা যায়, কিন্তু ও মরেনি। বরং মৃতদেরকে জীবিত করে তুলে।

১০) ওর সামনে যেই আসে, গোয়েন্দা / প্রেসিডেন্ট সবার অতিত বর্তমান বলে দেয়।

এক্ষেত্রে সম্ভবত সে জাদু এবং ফেসবুক সহ সকল প্রকার এপস, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সাইট, ইমেইল, হসপিটাল ও ব্যাংক ডাটা ইত্যাদির সাহায্য নিবে।
আরো অনেক তথ্য ওখানে আছে। আপাতত এই পর্যন্ত।

<u>জীন ও প্রযুক্তি:</u>

জীনরা চোখের পলকে বিলকিস রানীর সিংহাসন এনে দিয়েছিলো.. কী পরিমান হাই টেকনোলজি তাদের কাছে ছিল. সুবহান আল্লাহ. ভবিষ্যতে হয়তো এই প্রযুক্তি টাকে কাজে লাগানো হবে. (অর্থাৎ মুহূর্তের মধ্যে কোনো বস্তুকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাওয়া.) যা বর্তমানে সাইন্স ফিকশন মুভি গুলোতে দেখানো হচ্ছে.
নিচের আয়াত গুলো পড়ুন.

لِمِينَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْ

সুলায়মান বললেন, হে পরিষদবর্গ, তারা আত্নসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?

(39

ي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌقَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّ

জনৈক দৈত্য-জিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত।

كَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا لَّدُن مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِ
ر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَ
غَنِيٌّ كَرِيمٌ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي

কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল।

<u>Facebook or godbook????</u>

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কোরআন শরীফ না খুলে আগে ফেসবুক খুলে। সারাদিন তো ঘাড় টা নিচু (নত) থাকেই। ঘুমের আগেও একই অবস্থা।

ফেসবুক ছাড়া যেন জীবন টাই বৃথা। এটার জালে সবাই আটকা পড়ে যাচ্ছে। লোগো টা দেখেছেন? মাথা নত। সত্যিই তো আজ আমাদের এই অবস্থা। আমরা সবাই দাজ্জালের সিস্টেম এর কাছে মাথা নত করে ফেলেছি। আর এখানে সবাই তাদের মনের কথা গুলো শেয়ার করে। কারন এখানে ঢুকেই দেখে whats on your mind? তোমার অন্তরে কী আছে? সব আমাকে (জুকারবার্গ টীম / দাজ্জাল) বলো।

আমাদের হাসি, কান্না, দুঃখ, কষ্ট , জন্ম, মৃত্যু, ভ্রমণ, খাওয়া দাওয়া, পছন্দ- অপছন্দ সহ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ কে না বলে ওদের কাছে শেয়ার করে দিচ্ছি। জুকারবার্গ আমাদের সমস্ত তথ্য ছবি এবং ভিডিও সহ জমা করছে। আজ আমরা আল্লাহকে ভুলে গেছি। ফেসবুক খোদার স্থান নিয়ে নিচ্ছে, (নাউজুবিল্লাহ)।

প্রতিটি মুহূর্তই এখানে শেয়ার করছি। একজন শিশুর জন্ম থেকে কৈশোর বয়স পর্যন্ত সব আপডেট বাবা মাই ফেসবুক (খোদা) কে দিয়ে দিচ্ছে। তারপর তার পুরো জীবনটাই সে নিজে এখানে আপডেট দেয়। তার মৃত্যুর পর সেই খবরটাও খোদাকে (ফেসবুক) জানিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই আমি আপনি নিজের অজান্তেই আমাদের সব তথ্য তাদের কে দিয়ে দিচ্ছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজত করুন আমীন।

আমার কথা: এগুলো অবশ্যই দাজ্জালের তদারকিতেই হচ্ছে।

সমাপ্ত।

শেষের কথা:

অফিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে পিডিএফ টি সাজিয়েছি। যারা জব করেন, তারা খুব ভালো করেই জানেন যে, জব জিনিসটা কত কঠিন। এর মধ্যে এই কাজ করতে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে। একদিনের মধ্যে সাজিয়েছি। তাই অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। আর তাছাড়া এমন একটি উদ্যোগ এই প্রথম নিয়েছি। তাও আপনাদেরই (ফেসবুকের পাঠক) পরামর্শে ও উৎসাহে। আল্লাহ যেহেতু একটা করার তৌফিক দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আরো সুন্দর করে আপনাদেরকে একটা পূর্ণাঙ্গ কিতাব উপহার দেয়ার চেষ্টা করবো। উপরে যেসমস্ত আলোচনা করা হয়েছে, তার বেশিরভাগই গবেষণালব্ধ। কিছু লিখা অনেক পুরানো। তাই ঐসব লিখার রেফারেন্স গুলো রাখা হয়নি। তবে এগুলো এখন অনলাইনে এভেইলেবল। আপনি একটু সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

তবে আপনাদের গবেষণার সুবিধার্থে, নিচে আমার ফেসবুক আইডি, পেজ, গ্রুপ, ব্লগ ও ইউটিউবের লিংক দিয়ে দিচ্ছি। সেখান থেকেও অনেক তথ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।
আপনাদের দোয়ায় আমাকে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।

Facebook ID:
https://www.facebook.com/RoooHnRooH

Facebook page:

https://www.facebook.com/DarkFeetnaah/

Facebook group:

https://www.facebook.com/groups/truthhunter

https://www.facebook.com/groups/445367669930945/

Blog:

https://toorpaahaar.blogspot.com/

youtube

https://www.youtube.com/channel/UCHdw4j11cAe8o-Sa0heNdMA/featured

Blog for collected article

https://elmpukur.blogspot.com/

সমস্ত তথ্য প্রমান উপরে দেয়া লিংক গুলোতে পাবেন, ইনশাল্লাহ। বিশেষ করে সমতলে বিছানো পৃথিবীর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে এখান থেকে পড়ে ও জেনে নেয়ার জন্য, আলাদা ভাবে অনুরোধ করছি।